









# মহাপারিনিব্বান সূত্রং

অর্থ্যৎ

তথাগতের অস্তিমাবদান

“অন্তদীপা বিহরথ অন্তসরণা অনঞ্‌ঞসরণা ;

ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্‌ঞসরণা”তি । ৫৫ পৃঃ

“হন্দদানি ভিক্ষবে আমন্তয়ামি বো ;

বয়ধম্মা সঙ্ঘারা অল্পমাদেন সম্পাদেথা”তি । ১৪৪ পৃঃ

রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, বিনয় বিশাখদ

( সংলিখিত ও অনূদিত )

প্রকাশিকা :—শ্রীঅন্নপূর্ণা বড়ুয়া

২৪৮৫ বুদ্ধাব্দ ।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ ।

## —প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী ভিক্ষু

সঙ্কশোদয় পালি টোল, রাজানগর

পো: আ: রাজাজুবন, চট্টগ্রাম ।

২। শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়ুয়া

আনন্দারাম, রাজুনীয়া

পো: আ: রাজুনীয়া, চট্টগ্রাম ।

৩। শ্রীমৎ প্রিয়ব্রত মহাস্থবির

রাজবিহার, রাজামাটি

পো: রাজামাটি, পার্শ্বত্যা চট্টগ্রাম ।

প্রিন্টার :—

শ্রীশ্যামসোহন চৌধুরী

প্রবর্তক এসম্.

চট্টগ্রাম ।

মূল্য দুই টাকা মাত্র

## উৎসর্গ পত্র ।

বিদ্যোৎসাহী পর-দুঃখ-কাতর প্রজারঞ্জক ধর্মপ্রাণ—

শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নলিনাক্ষ রায়, বি, এ, চাকমা রাজা  
বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে—

—“সেই ধন্য নরকুলে,                      লোকে যারে নাহি ভুলে,  
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন” ।

রাজন,—

যে-প্রাণের দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন প্রভাতে আপন সর্বস্ব অর্পণ করিয়া  
সংসার ত্যাগ করিয়াছি, যাহার মঙ্গল সঙ্কেতে অমৃতের সন্ধান লাভ  
করিব বলিয়া শ্রামণ্য বরণ করিয়াছি.—এই সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ  
বৎসর তাঁহার সেবায় যাপিত হইয়াছে শুধুই রাজ প্রদত্ত  
পিতৃ মাতৃ ছল্লভ সুখ সৌভাগ্য ভোগ ও রাজ  
অন্ন-বস্ত্রে প্রতিপালিত হইয়া । সেই পরম  
উদার দানশীল রাজ-পরিবারের স্নেহ-স্মৃতি  
এই ভিক্ষু জীবনের প্রতি রেণু-  
কণাতে মিশ্রিত ।

প্রাতঃস্মরণীয়া পরহিত-ব্রত-চারিণী ধর্মপ্রবণা স্বর্গীয়া রাণী কালিন্দী, স্বনাম ধন্য  
পরহিতব্রত সত্যনিষ্ঠ ধর্মশীল বিদ্যোৎসাহী স্বর্গীয় রাজা ভুবন মোহন  
রায়ের অপার সুগত শ্রদ্ধায় ও ধর্ম-গুরু-গারবতায় আমি বিমুক্ত ।  
দীন দরিদ্র সন্ন্যাসীর রাজ প্রতিদান দিবার কী বা আছে ?  
আপনি আত্মজ রূপে তাঁহাদেরই প্রতীক ।

আপনাদের রক্ষিত এ জীবনে সুগত সম্যকসম্বুদ্ধের যে প্রসাদটুকু লাভ  
করিয়াছি । আজ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-তর্পণ  
কল্পে ভবদীয় রাজশ্রীমণ্ডিত শ্রীকরকমলে অর্পণ করিতেছি ।

শুভাকাজক্ষী—

শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির

৮।৭।১৯৪১ ইং ।



## মহাপরিনিব্বান স্তম্ভ



। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নলিনাক্ষ রায়, বি. এ, চাকমা রাজ্য  
বাহাদুর। জন্ম ৬ই জুন, ১৯০৯ ইং। রাজ্যাভিষেক ৭ই মার্চ, ১৯৩৫ ইং।



## গ্রন্থ পরিচয়

মহাকাব্যিক ত্রিলোক-শাস্তা ভগবান্ সম্যকসম্বুদ্ধ সংসার-তাপতপ্ত জীবগণের মুক্তির জন্ত যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ধর্ম সংগ্রাহকগণ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা ;— “দীর্ঘনিকাযো, মজ্জিমনিকাযো, অঙ্গুত্তরনিকাযো, সংযুক্তনিকাযো, খুদ্দকনিকাযো”। তন্মধ্যে দীর্ঘনিকায় প্রথম। তাহাতে দীর্ঘ চৌত্রিশটি সূত্র সন্নিবেশিত। তাহাও “সীলকথকবগ্গো, মহাবগ্গো, পাথিকবগ্গো,” এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

“চতুত্তিংসেব সূত্তস্তা-তিবগ্গো যস্মৈ সঙ্গহো,  
এসদীঘনিকাযোতি-পঠমো অল্পলোগিকোতি”।

এই মহাপরিনিব্বান সূত্র দীর্ঘনিকায়স্থ মহাবর্গের অন্তর্নিবিষ্ট। এই সূত্রে তথাগত সম্যক-সম্বুদ্ধের শেষ জীবনের দেড় বৎসরের ঘটনা এবং পরিনিব্বানের পর, তাঁহার দেহ সংস্কার ও দেহাবশেষের স্তব্যবস্তার বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। আর কোনও সূত্রে এইরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে মঙ্গল-নিদান ভগবান্ শেষ জীবনে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও এই গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ পরিনিব্বান-শয্যায় শায়িত হইয়া শেষ মুহূর্ত্তে যে বলিয়াছেন ;—

“হন্দদানি ভিক্ষুবে আগন্তুমামি বো,  
বয়ধম্মা সঙ্ঘারা অল্পমাদেন সম্পাদেখাতি।”

ভগবানের পয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রদত্ত উপদেশ সমূহ তিনি এক অপ্রমাদ পদেরই অন্তর্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের প্রচারিত সন্ধর্মের সারাংশ সংক্ষেপে ইহাতে নিহিত। রাজা, প্রজা, গৃহস্থ ও প্রব্রজিতগণ কি ভাবে চলিলে, কোন্ নীতির অনুসরণ করিলে এই সংসারে চরম উন্নতি লাভ করিয়া, পরিশেষে পরম শান্তির অধিকারী হইতে পারেন, এই সূত্রে বিশেষ ভাবে তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে। সংসারে উন্নতি ও শান্তিকামী এবং নিকানাকাঙ্ক্ষীদের ইহা অতি প্রয়োজনীয়।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বিরূপ সেবা করিতেন, ধর্ম সেনাপতি শারিপুত্র ও মহাকল্প ভগবানের প্রতি কিরূপ প্রসন্ন ছিলেন, তাহা সূত্রে আংশিক উক্ত হইয়াছে। মহাপরিনিব্বান সূত্রে ঋঃ, পুঃ ৭ম, ৬ষ্ঠ, ৫ম, ৪র্থ ও ৩য় শতাব্দীর সামাজিক আচার ব্যবহারের বিবরণ কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ইহা ভারতের ছোটখাট একখানি প্রামাণিক ও প্রাচীন ইতিহাস।

ইংলণ্ড দেশীয় অধ্যাপক চাইল্ডার্স মূল মহাপরিনিব্বান সূত্র লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে এই সূত্রের অনেক সংস্করণ বিদ্যমান আছে। অধ্যাপক রীজ্ ডেভিড্‌স্ এই সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ Sacred Books of the East Series-এর মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ অঙ্গে জর্জ টার্নার মূল



গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্নালে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চীন দেশের বৃত্তান্ত অনুসারে জানা যায়, মহাপরিনির্নিকান সূত্র আটবার চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে পূর্ব চীন বংশের রাজত্বকালে এই সূত্রের প্রথম অনুবাদ হইয়াছিল। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অনুবাদ করিতে হইলে আমাদের নিকান শব্দটি সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আলোচনা করা উচিত মনে করি। কারণ পালিতে আছে “নিকান” বাঙ্গালায় কিন্তু সংস্কৃত নির্বাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্রহ্ম নির্বাণের-ব্রহ্মে বিলীনের ধারণা জন্মিতেছে না ত? ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্রহ্মনির্বাণ বা ব্রহ্ম-বিলীন আমাদের (বুদ্ধের) অরূপ বিমোক্ষ (৩য় অধ্যায়ের ৩৭—৪০নং প্যারাগ্রাফে উক্ত বিমোক্ষ) নিকান হইতে স্বতন্ত্র কিছু। পালি শব্দ সংস্কৃতে পরিবর্তিত করা বুদ্ধানুমোদিত নহে। ভগবান্ “নিকান”ই শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদীয় শিক্ষার ভাষাকে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় নিকান লিখিলে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ গত দোষ ঘটয়া যায়।\* যাহা হউক আমি পালি অনুযায়ী “নিকান” শব্দই ব্যবহার করিলাম। (মহাপরিনির্নিকান সম্বন্ধে পরিশিষ্টে ১৭৭-১৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) এই সূত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পাওয়া যাইবে :—

**১ম ভাগবারং (অধ্যায়)**—রাজা অজাতশত্রু বজ্জী বা লিচ্ছবিদিগকে অভিভূত করিতে গমনোত্তোগ এবং পরামর্শ গ্রহণের জন্ত স্বীয় প্রধান অমাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণকে ভগবৎ সমীপে প্রেরণ, ভগবান্ কর্তৃক রাজা ও প্রজাদের অপরিহানিয়, শ্রীবুদ্ধিজ্ঞানক সপ্তবিধ ধর্মের উল্লেখ, তৎপর ভিক্ষুদিগকে ক্রমান্বয়ে  $৭ \times ৫ + ৬ = ৪১$ টি অপরিহানিয় শ্রীবুদ্ধিজ্ঞানক ধর্ম দেশনা। শাস্তা ও শারিপুত্রের আলাপ :—অগ্রশ্রাবক শারিপুল্ল কর্তৃক স্বীয় সম্প্রসাদ প্রকাশ, সম্প্রসাদ উৎপত্তির কারণ, বুদ্ধগণের অভিসম্বোধির প্রণালী, ধর্মনীতি (ধর্মম্বয়), সম্যকসম্বুদ্ধের অভিসম্বুদ্ধত্ব। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার নির্দেশ, তৎ ভাবনার আনিশংস (সফল), আশ্রব চতুষ্টয় পরিত্যাগের উপায়। **পঞ্চশীলাদি শীল** লঙ্ঘনের অপকারিতা এবং শীল প্রতিপালনের আনিশংস, মহুত্তাপথে দেবগণ কর্তৃক গৃহবন্ধু পরিগ্রহণ, পাটলিপুল্ল নগর সম্বন্ধে ভগবানের ভবিষ্যদ্বাণী। দেবতা কর্তৃক রক্ষিত ও সম্মানিত হইবার উপায়, ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবানের তরী বিনা গঙ্গানদী পার ও তন্নিমিত্ত উদান (উল্লাস) প্রকাশ।

**২য় ভাগবারং (অধ্যায়)**—সংসারে সন্ধাবন ও সংসরণের হেতু, আপন আপন সংসার হুঃখ উপশমের উপায়, পরলোকগতদের জ্ঞানগতি, জ্ঞান অভিসম্প্রায় বর্ণনা, চতুরপায়-দ্বার রুদ্ধ করিবার হেতু :—ধর্মাদাস, ধর্মপর্ধ্যায় (বুদ্ধের ২ গুণ, ধর্মের ৬ গুণ, সম্ভের ২ গুণ ও শীলে স্থপ্রতিষ্ঠা)। ভিক্ষুদের প্রতি বুদ্ধদের অনুশাসন :—স্বতীশীলতা ও সম্প্রজ্ঞানতা, আত্মপালী গণিকার সত্যপথ গ্রহণ এবং পিণ্ড ও আরামদান, লিচ্ছবী রাজ পরিষদ ত্রয়স্বিংশ দেব-পরিষদের ত্রায় স্থশোভিত হইয়া ভগবৎ দর্শনে আগমন, ভগবান্ তত্র তত্র স্থানে বাস করিবার সময় কথিত নানাবিধ ধর্মোপদেশ, বেলুব গ্রামে ভগবানের বর্ষাষাপন ও সাংঘাতিক পীড়া, সমাপত্তির দ্বারা রোগ-মুক্তি, আয়ুর্জ্ঞান আনন্দের পরিচর্যা, সকলকে আত্মদ্বীপ, আত্মশরণ, ধর্মদ্বীপ, ধর্ম শরণ হইবার জন্ত আদেশ ও তাহার আনিশংস। ধর্ম-

সেনাপতি শারিপুত্র পরিনিকান প্রাপ্তির জন্ত ভগবান্ হইতে বিদায় গ্রহণ, শারিপুত্র-জননীৰ শ্রোতাপত্তি ফলপ্রাপ্তি, শারিপুত্র ও যোগগল্লায়নের পরিনিকান ।

**৩য় ভাণবারং ( অধ্যায় )**—চতুর্ ঋদ্ধিপাদ ভাবনার আনিশংস, তথাগতের কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থানের ক্ষমতা প্রকাশ, পরিনিকান প্রাপ্তির জন্ত মারের প্রার্থনা, ভগবান্ কর্তৃক আয়ুসংস্কার বিসর্জন, তন্নিমিত্ত ভূমিকম্পন, দেবগর্জ্জন, ভগবানের উদান ( উল্লাস ধনি ), ভূমিকম্প প্রাদুর্ভাবের অষ্টবিধ হেতু, অষ্ট পরিষদ, অষ্ট অভিভায়তন, অষ্ট বিমোক্ষ, ভগবান্ কল্পকাল অবস্থানের জন্ত আয়ুস্মান আনন্দের প্রার্থনা, ভগবান্ কর্তৃক প্রতিক্ষেপ, আয়ুস্মান আনন্দের দোষারোপ করিয়া শোক অপনোদন । সম্মিলিত ভিক্ষুগণকে দেব মানবগণের হিতার্থে লোকানুকম্পার্থে সপ্তত্রিংশ বোধি পক্ষীয়ধর্মের উল্লেখ করতঃ তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যকরূপে আচরণের আদেশ এবং তিনমাস পরে মহাপরিনিকান প্রাপ্তির ঘোষণা ।

**৪র্থ ভাণবারং ( অধ্যায় )**—সুদীর্ঘকাল সংসারাবর্তে সদ্ধাবনের হেতু, আপন আপন সংসার দুঃখ উপশমের হেতু, চারি মহাপ্রদেশ, স্বর্ণকার পুত্রের স্বকরমদ্ব প্রভিগ্রহ, তথাগতের আশ্চর্য্য অদ্ভুত ক্ষমতা, স্বকরমদ্ব পরিভোগ, সাংঘাতিক পীড়া, কুশীনারাতিমুখে গমন, পথের মদ্যো বিস্তার, জলপান, কালম গোত্রজ আলাড় ঋষির শিষ্য মল্লরাজপুত্র পুঙ্কসের সহিত ভগবানের আলাপ, পুঙ্কসের ভগবৎ শিষ্যত্ব গ্রহণ, দ্বিস্তম্ববর্ণ-বর্ণ বস্ত্রযুগল দান, ভগবানের দেহ-জ্যোতির অত্যধিক বিকাশ, ককুধা নদীতে স্নান, আশ্রবনে বসিয়া চুন্দের দান বর্ণনা, অগ্ন্যগ্ন দান হইতে মহৎফলভর, সমফল, সম বিপাকপ্রদ পিণ্ডপাতস্বয়ের উল্লেখ এবং তন্নিমিত্ত উদান ( উল্লাস ধনি ) ।

**৫ম ভাণবারং ( অধ্যায় )**—কুশীনারার উপবর্তনে মল্লরাজাদের শালবনে গমন, যমক শাল তরুর মধ্যবর্তী স্থানে মুকোপরি সিংহ শয্যায় শয়ন, তথাগতের পূজার জন্ত শালতরু প্রভৃতি তরুলতার পুষ্পোদগম, পুষ্পবৃষ্টি, দিব্যমন্ডার পুষ্প ও দিব্য স্নগন্ধি চূর্ণ বর্ষণ, তথাগতের প্রকৃত পূজাবিধি, দশ লোক ধাতুর দেব সম্মিলন ও তাঁহাদের রোদন, অশ্রুবান লোকদের দর্শনীয় সংবেগজনীয় স্থান চতুষ্টিয় (চারিটি তীর্থ), তীর্থ ভ্রমণের আনিশংস, স্ত্রীজাতির প্রতি ভিক্ষুদের ব্যবহার বিধি, রাজচক্রবর্তী ও তথাগতের শরীরের প্রতি ব্যবহার বিধি, স্তূপযোগ্য ব্যক্তি, স্তূপযোগ্য হইবার হেতু, আয়ুস্মান আনন্দের রোদন, ভগবান্ কর্তৃক সাস্ত্রনা প্রদান, আনন্দকে অচিরেই অর্হত্ব প্রাপ্তির আশ্বাস দান, আনন্দের গুণব্যাখ্যা, তাঁহার ও রাজচক্রবর্তীর আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত শক্তি, কুশীনারার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, মহাসুদর্শনচক্রবর্তী রাজপ্রবর্তী, সপ্তরত্ন, দশবিধ শব্দ, সপরিষদ মল্লরাজগণের রোদন ও তথাগতকে বন্দনা, সুভদ্র পরিব্রাজকের সন্দেহ অপনোদন ও অর্হত্ব প্রাপ্তি ।

**৬ষ্ঠ ভাণবারং ( অধ্যায় )**—শাস্তা নির্দেশ, ভিক্ষুদের পরম্পর সম্বোধন বিধি, ছয় ভিক্ষুর প্রতি দাতব্য ব্রহ্মদণ্ড, ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপদ উঠাইয়া দিবার কথা, ভগবানের অন্তিম উপদেশ, মহাপরিনিকান, তন্নিমিত্ত মহাভূমিকম্প, দেবগর্জ্জন, মহাপ্রজ্ঞা সহস্রপতি, দেবরাজ ইন্দ্র, আয়ুস্মান অমরকঙ্ক ও আনন্দের ভাবিত গাথা, অবীতরাগ ভিক্ষুদের রোদন, বীতরাগ ভিক্ষুদের সম্প্রজ্ঞান ভাবে অবস্থিতি, আয়ুস্মান অমরকঙ্কের উপদেশ, আয়ুস্মান আনন্দ কর্তৃক মল্লরাজগণকে তথাগতের মহাপরিনির্বাতি জ্ঞাপন, মল্লরাজগণ কর্তৃক সপ্তাহ ব্যাপী তথাগতের শরীর পূজা, জাহ্নুম্রমাণ উচ্চ হইয়া দিব্যমন্ডার পুষ্পবর্ষণ,

মল্লিকা দেবী কর্তৃক মহালতা আভরণ দান, মুকুটবন্ধন চৈত্রে তথাগতের শরীর আনয়ন, আয়ুস্মান মহাকশপের আগমন ও তথাগতের পাদ বন্দনা, আপনা আপনি চিতা জলিয়া উঠা, চিতানল নির্বাপন, বুদ্ধাঙ্গি পূজা, বুদ্ধ-প্রব্রজিত স্বভ্রের ভাষিত উক্তি শ্রবণে ধর্ম-সংবেগ, সঙ্গীতির জগ্গ ভিক্ষু নির্বাকন, সম্ভরাজার ধাতু যাজ্ঞা, ধাতুর জগ্গ যুদ্ধের উপক্রম, ত্রোণ ব্রাহ্মণ দ্বারা মীমাংসা, ধাতু বিভাগ, রাজাগণের বুদ্ধাঙ্গি লইয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্যে গমন ও বুদ্ধাঙ্গি নিধান। আয়ুস্মান মহাকশপ রাজা অজাতশত্রু দ্বারা একস্থানে আশ্চর্যজনক ভাবে মহাধাতু নিধান, বিশ্বকর্মা কর্তৃক রক্ষা, রাজচক্রবর্তী অশোকের বুদ্ধাঙ্গি অন্বেষণ ও প্রাপ্তি এবং ৮৪ সহস্র স্থানে নিধান। পরিশিষ্টে আরও নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সম্মিলিত হইয়াছে।

মূলের সহিত পালি অর্থকথা ও টীকাকারের মতানুযায়ী অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অনুবাদ যাহাতে সরল ও সহজবোধ্য হয় তন্নিমিত্তে যথাসাধ্য যত্ন লইয়াছি। অনুবাদে যে সকল ভাব পরিস্ফুট করিতে পারি নাই তজ্জগ্গ বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য ও পাদটীকা এবং পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্ট যোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার অনভিজ্ঞতা হেতু স্থখ বোধ্য হইয়াছে কিনা জানিনা। আমার বঙ্গভাষা ভাষিগণের ইহার দ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার হইলেও মদীয় শ্রম সার্থক হইবে। যাহারা ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহারা অল্পগ্রহ পূর্বক পাদটীকা এবং পরিশিষ্ট সহ পাঠ করিবেন। সাধারণতঃ নাটক উপন্যাস একবার পাঠ করিলে তাহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, কিন্তু আধ্যাত্ম আর্থ্য না হইলে বুঝান ও বুঝা দুক্লহ ব্যাপার। তন্মত পুনঃ পুনঃ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্তব্য। তাহা হইলে অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং পরম শান্তি পাইয়া যাইবে।

এই সূত্র অনুবাদে আমার চিরস্বহৃদ পণ্ডিত শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাশ্ববির মহাশয়ের নিকট আমি সর্বাংশে স্বীকৃত। তাঁহার পরামর্শে আমি ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। তিনি অনুবাদাংশ পরীক্ষা ও সংশোধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্নযোগ্য শিষ্য মহামুনি পালি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শ্রীমান ধর্ম্মধারস্ববির তত্ত্বভূষণ, সূত্র বিনয়ানুশাসন বিশারদ ইহা সর্বদাঙ্গ হৃদয় করিয়া বিশেষতঃ ইহার সার গর্ভ ভূমিকা লিখিয়া আমার প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জগ্গ তাঁহার নিকট হইতেও উপকৃত। শ্রীশ্রীযুক্ত কুমার কোকনদাঙ্গ রায়, এম, এ, মহোদয় গ্রন্থের প্রকৃৎ সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন ও প্রবীণ অবসর প্রাপ্ত স্নযোগ্য সাব্‌ডেপুটী কালেক্টার, ধর্ম্মপ্রাণ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান মহোদয় এবং তাঁহার স্নযোগ্য পুত্র রাজামাটী গবর্ণমেন্ট উচ্চ ইংরেজি স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতকুমার দেওয়ান বি, এ, মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে সর্ববিষয়ে আন্তরিকতার সহিত সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ ছাপান আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। বিশেষতঃ সহরে অবস্থান সময়ে আমার আহার বিহারের স্বল্পোবস্তু করিয়া দিয়াছেন। তজ্জগ্গ আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। ভগবান্ তাঁহাদের উন্নতি ও স্থখ শান্তি বিধান করুন ইহা ভগবৎ সমীপে ঐকান্তিক প্রার্থনা।

চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অন্ততম ভিক্ষু শ্রীমং অনোমদর্শী নৃত্ত বিশারদ ইহার প্রথম কয়েক ফর্মার প্রফ সংশোধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান জ্ঞানজ্যোতিঃ স্ববির বিনয়বিশারদ ( স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত ), ভিক্ষু শ্রীমান স্ববিমল বিজ্ঞানরত্ন ও শ্রীমান প্রিয়দর্শী ভিক্ষু ইহা প্রকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। শ্রীমান চারুজীবন বড়ুয়া আমার নির্দেশানুযায়ী পাঁচখানা ছবি সম্পাদন করিয়া দিবার ভার লইয়াছিল কিন্তু তাহার অনবসর বশতঃ শ্রীশ্রীভগবানের পরিনিব্বান শয্যায় শায়িত ছবিখানা মদীয় খরচে ১০ মাসে অঙ্কিত করায়, অবশিষ্ট ছবিগুলি সংযোজিত করিতে পারিলাম না। যদি জীবনে কুলায় বারাস্তরে অবশিষ্ট ছবিগুলিও করাইয়া দিবার বাসনা রহিল। বুদ্ধ প্রাপ্তির ছবিখানা সিলোনী ছবি হইতে এবং ধর্মচক্র প্রবর্তনের ছবিখানা সদাশয় ভারত গবর্ণমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্তে যে পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে রাজানগর রাজাভুবন এম, ই, স্কুলের সম্পাদক, বিজোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন দেওয়ান, হেডম্যান এবং আরও বহু সদাশয় ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ বাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইহার মুদ্রণ উপলক্ষে চট্টগ্রাম সহরে অনেকবার আমাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি:—রাজুনীয়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার বড়ুয়া ও তৎ সহধর্মিনী প্রদ্বাবতী শ্রীমতী সারদাকুমারী বড়ুয়া, চট্টগ্রাম সহরের সওদাগর শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বাবু বরদাচরণ বড়ুয়া এবং আবগারী বিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু শান্তীলাল বড়ুয়ার প্রদ্বাবতী সহধর্মিনী শ্রীমতী শান্তিলতা বড়ুয়া সহরে আসা যাওয়ার সময় অন্ন পানীয় দ্বারা আমাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের প্রত্যেকের মঙ্গল বিধান করুন।

প্রবর্তক প্রেসের ও দোকানের মেসারসগণ বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শশাঙ্কমোহন চৌধুরী মহোদয় স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্তে ও অমায়িক ব্যবহারে ইহার মুদ্রণ কালকে আমার নিকট অতি আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। আরও শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন চৌধুরী মহোদয় আমার প্রদত্ত ছবিগুলি উৎসাহের সহিত যত্ন সহকারে স্বল্প টাকায় রূপ করাইয়া দিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা  
২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই  
বুদ্ধাব্দ ২৪৮৫, খৃঃ অঃ ১৯৪১

}

শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির  
রাজবিহার, রাজানগর।  
চট্টগ্রাম।

## মর্শবানী ।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রভাবে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের পর অমূল্য রত্নের আকর “মহাপরিনিব্বান সূত্রং” অর্থাৎ তথাগতের অন্তিমাবদান মূল পালির সহিত সঠিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম ।

প্রেসের কবল হইতে বই উদ্ধার করিতে কত যে যত্ননা ভোগ করিতে হয়, অবশ্য ঘাঁহারা ভুক্ত-ভোগী তাঁহারা ইহা মর্শে মর্শে অনুভব করিবেন । প্রথমে চট্টগ্রামের মিটো প্রেসে ইহার মুদ্রাক্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, এই প্রেসে ৬ মাসে ৭ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় । উক্ত প্রেস এয়ালার ব্যবহারে ত্যক্ত হইয়া নিতান্ত নিরাশ হৃদয়ে অবশেষে প্রবর্ত্তক প্রেসের শরণ লইতে বাধ্য হই । তত্রতা কর্ম্মচারিগণ পুস্তকটীর মুদ্রাক্ষণে বিশেষ মনোযোগ দিয়া নয় মাসে সম্পূর্ণবিশিষ্ট ফর্ম্মা ছাপিয়া দিয়াছেন ।

মুদ্রণের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন যত্নের কত দূর কৃতিত্ব পাঠক মহোদয়েরাই তাহার বিচার করিবেন । নিজের অজ্ঞতা, অনবধানতা ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, তত্পরি মুদ্রাকরের ক্রটি ইত্যাদি কারণে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি অনেক ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে । ভ্রম গোপন না রাখিয়া প্রদর্শন করা সম্ভব এই বিশ্বাসে মুদ্রণের পর যে সকল ভ্রম আমার নয়ন পথে পতিত হইয়াছে সে গুলির জগু শুদ্ধি পত্র যোগ করিয়া দিলাম । পাঠক মহাশয়েরা একটু কষ্ট স্বীকার করতঃ অগ্রে সংশোধন করিয়া লইলে পাঠের সুবিধা হইবে । যদি কাহারো চক্ষে গ্রন্থের স্থান বিশেষে আরও ভুল প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে ।

বাঙ্গালা অক্ষরে পালির সংযুক্ত অক্ষর প্রেসে না থাকায় এবং বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব এবং ল ও ল্ (al) এর কোন বিভিন্নতা না থাকায় বিশেষ অনস্ববিধা হইয়াছে । হসন্ত দিয়া সংযুক্ত অক্ষরের কার্য্য সারিতে হইয়াছে । বর্গীয় ব এর পার্শ্বে বিন্দু এবং ব এই চিহ্নিত ব দিয়া একা বর্গীয় ব এর কার্য্য সারা হইয়াছে কিন্তু সংযুক্ত ব (ব) অন্তঃস্থ ব এর দ্বারা রহিয়াছে । ল এবং ল্ (al) এর কোন বিভিন্নতা দেখাইতে পারি নাই । আমার অনিচ্ছাকৃত ক্রটি অবশ্য পাঠক মহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন আশা করি । ল এবং ল্ এর বিভিন্নতা বুঝা পাঠক বর্গের জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিবে । ইতি—

গ্রন্থকার ।

### ব্যবহৃত সাক্ষেতিক অক্ষর

ইঃ—ইংলিশ অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক । সীঃ—সিলোনী অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক ।  
বঃ—ব্রহ্মা অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক । অঃ—দীঘনিকায়ের অর্থ কথা । টাঃ—দীঘনিকায়ের  
টাকা ।



রাজশুক শ্রীমৎ পদ্মরত্ন মহাস্থবিব, দিনয় বিহারদ ।



# ভূমিকা

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সন্ম্যা সম্বুদ্ধসু ।

মহাপরিনিব্বান সূত্রের ভূমিকা লিখিবার আদেশ পাইয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম । যে গ্রন্থে গ্রন্থকারের মৰ্ম্মবাণী, গ্রন্থ-পরিচয় এবং গ্রন্থ শেষে সুবিস্তীর্ণ সারগর্ভ পরিশিষ্ট রহিয়াছে, তাহার উপর আবার ভূমিকার সার্থকতা কি? বুঝি না । তথাপি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার মহোদয়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ।

মহাপরিনিব্বান সূত্রে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের শেষ দেড় বৎসরের জীবন-কাহিনী সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিকরূপে আলোচিত হইয়াছে । খৃষ্ট পূর্ব ৬২৪ অব্দে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের ও অগ্রমহিষী মহামায়া দেবীর পুত্ররূপে কুমার গৌতম জন্মগ্রহণ করেন । ঊনত্রিংশ বৎসর বয়সে জীবের জরা, ব্যাধি ও মরণ দুঃখের অপনোদন মানসে তিনি মহাভিনিক্ষ্রমণ করেন । পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে খৃষ্ট পূর্ব ৫৮৯ অব্দে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় উরুবলোর বোধিক্ষম মূলে তিনি বোধিজ্ঞান বা সিদ্ধিলাভ করিলেন । অতঃপর তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী এই আখ্যা প্রাপ্ত হন ।

বুদ্ধ লাভের পর তিনি ত্রিতাপদঞ্চ প্রাণিগণের দুঃখ মোচনের জন্ত পঞ্চচত্বারিংশ বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন দেশে তাঁহার নবাবিস্কৃত ধর্ম্ম প্রচার করেন । বর্ষান্তরূতে তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিতেন । ১ম বর্ষা বারাণসীর ঋষিপতনে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষা রাজগৃহে ; ৫ম বর্ষা বৈশালীর মহাবনে ; ৬ষ্ঠ বর্ষা মুকুল পর্বতে ; ৭ম বর্ষা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে ; ৮ম বর্ষা সুংসুমার গিরে ; ৯ম বর্ষা কৌশাস্থীতে ; ১০ম বর্ষা পারিলেয়াবনে ; ১১শ বর্ষা নালা-ব্রাহ্মণ গ্রামে ; ১২শ বর্ষা বৈরঞ্জ-ব্রাহ্মণ গ্রামে ; ১৩শ বর্ষা চালিয় পর্বতে ; ১৪শ বর্ষা শ্রাবস্তীর জেতবনে ; ১৫শ বর্ষা কপিল বস্ততে ; ১৬শ বর্ষা আলবী নগরে ; ১৭শ বর্ষা পুনঃ রাজগৃহে ; ১৮শ, ১৯শ বর্ষা পুনঃ চালিয় পর্বতে ; ২০শ বর্ষা পুনঃ রাজগৃহে ; ২১শ হইতে ৪৪শ বর্ষা পুনঃ শ্রাবস্তীতে ; ( তন্মধ্যে বিশাখা প্রদত্ত পূর্বারামে ৬ বর্ষা এবং অবশিষ্ট অনাথ পিণ্ডদেব জেতবনে ) অবস্থান করেন । ৪৫শ বর্ষা বেলুবগ্রামে যাপন করেন । তখন স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ মুক্তির উপায় উপদেশ করিতেন । এই পঞ্চচত্বারিংশ বৎসরের বিচিত্র কর্ম্মজীবনের বিবরণী মানব কল্যাণের জন্ত ত্রিপিটকে সংগৃহীত হইয়াছে ।

বর্ষাব্রত উদ্‌যাপিত হইলে, সর্বদা তিনি জগতের প্রতি অল্পকম্পা পূর্বক বহুজনের হিতের জন্ত, স্বথের জন্ত, দেব-মহুগ্নের উপকারের জন্ত, সদ্ধর্ম্ম প্রচার করিতে ভিক্ষুগণকে নির্দেশ দিতেন ; এবং স্বয়ং একদিকে প্রচারার্থ বাহির হইয়া পড়িতেন । ভগবান্ মহাকাৰুণিক বুদ্ধ এবার চতুচত্বারিংশ বর্ষা সমাপন করিয়া কার্তিক পূর্ণিমার পর পূর্ব প্রথানুযায়ী ধর্ম্ম প্রচারার্থ শ্রাবস্তী হইতে বহির্গত হইলেন । যথাক্রমে রাজগৃহে পৌছিলেন । তাঁহার রাজগৃহস্থ গৃধকূট পর্বতে



অবস্থিতির সময় বক্ষ্যমান মহাপরিনিব্বান স্তত্র দেশনা আরম্ভ হয়। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত।

**প্রথম অধ্যায়**—ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহস্থ গৃধ্ৰকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। তখন মগধরাজ অজাতশত্রু বৃজি বা বজ্জীরাজ্য আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই অভিযান সম্বন্ধে ভগবানের অভিমতের জ্ঞতাঁহার প্রধান মন্ত্রী বর্ষকার ব্রাহ্মণকে ভগবৎ সমীপে পাঠাইলেন। মহারাজের সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ভগবান্ আনন্দ স্ববিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যে সপ্ত অপরিহানিকর নীতি বজ্জীদের মধ্যে প্রতিপালিত হয় কিনা? প্রত্যুত্তরে আনন্দ স্ববির বলিলেন, “প্রভু! তাঁহারা ইহা সমস্তে প্রতিপালন করেন।” ভগবান্ পুনর্বার বলিলেন, “উহাদের এক এক নীতি পালনে তাঁহাদের পরাজয় অসম্ভব, সপ্তনীতির কথা কি!” এই উপদেশ কেবল গণতন্ত্র মূলক বজ্জীদের মঙ্গলের জ্ঞাত প্রযোজ্য নহে। ইহা সমগ্র মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে। পাখিব স্তথৈশ্বৰ্য্যশালী হইয়া স্বাধীন-জীবন-যাপন করিতে হইলে এই নীতিগুলি মানব সমাজের অপরিহার্য্য পালনীয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘের আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে বিবিধ অপরিহানিকর ধর্মের উপদেশ প্রদান করিলেন।

ভগবান্ রাজগৃহ হইতে “আম্বলট্টিকায়” ( বর্তমান ‘মিগার’? জিলা পাটনা ) উপনীত হইলেন। তথায়ও ভিক্ষুদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। তথা হইতে নালন্দায় ( বর্তমান “বড়গাঁও” জিলা পাটনা ) গমন করিলেন। স্থানীয় প্রবারিক আম্বকুঞ্জ সারিপুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ও আলাপ হয়। এই আলাপ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কাহারো মতে সারিপুত্র ৪২৭ বিক্রম পূর্বাব্দে অর্থাৎ বর্তমান বংসরের কার্তিক পূর্ণিমায় ও মোগ্গল্লায়ন তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশীতে পরিনিব্বান লাভ করেন। সুতরাং সারিপুত্রের সাক্ষাৎকার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু অট্টকথা আচার্য্যের মত যে বেলুবগ্রামে শেষ বর্ষাবাস সমাপন করিয়া ভগবান্ আগতমার্গে পুনঃ প্রাবর্ত্তীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এই গমনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী পিটকের অত্র পরিদৃষ্ট হয়। ঐ বংসরের কার্তিক পূর্ণিমায় ও পরবর্ত্তী অমাবস্যায় সারিপুত্র ও মোগ্গল্লায়নের পরিনিব্বান ঘটে। কাজেই নালন্দায় সারিপুত্র ও ভগবানের আলাপ হওয়া স্বাভাবিক।

ভগবান্ শশিঞ্চে নালন্দা হইতে পাটলিগ্রামে ( পাটনা ) আসিয়া পৌঁছিলেন। তথাকার আবাসথাগারে ( অতিথিশালায় ) তাঁহাদের বাসস্থান নির্ধারিত হইল। এখানে সমবেত জনতাকে শীলভঙ্গের পরিণাম ও শীল প্রতিপালনের পুরস্কার বর্ণনা করেন। তখন স্ত্রীধ ও বর্ষকার নামক মগধরাজের মন্ত্রীদ্বয় বজ্জীদের আক্রমণ নিবারণকল্পে পাটলিগ্রামে এক নগর নির্মাণ করিতেছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ভগবান্ পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, “সমস্ত মহানগর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম হইবে। কিন্তু অগ্নি, জল ও অন্তর্নিব্বাদ দ্বারা ধ্বংসের সম্ভাবনা আছে।” মন্ত্রীদ্বয় শশিঞ্চে ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়া নগর প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন উৎসব সমাধা করিলেন। ভগবান্ গৌতমের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত করিয়া যেই দ্বারে তিনি গমন করেন উহার নাম “গৌতমদ্বার” এবং যেই ঘাট দিয়া তিনি গঙ্গা পার হইলেন, উহার নাম “গৌতমতীর্থ” করা হইল।

**দ্বিতীয় অধ্যায়—ভগবান্ কোটগ্রামে উপনীত হইয়া তথায় আৰ্যাসত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।** আৰ্যাসত্য বৌদ্ধধৰ্মের শ্রেষ্ঠতম উপদেশ। পয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন স্থানে, নানা ছন্দ-বন্ধে কেবল এই আৰ্যাসত্যই দেশনা করিয়াছেন, “চতুস্কবিদ্বিন্শুক্তং নাম ধম্মং নখি” অর্থাৎ সমগ্র ত্রিপিটক চারি আৰ্যাসত্যের বিস্তৃত বর্ণনা মাত্র। আৰ্যাসত্য দর্শনে অনেকে মনে করেন, “বৌদ্ধধর্ম কি কেবল দুঃখবাদ?” বৌদ্ধধর্মে—দুঃখের স্বরূপ, দুঃখোৎপত্তির নিদান, দুঃখোপশম এবং দুঃখোপশমের উপায় বা কার্যকরী পন্থা প্রকৃষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। স্ততরাং ইহা দুঃখবাদ নহে, বলা যাউতে পারে ইহা—দুঃখান্তবাদ—দুঃখোপশমবাদই। রোগ, রোগনিদান, আরোগ্য ও আরোগ্যের উপায়, আয়ুর্বেদ এই চারি অংশে বিভক্ত। যদি কোন ব্যক্তি আয়ুর্বেদকে রোগবাদ বলেন, তবে নিশ্চয় তিনি আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে স্বেচছা করিতেছেন না অথবা তৎসম্বন্ধে স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই দিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন।

নাতিকায় ( রত্নি পরগণা, জিলা মজঃফরপুর ) আনন্দের প্রপ্নের উত্তরে ভগবান্ প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর রহস্যোদ্ঘাটন করেন এবং “সত্যের মুকুর” নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করেন। মুকুর গ্রহণে যেমন স্বীয় মুখাবয়ব প্রকৃষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এই আদর্শ অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই সেইরূপ নিজ নিজ ভবিষ্যত গতি সম্বন্ধে কৃত নিশ্চয় হইতে পারে।

বৈশালীতে আগমন করিয়া চারি স্তুপস্থান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, ইহাই বুদ্ধগণের অনুশাসন। তথাকার আত্মপালী গণিকা ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল। প্রগাঢ় ভক্তিপ্রসূত সহকারে স্বীয় আত্মকুঞ্জ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখে সম্ভ্রাদান করিল। বৈশালী হইতে ভগবান্ শিথলগঙ্গসহ বেলুবগ্রামে পৌছিয়া তথায় বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান করিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ বর্ষাবাস। বর্ষাবাসের মধ্যে তিনি সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন। স্মৃতি ও সহিস্মৃত্যুর সহিত এ-যাত্রায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। পৃষ্ঠনীয় আনন্দ ভগবানের রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা এবং আরোগ্য হেতু স্বস্তি নিবেদন করিলেন। ভগবান্ সহাস্র বদনে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “আনন্দ! ভিক্ষুসম্মুখ আমা হইতে আর কি প্রত্যাশা করে! যাহা শিক্ষা দেওয়ার দিগ্বেছি, গোপন কিছু রাখি নাই। ভিক্ষুসম্মুখ আমাকেই পরিচালনা করিতে হইবে সে নেতৃত্বের দাবী বুদ্ধেরা করেন না। স্ততরাং তাঁহাদের অবর্তমানে ভিক্ষুদিগকে কে পরিচালনা করিবেন সে আশঙ্কাও আর তাঁহাদের থাকে না। আনন্দ! আত্মপ্রতিষ্ঠা হও, আত্মসংরক্ষণ হও। স্বীয় মুক্তির জন্ত অস্ত্রের উপর নির্ভর করিও না। ধর্মদ্বীপ ও ধর্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া বিহরণ কর।”

বেলুবগ্রামে বর্ষাবাস সমাপন করিয়া আগতমার্গে পুনঃ প্রাবস্তীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় অগ্রপ্রাবক সারিপুত্র পরিনিব্বানের জন্ত বিদায় নিলেন। সে দৃশ্য বড়ই করুণ! বড়ই হৃদয় বিদারক। ভগবান্ জেতবন হইতে রাজগৃহে আগমন করিলেন। তথায় মোগ্গল্লায়নেরও পরিনিব্বান হয়। উভয় প্রাবকের ধাতু চৈতন্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গা ও উচ্চাচেল হইয়া পুনঃ বৈশালীর মহাবনে আগমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে এই বিবরণীটুকু মূল সূত্রে উল্লেখিত হয় নাই; পিটকের অগ্রতর পরিদৃষ্ট হয়। অপরদিকে বেলুবগ্রাম হইতে বৈশালীতে আগমনের কোন

সাড়াও আমরা মূল স্ত্রে পাই না। অথচ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই বৈশালীতে তথাগত পিণ্ডাচরণে নিরত। এই সম্বন্ধ ছেদের কারণ অল্পসঙ্কান করিলে, আমাদের বিবেক স্বতঃই অটুটকথার প্রমাণ নির্বিন্যাসে মানিয়া লইতে আমাদেরকে বাধ্য করে।

**তৃতীয় অধ্যায়—**ভগবান্ বুদ্ধ বৈশালীর চাপাল-চৈত্যে অবস্থান করিতেছেন। মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাজি। মারের অহুরোধে তিন মাস পরে তিনি পরিনিব্বানের ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। আনন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথাগত ভূমিকম্পের আট প্রকার কারণ বর্ণনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আট প্রকার পরিষদ ও আট প্রকার ধ্যান সম্পর্কিত আলোচনা করিলেন। আনন্দ তথাগতের পরিনিব্বান সকল অবগত হইয়া বহুজনের হিত স্বার্থে কল্প বা কল্পাবশিষ্টকাল অবস্থান করিবার জন্ত তাঁহাকে অহুরোধ করিলেন। ভগবান্ দূরত্ব সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। বৈশালীস্থ সকল ভিক্ষুকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন, “ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে আমি সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্মের উপদেশ দিয়াছি। উহা শিক্ষা করিয়া আচরণ করিবে, অহুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করিবে, স্বীয় জীবনে প্রতিভাত করিবে, তাহা হইলে এই শাসন সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে। ভিক্ষুগণ! জাগতিক সমস্ত পদার্থই অনিত্য। অপ্রমত্তভাবে স্বকর্তব্য সম্পাদন কর। তথাগত অচিরে তিনমাস পরে পরিনিব্বাপিত হইবেন”।

“পরিপক্ব আয়ু মম স্বল্পকাল এ’জীবন,

তাজিব সবায়, আয়-নিষ্ঠা করেছি গঠন।”

**চতুর্থ অধ্যায়—**ভগবান্ বৈশালীতে যথাভিক্ষুচি অবস্থান করিয়া ভগ্ন গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে বৈশালীর দিকে নাগদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং বলিলেন, “আনন্দ! বৈশালীর প্রতি তথাগতের এই অস্তিম দর্শন।” ভগ্নগ্রামে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভিক্ষুগণ! আর্ধ্য-শীল, আর্ধ্য-সমাধি, আর্ধ্য-প্রজ্ঞা ও আর্ধ্য-বিমুক্তি উপলব্ধি করিতে ও প্রতিবেদন করিতে অসমর্থ হেতু আমার ও তোমাদের দীর্ঘকাল সংসারে পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এখন তাহা উপলব্ধি করিয়াছি, ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভবনৈত্রী ক্ষীণ হইয়াছে। অতঃপর আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।” দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর্ধ্য-সত্য অদর্শন হেতু আমাদের সংসার ভ্রমণের অবসান হয় নাই, বলা হইয়াছে। এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির অদর্শন হেতু সংসার ভ্রমণ বলা হইতেছে। ইহারা আর্ধ্য-সত্যের চতুর্থ সত্য মাত্র। সত্য-চতুষ্টয়ের প্রত্যাক্সমুভূতি যুগপৎ বা এক সঙ্গে হইয়া থাকে। কাহাকে বাদ দিয়া কাহারো জ্ঞান জন্মে না।

তৎপর ভগবান্ হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম ও জম্বুগ্রাম হইতে ভোগনগরে আসিলেন। তথায় চারি মহাপ্রদেশ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। এতদ্বারা শাস্ত্রা আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন যে, কাহারো বাক্য বা মত অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া মান্ত কিংবা অমান্ত করিতে নাই। উহা ধর্ম বিনয়ের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া যদি ধর্ম বিনয়ের অল্পকূল হয় তবে মান্ত করিবে অগ্রথা প্রত্যাখ্যান করিবে। কালাম স্ত্রে ভগবান্ আরো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, “কোন ধর্ম বা দার্শনিক মত—তাহা যত বড় পণ্ডিতের উপদিষ্ট বা সমর্থিত হোক, যত অধিক সংখ্যক লোকের সম্মানিত ও

আচরিত হোক, এমন কি তোমাদের পিতা পিতামহ পরম্পরায় প্রীতিপালিত হউক না কেন ? ততক্ষণ তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না ; যতক্ষণ ঐ মত তোমার বিবেকের সহিত যাচাই করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পার নাই”। এত বড় উদারতা, বেস্তার স্বাধীন বিবেকের প্রতি সম্মান দান জগতের অন্য কোন ধর্মসম্প্রদায় করিতে পারে নাই। এইভাবে মাহুঘের আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগনগরস্থ আনন্দ-চৈত্রে ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ করিলেন, “শীল পরিভাবিত সগাধি, সমাধি পরিভাবিত প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞা পরিভাবিত চিত্ত চতুর্বিধ আশ্রয় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়।”

ভোগনগর হইতে মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে পাবায় আসিলেন, স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দর আত্মকুঞ্জে। চুন্দ এ সংবাদ শুনিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিল। উত্তম পাণ্ড ভোজ্যসহ প্রচুর “সুকরমদব” দ্বারা দানকার্য সম্পাদন করিল। কেবল ভগবানই “সুকরমদব” গ্রহণ করিলেন। এই “সুকরমদব” সম্বন্ধে অট্টকথার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিবিধ মত দৃষ্ট হয়। কাহারো মতে “সুকর মাংস” ও কাহারো মতে “রসায়ন”। আমাদের গ্রন্থকার মহোদয় শেষোক্ত অর্থই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের উত্তেজনা বৃদ্ধি ও বলাধানের জন্য এই জাতীয় পথ্য ব্যবহৃত হইত। সহগামী ভিক্ষুদের কেহ তেমন বয়স্ক ছিলেন না, সুতরাং বয়সের অল্পপাতে অযোগ্য হইবে মনে করিয়া তাঁহাদিগকে পরিবেশন নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে। অত্যাখ্যাত বিনয়ানুশাসিত লব্ধ মাংস ভিক্ষুদের অখাণ্ড নহে। যে দ্রব্যকে অধুনা আমরা মাংস বলি, প্রাক বৌদ্ধযুগ হইতেও উহাকে মাংস বলা হইত। তদানীন্তন পালি, সংস্কৃত সাহিত্যে উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এখানে সোজা মাংস না বলিয়া “মদব” বলার সার্থকতা দেখি না। বিশেষতঃ মাংসের পরিবর্তে মদব ব্যবহার পালি সাহিত্যে অত্র বিবরণ আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন কতগুলি ঔষধ আছে, যাহার নামের সহিত অর্থের কোন সঙ্গতি নাই। যেমন—“গবপান”, “মকরধ্বজ”। “মকরধ্বজ” এই বহুব্রীহি সমাসান্ত পদের অভিপ্রেত ঔষধের সহিত মকর কিংবা ধ্বজের কোন সম্পর্ক নাই। “সুকরমদব” সম্বন্ধে সে গ্রায় প্রযোজ্য। ভোজনান্তে ভগবান্ ধর্মোপদেশে চুন্দকে সুপ্রসন্ন করিলেন। এই পাবাতেই তাঁহার সাংঘাতিক রক্তামাশয় দেখা দিল। মরণান্তিক বেদনা অসীম ধৈর্য সহকারে সহ্য করিয়া তিনি আনন্দসহ কুশীনারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দূর গমনের পর শ্রান্তি বিনোদনার্থ এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া জলপান করিলেন। আলাড় কালামের শিষ্য মল্লপুত্র পুঙ্কসের সহিত তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। পুঙ্কস স্বীয় গুরুদেবের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “প্রব্রজিতেরা ধ্যানস্থ হইয়া কি গভীর শান্তিতে অবস্থান করেন ! পার্থিব জনরব, শব্দকল্লোল তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ হয় না।” ভগবান্ বলিলেন, “আত্মা নগরে একদিন বৃষ্টিবাদল, কলকল জলনাদ, এমন কি বজ্রধ্বনি ও কোলাহলে আগার ধ্যানভঙ্গ হয় নাই।” এই তুলনা মূলক আলোচনা শুনিয়া পুঙ্কস ভগবানের প্রতি প্রসন্ন হইল, এবং পূর্ব ধর্মমত পরিহার পূর্বক ত্রিশরগাগত উপাসক হইল। সম্ভবতঃ শরগাগত উপাসকদের মধ্যে মল্লপুত্র পুঙ্কসই ভগবানের অন্তিম মন্ত্রশিষ্য।

ভগবান্ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ককুধা নদীতে গমন করিলেন। তথায় স্নান ও জলপান করিয়া নদীতীরস্থ আত্মকুঞ্জে উপবেশন পূর্বক বলিলেন, “আনন্দ ! দ্বিবিধ অন্ন মহাফলপ্রদ। যেই অন্ন

আহার করিয়া তথাগত অহস্তর সম্যক্ সোধোষি লাভ করিয়াছেন, এবং যেই অন্ন আহার করিয়া অহুপাদিশেষ নিব্বানে নির্বাপিত হইবেন। ইহা স্বর্গকার পুত্র চূন্দকে বলিও।” পাবা হইতে কুশীনগর দেড় যোজন মাত্র। ভগবান্ মধ্যাহ্নে যাত্রা করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় পৌছিলেন কুশীনগরে। পথের মধ্যে তাঁহাকে অনেকবার বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল।

**পঞ্চম অধ্যায়—**হিরণ্যবতী নদীর অপরতীরে কুশীনারা উপবর্তন-মল্লদের শালকুঞ্জ। তথায় বৃক্ষশাল বৃক্ষমূলে স্বসজ্জিত মঞ্চে সিংহ শয্যায় তথাগত শয়ন করিলেন। এখানে তথাগতের পরম পূজা, ঐশ্ব্যবানগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনক চারি তীর্থস্থান, নারীজাতির সহিত ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যবহার বিধি, তথাগতের শরীর সংকারের বিধি, স্তূপের যোগ্যব্যক্তি ও তাহার কারণ, আনন্দকে সাস্থনা দান, জগতের সব কিছু অনিত্য, পরিবর্তনশীল এ সকল বিষয় উপদেশ প্রদান করেন। কোন হিঁতৈবী পিতা যেমন ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্ত পুত্রগণকে নানাভাবে উপদেশ দেন, তথাগতের এই উপদেশবাণী ও তদ্রূপ কালোপযোগী এবং হৃদয়গ্রাহী। তৎপর আনন্দকে বলিলেন, “আনন্দ ! তুমি মহাপুণ্যবান। মহোত্তমে সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। অচিরেই আশ্রবমুক্ত অরহত হইবে।” ভগবান্ এই প্রসঙ্গে আনন্দের সেবা, সময়ের সদ্যবহার, জ্ঞান এবং রাজচক্রবর্তীর মত চতুর্বিধ অত্যাশ্চর্য্য গুণ সম্বন্ধে প্রশংসা করিলেন।

আনন্দ ভগবানকে চম্পা প্রভৃতি মহানগরীতে পরিনিব্বানের প্রার্থনা জানাইলেন। তদুত্তরে ভগবান্ কুশীনগরের প্রাক্তন মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। মল্লরাজগণ তথাগতের আসন্ন পরিনিব্বান-বার্তা শুনিয়া দলে দলে আসিয়া শেষ বারের মত দর্শন ও বন্দনা করিলেন। অনন্তর স্বভদ্র নামক এক সন্ন্যাসী স্বীয় সংশয় অপনোদনের জন্ত তথাগতের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে তদানীন্তন ছয়জন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রার প্রচলিত ধর্ম্মমতে তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী কিনা ? ভগবান্ বলিলেন, “স্বভদ্র ! সে কথা রাখিয়া দাও ; এ প্রশ্নের কোন প্রয়োজন নাই। পরের ধর্ম্মমত তাহাদের প্রত্যক্ষ সত্য কি কল্পিত এ আলোচনায় কাহারো চিত্ত-ভ্রম বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যেখানে আর্ধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গরূপ ছুঃখ নিরোধের প্রকৃষ্ট উপায় নাই ; সেখানে কাহারো নিব্বান মুক্তি ঘটে না। ইহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ভিক্ষুগণ সম্যকরূপে বিহরণ করিলে জগৎ কখনো অরহদ্বিহীন হইবে না।” প্রসন্নচিত্তে স্বভদ্র ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা ও অরহত্ত্ব লাভ করিলেন। ইনিই ভগবানের অন্তিম সাক্ষাৎ ভিক্ষু-শিষ্য।

**ষষ্ঠ অধ্যায়—**বৈশাখী পূর্ণিমা। নিশি অবসান প্রায়। পূর্বচন্দ্র পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাহার অমল ধবল স্নিগ্ধ কিরণমালা নিদাঘক্লিষ্ট প্রকৃতির উপর শেষ অমিয়ধারা বর্ষণ করিতেছে। অদূরে হিরণ্যবতী নদী, স্বাভাবিক ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া গতিশীল জীবনের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছে। প্রক্ষুটিত কুসুম স্রবাস বহন করিয়া মৃদুমন্দ মলয়হিল্লোল সমস্ত শালকুঞ্জকে আগোদিত করিতেছে। নির্বাপনোন্মুখ দীপশিখাগুলি মিটিমিটি জ্বলিতেছে। সমবেত জনতা এক চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় উৎসুক নেত্রে সমাসীন। নিস্তব্ধ ধরণী। সহসা নিস্তব্ধ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধ্বনিত হইল, “আনন্দ, তথাগতের অবর্তমানে তোমরা মনে করিও না—‘আমাদের শাস্তা নাই, আমাদের শিক্ষাশুঙ্ক অঙ্কহিত হইয়াছেন।’ তথাগত যে ধর্ম্ম

বিনয় তোমাঙ্গিকে উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই তোমাদের শিক্ষাগুরু। তথাগতকে তোমরা যেরূপে সম্মান ও সম্বোধন করিতে, অতঃপর কনিষ্ঠ ভিক্ষু জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুকে সেরূপ করিবে। সম্মিলিত ভিক্ষুসভ্য প্রয়োজন বোধে ক্ষুদ্রাহুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ পরিবর্তন করিতে পারিবে। বুদ্ধ, ধর্ম, সভ্য অথবা আধ্যম্য্যগে সর্বক্ষেত্রে কাহারো কোন সংশয় থাকিলে এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার।” সকলেই নীরব রহিলেন। কারণ তাঁহাদের সর্ব কনিষ্ঠও শ্রোতাগণ ছিলেন। ভগবান্ পুনরায় বলিলেন, “ভিক্ষুগণ! যৌগিক পদার্থ মাত্রেই ভঙ্গুর, ক্ষয়শীল। অপ্রমত্তভাবেই স্বকর্ম্য সম্পাদন কর।” ইহাই তথাগতের অন্তিমবাণী।

অতঃপর তিনি নীরব, ধ্যান পরায়ণ হইলেন। ধ্যানের স্তরের পর স্তরে অধিরোহণ করিয়া সব আত্মপূর্বিক বিহারের সর্বোচ্চতম সংজ্ঞাবেদনায় নিরোধ সমাপত্তি সমাপন্ন হইলেন। এই ধ্যানে মগ্ন হইবার সময় প্রথম বাক-সংস্কার অর্থাৎ বিতর্ক-বিচার, তৎপর কায়-সংস্কার অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস, অতঃপর চিত্ত-সংস্কার অর্থাৎ সংজ্ঞা-বেদনা প্রভৃতি সমুদয় চিত্ত-বৃত্তিসহ চিত্ত সাময়িকভাবে নিরুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় মৃতদেহের সহিত ধ্যান পরায়ণ যোগীর আয়ু এবং দৈহিক উষ্ণতা ব্যতীত বাহ্যিক কোন বৈষম্য প্রতীয়মান হয় না। এইজন্ত পূজনীয় আনন্দ স্ববির প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু অমর! ভগবান্ কি পরিনির্বাণিত হইয়াছেন?” তদুত্তরে অমর! বলিলেন, “না বন্ধু! তথাগত সংজ্ঞাবেদনায় নিরোধ সমাপন্ন হইয়াছেন।”

ভগবান্ আবার নিরোধ সমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার চিত্ত সংস্কার স্পন্দন দিল, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইল এবং ক্রমাগত ধ্যানের নিম্নস্তরে অবরোহণ করিতে করিতে সর্বশেষে বাক-সংস্কার উৎপন্ন হইল প্রথম ধ্যানে আসিয়া। তথা হইতে পুনঃ ক্রমশঃ চতুর্থ ধ্যান পরায়ণ হইলেন। চতুর্থ ধ্যান হইতে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধ্যানাঙ্গ ও তৎসম্প্রযুক্ত অগ্নাত সংস্কার সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করিলেন। এই প্রত্যবেক্ষণ ব্যাপার কাম্যাবচর ত্রিহেতুক ক্রিয়া জ্ববনের কাজ। ইহাই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ অবিপাকী সক্রিয় অংশ। মরণাসন্ন জ্ববন ক্রিয়া সমাপনের অনন্তর পর নিষ্ক্রিয় ভবান্ চিত্ত উৎপন্ন হইল।

পটিনন্ধি ভবন্ধক তথা চবন মানসং,

একমেব তথৈবেক বিসয়ঙ্কেক জাতিয়ং। ( অভিব্যঙ্গার্থ সংগ্রহ )

অর্থাৎ একজন্মে প্রতিসন্ধি, ভবান্ এবং চ্যুতি-চিত্ত সমজাতিয় চিত্তই হয়। উহাদের ( কৃত্য স্বতন্ত্র হইলেও ) অবলম্বনীয় বিষয় একই থাকিবে। এই সকল চিত্ত প্রাক্তন জীবনের সক্রিয় অংশের নিষ্ক্রিয় ফলরূপে উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয়। তদ্ব্যতীত ইহাদিগকে জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ বলা হয়। সকল প্রাণীর মৃত্যুই ভবান্ জাতীয় চিত্তে ঘটে। ভবান্ চ্যুতিচিন্তরূপে মরণ কৃত্য সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের আয়ু সংস্কার নিঃশেষ হইল। অনাদি জীবন প্রবাহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটিল। তিনি অমরাদিশেষ নিক্সানে পরিনির্বাণিত হইলেন।

ভগবানের পরিনির্বাণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল। পূজনীয় অমর! সমবেত জনতার মধ্যে পুরিনির্বাণ ঘোষণা করিতে গিয়া বলিলেন, “বন্ধুগণ! প্রস্থিতচিত্ত তথাগতের এখন আর শ্বাস-প্রশ্বাস নাই। তুষামুক্ত বুদ্ধ—মুনি অমরাদিশেষ নিক্সান-শাস্তি উপলক্ষে কালক্রিয়া

করিয়াছেন। অহো, তিনি অসঙ্কোচিতচিত্তে মৃত্যু-মুগ্ধা সহ করিলেন। প্রদীপ নির্বাণের মত তাঁহার চিত্তের বিমোক্ষ হইল।” এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা খৃষ্ট পূর্ব ৫৪৪ অব্দে সংঘটিত হয়।

এই ঘোষণাবাগীতে আমরা নিব্বানের অবস্থা সম্পর্কে কতকটা আভাস পাই। প্রদীপ জলিতেছে। সলিতা উহার আসন্ন এবং প্রধান কারণ, তৈল অপরিহার্য সহকারী। তৈলের অভাব ঘটিলে সলিতা অধিকক্ষণ দীপ-শিখা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। প্রদীপ আপনাআপনি নিভিয়া যায়। এই দীপ-নির্বাণের সহিত জীবন নিব্বানের সুন্দর সাদৃশ্য আছে। তদ্বৎ শাস্ত্রে এ জাতীয় উপমা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

উত্থান পতনের মধ্য দিয়া ভাব-অভাবময় জীবন-প্রদীপ জলিতেছে। ইহা তিন প্রকার বস্তুর সাহচর্যে জলিয়া থাকে। প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি বা কার্য-কারণ তত্ত্বের ভাষায় ইহাদের নাম ক্লেশবৃত্ত, কৰ্মবৃত্ত ও বিপাকবৃত্ত। বিপাকবৃত্ত আমাদের দৃশ্যমান জীবন বা কার্য্যাংশ। কৰ্মবৃত্ত বিপাক উৎপাদক আধ্যাত্মিক শক্তি বা কারণ। ক্লেশবৃত্ত কৰ্মকে সতেজ রাখিয়া বিপাক উৎপাদক্ষম রাখে।

এবং কৰ্মে বিপাকে চ বিজ্ঞমানে সহেতুকে,

বীজ কৃক্খাদিকানং ব পুৰ্ব্ব কোটি ন ঞ্জায়রে।

অর্থাৎ বীজাক্ষুর ছায়ে মত ক্লেশ-বৃত্ত কৰ্ম, তদুৎপন্ন বিপাকের অন্তিম বিঘ্নমান থাকিলে, জীবন প্রবাহের পূর্বতম সীমা নির্দেশ করা যায় না। এইরূপে ইহা অনাদিকাল হইতে লক্ষ্যহীন অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। কার্য-কারণের সমন্বয় প্রবাহ অনাদি এবং অনন্ত হইলেও (সাত্ত্বান্ত হেতুহি তাদী ফলমূপজায়তে) আদিও অন্তবান কারণ হইতে তদনুরূপ কার্য্যই উৎপন্ন হইতেছে। এবং ক্লেশের তারতম্য হেতু কৰ্ম উন্নত কিম্বা অল্পত হইলে বিপাকমান জীবন-প্রবাহ উন্নত কিংবা অবনত হয়। জীবের বিভিন্ন গতি ও অবস্থাই ইহার প্রমাণ। ইহাকে উন্নত কিংবা অবনত করিবার অধিকার যেমন আমাদের নিজস্ব, নির্বাপিত করিবার ক্ষমতাও আমাদের হাতে। যদি কেহ আপন জীবন-দীপ নির্বাপিত করিতে প্রয়াসী হন, তবে তাঁহাকে আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষাগুরুর আদর্শ অনুশরণ করিয়া দুঃখোপশমকারী আষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা দ্বারা ক্লেশ বিধ্বংস করিতে হইবে। যখন ক্লেশ ধ্বংস হয়, যোগী তখন ক্লেশ নিব্বানে অর্থাৎ সোপাদিশেষ নিব্বানে নির্বাপিত হন। এইখানেই তৈল হইতে সলিতাকে পৃথক করার মত ক্লেশ হইতে কৰ্মকে পরিশুদ্ধ করা হইল। তৎপূর্বে সলিতায় যে তৈল সঞ্চিত ছিল, উহা নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত দীপশিখার স্বরূপ উপলব্ধির ছায়, আরক্ত কৰ্মশক্তির অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবন-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। তদ্বৎ ভগবান্ বুদ্ধ ৯২ পৃষ্ঠায় স্বীয় নিব্বান ঘোষণা করিয়াও পুনঃ পরিনিব্বানের জগৎ কুশীনগরে উপনীত হইলেন। বোধিমূলে ক্লেশ-নিব্বান হয়। মল্লদের শালকুঞ্জে স্বচ্ছ বা বিপাকবৃত্তের নিব্বান হইল। ইহারই নাম অত্পাদিশেষ নিব্বান।

“যাহাদের পুরাতন কর্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, নূতন উৎপন্ন হয় না; যাহারা ভাবীজন্ম ধারণে নিবৃত্ত হইয়াছেন সেই তৃষ্ণাহীন ক্ষীণবীজ অরহতগণ নীপ নির্বাণের মত পরিনির্বাণিত হন।” ( ব্রহ্মসূত্র, সূত্র নিপাত । )

“ভিক্ষুগণ! এমন অবস্থা চির বিত্তমান, যাহাতে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও বিজ্ঞানাদি নাই। উহা ইহলোক, পরলোক, চন্দ্র কিংবা সূর্য্য নহে। ভিক্ষুগণ! তথায় ( নিবৃত্তের ) গমন, আগমন, স্থিতি এবং উৎপত্তি আছে, বলি না। ইহাই ছুংখের অন্তঃ।” ( নিব্বান সূত্র, উদান । )

এই অবস্থার সহিত নিবৃত্তের জন্ম-জনক, গ্রাহ-গ্রাহকাদি সম্বন্ধ নাই। ইহার প্রতি জীবের কর্তব্য ‘সচ্ছিকাতস্যং’ অর্থাৎ জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করা। প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেশের নিব্বান ও জীবন সসীম হয়। তথাগত এই অবস্থার সাংসারিক করিয়া যথাকালে অল্পপাদিশেষ নিব্বান-শান্তিতে নির্বাণিত হইলেন।

অতঃপর এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। চতুর্দিক হইতে তাঁহার গুণমুগ্ধ শ্রাবকগণ শেষ শ্রদ্ধাজলী নিবেদন করিবার জন্ম কুশীনগরে সমবেত হইলেন। স্তভত্র নামক বৃক্ষ প্রব্রজিতের উচ্ছ্রজল উক্তি শুনিয়া পূজনীয় মহাকল্পের ধর্ম্মবিনয় সংগায়নের দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। তিনি আশানে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধান প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অভিজ্ঞাপাদক ধ্যান বলে তথাগতের পাদ যুগল বাহির করিয়া পূজা করিলেন। ঋদ্ধি প্রভাবে চিত্ত প্রজ্জলিত হইল। যথাসময় তাঁহার অন্তোষ্টিক্রিয়া, ধাতুপূজা সমাধা হইল। তথাগতের ধাতু আহরণের জন্ম আটটি রাষ্ট্র সসৈন্যে কুশীনগরে অভিযান করিলেন। সাম্যবাদী বুদ্ধের অস্থিধাতু বিভাগ লইয়া রাজগণের মধ্যে আসন্ন সংগ্রামের সূচনা দেখিয়া দ্রোণ নামক ঙ্গনৈক ব্রাহ্মণ মধ্যস্থ হইয়া আপোষ মীমাংসা করিলেন। বিভক্ত ধাতু নিয়া নানাস্থানে ধাতুচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ধাতু সম্পর্কিত অনেক বিবরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে।

**পরিশিষ্ট**—পরিশিষ্টে নিব্বানের অবস্থিতির অকাট্য প্রমাণ ও গভীর শব্দগুলির বিস্তৃত অর্থ বর্ণনা দিয়া গ্রন্থকার মহোদয় স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য ও অহুসঙ্কিসার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্বারা দুর্কোধ্য শব্দগুলি সহজে বোধগম্য হইবে। গ্রন্থকার মহোদয় এই বিস্তীর্ণ পরিশিষ্ট দ্বারা ছোটখাট অভিধানের অভাব মোচন করিয়াছেন। অনেক জীবনী ও তৎসংশ্লিষ্ট সূত্রাদির ব্যাখ্যা দেওয়ায় গ্রন্থের মৌলিক বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিষয়-সূচী, গাথা-সূচী, ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম-সূচী ও বচন-সূচী সংযোজিত করিয়া গ্রন্থখানিকে আধুনিক রুচি অল্পযায়ী সজ্জিত করা হইয়াছে। চিত্রগুলি হৃদয়গ্রাহী। এতদসঙ্গে সমসাময়িক প্রাচীন ভারতের একথানা মাপ সংযুক্ত করা হইলে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইত।

অট্টকথা টীকাসহ মূলগ্রন্থ বা সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ বঙ্গভাষায় এই প্রথম। যে কোন পাঠক একটি সূত্রে এইরূপে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে সমগ্র ত্রিপিটক তাহার পক্ষে সহজ বোধ্য হইবে। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে বঙ্গসাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি সূত্র পিটকের উপাধি এবং



ব, এ, অনাস পরীক্ষার পাঠ্য। তদ্ব্যতীত এই অনুবাদ শিক্ষার্থীগণের বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির বিনয়-বিশারদ মহোদয় মহাপরিনিব্বান শ্রব্দের অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন, এমন নহে। তাঁহার মত বহুশ্রুত সতীর্থ ভিক্ষুদের মধ্যে বিরল। তিনি স্ববক্তা, বৌদ্ধ সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বহু বৎসর পূর্বে সাময়িক জগজ্জ্যাতিঃ ও বৌদ্ধ বন্ধু নামক মাসিকে তাঁহার অনেক সূচিস্থিত প্রবন্ধ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ সগৌরবে স্থান লাভ করিয়াছে। রাজুনীয়ায় সর্বপ্রথম “কিশলয়” নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইতে সঙ্কল্পোদয় পালি বিদ্যালয় নামক প্রাচ্য-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি বহু ছাত্রের জ্ঞানোন্মেষ করিয়াছেন। সুদীর্ঘ জীবনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা লইয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যাহাতে সরল ও সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়, তজ্জগ্ন যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার জন্ত সত্যিই তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভবিষ্যতে আমরা তাঁহা হইতে আরো অনেক গ্রন্থ পাইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। ইতি—

সঙ্গীতি-তিথি  
৬ই শ্রাবণ, ২৪৮৫ বুদ্ধাব্দ  
মহামুনি পালি কলেজ।

}

শ্রীধর্মসাধার স্থবির



শ্রীযুক্তা অননুপূর্ণা বড়ুয়া । স্বামী স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বড়ুয়া  
সাং রাঙ্গুণীয়া, চট্টগ্রাম ।



# মহাপরিনিব্বান সূত্রঃ ।

নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্ম ।

—(০)—

## পঠম ভাণবারং ।

১। এবং মে সূতং ;— একং সমঘং ভগবা রাজগহে বিহরতি গিঞ্জাকূটে পব্বতে । তেন খো পন সময়েন রাজা মাগধো অজাতশত্রু ব্বেদেহিপুত্রো বজ্জী অভিঘাতুকামো হোতি । সো এবমাহ ; অহং হি ইমে ১ বজ্জী এবং মহিদ্ধিকে এবং মহানুভাবে, উচ্ছেচ্ছামি ২ বজ্জী বিনাসেস্সামি বজ্জী অনঘব্যসনং আপাদেস্সামি বজ্জীতি ।

—::—

## মহাপরিনিব্বান সূত্র

সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার ।

প্রথম বৌদ্ধ মহা সঙ্গীতির অধিবেশনকালে আয়ুত্থান মহাকণ্ঠপের প্রশ্নোত্তরে আয়ুত্থান আনন্দ ধর্ম্মাসনে বসিয়া বলিতেছেন :—

## প্রথম অধ্যায়

১। আমি এইরূপ শুনিয়াছি ;— এক সময় ভগবান রাজগৃহস্থ গৃধকূট পর্ব্বতে বিহার করিতেছিলেন । তৎকালে মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জী রাজাদিগকে অভিভূত করিতে গমনোচ্ছত হন । তিনি এইরূপ ঘোষণা করেন যে,—আমি নিশ্চয় এতাদৃশী মহর্তি রাজধ্বংসি সম্পন্ন, মহাপ্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব ! বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাইব !! তাহাদের উন্নতির সমূহ ব্যসন সম্পাত করিব । \*

\* গজানদীর তীরে যোজন বিস্তৃত এক বন্দর ছিল । উহার অর্দ্ধাংশ বজ্জীরাজাদের এবং অপরাধি মগধরাজ অজাতশত্রুর অধিকারভুক্ত ছিল । সেই বন্দরে মধ্যে মধ্যে মহার্ঘ রত্ন অবতরণ করিত । একতাবদ্ধ সঙ্গীতিপরেত বজ্জীরাজগণ, উহা রাজা অজাতশত্রুর পূর্বেই আসিয়া লইয়া যাইতেন । অজাতশত্রু পশ্চাৎ সবল বাহনে উপস্থিত হইয়া নিরাশ অন্তরে কোপিত

১। দী. অহং ইমে ।

২. অহং হিমে ।

২। দী. অ. উচ্ছেচ্ছামি ।

৩. উচ্ছিন্নামি ।

২। অথথো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বস্‌সকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামন্তং আমন্তেসি ; এহি ত্বং ব্রাহ্মণ যেন ভগবা তেমুপসঙ্কম, উপসঙ্কমিত্বা মম বচনেন ভগবতো পাদে সিরসা বন্দাতি, অগ্নাবাং অগ্নাতঙ্কং লহুট্টানং ব-লং ফানুবিহারং পুচ্ছ ; রাজা ভস্তু মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতি, অগ্নাবাং অগ্নাতঙ্কং লহুট্টানং ব-লং ফানুবিহারং পুচ্ছতীতি, এবং চ বেদেহি ; রাজা ভস্তু মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো বজ্জী অভিযাতু-কামো। সো এবমাহ ; অহং হিমে বজ্জী এবং মহিদ্ধিকে এবং মহান্নুভাবে উচ্ছেচ্ছামি বজ্জী বিনাসেস্সামি বজ্জী অনযব্যসনং আপাদেস্সামি বজ্জীতি। যথাচ ১ তে ভগবা ব্যাকরোতি, তং সাধুকং উগ্গহেত্বা মমং ২ আরোচেয়্যাসি, নহি তথাগতা বিতথং ভণতীতি।

২। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু মগধের মহামাত্য বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন, “হে ব্রাহ্মণ ! শুন, তুমি ভগবৎ সকাশে গমন কর এবং তদীয় শ্রীপাদ-পদ্মে শিরসা বন্দনা করতঃ তাঁহার নিরোগতা, রোগাতঙ্কহীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দে, সর্বল শরীরে, নিরাপদ বিহারের বিষয় জিজ্ঞাসা কর এবং আমার হইয়া বলিবে যে, ভস্তু, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মে মন্তক স্থাপন পূর্বক বন্দনা করিতেছেন। ভগবান নিরোগ, রোগাতঙ্কহীন হইয়া, সুখস্বচ্ছন্দে, সর্বল শরীরে নিরাপদ বিহার করিতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ইহাও নিবেদন কর যে, ভস্তু, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জীরাজগণকে অভিভূত করিতে গমনেচ্ছুক হইয়া তিনি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন,— আমি নিশ্চয় এতাদৃশী মহতি রাজত্বাধিকি সম্পন্ন মহাপ্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব ! বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাইব !! তাহাদের উন্নতির সমূহ বাসন সম্পাত করিব !!! ভগবান তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিবেন তাহা নিতান্ত সত্যই প্রকাশ করিবেন। তাহা সাবধানতার সহিত শিদ্ধা করিয়া আমাকে বলিবে।

মনে নিবর্তিত হইলেন। বারম্বার এবস্থিধ লজ্জাজনক ব্যাপারে তিনি ক্ষোভাধীন হইলেন এবং চতুরঙ্গিনী সেনা সজ্জার আদেশ দিয়া বজ্জীরাজগণের বিরুদ্ধে অভিযানোত্তত হইলেন। কিন্তু পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন সুশিক্ষিত একতাবদ্ধ গণতন্ত্রী রাজাদের সহিত যুদ্ধ করা সাংঘাতিক ব্যাপার, জয়েরও কোন নিশ্চয়তা নাই। পণ্ডিতদের সহিত মন্ত্রণা করিলেই ভাল হয়। সম্যক সম্বন্ধের মত পণ্ডিত জিলোকের মধ্যে আর কেহই নাই, তিনি নিকটস্থ বিহারেই অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব কাহাকেও পাঠাইয়া পরামর্শ করিব। “এই অভিযান যদি আমার হিতজনক হয়, তবে তিনি নীরব থাকিবেন, অনর্থকর হইলে অবশ্যই কোন মত প্রকাশ করিবেন।” সেই হেতুই দ্বীয় মহামাত্য বর্ষকার নামক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন।

৩। এবং ভোতি খো বসুসকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামন্তো রঞ্জেণা মাগধসুস  
অজাতসন্তুস বেদেহিপুত্রসুস পটিসুসুহা, ভদ্রানি ভদ্রানি যানানি যোজাপেহা  
ভদ্রং ভদ্রং যানং অভিক্রুহিহা ভদ্রেহি ভদ্রেহি যানেহি রাজগহমহা নিয্যাসি,  
যেন গিঞ্জাকূটো পবততো তেন পাযাসি, যাবতিকা যানসুস ভূমি যানেন গম্বা যানা  
পচ্চোরোহিহা পস্তিকো'ব যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা ভগবতা সন্ধিং  
সম্মোদি, সম্মোদনীয়ং কথং সারাগীযং বীতিসারেহা একমন্তং নিসীদি, একমন্তং নিসিন্নো  
খো বসুসকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামন্তো ভগবন্তু এতদবোচ ; রাজা ভো গৌতম  
মাগধো অজাতসন্তু বেদেহিপুত্রো ভোতো গৌতমসুস পাদে সিরসা বন্দতি,  
অগ্নাবাধং অগ্নাতঙ্কং লঙ্ঘট্টানং ব-লং ফাল্লবিহারং পুচ্ছতি । রাজা ভো ১ গৌতম  
মাগধো অজাতসন্তু বেদেহিপুত্রো বজ্জী অভিযাতুকামো, সো এবমাহ ২, অহং  
হিমে বজ্জী এবং মহিদ্ধিকে এবং মহামুভাবে, উচ্ছেচ্ছামি বজ্জী বিনাসেসুসামি  
বজ্জী অনযব্যসনং আপাদেসুসামি বজ্জীতি

৪। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পিটুটীতো টীতো হোতি ৩,  
ভগবন্তু বীজমানো ৪। অথখো ভগবা আয়স্মন্তুং আনন্দং আমন্তেসি ; কিস্তিতে  
আনন্দ সুতং, বজ্জী অভিহং সন্নিপাতা সন্নিপাতব-স্ফলাতি ? সুতস্মেতং ভন্তে ৫ বজ্জী

৩। “এবমন্ত” বলিয়া মগধ মহামাতা বর্ষকার ব্রাহ্মণ মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু  
আদেশে সম্মত হইয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গাড়ী যোজনা করাইলেন এবং তিনি সপরিষদ গাড়ীতে  
আরোহণ করতঃ রাজগৃহ নগর হইতে যাত্রা করিয়া গৃধকূট পর্বতাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।  
যানে গমনোপযোগী পথ অতিবাহিত করিয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে  
ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া দর্শনে আনন্দ প্রকাশ, সাদর সম্ভাষণ ও সদালাপ শেষ করিয়া  
এক পার্শ্বে উপবেশন করতঃ ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ;— ভোঃ  
গৌতম, মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু ভদ্রস্ত গৌতমের ত্রীপাদ-পদে মন্তক স্থাপন পূর্বক  
বন্দনা করিতেছেন এবং ভবদীয় নিরোগ ও রোগাতঙ্কহীন হইয়া সুখসচ্ছন্দে সর্বল শরীরে নিরাপদ  
বিহার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । ভোঃ গৌতম, মগধরাজ অজাতশত্রু বজ্জিগণকে অতিক্রান্ত করিতে  
গমনোত্তম হইয়া এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে, “আমি নিশ্চয় এতাদৃশী মহতি রাজস্বয়ী সম্পন্ন,  
মহা প্রভাবশালী বজ্জিগণের উচ্ছেদ সাধন করিব ! বজ্জিগণের বিনাশ ঘটাইব !! তাহাদের উন্নতির  
সমূহ ব্যসন করিব ।”

৪। সেই সময় আয়ুস্মান আনন্দ + ভগবানের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ব্যজন  
করিতেছিলেন । অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান আনন্দকে সুস্বোদন করিলেন ;— হে আনন্দ, ভূমি

১। সী, ব, এবং চ বদেতি রাজা ভো। ৩। সী, পিটুটীতো পিটুটীতো হোতি।

২। ই, ব, অভিযাতু কামো এবমাহ। ৪। সী, ব, বীজম-মানো।

৫। ব, শি হত ভন্তং।

অভিগ্ৰহং সন্নিপাতা। সন্নিপাতবহুলাতি। যাবকীবঞ্চ ১ আনন্দ বজ্জী অভিগ্ৰহং সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্সসত্তি বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

কিস্তিতে আনন্দ সূত্রং বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতত্তি, সমগ্গা বুট্ঠহন্তি, সমগ্গা বজ্জী করণীয়ানি করোন্তীতি? সূত্রশ্চেতং ভস্তুে বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতত্তি, সমগ্গা বুট্ঠহন্তি, সমগ্গা বজ্জী-করণীয়ানি করোন্তীতি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতিস্সসত্তি, সমগ্গা বুট্ঠহিস্সসত্তি, সমগ্গা বজ্জী-করণীয়ানি করিস্সসত্তি, বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ সর্বদা সন্নিপাতিত হয়, তাঁহারা সন্নিপাতবহুল? হাঁ ভস্তুে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ সর্বদা সন্নিপতিত হন, সর্বদা সন্নিপতিত হইতে অর্থাৎ গত কলাও সন্নিপতিত হইয়াছি পরশুও, পুনঃ অত্ৰ কেন সন্নিপতিত হইব বলিয়া তাঁহারা সঙ্কোচ বোধ করেন না। আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ সর্বদা সন্নিপাতিত হইবে, সন্নিপাতবহুল থাকিবে ততদিন আনন্দ, বজ্জীদের শ্রীবুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, পরিহানি হইবে না \*

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সন্নিপতিত হয়, সকলে একমত হইয়া একই সঙ্কে বৈঠক হইতে উত্থান করে, একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বীয় কর্তব্য সকল সম্পাদন করে? ভস্তুে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ সন্নিপতিত হইবার সঙ্কেত পাইলে তাঁহাদের মধ্যে কেহই এখন ত আমার কাজ আছে বা আমি ত মাজলিক বিষয়ে ব্যাপৃত আছি এরূপ কোন আপত্তি না করিয়া যে যেভাবে থাকুক না কেন যথাসময়ে সকলে সন্নিপতিত হইয়া থাকেন ও মন্ত্রণা বা কার্যাদি সকলে একমত হইয়া সম্পাদন করতঃ এক সঙ্কেত বৈঠক হইতে উত্থান করেন, এবং একজনের রোগ দ্ৰুগ্ধ অভাবাদি ঘটিলে, সকলে মিলিত হইয়া তাহার প্রতিকার করেন। একের কার্য হইলেও তাহা সকলেই সম্পাদন করেন। আনন্দ! যতদিন বজ্জিগণ একতাবদ্ধভাবে সন্নিপতিত হইবে, একমত হইয়া এক সঙ্কেত বৈঠক হইতে উঠিবে, একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের কর্তব্য সমূহ সম্পাদিত করিবে ততদিন বজ্জীদের শ্রীবুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী — পরিহানি হইবে না।

\* সর্বদা সকলে সন্নিপতিত না হইলে দিক্‌বিদিকের সংবাদ সমূহ যথাসময়ে অবগত হওয়া যায় না। কোন নগরের সীমা আকুল হইতেছে, কোথায় বিদ্রোহ ও চোরোপদ্রব উৎপন্ন হইতেছে তাহা জানা যায় না। চোর বিদ্রোহীরাও রাজাদের প্রমত্ততার বিষয় শুনিয়া ইচ্ছামত গ্রাম নগরাদি লুণ্ঠন করিয়া নষ্ট করে, ইহাতে রাজাদের পরিহানি ঘটে। কিন্তু নিয়ত সন্নিপাতবশে রাজার অপ্রমাদ জন্ত চোরগণ দলবদ্ধ হইয়া নিচরণ করিতেও সাহস পায় না, ভিতরে ভিতরেই শাস্ত শিষ্ট হইয়া পড়ে। বিদ্রোহী কিম্বা আক্রমণকারী রাজগণও ভয়ে বিদ্রোহ কিম্বা আক্রমণ করিতে সাহস পায় না। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, রাজস্বাদি নিয়মিত সংহত হইয়া রাজকোষ পূর্ণ হয়। রাজা প্রজা সকলেই শান্তিতে অবস্থান করেন। ইত্যাদি রূপে রাজাদের শ্রীবুদ্ধি ও পরিহানি ঘটিয়া থাকে।

কিস্তিতে আনন্দ স্মৃতং বজ্জী অপঞ্‌ঞন্তং ন পঞ্‌ঞপেত্তি, পঞ্‌ঞন্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি, যথা পঞ্‌ঞন্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায় বন্তন্তীতি? স্মৃতস্মেতং ভন্তে বজ্জী অপঞ্‌ঞন্তং ন পঞ্‌ঞপেত্তি পঞ্‌ঞন্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি যথা পঞ্‌ঞন্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায় বন্তন্তীতি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী অপঞ্‌ঞন্তং ন পঞ্‌ঞপেসসন্তি, পঞ্‌ঞন্তং ন সমুচ্ছিন্দিসসন্তি, যথা পঞ্‌ঞন্তে পোরাণে বজ্জী-ধম্মে সমাদায় বন্তিসসন্তি, বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জীনং পাটিক্খা নো পরিহানি।

কিস্তিতে আনন্দ স্মৃতং বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্রোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পুজেন্তি তেষঞ্চ সোতব্বং মঞ্‌ঞন্তীতি? স্মৃতস্মেতং ভন্তে বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্রোন্তি গরু করোন্তি মানেন্তি পুজেন্তি

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ পূর্বে যে বিধি ব্যবস্থাপিত হয় নাই এক্ষণ কোন বিধি ব্যবস্থাপিত করেনা, পূর্ব ব্যবস্থাপিত স্মৃতি সকলও লঙ্ঘন করেনা, যথা ব্যবস্থাপিত পৌরাণিক বজ্জী রাজধর্মের অঙ্গবর্তী হইয়া চলে? ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ পূর্বে যেরূপ বিধি ধর্মতঃ ব্যবস্থাপিত হয় নাই এমন কোন বিধি (নূতন কর ভেট বেগার দণ্ডাদি) বর্তমানে ব্যবস্থাপিত করেন না, পূর্ব ব্যবস্থাপিত স্মৃতি সকলও লঙ্ঘন করেন না (যেই সময় যেই পারমাণ ভেট বেগারাদি লইবার রীতি আছে, তাহা যথা সময়ে গ্রহণ করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করেন এবং বেতনাদি যাহাকে যাহা দিবার আছে তাহা যথা সময়ে দিয়া থাকেন +), পৌরাণিক বজ্জীরাজ ধর্মের বিচারাদি সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তাহার অঙ্গবর্তী হইয়া চলেন। হে আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ অপ্রজ্ঞাপ্ত বিধি প্রজ্ঞাপ্ত করিবে না, প্রজ্ঞাপ্ত বিধি-সমূহও লঙ্ঘন করিবে না, পৌরাণিক বজ্জীরাজধর্মামুযায়ী যথা প্রজ্ঞাপ্ত নিয়মে রাজ্য শাসন করিবে ততদিন বজ্জীদের ত্রিবুদ্ধি অবশুজ্ঞাবী, পরিহানি হইবে না। \*

হে আনন্দ তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জীদের মধ্যে যাহারা বনোজ্যেষ্ঠ, বজ্জিগণ তাঁহাদের প্রতি সৎকার সমাদর করে, গৌরব করে, সম্মান ও পূজা করে এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করে? ই। ভন্তে, আমি শুনিয়াছি যে বজ্জিগণ তাঁহাদের মধ্যে যাহারা

\* যাহারা নূতন কর ভেট বেগার অথবা দণ্ডের ব্যবস্থা করেন এবং স্বল্পরূপে প্রমাণাদি লইয়া বিচার কার্য সম্পাদন না করেন, তাঁহাদের প্রজ্ঞা বিদ্রোহ হইয়া নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। যথারীতি করাদি সংহত না হইলে কোষাগার শূন্য হইয়া পড়ে। কর্মচারিগণ বেতনাদি যথা সময়ে না পাইলে উৎসাহের সহিত স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করে না। মোকদ্দমাদি নিম্নতর বিচারক দ্বারা স্থমীমাংসিত না হইলে উচ্চতম বিচারক দ্বারা স্থমীমাংসিত হইবার ব্যবস্থা এবং আবশ্যক হইলে রাজ্য স্বয়ং পৌরাণিক রাজধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার করা। বিনা দোষে কেহ যেন শাস্তি ভোগ না করে ইহা বজ্জী রাজ-ধর্মের বিধান ছিল।



তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ণস্তুতীতি । যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহন্নকা তে সঙ্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পুজ্জেস্সন্তি তেসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ণস্সন্তি, বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

কিস্তিতে আনন্দ স্তুতঃ বজ্জী যা তা কুলিখিযো, কুলকুমারিযো, তা ন ওক্সস পসযহ বাসেস্তুতীতি ? স্তুতস্মেতং ভস্তু বজ্জী যা তা কুলিখিযো, কুলকুমারিযো, তা ন ওক্সস পসযহ বাসেস্তুতীতে । যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যা তা কুলিখিযো, কুলকুমারিযো তা ন ওক্সস পসযহ বাসেস্সন্তি, বুদ্ধিয়েব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

কিস্তিতে আনন্দ স্তুতঃ বজ্জী যানি তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি অন্তত্তরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সঙ্করোন্তি গরু করোন্তি মানেস্সি পুজ্জেন্তি তেসঞ্চ দিন্ন-পুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং ব-লিং নো পরিহাপেত্তীতি ? স্তুতস্মেতং ভস্তু বজ্জী যানি

বুদ্ধ তাঁহাদের প্রতি সৎকার গৌরব সম্মান ও পূজা করেন এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করেন । আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ বুদ্ধ বজ্জীদের প্রতি সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে এবং তাঁহাদের হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করিবে, ততদিন তাঁহাদের শ্রীবুদ্ধি অবশুস্তাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না । \*

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে যাহারা কুল স্ত্রী কুলকুমারী বজ্জিগণ তাহাদিগকে বল পূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করায় না ( তাহাদিগের প্রতি বলৎকার করে না ) ? † হাঁ ভস্তু আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জিগণ কুলস্রী কুল কুমারিগণকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করান না ( বলৎকার করেন না ) । আনন্দ, যতদিন বজ্জিগণ কুলকুমারিদিগকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করাইবে না ততদিন বজ্জীদের শ্রীবুদ্ধি অবশুস্তাবী — কখনও পরিহানি হইবে না । †

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জিগণ তাহাদের স্বীয় নগরে ও বহিন'গরে বজ্জী রাজাদের যে সমুদয় চৈত্যা আছে, তৎসমুদয়ের সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান ও পূজা করে এবং যেই রাজস্ব দেবসেবার্থে প্রদত্ত হইরাছিল তাহা ফিরাইয়া লয় না ও পূর্বকৃত ধর্ম্মতঃ পূজার

\* যাহারা বুদ্ধ (রাজা)দের প্রতি সৎকারাদি করেন, বুদ্ধেরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাকাজ্জী হইয়া হিতাহিত কর্তব্যাকর্তব্য এবং গুপ্ত বিষয়াদি শিখাইয়া দিয়া থাকেন ।

† যাহারা কুলস্রী বা কুল কুমারীকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া স্বীয় গৃহে বাস করান ( বলৎকার করেন ) সেই কুল স্ত্রী কুলকুমারিগণের আত্মীয়-স্বজন অন্তের সাহায্যে হইলেও তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে ক্ষতি করিয়া থাকেন ।

তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি, অন্তরুরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সঙ্করোস্তি গরু করোস্তি মানেন্তি পূজেন্তি, তেষঞ্চ দিন্নপুৰং কতপুৰং ধম্মিকং ব-লিং নো পরি-  
হাপেন্তি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যানি তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি,  
অন্তরুরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সঙ্করিস্সন্তি গরু করিস্সন্তি মানেস্সন্তি পূজেস্সন্তি  
তেষঞ্চ দিন্নপুৰং কতপুৰং ধম্মিকং ব-লিং নো পরিহাপেস্সন্তি, বুদ্ধিয়েব আনন্দ  
বজ্জীনং পাটিকম্মা নো পরিহানি।

কিস্তিতে আনন্দ সুতং বজ্জীনং অরহন্তেহু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা।  
কিস্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজ্জিতং আগচ্ছেয্যুং আগতা চ অরহন্তো বিজ্জিতে  
ফাঙ্কং ১ বিহরেয্যুস্তি? সুতম্মেতং ভস্তুে বজ্জীনং অরহন্তেহু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি  
সুসংবিহিতা, কিস্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজ্জিতং আগচ্ছেয্যুং আগতা চ অরহন্তো  
বিজ্জিতে ফাঙ্কং বিহরেয্যুস্তি। যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জীনং অরহন্তেহু  
ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা ভবিস্সন্তি ২ কিস্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজ্জিতং

পরিহানি করে না? হাঁ ভস্তুে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জী রাজগণ তাঁহাদের স্বীয় নগরে ও  
বহিন্গরে বজ্জীদের যে সমুদয় চৈত্যা আছে তৎসমুদয়ের সংকার, গোরব, সম্মান, পূজা যথাবিহিত-  
ভাবে করিয়া থাকেন এবং পূর্বে যে সমুদয় রাজস্ব দেবসেবার্থে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া লয়েন না  
ও পূর্ষকৃত ধর্মতঃ পূজার পরিহানি করেন না। আনন্দ, যতদিন বজ্জী রাজগণ তাহাদের স্বীয় নগরে  
ও বহিন্গরে যেই সমুদয় চৈত্যা আছে তৎসমুদয়ের যথাবিহিত ভাবে সংকার, গোরব, সম্মান ও  
পূজা করিবে এবং পূর্বে যেই সমুদয় রাজস্ব দেবসেবার্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া না লইবে  
ও পূর্ষকৃত ধর্মতঃ পূজার পরিহানি না করিবে ততদিন তাহাদের শ্রীবুদ্ধি অবশুস্তাবী — পরিহানি  
হইবে না। +

হে আনন্দ, তুমি কি শ্রবণ করিয়াছ যে, বজ্জীরাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্মতঃ রক্ষা-  
বরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিয়াছে, যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করে ও স্নাত  
অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারে? হাঁ ভস্তুে, আমি শুনিয়াছি যে, বজ্জীরাজগণ অর্হৎগণের

+ ধর্মতঃ পূজার অন্তরায়কারিগণের প্রতি রক্ষাকারী দেবগণ কুপিত হইয়া তাঁহাদের  
রক্ষার সুব্যবস্থা করেন না। দেবগণ অহুৎপন্ন হুৎথ প্রদান করিতে না পারিলেও উৎপন্ন শির-  
রোগাদি জনিত হুৎথ বর্জিত ও স্থায়ী করেন। সংগ্রামে মামলা মোকদ্দমায় তাঁহাদের সহায় হন  
না। ধর্মতঃ পূজার অন্তরায় না করিয়া যাহারা যথাবিহিতভাবে পূজা অর্চনাদি করেন বা করান  
তাঁহাদের প্রতি দেবগণ ক্রীত হইয়া তাঁহাদের রক্ষার ও উন্নতির সুবন্দোবস্ত করেন অহুৎপন্ন সুখ  
দান করিতে না পারিলেও তাঁহাদের নিকট উৎপন্ন শিররোগাদির উপশন করেন, উৎপন্ন সুখ  
বৃদ্ধি ও স্থায়ী করেন এবং সংগ্রামে মামলা মোকদ্দমায় দেবগণ সহায় হইয়া থাকেন।

আগচ্ছেষুঃ আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুঃ বিহরযোন্তি, বুদ্ধিষেব আনন্দ বজ্জীনঃ পাটিকজ্জা নো পরিহানীতি ।

প্রতি ধর্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ রাজ্যে আগমন করেন এবং আগত অর্হৎগণ রাজ্যে সুখে বাস করিতে পারেন । আনন্দ, বতদিন বজ্জী রাজগণ অর্হৎগণের প্রতি ধর্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তির সুব্যবস্থা করিবে যাহাতে অনাগত অর্হৎগণ স্বীয় রাজ্যে আগমন করে এবং আগত অর্হৎগণ সুখে বাস করিতে পারে ততদিন বজ্জীরাজাদের ত্রিবুদ্ধি অবশ্রম্ভাবী — কখনও পরিহানি হইতে পারিবে না । †

† সৈন্ত সামন্তদিয়া স্ত্রীল প্রব্রজিতকে রক্ষা করিলে ধর্মতঃ রক্ষাবরণ গুপ্তি হইবে না । প্রব্রজিতের অনিষ্টকারী কেহ যেন আশ্রমে না আসে, প্রব্রজিতের হিতজনক আশ্রমস্থ কিছু যেন কেহ বিনষ্ট না করে ও আশ্রমের সীমান্ত বৃক্ষাদিও কেহ ছেদন না করে, শিকারীরা পক্ষী প্রভৃতি, আশ্রমস্থ পুত্রের মৎস্তাদিও কেহ যেন হত্যা না করে একরূপ রক্ষা করিলেই ধর্মতঃ রক্ষা বরণ গুপ্তি হইবে । যাহারা অনাগত স্ত্রীল প্রব্রজিতগণের আগমন আকাজ্জা করেন না, তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন নহেন । যাহারা স্ত্রীল প্রব্রজিত আসিতে দেখিয়াও প্রত্যুৎপন্ন করেন না, আশ্রমে গিয়াও তত্ত্বাবধান করেন না, আলাপাদি করেন না, কুশলাকুশল জিজ্ঞাসা করেন না, ধর্মাদি শ্রবণ করেন না, দানাদি দেন না, অন্নমোদন শুনেন না, নিবাস স্থানাদি মেরামত করাইয়া দেন না । অতঃপর তাহাদের অকীর্ত্তি ঘোষিত হয় যে, “অমুক রাজা বা দেশ বাসীরা শ্রদ্ধাহীন অপ্রসন্ন” তাঁহারা প্রব্রজিতদের প্রত্যুৎপন্ন ও তত্ত্বাবধানদি করেন না, কিছু জিজ্ঞাসাও করেন না, দানাদি দেন না, ধর্মও শুনেন না, প্রব্রজিতদের বাসস্থানাদি মেরামত করাইয়াও দেন না । তরুবনে প্রব্রজিতগণ তাঁহাদের দ্বার দিয়াও যান না । কচিং গেলেও তাঁহাদের সেখানে প্রবেশ করেন না । এইরূপে অনাগত প্রব্রজিতগণের অনাগমন হইয়া থাকে আগত প্রব্রজিতগণও সুখে বাস করিতে না পারিলে, যাহারা না জানিয়া আগমন করেন, তাঁহারাও “কে এখানে এইভাবে বাস করিতে পারিবে” ? বলিয়া প্রেস্থান করেন । এইরূপে অনাগত স্ত্রীল প্রব্রজিতগণ আগমন না করায়, আগত প্রব্রজিতগণও দুঃখে বাস করায় সেই স্থান ক্রমে প্রব্রজিত শূন্য হইয়া পড়ে । প্রব্রজিত শূন্য স্থান রক্ষাকারী দেবগণও রক্ষায় মনোযোগী হন না তখন অমহুশ্চেরাই ঐ স্থানে অবকাশ পায় । অমহুশ্চ অধিকৃত স্থানে অহুৎপন্ন ব্যাধি উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ব্যাধি স্থায়ী হয় ।

স্ত্রীলবানদের আগমানে ও দর্শনে, ধর্মাদি শ্রবণে দানাদি করেন পুণ্য সঞ্চিত হয় । রক্ষাকারী দেবগণ পুণ্যাংশ পাইয়া স্তুত হন এবং তাঁহাদিগকে সুখে রক্ষা করেন । রোগাদির উপদ্রব উৎপন্ন হইতে দেন না ও উৎপন্ন উপদ্রবাদি বিদূরিত করেন । উৎপন্ন সুখ বর্দ্ধিত ও স্থায়ী করিয়া থাকেন এবং সংগ্রামে মমলা মোক্ষদমায় সহায় হন । দেশবাসী প্রজামণ্ডলী শান্তিতে থাকিলে, রাজস্বাদি যথারীতি সংস্কৃত হইয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ হয় । এইরূপে উন্নতি অবনতি ঘটিয়া থাকে ।

৫। অথ খো ভগবা বসুসকারং ব্রাহ্মণং মগধমহামন্তঃ আমন্তেসি, একমিদান্তং ব্রাহ্মণ সময়ং বেসালিযং বিহরামি সারন্দদে চেতিযে, তত্রাহং বজ্জীনং ইমে সন্ত অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসেসিঃ, যাবকৌবঞ্চ ব্রাহ্মণ ইমে সন্ত অপরিহানিয়া ধম্মা বজ্জীন্সু ঠস্‌সন্তি, ইমেসু চ সন্তসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু বজ্জী সন্দিস্‌সিস্‌সন্তি, ১ বুদ্ধিয়েব ব্রাহ্মণ বজ্জীনং পাটিক্‌খা নো পরিহানীতি ।

এবং বৃত্তে বসুসকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামন্তো ভগবন্তঃ এতদবোচ, একমেকেনপি ভো গৌতম অপরিহানিয়েন ধম্মেন সমন্নাগতানং বজ্জীনং বুদ্ধিয়েব পাটিক্‌খা নো পরিহানি, কোপন বাদো সন্তহি অপরিহানিয়েহি ধম্মেহি ? অকরণীয়া<sup>১</sup> ভো গৌতম বজ্জীঃ ২ রঞ্ঞা মাগধেন অজাতসন্তুনা বেদেহিপুন্তেন যদিৎ যুদ্ধস্‌স, অঞ্ঞত্র উপলাপনায় অঞ্ঞত্র মিথুভেদা, ৩। হন্দ চ দানি ময়ং ভো গৌতম গচ্ছাম, বহুকিচ্চা ময়ং বহু করণীয়াতি । যসুসদানি ৬ঃ ব্রাহ্মণ কালং মঞ্ঞসীতি । অথ খো বসুসকারো ব্রাহ্মণো মগধমহামন্তো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অমুমোদিত্বা উট্ঠায়াসনা পক্কমি ।

৫। অতঃপর ভগবান মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! একদা বৈশালীস্থ সারন্দদে চেত্যে অবস্থিতি কালে আমি বজ্জী রাজগণকে পরিহানি নিবারক শ্রীবুদ্ধি জনক এই সপ্তধর্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম । হে ব্রাহ্মণ, যতদিন এই সপ্ত অপরিহানির ধর্ম বজ্জীরাজাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিবে এবং বজ্জীরাজগণ এই সপ্ত ধর্মের অমুবর্তী হইয়া চলিবে ততদিন বজ্জী রাজাদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী, পরিহানি হইবে না ।

এইরূপ উক্ত হইলে মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার ভগবানকে এইরূপ বলিলেন, ভোঃ গৌতম, অপরিহানির ধর্মের এক একটি ধর্ম ( সমন্নাগত ) সমন্বিত থাকিলেও বজ্জীরাজাদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী, পরিহানি হইতে পারিবে না । অপরিহানির সপ্ত ধর্ম সমন্বিত হইলে কথাই বা কি ? ভোঃ গৌতম, ( বোধ হইতেছে ) বজ্জী রাজগণের সহিত উপলাপন ( এখন আর যুদ্ধে আবশ্যক নাই, সন্ধি হউক বলিয়া হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ, রোপা উপহার দিয়া মিত্রতা স্থাপন ) ব্যতীত অথবা বজ্জীদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান ব্যতীত মগধরাজ বৈদেহীপুত্র অজাতশত্রু বজ্জী রাজগণকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারিবেন না । ভোঃ গৌতম, এখন আমরা প্রস্থান করিতেছি, আমাদের বহু কার্য্য, বহু করণীয় রহিয়াছে । ভগবান বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, যাহা তোমার অভিরুচি তাহা করিতে পার ।” অতঃপর মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার, ভগবানের ভাষিত বিষয়ে অভিনন্দন ও অমুমোদন করিয়া গাঞ্জোত্থান পূর্বক প্রস্থান করিলেন ।

† ব্রাহ্মণ বর্ষকার মগধরাজ অজাতশত্রু সমীপে উপস্থিত হইয়া ভগবানের ভাষিত বিষয় বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন যে বজ্জীরাজগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন অথবা বজ্জীদের

৬। অথ খো ভগবা অচিরপক্কে বস্সকারে ব্রাহ্মণে মগধমহামত্তে অযস্মশ্চুং আনন্দং আমন্তেসি ; গচ্ছ তং আনন্দ, যাবতিকা ভিক্ষু রাজগহং উপনিস্সায় বিহরন্তি, তে সবে উপট্ঠানসালায়ং সন্নিপাতেহীতি। এবং ভস্তুতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্নুত্বা যাবতিকা ভিক্ষু রাজগহং উপনিস্সায় বিহরন্তি তে সবে উপট্ঠান-

৬। মগধ মহামাত্য বর্ষকার ব্রাহ্মণ প্রস্থানের অনতিবিলম্বে ভগবান আবুয়ান আনন্দকে সঙ্ঘোধন করিয়া বলিলেন, “হে আনন্দ, তুমি গিয়া যে সকল ভিক্ষু রাজগৃহ আশ্রয় করিয়া বিহার করিতেছে, তাহাদিগকে আহ্বান করতঃ উপস্থান-শালাতে সন্নিহিত কর”। “সাপু ভস্তু” বলিয়া আবুয়ান আনন্দ রাজগৃহ আশ্রয় করিয়া যে সমুদয় ভিক্ষু বিহার করিতেছিলেন তাহাদিগকে উপস্থান-শালায়

মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান ব্যতীত সমুখ-সম্মুখে তাহাদিগকে পরাভব করা অসম্ভব। মিত্রতা স্থাপন করিতে হইলে কতকগুলি হস্তী, অশ্ব এবং অনেক বহুমূল্য জিনিষ অনর্থক নষ্ট হইবে। তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটানই কর্তব্য। তদ্রূপে মগধরাজ বলিলেন, এখন কি করা উচিত? ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহা হইলে আপনি রাজ-সভায় তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে বলিবেন, তখন আমি বাধা দিয়া বলিব, আপনার রাজ্য নিয়া আপনি সন্তুষ্ট থাকুন, বজ্জীদের যাহা আছে, তাহারা তাহা নিয়া থাকুক, অনর্থক লোকক্ষয়কর যুদ্ধ বাধাইয়া ফল কি? তখন আপনি রাগান্বিত হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্বক আমাকে শাস্তি দিবেন। মন্তক মুণ্ডিত করাইয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন। তখন আমি বজ্জীদের সহিত যে কোন প্রকারে মিলিত হইয়া যাহা হয় করিব।

‡ অতঃপর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজ-দরবারে ব্রাহ্মণকে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি স্বরূপ মন্তক মুণ্ডিত করতঃ রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সূচতুর, বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ কৌশলে বজ্জীদের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাহাদের বিশ্বাস ভাঙন হইলেন। তিনি বিচারকের পদে নিয়োজিত হইয়া রাজ-তনয়দিগকেও শিল্প-বিজ্ঞা শিখাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ সেখানে তিন বৎসর থাকিয়া বজ্জীদের মধ্যে এমন দলাদলির সৃষ্টি করিয়া দিলেন যে, এক সঙ্গে এক পথে দুইজন রাজকুমার যাইতেননা। ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রে তাহারা সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম হইতে স্থলিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ স্বযোগ বুঝিয়া মগধরাজকে সংবাদ দিলেন, তিনি ভগবানের পরিনিব্বানের তিন বৎসর পরে খৃঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে সসৈন্তে গিয়া বিনা বাধায় বৈশালী অধিকার করিলেন এবং বজ্জীগণকে পরাভূত করিলেন। তখন রাজকুমারগণ যে যেদিকে পারিলেন পলাইয়া গেলেন। অশ্রান্ত গ্রন্থের মত সঞ্চলন করিয়া জানা যায়, উহারা তথা হইতে বিতারিত হইয়া নেপাল, তিব্বত, লাডাক, মঙ্গোলিয়া, মাঝুরিয়া ও আসাম প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ সকল দেশে যে সকল লোক বাস করিত তাহারা বজ্জীগণের নিকট বশুতা স্বীকার করে। এইরূপে খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় লোক, নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, মাঝুরিয়া প্রভৃতি জনপদে রাজত্ব স্থাপন করেন। \*

সাল্যঃ সন্নিপাতেহা যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা ভগবন্তঃ অভিবাদেহা একমন্তঃ অট্ঠাসি, একমন্তঃ ঠিতো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তঃ এতদবোচ,— সন্নিপাতিতো ১ ভন্তে ভিক্খুসঙ্ঘো, যসসদানি ভন্তে ভগবা কালাং মঞ্জেত্তীতি ২। অথ খো ভগবা উট্ঠায়াসনা যেন উপট্ঠানসাল্য তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা পঞ্জেত্তে আসনে নিসীদি, নিসঙ্ঘা খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি ; সন্ত বো ভিক্খবে অপরিহানিয়ে থম্মে দেসিস্সামি, তং সূণাথ সাধুকং মনসিকরোথ ভাসিস্সামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্খু ভগবতো পচ্চস্সোহং । ভগবা এতদবোচ,—

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খু অভিগ্হঃ সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ভিক্খু সমস্সা সন্নিপতিস্সন্তি সমস্সা বুট্ঠাহিস্সন্তি সমস্সা সত্ত্ব করণীয়ানি করিস্সন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি ।

সম্মিলিত করতঃ ভগবৎসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, ভন্তে, ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, এখন ভন্তে, যাহা উচিত বিবেচনা করেন করুন। অনন্তর ভগবান গাত্তোথান পূর্বক উপস্থান-শালায় গমন করিলেন এবং নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করতঃ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলেন, ভিক্ষুগণ! তোমাদিগকে সন্ত অপরিহানির ধর্ম দেশনা করিব, তাহা মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। “সাধু ভন্তে,” বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শুনিতে মনোযোগী হইলে ভগবান এইরূপ বলিলেন,—

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা সর্কদা সম্মিলিত হইবে, সর্কদা সম্মিলিত হইতে সঙ্কোচ বোধন করিবে ততদিন ভিক্ষুদের শীলাদি গুণে ত্রিবৃদ্ধি অবশ্যজ্ঞাবী পরিহানি হইবে না \* ।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুবৃন্দ, যতদিন একতাবদ্ধ হইয়া নিয়ত সম্মিলিত হইবে ও একমত হইয়া একসঙ্গে আসন হইতে উঠিবে এবং সজ্ঞ-কর্তব্য সকল একমত হইয়া সম্পাদন করিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যজ্ঞাবী পরিহানি হইবে না। †

\* ভিক্ষুগণ সর্কদা একত্রিত হইলে, কোন্ ভিক্ষু কি ভাবে চলাফেরা করিতেছেন তাহা জানা যায়। দেশনা উপোসথাদি কার্যও যথা নিয়মে সম্পাদিত হয়। কোন ভিক্ষু অজ্ঞানভাবে আচরণ করিতে সাহস পায়না। কেহ অজ্ঞান আচরণ করিলে ধর্মতঃ তাহাকে নিগৃহীত করা যায়। ভিক্ষুসঙ্ঘ অশ্রমস্ত আছেন দেখিয়া পাণ্ডী ভিক্ষুরা পলায়ন করে। সর্কদা একত্রিত না হইলে যথাসময়ে কিছু জানা যায়না ও অজ্ঞানের প্রতিকারও করা হয় না।

† সজ্ঞ-সম্মিলিত হইবার সঙ্কেত পাইয়া কোন ভিক্ষু, আমার অমুক কাজ আছে বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, যে যে ভাবে থাকুক না কেন যথাসময়ে সকলের উপস্থিত হওয়া কর্তব্য।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেসসন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দিসসন্তি, যথা পঞ্ঞত্তেসু সিক্খাপদেসু সমাদায় বত্তিসসন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু যে তে ভিক্ষু থেরা রত্তঞ্ঞ চিরপবজ্জিতা সজ্জ-  
পিতরো সজ্জপরিণায়কা তে সক্রিসসন্তি গরু করিসসন্তি মানেসসন্তি পূজেসসন্তি,  
তেসঞ্চ সোত্তবং মঞ্ঞিসসন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু উল্লম্বায় তণ্হায় পোনোব্ভবিকায় ১ ন বসং গচ্ছন্তি  
বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু আরঞ্ঞকেসু সেনাসনেসু সাপেক্খো ভবিসসন্তি  
বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুবৃন্দ, যতদিন তথাগত কর্তৃক অপ্রজ্ঞাপ্ত ( অব্যবস্থাপিত বিধি) শিক্ষাপদ  
প্রজ্ঞাপ্ত করিবেনা, প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমুচ্ছেদ করিবেনা, যথা প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদসমূহের বশবর্তী  
হইয়া চলিবে, ততদিন ভিক্ষুদের শীলাদিগুণে উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি ঘটিতে পারিবে না । \*

হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুবৃন্দ, যতদিন যে সকল স্থবির বহুরাত্রিজ্জ, বহুদিনের প্রব্রজিত, সজ্জপিতা,  
সজ্জনেতা তাঁহাদিগকে সৎকার করিবে, গৌরব করিবে, সম্মান ও পূজা করিবে এবং তাঁহাদিগের  
হিতোপদেশ মানিয়া চলা উচিত মনে করিবে, ততদিন ভিক্ষুদের শ্রীবুদ্ধি অবশ্যস্বাবী কখনও  
পরিহানি হইবে না §

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন পুনর্জন্ম দায়িকা উৎপন্ন তৃষ্ণার বশবর্তী না হইবে ততদিন  
ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী, পরিহানি ঘটিবে না । +

এক ভিক্ষুর রোগ, হুঃখ, অভাবাদি ঘটিলে সকলে অভিন্নহৃদয়ে তার প্রতিকার করা বাঞ্ছনীয়।  
একের কার্য্য হইলেও সকলে সম্পাদন করিবেন এবং কোন দিকে যাওয়ার আবশ্যক হইলে সকলেই  
যাওয়ার জন্ত উত্তত হইবেন। কেহই আলগ্নাভিভূত হইবেন না।

\* বিনয় বহির্ভূত কতিকাত্রত বা শিক্ষাপদ ব্যবস্থাপিত না করা। বজ্জীপুত্র ভিক্ষুদের  
মত ভগবান কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত শিক্ষাপদ সমূহের সমুচ্ছেদ না করা এবং ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র শিক্ষাপদও  
অতিক্রম না করিয়া শিক্ষাপদসমূহ প্রতিপালনেই ভিক্ষুদের শ্রীবুদ্ধি হয়, পরিহানি হইতে পারে না।

§ যদি অন্ত্বেবাসিগণ নিয়ত সমীপগত হইয়া আচার্য্য-উপাধ্যায়গণের সেবা-শুশ্রূষা কার্য্যে  
নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে শিষ্যবর্গ যাহাতে মার্গ-ফলাদি লাভ করিয়া সংসার হুঃখের অন্ত করিতে  
সমর্থ হয় তাঁহারা তাহার উপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহারা আচার্য্য-উপাধ্যায়গণের সেবার  
উপগত নহে তাহারা যথাবিধি উপদেশভাবে আর্ধ্যধন ও শীলাদি গুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

+ চতুপ্রত্যয়ের (চীবর পিণ্ডপাত শয়নাসন ও ভৈষজ্য সম্ভারাদির) জন্তও দায়কের পদাশ্রবর্তী  
হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যেহেতু তাঁহারা সেই তৃষ্ণার বশবর্তী হইয়া পড়েন।

যাবকীবধ ভিক্ষুবে ভিক্ষু পচত্ত ২ ঞ্ঞব সতিং উপট্ঠপেঙ্গসন্তি, কিন্তু অনাগতা চ পেসলা সত্তকচারী আগচ্ছেয়াং আগতা চ পেসলা সত্তকচারী কাসুবিহরেয়াস্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিক্সা নো পরিহানি।

যাবকীবধ ভিক্ষুবে ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্ষুং ঠসন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিগানিয়েসু ধম্মেসু ভিক্ষু সন্নিহসিসসন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিক্সা নো পরিহানি।

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন অরণ্যস্থিত শয়নাসনের প্রতি সাপেক্ষ অর্থাৎ অরণ্যে বাস করিবার একান্ত পক্ষপাতী থাকিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী, পরিহানি হইবে না। \*

ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুবৃন্দ যতদিন প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে এইরূপ স্থতি জাগাইবে যে, কিরূপে আমার নিকট অনাগত প্রিয়শীল ( শীলবান ) সত্তকচারী আগমন করিবেন এবং আগত শীলবান সত্তকচারী স্তখে স্বচ্ছন্দ মনে বাস করিতে পারিবেন, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি হইতে পারিবে না ‡

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন এই সত্ত অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিद्यমান থাকিবে এবং এই সত্তবিধ অপরিহানিয় ধর্মের অঙ্গবর্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী, পরিহানি হইবে না।

\* গ্রামস্থ বিহারে ধ্যান-মগ্ন হইয়া থাকা অপেক্ষা অরণ্য বিহারে নিদ্রা যাওয়াও ভাল। যেহেতু গ্রাম্য বিহারে স্ত্রী-পুরুষ ও কুমারীদিগের শব্দে বা দর্শনে ধ্যানচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা আছে। অরণ্যে নিদ্রা হইতে জাগিলে সিংহ ব্যাঘ্র বা ময়ূরাদির শব্দে বা দর্শনে অরণ্য-প্রীতি লাভ করিয়া অর্হৎ ফল প্রাপ্তির ভরসা থাকে।

‡ যাহারা শীলবান সত্তকচারীদের আগমন আকাজ্জা করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন। তাঁহারা মনে করেন, সত্তকচারীদের আগমন সময়ে প্রত্যুদগমনে, উপস্থিতিতে, সেবা-শুশ্রূষায় বিপুল পুণ্য লাভ হয়। তাঁহারা সন্দেহ ভঞ্জে সনর্থ। তাঁহাদের ধর্মদেশনায় ও ধর্মচর্চায় অন্তর নিম্নল হয় এবং মার্গ-ফলাধিগমের শক্তি সঞ্চিত হয়। যাহারা অনাগত শীলবান সত্তকচারীদের আগমন আকাজ্জা করেন না তাহারা শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন নহে। শীলবান সত্তকচারীগণ আসিতে দেখিয়াও যাহারা প্রত্যুদগমনাদি করে না, আগন্তুকগণের স্তখ স্বাচ্ছন্দ্যতার বন্দোবস্ত করে না তাহাদের অকীর্তি ঘোষিত হয়। তচ্ছবণে শীলবান সত্তকচারীগণ তাহাদের দ্বার দিয়াও যাইতে চান না। কচিং গেলেও তাহারা সেখানে প্রবেশ করেন না। এইরূপে অনাগত সত্তকচারীগণের অনাগমন হইয়া থাকে। আগত সত্তকচারীরাও স্তখে বাস করিতে না পারিলে “কে এখানে এভাবে বাস করিতে পারিবে” বলিয়া চলিয়া যান। এইরূপে সেই স্থান সত্তকচারী শূন্ত হইয়া পড়ে। স্তত্রাং তাহাদের ধর্ম শ্রবণ ও ধর্ম চর্চার অভাবে এবং শীলবানদের অদর্শনে পরিহানি ঘটয়া থাকে।



৭। অপরেপি বো ভিক্ষবে সত্ত অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসেহ্‌সামি, তং সুণাথ,  
সাধুং মনসি কেরোথ, ভাসিস্‌সামীতি। এবং ভম্বেতি খো তে ভিক্ষু ভগবতো  
পচ্চস্‌সোমুং, ভগবা এতদবোচ ;

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু ন কস্মারামা ভবিস্‌সন্তি, ন কস্মরতা ন কস্মরামতং  
অম্মযুত্তা, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকম্মা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু ন ভস্মারামা ভবিস্‌সন্তি, ন ভস্মরতা ন ভস্মরামতং  
অম্মযুত্তা, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকম্মা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু ন নিদ্দারামা ভবিস্‌সন্তি ন নিদ্দারতা ন নিদ্দারামতং  
অম্মযুত্তা, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুং পাটিকম্মা নো পরিহানি।

৭। ভিক্ষুগণ, অপর সপ্ত অপরিহানিয় ধম্ম দেশনা করিব, তাহা মনোনিবেশ পূর্বক শ্রবণ  
কর, আমি বলিতেছি। সেই ভিক্ষুগণ “সাধু ভক্তে” বলিয়া শুনিতে মনোযোগী হইলে ভগবান এইরূপ  
বলিলেন।

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ ( কস্মারাম ) কস্মপ্রিয় না হইবে, কস্মরত ও কস্মপ্রিয়তায় অম্মযুক্ত  
না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী পরিহানি হইবে না। +

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ সারহীন আলাপ-সালাপ প্রিয় ( স্ত্রী পুরুষাদির রূপ বর্ণনা প্রভৃতি  
সারহীন আলাপ-সালাপ করিয়া দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে আরাম অম্মভবকারী ) না হইবে, সারহীন  
আলাপ-সালাপ রত ও সারহীন আলাপ-সালাপারামে অম্মযুক্ত না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি  
অবশ্যসম্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না। \*

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ নিদ্রারাম, নিদ্রালু, নিদ্রারামতায় অম্মযুক্ত না হইবে ততদিন  
ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী পরিহানি হইবে না। ‡

+ ভিক্ষুরা চীঘর সেলাই, অংশ বন্ধন, কাষবন্ধন, পাত্রেয় থলিয়া, সূতীবর, সম্মার্জনী নিম্মাণ  
প্রভৃতি ভিক্ষুদের করণীয় কর্ম করিতে পারেন বটে কিন্তু সারা দিবারাত্র শুধু কাজে ব্যাপৃত থাকিতে  
নাই। যিনি উপরোক্ত কর্ম সমূহ করিয়াও যথা সময়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, আবৃত্তি, ধ্যান-ধারণাদি  
করিয়া থাকেন তাহাকে কস্মারাম বলা হয় না।

\* ধর্ম্মালোচনায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে নিষেধ নাই। ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হইলে নিম্নোক্ত  
দুইটির মধ্যে একটি করণীয়, ধর্ম্মালাপ অথবা আর্ধ্য তুষ্ণীভাব।

‡ যে গমনে উপবেশনে ও শয়নে স্ত্যানমিদ্ধাভিত্ত হইয়া নিদ্রিত হয় তাহাকে নিদ্রারাম বলে।  
রাত্রির মধ্যম যাম এবং গ্রীষ্মকালে অন্নক্ষণ দিবা নিদ্রাও যাওয়া যায়।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু ন সঙ্গনিকারামা ভবিস্সন্তি ন সঙ্গনিকারতা, ন সঙ্গনিকারামতং অল্পযুক্তা বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু ন পাপিচ্ছা ভবিস্সন্তি ন পাপিকানং ইচ্ছানং বসগতা, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু ন পাপমিত্তা ভবিস্সন্তি ন পাপসহায়া ন পাপসম্পবদ্ধা, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু ন ওরমত্তকেন বিসেসাধিগমেন অন্তরা বোসানং আপজ্জিস্সন্নি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্ষুত ঠসসন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু ভিক্ষু সন্মিস্সিস্সন্তি বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিকজ্জা নো পরিহানি ।

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ জনসঙ্গারাম, জনসঙ্গরত জনসঙ্গারামতায় অল্পযুক্ত না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি ঘটিতে পারিবে না । +

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ পাপেচ্ছাশ্রয়ায়ী, পাপেচ্ছার বশবর্তী না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের ত্রিবুদ্ধি অবশ্যস্বাবী পরিহানি হইবে না । \*

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ পাপ-মিত্র, পাপ-সহায়, পাপ-প্রবণ, পাপ-কুটিল না হইবে ততদিন ভিক্ষুদের অভিবুদ্ধি অবশ্যস্বাবী পরিহানি হইবে না ।

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবন্দ সামান্য মাত্র ফল বা শ্রোতাপত্তি প্রভৃতি ফল প্রাপ্ত হইয়া অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির পূর্বে “আমার কর্তব্য শেষ হইল” বলিয়া উৎসাহ ত্যাগ না করিবে ততদিন ভিক্ষুদের ত্রিবুদ্ধি অবশ্যস্বাবী পরিহানি হইবে না । ‡

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্য্যন্ত এই সত্ত অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুসত্ত্বে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সত্ত অপরিহানিয় ধর্মের অনুবর্তী হইয়া ভিক্ষুসংঘ চলিতে দৃষ্ট হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নত অবশ্যস্বাবী, পরিহানি হইবে না ।

+ যে সকল ভিক্ষু, শয়ন উপবেশন গমন ও চক্কমেন একাকী আরাম বোধ করে না, একা হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তি অশ্বেষণ করে, দুইজন হইলে তৃতীয় ব্যক্তি, তিনজন হইলে চতুর্থ ব্যক্তি অশ্বেষণ করে, তাহাদিগকেই জনসঙ্গারাম জনসঙ্গরত বলে ।

\* লাভ সংকারাদি প্রাপ্ত হইবার জন্ত, যে ভিক্ষু হুঃশীল হইয়াও স্ত্রীল, অথবা ধ্যান ধারী-ফলাদি লাভ না করিয়াও করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, বা ঐকপভাবে দেখাইয়া থাকে, উহাকে পাপেচ্ছা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

‡ শীল পারিশুদ্ধি বা বিদর্শন জ্ঞান অথবা শ্রোতাপত্তি সঙ্কদাগামী, অনাগামী কল প্রাপ্ত হইলেও অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির পূর্বে সাধনা বিরত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ।

৮। অপরেপি বোঃ ভিক্ষুবে সত্ত্ব অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসিস্সামি, তঃ সুপাথ সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিসসামীতি। এবং ভস্তুতি খো তে ভিক্ষু ভগবতো পচস্সোসং ভগবা এতদবোচ ;

যাবকীবধ ভিক্ষুবে ভিক্ষু সদ্ধা ভবিসসন্তি ... হিরিতা ২ ভবিসসন্তি ... ওত্তমী ৩ ভবিসসন্তি ... বহুসত্ত্বতা ভবিসসন্তি ... আরদ্ধবিরিয়া ভবিস্সান্ত, ... উপটুটিতসতি ভবিস্সন্তি ... পঞ্ণবন্তো ভবিস্সন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটকস্সা নো পরিহানি।

৮। হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আরও (অপরও) সপ্ত অপরিহানিয় ধর্ম দেশনা করিব, তাহা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। “সাধু ভস্তু” বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ভগবান এইরূপ বলিলেন;—

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুবল শ্রদ্ধা + সম্পন্ন হইবে ... ক্রীমান (পাপ করিতে লজ্জিত) হইবে, ... ওত্তমী (পাপে ভয়দর্শী) হইবে, ... বহুশ্রুত (ত্রিপিটক শাস্ত্রবিদ) হইবে, \* ... কায়িক ও চৈতসিক আরদ্ধবীৰ্য্য সম্পন্ন হইবে, † ... স্বতিশক্তি সম্পন্ন হইবে, ‡ ... পঞ্চস্কন্ধের উদয়-ব্যয় পরিগৃহীত প্রজ্ঞা-সমম্মাগত হইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যজ্ঞাবী পরিহানি হইবে না।

+ শ্রদ্ধা চতুর্বিধ :— যথা আগমনীয়, অধিগম, প্রসাদ এবং ওকল্পন। তন্মধ্যে আগমনীয় শ্রদ্ধা সর্বজ্ঞ ও বোধিসত্ত্বগণের নিকটই থাকে। অধিগম শ্রদ্ধা আর্ধ্য ব্যক্তিদিগেরই হয়। “বুদ্ধ ধর্ম সজ্জ” ইহা বলিতেই (মহাকল্পিন রাজার স্তায়) যে প্রসন্নতা জন্মে তাহা প্রসাদ শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধের বস্তুতে চুকিয়া সম্যকরূপে বুঝিয়া “ইহা এইরূপই” বলিয়া ধারণা হইলেই ওকল্পন শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রসাদ ও ওকল্পন শ্রদ্ধাই অভিপ্রেত। (শ্রদ্ধাবিমুক্ত বক্সি স্থবির সদৃশ।)

\* বাহুশ্রুতা দ্বিবিধ,—পরিয়ত্তি ও প্রতিবেধ। ত্রিপিটক শাস্ত্রে বহুশ্রুততা পরিয়ত্তি বহুশ্রুততা। সত্য চতুষ্টয়ের প্রতিবেধ প্রতিবেধ বহুশ্রুততা। পরিয়ত্তি বহুশ্রুততা,—নিশ্চয় মুক্তক, পরিষদ সেবক, ভিক্ষুগীউপদেশক, সর্বার্থক সাধক বশে চতুর্বিধ, এখানে আয়ুয়ান আনন্দের সর্বার্থক বহুশ্রুততাই অভিপ্রেত।

‡ আরদ্ধ বীৰ্য্য— যাহারা শয়ন, আসন, গমন ও চংক্রমণে কায় সংসর্গ ত্যাগ করিয়া অষ্টলক্ষ্য বস্তু বশে একক বিহার করেন। তাঁহাদের কায়িক বীৰ্য্য আরদ্ধ হয়। যাহারা চিত্ত (সদ) সংসর্গ ত্যাগ করিয়া অষ্ট সমাপত্তি বশে একক হয় তাঁহাদের চৈতসিক বীৰ্য্য আরদ্ধ হয়। পাপ-চেতনা উৎপন্ন হওয়া মাত্রই নিগৃহীত করা মুহূর্তকালও স্থায়ী হইতে না দেওয়া, গমনে উৎপন্ন পাপ গমনে ত্যাগ, উপবেশনে বা শয়নে উৎপন্ন পাপ উপবেশনে বা শয়নে ত্যাগ করা। ইহাকেও চৈতসিক বীৰ্য্য আরদ্ধ বলা হয়। এইরূপভাবেই কায়িক চৈতসিক বীৰ্য্য আরদ্ধ করা এখানে অভিপ্রেত।

‡ স্বতিশক্তি সম্পন্ন—মহাগতিস্পা অভয় থের, দীঘতাগক অভয় থের এবং ত্রিপিটক চূলা-ভয় থেরের স্তায় বহু পূর্বে শ্রুত, ভাবিত ও অহুতৃত বিষয় স্মরণকারী হওয়া, যে কোন বিষয় একবার মাত্র শুনিয়া নিভুলভাবে স্মরণকারী হওয়া কর্তব্য।

যাবকৌবল্য ভিক্ষুবে ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্ষুসু ঠস্‌সন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু ভিক্ষু সন্দিস্‌সিস্‌সন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

৯। অপরেপি বো ভিক্ষুবে সত্ত অপরিহানিয়ে ধম্মে দেসেস্‌সামি, তং সুগাথ, সাধুকং মনসি কেরোথ, ভাসিস্‌সামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চস্‌সোমুং ভগবা এতদবোচ,—

যাবকৌবল্য ভিক্ষুবে ভিক্ষু সতিসম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, ... ধম্মবিচয়সম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, ... বিরিয়সম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, ... পীতিসম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, ... পস্‌সদ্ধিসম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, ... সমাধিসম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, ... উপেক্ষাসম্বোধাজ্জং ভাবেস্‌সন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

যাবকৌবল্য ভিক্ষুবে ইমে সত্ত অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্ষুসু ঠস্‌সন্তি, ইমেসু চ সত্তসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু ভিক্ষু সন্দিস্‌সিস্‌সন্তি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানির ধর্ম ভিক্ষু সত্ত্ব মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সপ্তবিধ অপরিহানির ধর্মের অঙ্গবর্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দৃষ্ট হইবে ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি ঘটিতে পারিবে না।

১০। ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে আরও সপ্তবিধ অপরিহানির ধর্ম দেশনা করিব তাহা মনোনিবেশ-সহকারে শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি। “সাধু ভন্তে” বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শ্রুতিতে উৎপ্রীত হইলে ভগবান এইরূপ বলিলেন,—

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ চারি প্রকারে স্তুতি সম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ ( ভাবনা ) বর্দ্ধিত করিবে ... ছয় প্রকারে ধর্মবিচয় সম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে ... নয় প্রকারে বীর্য্যসম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে ... দশ প্রকারে প্রীতিসম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে ... সাত প্রকারে প্রশদ্ধিসম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে, ... দশ প্রকারে সমাধিসম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে, ... পাঁচ প্রকারে উপেক্ষাসম্বোধাজ্জ উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে, ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি ঘটিবে না। ( এতদ্বারা বিদর্শন মার্গ ফল সম্প্রযুক্ত লৌকিক লোকোত্তর মিশ্রিত বোধাজ্জই নির্দেশিত হইয়াছে। এই সমুদয়ের বিশদ অর্থ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। )

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানির ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সপ্তবিধ ধর্মের অঙ্গবর্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের ত্রীবুদ্ধি অবশ্যস্বাবী, পরিহানি ঘটিবে না।

১০। অপরেপি বো ভিক্ষবে সত্ত্ব অপরিহানিষে ধম্মে দেসেস্সামি, তং হুগাথ, সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিস্সামীতি। “এবং ভন্তে”তি খো তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চস্সোত্তং ভগবা এতদবোচ ;—

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু অনিচ্চসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি, ... অনন্তসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি, ... [ অম্মত্তসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি, ] ... আদীনবসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি, পহানসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি, ... বিরাগসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি ... নিরোধসঞ্‌ঞং ভাবেস্সসত্ত্বি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ইমে সত্ত্ব অপরিহানিষা ধম্মা ভিক্ষুস্স ঠস্সসত্ত্বি ইমেস্স চ সত্ত্বস্স অপরিহানিষেস্স ধম্মেস্স ভিক্ষু সন্দিস্সিস্সসত্ত্বি, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

১১। হু ভিক্ষবে, ১ অপরিহানিষে ধম্মে দেসেস্সামি, তং হুগাথ, সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্সামীতি। “এবং ভন্তে”তি খো তে ভিক্ষু ভগবতো পচ্চস্সোত্তং ভগবা এতদবোচ।

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষবে ভিক্ষু মেত্তং কাযকম্মং পচ্চপট্টাপেস্সসত্ত্বি সত্ত্বস্সাচারীস্স আব্বি চেব রহো চ, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষবে ভিক্ষুনং পাটিকজ্জা নো পরিহানি।

১০। ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে অপরও সপ্তবিধ অপরিহানির ধর্ম দেশনা করিব তাহা অভিনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর, আমি বলিতে আরম্ভ করিতেছি। “সাদু ভন্তে” বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শ্রুতিতে উৎস্রীব হইলে ভগবান এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুরা অনিত্যতাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা ( ভাবনা ) বর্জিত করিবে, ... অনাত্মতাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্জিত করিবে, ... অশুভাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্জিত করিবে, ... আদীনবাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্জিত করিবে ... ত্যাগাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্জিত করিবে ... বিরাগাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্জিত করিবে, ... নিরোধাহুদর্শনে উৎপন্ন সংজ্ঞা বর্জিত করিবে ততদিন পর্যন্ত ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই সপ্তবিধ অপরিহানির ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং যতদিন এই সপ্ত ধর্মের অহুদর্শী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী পরিহানি হইবে না।

১১। হে ভিক্ষুগণ, ষড়বিধ অপরিহানির ধর্ম দেশনা করিব, তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতেছি। “সাদু ভন্তে” বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শ্রুতিতে মনোযোগী হইলে ভগবান এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু মেত্তঃ বচীকম্মং পচ্চু পট্টাপেসসন্তি সত্ত্বচ্চারীসু ...  
মেত্তঃ মনোকম্মং পচ্চু পট্টাপেসসন্তি সত্ত্বচ্চারীসু আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিষেব ভিক্ষুবে  
ভিক্ষুং পাটিকম্মা নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু যে তে লাভা  
খাম্মকা ধম্মলক্কা অন্তমসো পত্তপরিয়াপন্নমত্তম্পি তথাক্কপেহি লাভেহি অল্পটি-  
বিভত্তভোগী ভবিসসন্তি সীলবন্তেহি সত্ত্বচ্চারীসু সাধারণভোগী, বুদ্ধিষেব ভিক্ষুবে

ভিক্ষুগণ, যতদিন ভিক্ষুরা সত্ত্বচ্চারীগণের সম্মুখে এবং পরোক্ষে তাহাদের প্রতি কারিককর্ম-  
সমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সম্পাদন করিবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি হইবে না।

ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ সত্ত্বচ্চারীগণের সম্মুখে এবং পরোক্ষে তাহাদের প্রতি  
বাচনিককর্মসমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সম্পাদন করিবে, ... মনোকর্মসমূহ মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সম্পাদন  
করিবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যস্বাবী পরিহানি হইবে না। \*

ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত ভিক্ষুবৃন্দ যে সমুদয় চীরবাদি প্রত্যয় ধর্মতঃ লাভ হইয়াছে সেই  
সমুদয় অন্ততঃ পাত্তস্ব সামন্ত পিণ্ডপাত ( ভিক্ষালক সামান্ত ষাণ্ডস্রবা ) ও ধর্মতঃ লাভ করিয়া তাহা  
অপ্রতিবিভক্তভোগী অর্থাৎ এই পরিমাণ অপরকে দিব, এই পরিমাণ দিব না এবং অমুককে দিব  
অমুককে দিব না এইভাবে মনে না আনিয়া শীলবান সত্ত্বচ্চারীগণের সহিত সাধারণভোগী ( সকলের  
সহিত সমান অংশে বিভাগ করিয়া পরিভোগকারী ) হইবে, ততদিন ভিক্ষুদের ত্রীর্ষদ্ধি অবশ্যস্বাবী  
পরিহানি হইবে না। †

\* মৈত্রী চিত্তে কারিক কর্ম—ভিক্ষুগণের পক্ষে অভিসমচারিক ধর্ম পূরণ। গৃহীগণের পক্ষে  
চৈত্যা ও বোধি বন্দনার্থে গমন, গ্রামে ভিক্ষু পিণ্ডাচরণে আসিয়াছেন দেখিলে প্রত্যাদগমন, পাত্ত প্রতি  
গ্রহণ ও আসন প্রদান এবং অমুগমন ইত্যাদি মৈত্রীকায় কর্ম নামে উক্ত।

মৈত্রী বাচনিক কর্ম — ভিক্ষুদের পক্ষে আচার-ব্যবহার, শিক্ষাপদ, কর্মস্থান, বৃদ্ধবচন শিক্ষা-  
দান ও ধর্ম দেশনা ইত্যাদি মৈত্রী বাচনিক কর্ম নামে উক্ত হইয়াছে। গৃহীগণের পক্ষে—  
চৈত্যা-বোধি বন্দনার্থে গমন করিব, ধর্ম শ্রবণ ও দীপ পুষ্প পূজা করিব ত্রিবিধ সূচরিত শীল গ্রহণপূর্বক  
পালন করিব, অন্নবস্ত্রাদি চতুঃপ্রত্যয় সত্ত্বকে দান করিব, সত্ত্ব নিমন্ত্রণ পূর্বক ষাণ্ড ভোজ্যাদি দান  
কর, পানীয়াদি স্থাপন কর, সত্ত্বকে প্রত্যাদগমন করিয়া আন; আসনে বসিও, উৎসাহের সহিত  
পরিচর্যা কর ইত্যাদি বলিবার সময় মৈত্রী বাচনিক কর্ম হইয়া থাকে। মৈত্রী মনোকর্ম—ভিক্ষুগণ  
ব্রহ্মমুহুর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শরীরকৃত্যাদি সম্পাদন করতঃ বিহার সম্ভারজ্ঞানাদি নিত্য কর্ম শেষ  
করিয়া নির্জনে উপবেশন করতঃ আমার সত্ত্বচ্চারীগণ, দায়কগণ সুখী হউক, অবৈর অব্যাপদ হউক  
বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত, গৃহীগণও ঐভাবে নির্জনে বসিয়া আমাদের আর্ধ্যগণ, এবং সমুদয়  
সত্ত্ব সুখী হউক, অবৈর ও অব্যাপদ হউক বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত। এইরূপভাবে প্রার্থনা বা  
চিন্তন মৈত্রী মনোকর্ম।

বয়োনিষ্ঠ সত্ত্বচ্চারীগণের কার্যের সাহায্য করিলে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের পরিচর্যা করিলে,  
সম্মুখ মৈত্রীকায় কর্ম করা হয়। সত্ত্বচ্চারীগণ কর্তৃক হ্রিন্‌কিপ্ত ভাণ্ডাদি তাহাদের অমুপস্থিতে

ভিক্ষুং পাটিক্খা, নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষুং, বানি তানি সীলানি অথগানি, অচ্ছিদানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজ্জিস্সানি, বিএঃপসথানি ২, অপরামট্টানি, সমাধিসংবত্তনিকানি, তথারূপেন্ধু সীলেন্ধু সীলসামএঃগতা বিহরিস্সন্তি সত্ত্বজ্জাচারীহি আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিয়েব ভিক্ষুবে ভিক্ষুং পাটিক্খা নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষুং যাং দিট্ঠি অরিয়া নিয়্যানিকা নিয়্যাতি তকরসস সম্মা ছক থক থযায, তথারূপায দিট্ঠি ঠয়া দিট্ঠিসামএঃগতা

হে ভিক্ষুগণ, যেই শীল সমূহ (মার্গের সম্ভারভূত লৌকিক চতুর্পারিগুজ্জি শীল) তৃষ্ণা দাস্তব্ধ হইতে মোচন করিয়া মুক্ত ভাবকরণ সমর্থ, বুদ্ধাদি বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত, তৃষ্ণাও দৃষ্টিদ্বারা অপরামর্শিত বা “অমুক অন্তায় তুমি করিয়াছ” বলিয়া কেহ স্পর্শ করিতে অসমর্থ, উপাচার ও অর্পণ সমাধি প্রবর্তনকারী, সেই শীল সমূহ ভিক্ষুগণ যতদিন অথও অচ্ছিন্ন অশবল (অবিবিধরূপে) অকম্মায়রূপে (অমলিনভাবে) প্রতিপালন করিবে, সত্ত্বজ্জাচারীগণের সম্মুখে ও পরোক্ষে সেই সমুদয় শীলে সমান শীল সম্পন্ন হইয়া বিহার করিবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশ্যসম্ভাবী, পরিহানি ঘটতে পারিবে না \*।

অবজ্ঞা না করিয়া স্বীয় দ্রব্যের মত সামলাইয়া রাখা প্রভৃতি পরোক্ষে মৈত্রীকার কৰ্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মনোকৰ্ম্মও বাচনিক কৰ্ম্মে ও সম্মুখ ও পরোক্ষে সম্বন্ধেও ঐ ভাবে বুঝিয়া নিতে হইবে।

+ ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণে ভাল খাবারাদি পাইলেও তাহা একা পরিভোগ করা জায় নহে। আরও লাভের আশায় গৃহীকেও দেওয়া উচিত নহে। সাংঘিক সম্পত্তির জায় মনে করিয়া গ্রহণ করতঃ ঘটাবৎ ভিক্ষুগণকে সমবেত করিয়া সমান অংশে পরিভোগ করা বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে সারগীয় ধৰ্ম্ম পূরণ হইবে। সারগীয় ধৰ্ম্ম পূরিত ভিক্ষুর জৈর্ষ মাৎসৰ্য্য থাকে না। তিনি দেব মানবের প্রিয় হন। তাঁহার দানকালীন দানীয় দ্রব্য কখনও নিঃশেষ হইবে না। সমস্ত প্রত্যয় তাঁহার স্ফলভ হইবে, দ্রব্য বিভাগ স্থানে অগ্র-দ্রব্য তাঁহার লাভ হইবে মহাত্ম্যভিক্ষেও দেবগণ তাঁহার পিওপাত প্রভৃতি যোগাইয়া থাকেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

\* সপ্ত আপত্তি স্বকের আদি বা অন্তের শিক্ষাপদ ভঙ্গ হইলে খণ্ড, মধ্যের শিক্ষাপদ ভঙ্গ হইলে ছিদ্ৰ, ত্রয়োদশে ২৩টা শিক্ষাপদ ভঙ্গ শবল, অন্তরে অন্তরে ভঙ্গ হইলে কন্মায় নামে কথিত হয়। যাহার কোন শিক্ষাপদ ভঙ্গ হয় নাই তাঁহার শীল অথও অচ্ছিন্ন অশবল অকন্মায় বলা হয়। স্রোতাপন্নাদি মার্গফললাভী ভিক্ষুগণ যেখানে বাস করুন না কেন তাঁহাদের শীল একই সমান থাকে। পুথুজ্জন (মার্গফলহীন) ভিক্ষুগণ নানা স্থানে বাস করিলেও তাঁহাদের শীল যেন একই সমান থাকে (কোন শিক্ষাপদ যেন ভঙ্গ না হয়, দৈবাৎ ভঙ্গ হইলেও তাহার যেন যথোচিতভাবে প্রতিকার করা হয়) এইরূপ বিহারীকে শীল সমমাগত বিহারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শীল বিত্তদ্বিধারা দেবতা বা ব্রহ্মা হইব, এইরূপ তৃষ্ণা, দেবতা বা ব্রহ্মা হইয়া শাশ্বতভাবে থাকিব, এইরূপ দৃষ্টি (জ্ঞান) এতদ্ব্যতীত দ্বারা অপরামর্শিত হওয়ারূপে তৃষ্ণা দৃষ্টিদ্বারা অপরামর্শিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বিহরিসসত্ত্বি সত্রঙ্গচারীহি আবি চেব রহো চ, বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকম্মা নো পরিহানি। যাবকীবঞ্চ ভিক্খবে ইমে ছ অপরিহানিয়া ধম্মা ভিক্খুসু ঠস্‌সত্ত্বি ইমেসু চ হসু অপরিহানিয়েসু ধম্মেসু ভিক্খু সন্দিসসিসসত্ত্বি, বুদ্ধিয়েব ভিক্খবে ভিক্খুনং পাটিকম্মা নো পরিহানীতি।

১২। তত্র সুদং ভগবা রাজগহে বিহরন্তো গিচ্ছকূটে পব্বতে এতদেব বহুলং ভিক্খুনং ধম্মিং কথং করোতি ;— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্‌ঞা। সীল-পরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্‌ঞা-মহপ্‌ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্‌ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমু-চ্চতি — সেযাধীদং কামাসবা, ভবাসবা [ দিট্ঠাসবা ] অবিজ্জাসবাতি।

আমার এবং তোমাদের প্রত্যক্ষভূত যেই নির্দোষ নৈয়ানিক মার্গ সম্প্রযুক্ত সম্যকদৃষ্টি (জ্ঞান), যেই জ্ঞান অমুখ্যায়ী চলিলে সংসারভাণ্ডের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে, ভিক্ষুগণ যতদিন পর্যন্ত সত্রঙ্গচারীগণের সম্মুখে ও পরোক্ষে সেই দৃষ্টিতে (জ্ঞানে) সমান দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বিহার করিবে, ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশুস্ভাবী, পরিহানি হইবে না।

হে ভিক্ষুগণ, যতদিন পর্যন্ত এই ষড়বিধ অপরিহানিয় ধর্ম ভিক্ষুদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবে এবং এই ষড়বিধ অপরিহানিয় ধর্মের অনুবর্তী হইয়া ভিক্ষুগণকে চলিতে দেখা যাইবে ততদিন ভিক্ষুদের উন্নতি অবশুস্ভাবী, পরিহানি ঘটিতে পারিবে না।

১২। ভগবান রাজ-গৃহে গৃহকূট পর্বতে অবস্থানকালীন ( তাঁহার পরিনিব্বান আসন্ন বলিয়া ) ভিক্ষুদের সহিত অধিক সময় ( পুনঃ পুনঃ ) এই সম্বন্ধেই ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, — শীল এই প্রকার ও এই পরিমাণ ( মার্গের সম্ভারভূত এই লৌকিক চতুর্পারিশুদ্ধি শীল ) ইহার অধিক আর শীল নাই, সমাধি এই প্রকার ও এই পরিমাণ ( মার্গের সম্ভারভূত চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি ) প্রজ্ঞা এই প্রকার ও এই পরিমাণ ( বিদর্শন প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞা নামে উক্ত হইয়াছে। ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) শীল পরিবর্দ্ধিত সমাধি ( যেই লোকোত্তর কুশলের পদস্থানভূত লৌকিক চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে স্প্রতিষ্ঠিত হইলে কার-বাক্-মনোকর্ষ ও আজীববিশুদ্ধ হইয়া মার্গফল সমাধি উৎপাদিত হয়, সেই মার্গসমাধি সর্বপ্রকারে শীলদ্বারা সম্ভাবিত ) হইলে শ্রামণ্য ফলে মহাফল, সংসার ছাঃখ উপশমে মহানিশংসজনক হয় এবং ফল সমাধি ও সর্বপ্রকারে শীলদ্বারা সম্ভাবিত হইলে প্রতি প্রজ্ঞা ত্যাগে মহাফল ও নিবৃত্তিস্থখোৎপত্তিতে মহানিশংসজনক হয়। সমাধি পরিবর্দ্ধিত প্রজ্ঞা ( যেই লোকোত্তর কুশলের পদস্থানভূত পাদক ধ্যান সমাধি এবং উত্থানগামি সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মার্গ প্রজ্ঞা ও ফল প্রজ্ঞা উৎপাদিত হয়, সেই মার্গফল প্রজ্ঞা সম্যক সমাধিদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে পূর্বোক্ত প্রকারে মহাফল মহানিশংসজনক হয়, অপিচ বোধাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, ধ্যানাঙ্গ প্রভেদ হেতুতে মহাফল, সত্ত্ব দাক্ষিণেয়া ব্যক্তি বিভাগ হেতুতে মহানিশংসদায়ক হয়। প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত ( যেই বিদর্শন প্রজ্ঞায় বা সমাধি বিদর্শন প্রজ্ঞায়

( “যাৎ=বা অযং” আমার এবং তোমাদের প্রত্যক্ষভূত যাহা এই।— নিখ্যাতিত্তি নিখ্যানিক। )



১৩। অথ খো ভগবা রাজগহে যথাভিরন্তঃ বিহরিত্বা আয়স্মন্তঃ আনন্দং আমন্তেসি,— আযামানন্দ যেন অম্বলট্ঠিকা তেজুপসঙ্কমিস্সামাতি । এবং ভন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি । অথ খো ভগবা মহতা ভিক্ষুসঙ্ঘেন সঙ্ঘি যেন অম্বলট্ঠিকা তদবসরি ।

১৪। তত্র সুদং ভগবা অম্বলট্ঠিকায়াং বিহরতি রাজগারকে, তত্রাপি সুদং ভগবা অম্বলট্ঠিকায়াং বিহরন্তো রাজগারকে এতদেব বহুলং ভিক্ষুনাং ধম্মি কথং করোতি,— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্ঞা । সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপফলো হোতি মহানিসংসো । সমাধিপরিভাবিতো পঞ্ঞা মহপফলো হোতি মহানিসংসা । পঞ্ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেযাথিদং কামাসবা ভবাসবা [ দিট্ঠাসবা ] ১ অবিজ্জাসবাতি ।

১৫। অথ খো ভগবা অম্বলট্ঠিকায়াং যথাভিরন্তঃ বিহরিত্বা আয়স্মন্তঃ আনন্দং আমন্তেসি — আযামানন্দ যেন নালন্দা, তেজুপসঙ্কমিস্সামাতি । এবং ভন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি । অথ খো ভগবা মহতা ভিক্ষুসঙ্ঘেন সঙ্ঘি যেন নালন্দা তদবসরি । তত্র সুদং ভগবা নালন্দায়াং বিহরতি পাবারিকম্ববনে ।

থাকিয়া ( স্থিত হইয়া ) মার্গ-চিত্ত, ফল-চিত্ত উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গ-ফল-চিত্ত প্রজ্ঞা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে, কামাশ্রব, ভবাশ্রব, দৃষ্টাশ্রব, অবিজ্ঞাশ্রব এই আশ্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয় । ( পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )

১৩। অতঃপর ভগবান রাজগৃহে যথেষ্ট বাস করিয়া আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “চল আনন্দ, আমরা অম্বলট্ঠিকায় গমন করি ।” “সাদু ভন্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সন্মতি প্রকাশ করিলেন । তৎপর ভগবান মহাভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে অম্বলট্ঠিকায় উপস্থিত হইলেন ।

১৪। ভগবান সেই অম্বলট্ঠিকায় রাজকীয় প্রাসাদে বিহার করিতে লাগিলেন । তথায় অবস্থিতি কালেও ভগবান ভিক্ষুগণের সাহিত এই বিয়য়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেন,— এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা, চতুর্পারিশুদ্ধি নীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি সম্ভাবিত হইলেই মহাফল মহানিশংস লাভ হয় । সন্যাসমাধি দ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংসজনক হয় । চিত্তপ্রজ্ঞা দ্বারা সম্ভাবিত হইলেই কামাশ্রব, ভবাশ্রব, দৃষ্টাশ্রব ও অবিজ্ঞাশ্রব এই আশ্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয় ।

১৫। অতঃপর ভগবান অম্বলট্ঠিকায় যতদিন ইচ্ছা বাস করিয়া আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “চল আনন্দ, নালন্দায় উপস্থিত হই ।” “হাঁ ভন্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সন্মতি প্রকাশ করিলেন । অনন্তর মহাভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে ভগবান নালন্দায় উপস্থিত হইলেন । ভগবান নালন্দায় অবস্থিতিকালে পাবারিক আশ্রবনে বাস করিতেছিলেন ।

১৬। অথ খো আয়ম্মা সারিপুত্তো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আয়ম্মা সারিপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ,—এবং পসন্নো অহং ভন্তে [ ভগবতি ১ ] ন চাছ ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি অঞ্ঞে সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিয়ো ভিঞ্ঞেতরো যদিদং সম্বোধিসন্তি, উলারা খো তে অয়ং সারিপুত্ত আসভী ২ বাচা ভাসিতা, একংসো গহিতো সীহনাদো নদিতো,—এবং পসন্নো অহন্তন্তে ভগবতি ন চাছ ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি অঞ্ঞে সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিয়ো ভিঞ্ঞেতরো যদিদং সম্বোধিসন্তি। কিস্তে ৩ সারিপুত্ত য়ে তে অহেহং অতীতমন্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্মুদ্বা, সবেব তে ভগবন্তো চেতসা চেতো পরিচ্চ বিদিতা, এবং সীলা তে ভগবন্তো অহেহং ইতিপি, এবং ধম্মা এবং পঞ্ঞা এবং বিহারী এবং বিমুত্তা তে ভগবন্তো অহেহং ইতিপীতি? নো হেতং ভন্তে। কিং পন তে ৪ সারিপুত্ত য়ে তে ভবিস্সন্তি অনাগতমন্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্মুদ্বা, সবেব তে ভগবন্তো চেতসা চেতো পরিচ্চ বিদিতা, এবং সীলা তে ভগবন্তো ভবিস্সন্তি ইতিপি, এবং ধম্মা এবং পঞ্ঞা এবং বিহারী এবং বিমুত্তা ভগবন্তো ভবিস্সন্তি ইতিপীতি? নো হেতং ভন্তে। কিম্পন তে সারিপুত্ত অহং ৫ এতরহি অরহং সম্মাসম্মুদ্বো চেতসা চেতো পরিচ্চ বিদিতো, এবং সীলো ভগবা ইতিপি, এবং ধম্মো এবং পঞ্ঞো এবং

১৬। অতঃপর আয়ুম্মান সারিপুত্র + সেইখানে ভগবানের নিকট সমুপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করতঃ কহিলেন, ভন্তে, আমি ভগবানের প্রতি এইরূপ স্তুত্রসম্ন যে, এই সম্বোধি বিষয়ে অত্র কোন ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর ভূত কালেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হইবেন না এবং বর্তমানেও বিদ্যমান নাই।

সারিপুত্র, তুমি যে এই উদার নির্ভীক বাক্য বলিয়াছ এবং নিশ্চয় বিশ্বাসে এই সিংহনাদ করিয়াছ,—“ভন্তে আমি ভগবানের প্রতি এইরূপ স্তুত্রসম্ন যে, এই সম্বোধি বিষয়ে ভগবান অপেক্ষা অভিজ্ঞতর কোন ভ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভূত কালেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হইবেন না এবং বর্তমানেও বিদ্যমান নাই।” সারিপুত্র, অতীতে যাহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন, তুমি কি তাঁহাদের চিত্তবিদিত যে, তাঁহারা এবম্মণীল (এইরূপ শীলসম্পন্ন)? তুমি কি ইহাও বিদিত যে, সেই ভগবানগণ এবম্মণী, এবম্ প্রাজ্ঞ, এবম্বিহারী এবম্বিমুক্ত ছিলেন? না ভন্তে।

সারিপুত্র, ভবিষ্যৎকালে যাহারা অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হইবেন, তুমি কি তাহাদের চিত্ত বিদিত যে, তাঁহারা এবম্মণীল হইবেন, তুমি কি ইহাও বিদিত যে, সেই ভগবানগণ এবম্ ধর্মী, এবম্-প্রাজ্ঞ, এবম্বিহারী, এবম্বিমুক্ত হইবেন? না ভন্তে। সারিপুত্র, আমি বর্তমানে অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ,

১। সী. ন দিস্সন্তে।

২। ব. অসভি

৩। বিত্ত, সন্ধ্য

৪। কিং পন সন্ধ্য

৫। সী. ইং. অহন্তে, ব. এতরহি।

(+ সারিপুত্র — ভগবান বুদ্দের সঙ্গাবধ

বিহারী এবংবিমুগ্ধো ভগবা ইতিপীতি? নো হেতঃ ভস্তু। এথহি তে ১ সারিপুত্র  
অতীতানাগতপচ্ছুল্লেন্সু অরহন্তেন্সু সম্মাসম্বুদ্ধেন্সু চেতো পরিযঞানঃ ২ নথি। অথ  
কিঞ্চরহি তে অযং সারিপুত্র উলারা আসভী বাচা ভাসিতা, একংসোগহিতো সীহ-  
নাদো নদিতো,— এবং পসন্নো অহং ভস্তু ভগবতি ন চাছ ন চ ভবিসসতি ন  
চেত্তরহি বিজ্জতি অঞংঞেণ সমণো বা ব্রাহ্মণো বা ভগবতা ভিষ্যো ভিঞংঞতরো যদিদং  
সম্বোধিযস্ছি।

১৭। ন খো পনেনতং ৩ ভস্তু অতীতানাগতপচ্ছুল্লেন্সু অরহন্তেন্সু সম্মাসম্বুদ্ধেন্সু  
চেতোপরিয এণানং অথি। অপিচ খো মে ভস্তু ৪ ধম্মস্বয়ো বিদিতো সেযাথাপি  
ভস্তু রঞংঞেণ পচ্ছত্তিমং নগরং দল্লহুপ্পাপং ৫ দল্লহুপ্পাকার তোরণং একদ্ধারং। তত্রস্স  
দৌবারিকো পণ্ডিতো ব্যস্তো মেধাবী, অঞংঞাতানং নিবারেতা, এণাতানং পবেসেতা।  
সো তস্স নগরস্স সামহা ৬ অনুপরিয়ায পথং অনুক্কমমানো ন পস্সেয্য পাকার  
সন্ধিং বা পাকারবিবরং বা অন্তুমসো বিলারনিক্খমন ৭ মত্তম্পি। তস্স এবমস্স —  
যে কেচি চ ওলারিকা পাণা ইমং নগরং পবিসস্ছি বা নিক্খমস্ছি বা সবেব তে ইমিনা'ব

তুমি কি আমার চিত্ত বিদিত যে, ভগবান্ এবম্ শীল? তুমি কি ইহাও বিদিত যে, ভগবান্  
এবম্ ধর্ম্মী, এবম্ প্রাজ্ঞ, এবম্বিহারী, এবম্বিয়ুক্ত? না ভস্তু, ইহা আমি জ্ঞাত হই নাই। সারিপুত্র,  
এ বিষয়ে তুমি অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন কালের অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত বিদিত নও। সারি-  
পুত্র, অথ কিরূপে তোমা কর্তৃক এইরূপ উদার নির্ভীক বাক্য ভাষিত হইল এবং নিশ্চয় বিশ্বাসে  
এই সিংহনাদ হইল যে, আমি ভগবানের প্রতি এইরূপ স্প্রশ্নসম্মত যে, এই সম্বোধি বিষয়ে ভগবান্  
অপেক্ষা অতিজ্ঞতর অন্ত কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভূত কালেও ছিলেন না ভবিষ্যতেও হইবেন না  
এবং বর্তমানেও নাই?

১৭। ভস্তু, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণের চিত্ত আমি স্রবিদিত  
নহি বটে, অপিচ ভস্তু, আমি ধর্ম্মস্বয় \* বিদিত হইয়াছি। যেমন ভস্তু কোন রাজার সীমান্ত  
নগরের দৃঢ় দুর্গের দৃঢ় প্রাকার ও তোরণ আছে এবং একটি দ্বার খোলা আছে। তথায় পণ্ডিত, বিচক্ষণ  
ও মেধাবী কোন দৌবারিক আছে, সে অজ্ঞাত জনকে প্রবেশ করিতে দেয় না পরিচিত জনকেই

\* টীকা — সেই সেই সর্কজ্ঞতাঙ্গি গুণ সন্ধকে — ইতিগিসো ভগবা, অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধাঙ্গি গুণ আদিবার  
যে এজ্জা তাহাই ধর্ম্মস্বয়। মহানিঃ স্তু: অ:

১। সী. ই. এথেবহি

২। সী. ই. চেতনা চেতো পরিযাবঞানং

ন: চেতনা চেতো পরিযাবঞানং।

ন খো মে সন্ধথ

৩। সী. ই. অপিচ

৪। ব. অপিচ মে

৫। সী. ই. দল্লহুপ্পাপং

ব. দল্লহুপ্পাপং

৬। সমত্তা সমত্তথ

৭। সী. ই. নিস্সক কত

৮। ব. বে ধো

জ্বায়েন পবিসস্তি বা নিক্খমস্তি বাতি এবমেব খো মে ভস্কে ধম্ময়্যো বিদিতো ।  
যে তে ভস্কে অহেত্তং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, সবেব তে ভগবন্তো  
পঞ্চনীবরণে পহায, চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্‌ঞায ছব্বলীকরণে, চতুস্স সতিপট্টানেন্স  
সুপ্পতিট্ঠিতচিত্তা, সত্ত সস্বোজ্জাঙ্গে ১ যথাভূতং ভাবেহা অমুত্তরং সম্মাসস্বোধিং  
অভিসম্বুজ্জিংশু । যে পি তে ভস্কে ভবিস্সস্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা,  
সবেব তে ভগবন্তো পঞ্চনীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্‌ঞায ছব্বলীকরণে  
চতুস্স সতিপট্টানেন্স সুপ্পতিট্ঠিতচিত্তা সত্ত সস্বোজ্জাঙ্গে যথাভূতং ভাবেহা অমুত্তরং  
সম্মাসস্বোধিং অভিসম্বুজ্জিংশুসস্তি, ভগবাপি ভস্কে এতরহি অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো পঞ্চ-  
নীবরণে পহায চেতসো উপক্কিলেসে পঞ্‌ঞায ছব্বলীকরণে চতুস্স সতিপট্টানেন্স  
সুপ্পতিট্ঠিতচিত্তো সত্ত সস্বোজ্জাঙ্গে যথাভূতং ভাবেহা অমুত্তরং সম্মাসস্বোধিং অভি-  
সম্বুদ্ধোতি ।

১৮। তত্রপি ২ সুদং ভগবা নালন্দাযং বিহরন্তো পাবারিকস্ববনে এতদেব  
বহুলং ভিক্খুনং ধম্মিং কথং করোতি,— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞ্‌ঞা,  
সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্‌ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা

প্রবেশ করিতে দেয়। সে সেই নগর দুর্গের সমস্ততঃ (চতুর্দিকের) অস্থপায়ায় পথে অয়স্কান  
বা পরিভ্রমণ করিয়া প্রাকার সন্ধি বা প্রাকার বিবর অন্ততঃ বিড়াল বাহির হইতে পারে মত  
বিবরও দেখিতে পাইলনা। তখন তাহার এইরূপ মনে হইবে যে কোন মহাপ্রাণী এই নগরে  
প্রবেশ করিলে বা বাহির হইলে তাহাদের সকলকেই এই দরজা দিয়াই বাহির হইতে বা প্রবেশ  
করিতে হইবে। এইরূপ ভস্কে, আমিও ধর্ম্ময়্য জ্ঞাত হইয়াছি। ভস্কে, অতীতে যাহারা অর্হৎ  
সম্যক সম্বুদ্ধ ছিলেন সেই সকল ভগবানগণ, প্রজ্ঞা দুর্লভকারী চিত্তের উপক্লেশ পঞ্চনীবরণ  
(কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ওদ্ধত্য কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) ত্যাগ করিয়া, চারিস্থতাপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত  
চিত্ত হইয়া, সপ্তবিধ সম্বোধ্যজ্ঞ যথাভূতভাবে ভাবনা করতঃ অমুত্তর সম্যকস্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  
ভস্কে, ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইবেন, সেই সকল ভগবানগণও প্রজ্ঞা দুর্লভকারী  
চিত্তের উপক্লেশ পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ চারি স্থতাপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হইয়া সপ্তবিধ সম্বোধ্যজ্ঞ  
যথাযথভাবে ভাবনা করতঃ অমুত্তর সম্যকস্বোধি প্রাপ্ত হইবেন। ভস্কে, বর্তমানের অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ  
ভগবানও প্রজ্ঞা দুর্লভকারী চিত্তের উপক্লেশ পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ চারিস্থতাপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত  
হইয়া যথাযথরূপে সপ্ত সম্বোধ্যজ্ঞ ভাবনা করতঃ অমুত্তর সম্যকস্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৮। ভগবান নালন্দার পাবারিক আশ্রমবনে বিহার সময়েও ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই  
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন,— এই প্রকার শীল, এই পরিমাণ শীল, এই প্রকার সমাধি, এই  
প্রকার প্রজ্ঞা, চতুর্পারিগুণ্ডি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি সম্ভাবিত হইলে, মহাফল মহানিশংস

পঞ্ঞা মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা। পঞ্ঞাপরিভাবিতং চিন্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি। সেয্যথীদং কামাসবা, ভবাসবা, দিট্ঠাসবা, অবিজ্জাসবাতি।

১৯। অথ খো ভগবা নালন্দায় যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি, আযামানন্দ যেন পাটলিগামো তেহুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্কুসজ্জেন সঙ্কিং যেন পাটলিগামো তদবসরি।

২০। অস্সোসুং খো পাটলিগামিয়া উপাসকা ভগবা কির পাটলিগামং অহুপত্তোতি। অথ খো পাটলিগামিয়া উপাসকা যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্না খো পাটলিগামিয়া উপাসকা ভগবন্তং এতদবোচুং, — অধিবাসেতু নো ভন্তে ভগবা আবসথাগারন্তি। অধিবাসেসি ভগবা তুণ্হী ভাবেন।

লাভ হয়, সমাক্ষমাধিধারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা, মহাফল মহানিশংসদায়ক হয়। প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিন্তাই কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিজ্ঞাসব এই আসব চতুষ্টয় হইতে সমাক্ষপে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

১৯। অতঃপর ভগবান নালন্দায় স্বেচ্ছাশুসারে বাস করিয়া আয়ুয়ান আনন্দকে সন্ধান করিয়া বলিলেন,— চল আনন্দ, আমরা পাটলিগ্রামে গমন করি। “হাঁ ভন্তে” বলিয়া আয়ুয়ান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান মহাভিক্কুসজ্জের সহিত পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

২০। পাটলি গ্রামের উপাসকগণ শুনিতে পাইলেন যে, ভগবান পাটলি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা ভগবৎ সকাশে সমুপস্থিত হইয়া অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহারা এইরূপ নিবেদন করিলেন,— ভন্তে, ভগবান, আমাদের আগন্তুক গৃহ (অতিথিশালা +) গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন।

+ [ পাটলি গ্রামে দুই রাজার (মগধ রাজার ও বজ্জী রাজার) বহুবান্ধব ও কৰ্ম্মচারিগণ আগমন করিতেন। তাঁহারা আসিলে পরিবারস্থ সকলকে বাড়ী হইতে সরাইয়া তাঁহাদিগকে স্থান দিতে হইত, ইহাতে গ্রামবাসীরা নিত্য উপদ্রুত হইতেন। রাজা বা রাজ পুরুষেরা আসিলে যেন স্তখে বাস করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে বৃহৎ শালা তৈয়ার করা হয় এক অংশে তাণ্ড সামলাইয়া রাখিবার ও এক অংশে বাস করিতে পারা যায় মত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভগবান আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা ভাবিলেন, “আমাদেরই তথায় গিয়া ভগবানকে আনিবার আবশ্যক ছিল, এখন তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন, অতঃপাশ্বে তাঁহাকে তথায় অবস্থান করাইয়া ধর্ম্ম প্রবণ করিব। পুনঃ চিন্তা করিলেন, বৃদ্ধগণ অরণ্যেই ভালবাসেন, গ্রামের মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন কিনা পূর্বে তাঁহার অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। তজ্জন্তু তাঁহারা অতিথি শালায় বিছানা আদি না করিয়া ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উক্তরূপ নিবেদন করিলেন ]

২১। অথ খো পাটলিগামিয়া উপাসকা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উট্টায়াসনা, ভগবন্তং অভিবাদেহা পদক্খিণং কহা, যেন আবসথাগারং তেহুপসঙ্ক-  
মিংসু, উপসঙ্কমিত্বা সব্বসঙ্করিং সম্বতং আবসথাগারং, ১ সম্বরিত্বা আসনানি পঞ্ঞপেহা,  
উদকমণিকং ২ পতিট্টাপেহা, তেলগ্নদীপং আরোপেহা, যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমিংসু।  
উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং অট্টংসু। একমন্তং ঠিতা খো পাটলি-  
গামিয়া উপাসকা ভগবন্তং এতদবোচুং,— সব্বসঙ্করিং সম্বতং ভন্তে আবসথাগারং,  
আসনানি পঞ্ঞস্তানি, উদকমণিকো পতিট্টাপিতো, তেলগ্নদীপো আরোপিতো,  
যসুদানি ভন্তে কালং মঞ্ঞতীতি।

২২। অথ খো ভগবা সায্গহ সময়ং নিবাসেহা পণ্ডচীবরমাদাষ সঙ্কিং  
ভিক্খুসঙ্কেন যেন আবসথাগারং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পাদে পক্খালেহা  
আবসথাগারং পবিসিত্বা মজ্জিমং থন্তং নিস্‌সায় পুরথাভিমুখো ৩ নিসীদি, ভিক্খু  
সঙ্কেপি খো ৪ পাদে পক্খালেহা আবসথাগারং পবিসিত্বা পচ্ছিমং ভিত্তিং নিস্‌সায়  
পুরথাভিমুখো নিসীদি, ভগবন্তং য়েব পুরেক্খিত্বা, ৫ পাটলিগামিয়াপি খো উপাসকা

২১। অতঃপর পাটলি গ্রামের উপাসকগণ ভগবান সম্মত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া  
গাত্রোথান পূর্বক ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ অতিথিশালায় উপস্থিত হইলেন।  
উপস্থিত হইয়া অতিথিশালায় উপরে নীচে সর্বত্র চিত্র বিচিত্র চাটাই সতরঞ্চ ও কোম্বাদি  
লাগাইয়া ও বিছাইয়া গৃহ সুসজ্জিত করিলেন। মধ্য স্তম্ভের পার্শ্বে মহা বুদ্ধাসন স্থাপন করিয়া,  
পশ্চিমদিকে শ্রাবকদিগের জন্ত মহামূল্য আসনসমূহ স্থাপন করিলেন। মণিবর্ণের (নির্মল) জল পূর্ণ  
জালা সকল স্থাপন করিলেন, স্থানে স্থানে তৈল প্রদীপ জ্বলাইয়া দিলেন। তৎপর ভগবানের  
নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, ভন্তে,  
অতিথিশালায় সর্বত্র বিছানা ও আসন করা হইয়াছে, মণিবর্ণ জল পূর্ণ জালা সমূহ ব্রজিত হইয়াছে  
তৈল প্রদীপ জ্বলান হইয়াছে। ভন্তে, এখন ভগবানের যাহা সঙ্গত মনে হয় করা হউক।

২২। অনন্তর ভগবান সায্গ কালে অন্তর্কাস পরিধান করতঃ পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের  
সহিত অতিথিশালায় দিকে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পদ-প্রক্ষালান্তে আবসথ গৃহে  
প্রবেশ করতঃ, মধ্য স্তম্ভের নিকটবর্তী বুদ্ধাসনে পূর্ণাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ভিক্ষু  
সঙ্ঘও পদপ্রক্ষালন করতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম ভিত্তির পার্শ্বে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া

১। সী, ই, সকল সম্বরিত আবসথাগারং

২। সী ই, উদক মণি

৩। সী, ব, পুরথাভি মুখো

৪। সী, ভিক্খু সঙ্কেপি

৫। সী, ই, পুরক্খিত্বা

পাদে পক্ষালেখ্য আবসথাগারং পবিসিত্ব পুরথিমং ভিত্তিং নিস্শায় পচ্ছিমাভিমুখা নিসীদিংসু ভগবন্তুং যেষ পুরেক্খিত্বা ।

২৩। অথ খো ভগবা পাটলিগামিষে উপাসকে আমন্তেসি,— পঞ্চমে গহপতযো আদীনবা হুস্সীলস্স সীলবিপত্তিয়া । কতমে পঞ্চ? ইধ গহপতযো হুস্সীলো সীলবিপত্তো পমাদাধিকরণং মহতিং ভোগজানিং নিগচ্ছতি । অযং পঠমো আদীনবো হুস্সীলস্স সীলবিপত্তিয়া । পুনচ পরং গহপতযো হুস্সীলস্স সীলবিপত্তস্স পাপকো কিত্তিসদ্বো অন্তুগ্গচ্ছতি । অযং ত্ততিযো আদীনবো হুস্সীলস্স সীলবিপত্তিয়া । পুনচ পরং গহপতযো হুস্সীলো সীলবিপত্তো যঞ্ঞদেব পরিসং উপসক্কমতি ; যদি খত্তিয়পরিসং, যদি ব্রাহ্মণপরিসং, যদি গহপতিপরিসং, যদি সমণপরিসং ; অবিসারদো উপসক্কমতি মক্কুভূতো । অযং ততিযো আদীনবো হুস্সীলস্স সীলবিপত্তিয়া ! পুনচ পরং গহপতযো হুস্সীলো সীলবিপত্তো সম্মুলহো কালং কেরোতি । অযং চতুথো আদীনবো হুস্সীলস্স সীলবিপত্তিয়া । পুনচ পরং গহপতযো হুস্সীলো সীলবিপত্তো কায়স্স ভেদা পরম্মরণা অপাযং ত্তম্মতিং

পূর্বাভিমুখে উপবেশন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ও পাদ প্রক্ষালন করতঃ আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া পূর্ব দিকের ভিত্তির পার্শ্বে ভগবানকে সম্মুখে করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিলেন।

২৩। অতঃপর ভগবান পাটলি গ্রামের উপাসকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—  
 হে গৃহপতিগণ, শীল বিপত্তি হেতু হুঃশীল ব্যক্তির (যে পঞ্চশীলাদি লঙ্ঘন করে অর্থাৎ প্রাণাতিপাত, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা প্রয়োগ করে ও নেশাপান করে তাহার) পাঁচটি অনর্থ ঘটে। সেই পাঁচটি অনর্থ কি কি? ইহলোকে যে হুঃশীল, পঞ্চশীলাদি ভঙ্গ করে তাহার মহাভোগ সম্পত্তি থাকিলেও প্রমাদ বশতঃ তাহা বিনাশ হইয়া যায়। (ব্যবসায় বাণিজ্যে এমন কি কৃষি কর্শ্বেও উন্নতি করিতে পারে না, মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। প্রব্রজিত হুঃশীল শীলভঙ্গকারী হইলেও সে শীল ধন, বুদ্ধবচন, ধ্যান এবং সপ্ত আর্ধ্য ধন হইতে বিচ্যুত হয়।) হুঃশীল শীলভঙ্গকারীর ইহা প্রথম অনর্থ (আদীনব)। হে গৃহপতিগণ, দ্বিতীয়তঃ হুঃশীল শীলভঙ্গকারীর, পাপ কীর্ত্তিশব্দ (অযশঃ অকীর্ত্তি) সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহা হুঃশীল শীলভঙ্গকারীর দ্বিতীয় আদীনব। হে গৃহপতিগণ, তৃতীয়তঃ হুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চারি প্রকারের যে কোন সভায় যাউক না কেন, উদ্বিগ্ন চিন্তা ও অশ্রুতিভভাবে (সভয়ে সসঙ্কোচে) গিয়া থাকে। ইহা হুঃশীল শীলভঙ্গকারীর তৃতীয় দোষ। চতুর্থতঃ হে গৃহপতিগণ, হুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুকালে মূর্ছা প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানেই দেহ ত্যাগ করে†, ইহা হুঃশীল শীল ভঙ্গকারীর চতুর্থ দোষ।

† বাহ্য সাধারণতঃ প্রাণাতিপাত, চুরি, ব্যভিচার, সুবাদ, ও নেশা পান হইতে বিরত তাহার শীলবান এবং বাহ্য ঐ সমুদয় হইতে বিরত নহে তাহার হুঃশীল শীল ভঙ্গকারী।

বিনিপাতং নিরয়ং উপপজ্জতি । অয়ং পঞ্চমো আদীনবো হুসসীলসু সীলবিপত্তিয়া । ইমে খো গহপতযো পঞ্চ আদীনবো হুসসীলসু সীলবিপত্তিয়া ।

২৪। পঞ্চমে গহপতযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায় । কত মে পঞ্চ ? ইধ গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো, অল্পমাদাধিকরণং মহন্তং ভোগকথকং অধিগচ্ছতি । অয়ং ষষ্ঠমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায় । পুনচ পরং গহপতযো সীলবতো সীলসম্পন্নসু ; কল্যাণো কিত্তিসদো অভুগুগচ্ছতি । অয়ং স্তুতিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায় । পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো ; যএঽএদেব পরিসং উপসক্কমতি ; যদি খত্তিয়পরিসং, যদি ব্রাহ্মণ-পরিসং, যদি গহপতিপরিসং যদি সমণ পরিসং, বিসারদো উপসক্কমতি, অমঙ্কভূতো । অয়ং তত্তিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায় । পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো অসম্মূলহো কালং কেরোতি । অয়ং চতুর্থো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায় । পুনচ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো কাযসু ভেদা পরস্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জতি । অয়ং পঞ্চমো আনিসংসো সীলবতো সীল-সম্পদায় । ইমে খো গহপতযো পঞ্চ আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায়াতি ।

পঞ্চমতঃ হে গৃহপতিগণ, হুঃশীল শীল বিপন্ন ব্যক্তি, দেহ ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি অধঃপাত নিরয় প্রাপ্ত হয় । হুঃশীল শীলভঙ্গকারীর ইহা পঞ্চম আদীনব । হে গৃহপতিগণ, হুঃশীল শীলভঙ্গকারীর এই পাঁচটি অনর্থ বা আদীনব ঘটিয়া থাকে ।

২৪। হে গৃহপতিগণ, শীল পালন হেতু শীলবানের ( প্রাণাতিপাত, চুরি, বাভিচার, মিথ্যা প্রয়োগ ও নেশাপান বিরত ব্যক্তির ) পাঁচটি আনিশংস ( সফল ) লাভ হইয়া থাকে । সেই পাঁচটি আনিশংস কি কি ? হে গৃহপতিগণ, ইহলোকে শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি, অশ্রমশূন্যতার ( কর্তব্যে ভ্রমশূন্যতার ) দ্বারা মহাতোগসম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে, ( ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি যে কাজ করুক না কেন তাহাতে উন্নতি হইয়া থাকে, সুশীল প্রব্রজিত, শীল ধনে, বৃদ্ধ বচন, ধ্যান, এবং সপ্ত আর্ঘ্য ধনে ধনী হইয়া থাকেন ) ইহা শীলবানের শীল পালনের প্রথম পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তির কল্যাণ কীর্ত্তি শব্দ ( যশস্ব্যতাতি ) সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, ইহা শীলবান ব্যক্তির শীল পালনের দ্বিতীয় পুরস্কার । তৃতীয়তঃ হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চারি জাতীর যে কোন পরিষদে যাউক না কেন বিশারদ হইয়া নিঃসঙ্কোচে গিয়া থাকে, ইহা শীলবানের শীল পালনের তৃতীয় পুরস্কার । চতুর্থতঃ হে গৃহপতিগণ শীলবান ব্যক্তি সম্মানে দেহ ত্যাগ করে । ইহা শীলবানের শীল পালনের চতুর্থ পুরস্কার । পঞ্চমতঃ হে গৃহপতিগণ, শীলবান ব্যক্তি কায ভেদ, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়, ইহা শীলবানের শীল পালনের পঞ্চম পুরস্কার । হে গৃহপতিগণ শীলবানের শীল পালনের এই পঞ্চ আনিশংস লাভ হইয়া থাকে ।



২৫। অথ খো ভগবা পাটলিগামিয়ে উপাসকে বহুদেব রত্তিঃ ধম্মিষা কথায় সন্দসসেহা সমাদপেহা সমুত্তেজেহা সম্পহংসেহা উষ্যোজেসি, অভিক্কত্তা খো গহপতযো রত্তি, যস্সদানি তুমহে কালং মঞ্ণেথাতি। এবং ভন্তেতি খো পাটলিগামিয়া উপাসকা ভগবতো পটিসুহা উট্ঠায়াসনা ভগবন্তং অভিবাদেহা পদক্খিণং কহা পক্কমিংসু। অথ খো ভগবা অচির পক্কন্তেসু পাটলিগামিয়েসু উপাসকেসু সুঞ্ণাগারং পাবিসি।

২৬। তেন খো পন সময়েন সুনীধঃ বস্সকারা মগধ মহামত্তা পাটলিগামে নগরং মাপেত্তি বজ্জীনাং পটিবাহায। তেন খো পন সময়েন সম্বহলা দেবতায়ো ২ সহস্সসসেব ৩ পাটলিগামে বথুনি পরিস্গংহত্তি। যস্মিং পদেসে ৪ মহেসক্খা দেবতা বথুনি পরিস্গংহত্তি, মহেসক্খানাং তথ রঞ্ণে রাজ মহামত্তানাং চিত্তানি নমস্টি, নিবেসনানি মাপেতুং। যস্মিং পদেসে মজ্জিমা দেবতা বথুনি পরিস্গংহত্তি, মজ্জিমানাং তথ রঞ্ণে রাজ মহামত্তানাং চিত্তানি নমস্টি নিবেসনানি মাপেতুং।

২৫। অতঃপর ভগবান পাটলি গ্রামের উপাসকগণকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত আকাশ গঙ্গা অবতরণের ছায়, যোজন প্রমাণ মধুচক্র চিবাঁইয়া মধুপান করাইবার ছায় আবসখাগার অল্পমোহনাদি নানা ধর্ম প্রসঙ্গ দ্বারা উপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মাহবর্ত্তী করিলেন এবং ধর্ম্ম পালনে উত্তেজিত ও ধর্ম্মরসান্বাদনে পরিতুষ্ট করিয়া বলিলেন,— হে গৃহপতিগণ, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তোমাদের যাহা উচিত মনে হয়, করিতে পার। পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণ “সাধু ভন্তে” বলিয়া ভগবানের আদেশে আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পাটলিগ্রামীয় উপাসকগণের প্রস্থানের অল্পক্ষণ পরে ভগবান শূভাগারে ( সেই গৃহ মধ্যে পর্দা টাকান শয়ন স্থানে ) প্রবেশ করিলেন ( তথায় সিংহ শয্যায় শয়ন করিলেন )।

২৬। তৎকালে মগধরাজের প্রধান মন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ব্রাহ্মণ বজ্জীরাজগণের আয়ছার রুদ্ধ করিবার জন্ত পাটলিগ্রামে নগর নিষ্কাশ ( পাটলিগ্রামকে নগরে পরিণত ) করিতে ছিলেন। তখন বহুতর দেবতা এক এক দলে সহস্র জন হিসাবে বিভক্ত হইয়া পাটলিগ্রামে গৃহবস্ত ( ভিটা ) পরিগ্রহণ করিতেছিলেন। যেখানে মহাশক্তিশালী দেবগণ গৃহবস্ত পরিগ্রহণ করিতেছিলেন তথায় মহাশক্তিশালী রাজা ও রাজ মহামাত্যগণের বাসগৃহ নিষ্কাশ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। যেখানে মধ্যম শ্রেণীর দেবগণ গৃহবস্ত পরিগ্রহণ করিতেছিলেন, সেইস্থলে মধ্যম শ্রেণীর রাজা ও রাজমহামাত্যগণের বাসগৃহ নিষ্কাশ করিতে চিত্ত ন্মিত হইতেছিল

যশ্মিং পদেসে নীচা দেবতা বথুনি পরিগ্গণহস্তি, নীচানং তথ রঞ্ঞং রাজমহামস্তানং চিত্তানি নমস্তি, নিবেসনানি মাপেতু' ।

২৭। অদঙ্গা খো ভগবা দিব্বেন চক্খুনা বিম্বুদেন অতিক্কন্তু মাভুসকেন দেবতাযো সহস্সসসেব পাটলিগামে বথুনি পরিগ্গণহস্তিযো। অথ খো ভগবা রত্তিয়া পচ্চুস সময়ং পচ্চুট্ঠায় আবস্সন্তং আনন্দং আমন্তেসি, - কো ভু খো আনন্দং পাটলিগামে নগরং মাপেতীতি? সুনীধবস্সকারা ভন্তে, মগধমহামস্তা পাটলিগামে নগরং মাপেত্তি বজ্জীনং পটিবাহাযাতি ।

২৮। সেযাথাপি আনন্দ, দেবেহি তাবতিংসেহি সন্ধিং মন্তেহা, এবমেবং খো আনন্দ, সুনীধবস্সকারা মগধমহামস্তা পাটলিগামে নগরং মাপেত্তি বজ্জীনং পটিবাহায । ইধাহং আনন্দ অদঙ্গং দিব্বেন চক্খুনা বিম্বুদেন অতিক্কন্তু মাভুসকেন সন্মুহ্লা দেবতাযো সহস্সসসেব পাটলিগামে বথুনি পরিগ্গণহস্তিযো। যশ্মিং আনন্দ, পদেসে ১ মহেসক্খা দেবতা বথুনি পরিগ্গণহস্তি, মহেসক্খানং তথ রঞ্ঞং রাজমহামস্তানং চিত্তানি নমস্তি, নিবেসনানি মাপেতুং । যশ্মিং পদেসে মজ্জিমা দেবতা বথুনি পরিগ্গণহস্তি মজ্জিমানং তথ রঞ্ঞং রাজমহামস্তানং চিত্তানি নমস্তি, নিবেসনানি মাপেতুং । যশ্মিং পদেসে নীচা দেবতা বথুনি পরিগ্গণহস্তি, নীচানং তথ রঞ্ঞং রাজমহামস্তানং চিত্তানি নমস্তি, নিবেসনানি মাপেতুং । যানতা আনন্দ অরিয়ং

এবং যেখানে হীন দেবগণ গৃহবস্ত পরিগ্রহণ করিতেছিলেন তথায় নিম্নশ্রেণীর রাজা ও রাজকর্মচারীগণের বাসগৃহ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল।

২৭। ভগবান মানবচক্ষুর অতীত বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখিলেন যে, সেই দেবগণ প্রতি দলে সহস্র জন হিসাবে বিভক্ত হইয়া পাটলিগ্রামে গৃহবস্ত পরিগ্রহণ করিতেছেন। অনন্তর ভগবান রাত্রি প্রভাত সময় উঠিয়া আয়ুস্থান আনন্দকে সপোদন করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, কে পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছে? ভহে, মগধ রাজার প্রধান অমাত্য সুনীধ ও বর্ষকার বজ্জীরাজগণের আয়পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছেন।

২৮। আনন্দ, এয়োত্রিংশ বাসীদের সহিত মজ্জণা করিয়া যেন নির্মিত হইতেছে।

বজ্জীদের আয়মুখ রুদ্ধ করিতে মগধ রাজার মহামাত্য সুনীধ ও বর্ষকার এয়োত্রিংশ দেবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যেন পাটলিগ্রামে নগর নির্মাণ করিতেছে। আনন্দ এখানে আমি মানবচক্ষুর অতীত, বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখিলাম, বহুতর দেবতা প্রতি দলে সহস্র সহস্র হইয়া পাটলিগ্রামে গৃহবস্ত পরিগ্রহণ করিতেছে। আনন্দ, যেখানে মহাশক্তিশালী দেবগণ স্বাম পরিগ্রহণ করিতেছে তথায় মহাশক্তিশালী রাজা ও রাজকর্মচারীগণের বাসগৃহ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। যেইস্থান মধ্য দেবগণ পরিগ্রহণ করিতেছে, সেইস্থানে মধ্য শ্রেণীর রাজা ও রাজকর্মচারীগণের বাসস্থান নির্মাণে চিত্ত নমিত হইতেছে। যেইস্থান হীন দেবগণ কর্তৃক পরিগ্রহীত হইতেছে তথায় নিম্ন শ্রেণীর রাজা ও রাজকর্মচারীগণের গৃহ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা জন্মিতেছে। আনন্দ, বহুদূর

আয়তনং যাবতা বগিগ্গথো ইদং অগ্গ নগরং ভবিস্সতি পাটলিপুত্তং পুট্ঠেদানং, পাটলিপুত্তস্স থো আনন্দ, তযো অত্তরাযা ভবিস্সন্তি, অগ্গিতো ব উদকতো বা মিথুভেদা বাতি ১।

২৯। অথ থো সুনীধবস্সকারা মগ্গমহামত্তা যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিহা ভগবতা সঙ্কিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীযং কথং সারগীযং বীতিসারেহা একমত্তং অট্ঠংসু। একমত্তং ঠিতা থো সুনীধবস্সকারা মগ্গমহামত্তা ভগবন্তং এতদবোচুং,— অধিবাসেতু নো ভন্তে ভবং ২ গোতম অজ্জতনায ভন্তং সঙ্কিং ভিক্খু সজ্জেনাতি। অধিবাসেসি ভগবা তুগ্হী ভাবেন।

৩০। অথ থো সুনীধবস্সকারা মগ্গমহামত্তা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা; যেন সকো আবসথো তেহুপসঙ্কমিংসু। উপসঙ্কমিহা সকে আবসথে পনীতং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযাদাপেহা ভগবতো কালং আরোচাপেহুং :— কালো ভো গোতম, নিট্ঠিতং ভন্তন্তি। অথ থো ভগবা পূবব্ধ সমযং নিবাসেহা পত্তটীবরমাদায় সঙ্কিং ভিক্খুসজ্জেন

আখা আয়তন এবং যত ভাণ্ড রাশিকৃত করিয়া ক্রয় বিক্রয়ের বাণিজ্য স্থান বা বণিকগণের বাসস্থান আছে তন্মধ্যে ভাণ্ড পুট্ঠ মোচনের (সওদা অবতারণের) এই পাটলিপুত্রই শ্রেষ্ঠ নগর হইবে। (জম্বুদ্বীপের মধ্যে অন্ত্র প্রাপ্য বস্ত্র ও এখানে পাওয়া যাইবে, অন্ত্র নিয়া বিক্রয় করিবার জিনিষ ও প্রথম এস্থলে আনিয়া রাখিবে।) আনন্দ, পাটলিপুত্রের অগ্নি, জল এবং অহর্বিবাদ এই তিন অস্ত্রায় থাকিবে। (ইহার একাংশ অগ্নিদ্বারা নষ্ট হইবে, কতেকাংশ গন্ধায় ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইবে, আর কতেকাংশ পিণ্ডন বাক্যদ্বারা নগরবাসীদের মধ্যে পরস্পর কলহ ঘটিয়া ধ্বংস হইবে।)

২৯। অনন্তর মগ্গমহামাতা সুনীধ ও বর্ষকার ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবৎ দর্শনে আনন্দ প্রকাশ ও স্বাগত সম্ভাষণের পর এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন;— ভন্তে ভগবান গোতম, ভিক্কুসজ্জের সহিত অস্ত্র আমাদের অগ্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌন ভাবেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

৩০। অতঃপর মগ্গমহামাতা সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া; স্বকীয় আবসথে প্রতিগমন করিলেন এবং উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন,— “ভন্ত গোতম, আহারের সময় উপস্থিত, আহাৰ্য্য ও প্রস্তুত হইয়াছে। অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্নে অস্ত্রর্কাস পরিধান করতঃ পাত্র চীবর লইয়া ভিক্কুসজ্জ সমভিব্যাহারে

যেন স্নানীধ বসুসকারানং মগধমহামন্তানং আবসথো তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা পঞ্ঞতে আসনে নিসীদি। অথ খো স্নানীধ বসুসকারা মগধমহামন্তা বৃদ্ধগমুখং ত্ৰিকুসজ্জ্বং পনীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহৃথা সন্তপ্নেহুং সম্পবারেহুং। অথ খো স্নানীধ বসুসকারা মগধমহামন্তা ভগবন্তু ভুত্তাবিং ওনীত পত্তপানিং অঞ্ঞতরং নীচং আসনং গহেহা একমন্তুং নিসীদিংহু।

৩১। একমন্তুং নিসিলে খো স্নানীধবসুসকারে মগধমহামন্তে ভগবা ইমাহি গাথাহি অন্তুমোদি ;—

যস্মিং পদেসে কপ্পেতি বাসং পণ্ডিত জাতিযো ১,  
 শীলবন্তেথ ভোজেহা সঞ্ঞতে ব্রহ্ম চারযো ২।  
 যা তথ দেবতা আসুং ৩ তাসং দক্ষিণ মাদিসে,  
 তা পূজিতা পূজযন্তি ৪ মানিতা মানযন্তি নং।  
 ততো নং অহুকম্পেত্তি ৫ মাতা পুত্তং ব ওরসং,  
 দেবতাহুকম্পিতোপোসো সদা ভজ্জানি পসুসতীতি।

মগধ মহামাতা স্নানীধ ও বর্ষকারের আবসথে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া স্নসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মগধমহামাতা স্নানীধ ও বর্ষকার বৃদ্ধপ্রমুখ ত্ৰিকুসজ্জ্বকে উত্তম খাদ্য ভোজ্যাদ্বারা স্বহস্তে সন্তর্পিত ও সম্প্রবারিত করিলেন। ভোজनावसाने भगवान् पात्रं राधिया दिते, मगधमहामाता स्नानीध ও বর্ষকার অন্ততর নীচ আসন লইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

৩১। মগধ মহামাতা স্নানীধ ও বর্ষকার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান এই গাথা সমূহদ্বারা অন্তুমোদন করিলেন ;—

যেই প্রদেশে পণ্ডিত লোক বাস করেন, তিনি শীলবান ও কায়-মন-বাক্য স্নসংযত ব্রহ্মচারীগণকে ভোজন করাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং তদ্বারা তথাকার দেবতাগণকে পূজা করিয়া থাকেন। সেই দেবতাগণ পূজার দ্বারা পূজিত হইয়া তাহাকে পূজা করেন (উৎপন্ন উপদ্রব বিদূরিত করেন)। সম্মানিত হইয়া তাহাকেও সম্মান করেন (সুন্দররূপে রক্ষা করেন)। মাতা বন্ধে রাধিয়া সংবর্দ্ধিত পুত্রকে যেমন অহুকম্পা করেন সেইরূপ দেবতাগণও তাহাকে অহুকম্পা করিয়া থাকেন। দেবরূপা লব্ধ ব্যক্তি সর্বদাই মঙ্গল বিষয়সমূহই দর্শন করে।

১। ই. জাতিকে।

২। ই. ভসুহ।

৩। সী. ই. অহুকম্পতি।

৪। ব. ব্রহ্মচারিণে।

৫। ব. পূজিতা পুজযন্তিনং।

৩২। অথ খো ভগবা সুনীধবস্সকারে মগধমহামন্তে ইমাহি গাথাহি  
অমুমোদিহা উট্ঠায়াসনা পকসি, তেন খো পন সময়েন সুনীধবস্সকারা মগধমহামন্তা  
ভগবন্তং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অমুবন্ধা হোন্তি, যেনচ্ছ সমণো গোতমো দ্বারেন  
নিব্ধমস্সতি তং গোতমদ্বারং নাম ভবিস্সতি, যেন তিথেন গঙ্গা নদিং তরিস্সতি  
তং গোতমতিথং নাম ভবিস্সতীতি। অথ খো ভগবা যেন দ্বারেন নিব্ধসি  
তং গোতমদ্বারং নাম অহোসি।

৩৩। অথ খো ভগবা যেন গঙ্গা নদী তেহুপসঙ্কমি, তেন খো পন সময়েন  
গঙ্গা নদী পুরা হোতি সমতিত্তিকা কাকপেয়া। অগ্নেকচে মম্বস্সা নাবং পরিযেসন্তি,  
অগ্নেকচে উলুপ্পং পরিযেসন্তি, অগ্নেকচে কুল্লং বন্ধন্তি পারাপারং। গন্তকামা।  
অথ খো ভগবা, সেয়াথাপি নাম বলবা পুরিসো সমিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয়া,  
পসারিতং বা বাহং সমিঞ্জেয়া, এবমেব গঙ্গায় নদিয়া ওরিম তীরে অন্তরহিতো  
পারিমতীরে পচ্ছুট্ঠাসি সন্ধিং ভিক্খুসঙ্ঘেন। অদ্দসা খো ভগবা তে মম্বসুসে  
অগ্নেকচে নাবং পরিযেসন্তে অগ্নেকচে উলুপ্পং পরিযেসন্তে, অগ্নেকচে কুল্লং

৩২। ভগবান উক্ত গাথাগুলি দ্বারা মগধমহামাতা সুনীধ ও বর্ষকারের দান অমুমোদন  
করতঃ গাত্রোথান পূর্বক প্রস্থান করিলেন। তখন মগধমহামাতা সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের  
পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন; ( তাঁহাদের উদ্দেশ্য ) অস্ত্র যেই দ্বার দিয়া শ্রমণ  
গোতম বাহির হইবেন তাহার নাম গোতমদ্বার রাখা হইবে, যেইস্থান দিয়া গঙ্গা নদী পার  
হইবেন উহার নাম গোতমতীর রাখা হইবে। অতঃপর ভগবান যেই দ্বার দিয়া নগর হইতে  
নিষ্ক্রমণ করিলেন উহার নাম গোতমদ্বার রাখা হইল।

৩৩। অনন্তর ভগবান গঙ্গানদী তীরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় গঙ্গানদী জলে  
পরিপূর্ণ ছিল। তীরের সমান জল, তীরে বসিয়া কাকও উহার জল পান করিতে পারিত।  
পরপার গমনোদ্দেশ্যে কেহ নৌকা, কেহবা ভেলা অনুসন্ধান করিতেছিল, কেহ কেহ গাছ বা বাঁশের  
ভেলা প্রস্তুত করিতেছিল। অতঃপর ভগবান বলবান ব্যক্তি যেমন সঙ্কোচিত বাহু বিস্তার করে  
অথবা বিস্তৃত বাহু সঙ্কোচিত করে, সেইরূপ মুহূর্ত্ত মধ্যেই ভিক্খুসঙ্ঘসহ গঙ্গানদীর এইতীরে অন্তর্হিত  
হইয়া পরতীরে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান দেখিলেন মাছুষেরা এপারে ওপারে গমনোদ্দেশ্যে  
কেহ নৌকা কেহ বা উলুপ্প অনুসন্ধান করিতেছে, কেহ বা ভেলা প্রস্তুত করিতেছে।

উলুপ্পং — পেরেক দিয়া কৃত ভেলা। কুল্লং — লতাদিয়া বদ্ধ ভেলা। অগ্নবং — অর্ণব,  
স্বগস্ত্রীক বিস্তীর্ণ তৃণ্যকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। সরং — এস্তলে নদী।

বন্ধুস্তে পারাপারং গন্তকামে । অথ খো ভগবা এতমথং বিদিত্বা তায়ং বেলায়ং  
ইমং উদানং উদানেসি ;—

যে তরন্তি অগ্নবং সরং  
সেতুং কহা বিসজ্জ পল্ললানি,  
কুল্লং হি জনো পবক্খতি  
তিল্লা মেধাবিনো জনাতি ।  
পঠম ভাগবারং ১ ( নিট্টিতং )

তখন ভগবান এতদর্থ বিদিত হইয়া এই প্রীতিগাথা উচ্চারণ করিলেন,— যাহারা অগস্তীর ও অবিস্তীর্ণ  
তৃষ্ণানদী পার হইয়াছেন, তাঁহারা আধ্যমার্গ সেতু করিয়া পবলসমূহ ( উদকপূর্ণ নিম্নস্থান ) স্পর্শ না  
করিয়া তরী বিনা পার হন । সাধারণ লোকেই ভেলা বাঁধে, অগস্তীর ও অবিস্তীর্ণ তৃষ্ণাসর  
উত্তীর্ণ মেধাবী জনকে ভেলা বাঁধিতে হয় না ।

১। সী পঠমক ভাগবারং নিট্টিতং । ই পঠমক ভাগবারং ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয় ভাগবারং ।

১। অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; আয়ামানন্দ যেন কোটি-  
গামো তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি । এবং ভন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো  
পচ্চস্সোসি । অথ খো ভগবা মহতাভিক্খুসজ্জেন সদ্ধিং যেন কোটিগামো  
তদবসরি । তত্র সুদং ভগবা কোটিগামে বিহরতি ।

২। তত্র খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি ; চতুস্সং ভিক্খবে অরিয় সচ্চানং  
অনহুবোধা অগ্নটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং মমকেব তুম্হাকঞ্চ ।  
কতমেসং চতুস্সং ? ছক্খস্স ভিক্খবে অরিয় সচ্চস্স অনহুবোধা অগ্নটিবেধা এবমিদং  
দীঘমদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং মমকেব তুম্হাকঞ্চ । ছক্খস্সমুদয়স্স ভিক্খবে  
অরিয় সচ্চস্স অনহুবোধা অগ্নটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং  
মমকেব তুম্হাকঞ্চ । ছক্খনিরোধস্স ভিক্খবে অরিয় সচ্চস্স ... .. ছক্খনিরোধ  
গামিনিয়া পটিপদায ভিক্খবে অরিয় সচ্চস্স অনহুবোধা অগ্নটিবেধা এবমিদং  
দীঘমদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং মমকেব তুম্হাকঞ্চ । তযিদং ভিক্খবে ছক্খং

## দ্বিতীয় অধ্যায়

১। অনন্তর ভগবান আয়ুয়ান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— “আনন্দ, চল আমরা  
কোটিগ্রামে গমন করি” । “সাধু ভন্তে,” বলিয়া আয়ুয়ান আনন্দ সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।  
অতঃপর ভগবান মহাভিক্ষুসজ্জ সমভিব্যাহারে কোটিগ্রামে সম্প্রস্থিত হইলেন এবং তথায় বাস  
করিতে লাগিলেন ।

২। এইস্থানে অবস্থানকালে ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;— হে ভিক্ষুগণ,  
চারি আৰ্য্য সত্যের অনহুবোধ অপ্রতিবেদ্য হেতু ( চতুর্বিধ আৰ্য্যসত্য সম্পূর্ণরূপে না বুঝায় মার্গ  
জ্ঞানে প্রতিবন্ধ না হওয়ার ) আমার এবং তোমাদিগের এই সুদীর্ঘকাল সদ্ধাবন ( ভব হইতে  
ভবান্তরে জন্মগ্রহণ বশে উপগমন ) সংসরণ ( পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে চ্যুতি উৎপত্তিবশে  
গমনাগমন ) করিতে হইয়াছে । সেই চারি আৰ্য্য সত্য কি কি ? ভিক্ষুগণ, দুঃখ আৰ্য্যসত্যের  
অনহুবোধ অপ্রতিবেদ্য হেতু আমার এবং তোমাদের এই সুদীর্ঘকাল সদ্ধাবন সংসরণ করিতে  
হইয়াছে । ভিক্ষুগণ, দুঃখসমুদয় আৰ্য্য সত্যের ... .. দুঃখনিরোধ আৰ্য্য সত্যের ... .. দুঃখ  
নিরোধের উপায় আৰ্য্য সত্যের অনহুবোধ অপ্রতিবেদ্য হেতু আমার এবং তোমাদের এই সুদীর্ঘকাল  
সদ্ধাবন সংসরণ করিতে হইয়াছে । ভিক্ষুগণ, সেই দুঃখ আৰ্য্যসত্য আমাদের দ্বারা অল্পবুদ্ধ

অরিষ সচ্চঃ অম্বুবৃদ্ধং পটিবিক্খং, হৃৎখসমুদয়ঃ অরিষ সচ্চঃ অম্বুবৃদ্ধং পটিবিক্খং, হৃৎখনিরোধঃ অরিষ সচ্চঃ অম্বুবৃদ্ধং পটিবিক্খং হৃৎখনিরোধগামিনিপটিপদা অরিষ সচ্চঃ অম্বুবৃদ্ধং পটিবিক্খং, উচ্ছিহ্মা ভবতগ্গা খীণা ভব নেত্তি, নখিদানি পুনত্তুবোতি । ইদমবোচ ভগবা, ইদং বহ্বা স্মৃগতো অথাপরং এতদবোচ সখা,—

চতুস্সং অরিষ সচ্চানং যথাভূতং অদস্সনা,

সংসরিতং ১ দীঘমচ্ছানং তাম্ম তাম্বেব ২ জাতিস্সু ।

তানি এতানি দিট্ঠানি ভব নেত্তি সমুহতা,

উচ্ছিহ্মা ৩ মূলং হৃৎখস্স নখিদানি পুনত্তুবোতি ।

৩। তত্রপি স্মদং ভগবা কোটিগামে বিহরন্তো এতদেব বহুলং তিক্খনং ধম্মিং কথং করোতি ;— ইতি সীলং, ইতি সমাধি, ইতি পঞংঞা, সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞংঞা মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞংঞা পরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যাংদং কামাসবা ভবাসবা [ দিট্ঠাসবা ] অবিজ্জাসবাতি ।

৪। অথ খো ভগবা কোটিগামে যথাভিরন্তং বিহরিত্বা আয়স্সন্তং আনন্দং আমস্সেসি, আযামানন্দ যেন নাতিকা ৪ তেনুপসঙ্কমিস্সামাতি । এবং ভন্তেতি খো

প্রতিবিক্খ ( সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিয়ার্গজ্ঞানে প্রতিবিক্খ ) হইয়াছে, হৃৎখসমুদয় আর্ধ্যসত্য ... .. হৃৎখ নিরোধ আর্ধ্যসত্য ... .. হৃৎখনিরোধের উপায় আর্ধ্যসত্য অম্বুবৃদ্ধ প্রতিবিক্খ হইয়াছে, ভবতৃষ্ণা উচ্ছিহ্ম, ভবনেত্রী ( ভব হইতে ভবান্তরে নয়নকারী তৃষ্ণারজ্জু ক্ষয় হইয়াছে, ) এখন আর আমাদের পুনর্জন্ম হইবে না । ভগবান ইহা বলিলেন, ইহা বলিয়া স্মৃগত শান্তা অতঃপর এইরূপ বলিলেন :—

চতুরাধ্য সত্য যথাযথরূপে অদর্শন হেতু নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্মদীর্ঘকাল সংসরণ করিতে হইয়াছে । সেই চতুরাধ্য সত্য যথাযথরূপে দৃষ্ট হইয়াছে, ভবনেত্রী ( ভব হইতে ভবান্তরে নয়ন সমর্থ তৃষ্ণারজ্জু ) আর্ধ্যমার্গ অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভ হত হইয়াছে, হৃৎখের মূল উচ্ছিহ্ম হইয়াছে, এখন আর পুনর্জন্ম হইবে না ।

৩। কোটিগ্রামে অবস্থিতিকালেও ভগবান ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন ;— এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা, চতুপারিশুদ্ধি শীলে স্প্রপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি সম্ভাবিত হইলে, মহাফল মহানিশংস লাভ হয়, সম্যক সমাধিদ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংসজনক হয়, প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিজ্ঞাস্রব, এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয় ।

৪। অনন্তর ভগবান কোটিগ্রামে স্বেচ্ছামুসারে বিহার করতঃ আয়ুয়ান্ আনন্দকে সঞ্চোধন করিয়া বলিলেন ;— “এস আনন্দ, আমরা নাতিকায় ( এক জাতী গ্রামে ) গমন করি,” “সাপু



আযম্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্কুসজ্জেন সন্ধিং যেন নাতিকা তদবসরি। তত্রপি স্তুদং ১ ভগবা নাতিকে বিহরতি গিঞ্জকাবসথে।

৫। অথ খো আযম্মা আনন্দো যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আযম্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ.— সাল্লো নাম ভন্তে ভিক্কু নাতিকে কালকতো ২ তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযো? নন্দা নাম ভন্তে ভিক্কুনী নাতিকে কালকতো, তস্সা কা গতি কো অভিসম্পরাযো? স্তুদন্তো নাম ভন্তে উপাসকো নাতিকে কালকতো, তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযো? স্তজ্জাতা নাম ভন্তে উপাসিকা নাতিকে কালকতো, তস্সা কা গতি কো অভিসম্পরাযো? ককুধো ৩ নাম ভন্তে উপাসকো নাতিকে কালকতো, তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযো? কালিস্বো ৪ নাম ভন্তে উপাসকো ... নিকটো নাম ভন্তে উপাসকো ... কটিস্সহো ৫ নাম ভন্তে উপাসকো ... তুট্টো নাম ভন্তে উপাসকো ... সন্তট্টো নাম ভন্তে উপাসকো ... ভদ্বো নাম ভন্তে উপাসকো ... স্তভদ্বো নাম ভন্তে উপাসকো নাতিকে কালকতো, তস্স কা গতি কো অভিসম্পরাযোতি?

ভন্তে” বলিয়া আয়ুয়ান্ আনন্দ সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ভগবান্ মহাভিক্ষুসজ্জ সমভিব্যাহারে নাতিকা গ্রামে সমুপস্থিত হইলেন। তত্র ভগবান্ নাতিকস্থ ইষ্টকময় আবসথে বিহার করিতেছিলেন।

৫। অনন্তর আয়ুয়ান্ আনন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়া আয়ুয়ান্ আনন্দ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন:— ভন্তে, শাব্ব নামক ভিক্ষু নাতিকা গ্রামে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায? (মরণের পর পরলোকে কি অবস্থা ঘটিয়াছে?) ভন্তে, নন্দা নামিকা ভিক্ষুণী নাতিকাগ্রামে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায? ভন্তে, স্তুদন্ত নামক উপাগক নাতিকাগ্রামে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায? ভন্তে, স্তজ্জাতা নামিকা উপাসিকা নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায? ভন্তে, ককুধ নামক উপাসক নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায? ভন্তে, কালিস্ব নামক উপাসক ... ভন্তে, নিকট নামক উপাসক ... কটিস্স নামক উপাসক, ... তুট্ট নামে উপাসক ... সন্তট্ট নামক উপাসক ... ভদ্ব নামক উপাসক, স্তভদ্ব নামক উপাসক ... নাতিকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন্ গতি এবং কি অভিসম্পরায? (মরণের পর পরলোকে কি অবস্থা ঘটিয়াছে?)

৬। সাল্হো আনন্দ ভিক্খু আসবানং খয়া, অনাসবং চে তো বিমুত্তিং পঞ্ঞবিমুত্তিং দিট্ঠৈব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকহা উপসম্পজ্জ বিহাসি। নন্দা আনন্দ ভিক্খুনী পঞ্চমং ওরস্তাগিয়ানং সঞ্ঞেজ্জনানং পরিক্খয়া ওপপাতিকা তথ পরিনিব্বাযিনী অনাবত্তিধম্মা তস্মা লোকা। সুদত্তো আনন্দ উপাসকো, তিল্লং সঞ্ঞেজ্জনানং পরিক্খয়া, রাগ দোস মোহানং তহুত্তা সৰুদাগামি সৰুদেব ইমং লোকং আগস্থা দুক্খস্সন্তং করিস্সতি। সুজাতা আনন্দ উপাসিকা, তিল্লং সঞ্ঞেজ্জনানং পরিক্খয়া, সোতাপন্ন্য অবিনিপাত ধম্মা ১ নিযতা ২ সম্বোধি পরায়না ৩। ককুধো নাম আনন্দ উপাসকো, পঞ্চমং ওরস্তাগিয়ানং সঞ্ঞেজ্জনানং পরিক্খয়া ওপপাতিকে। তথ পরিনিব্বাযী অনাবত্তি ধম্মো তস্মা লোকা। কালিস্বো আনন্দ উপাসকো ... নিকটো আনন্দ উপাসকো ... কটিস্সহো আনন্দ উপাসকো ... তুট্ঠো আনন্দ উপাসকো ... সন্তুট্ঠো আনন্দ উপাসকো ... ভদ্দো আনন্দ উপাসকো ... সুভদ্দো

৬। হে আনন্দ, শাশ্বভিক্ষু, ইহলোকেই আসক্তি সমূহের ক্ষয় করিয়া, স্বয়ং অতিজ্ঞাবলে অনাস্রব চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করিয়া বিহার করিয়াছিল। আনন্দ, নন্দানামিকা ভিক্ষুণী পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় (কামলোকে প্রেতিসন্ধি প্রদানকারী বা ত্রিবিধ মার্গদ্বারা অর্থাৎ স্রোতাপত্তি সৰুদাগামী ও অনাগামী মার্গ দ্বারা পরিত্যজ্য) সংযোজন + (বন্ধন) সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করিয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে, (ওপপাতিক হইয়াছে) তথায় পরিনির্দীপিত হইবে, আর ইহলোকে (কামলোকে) পুনরাগমন (জন্মগ্রহণ) করিবে না। (কামছন্দ, ব্যাপাদ, সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামাস, এই পাঁচটি অধঃভাগীয় সংযোজন। কামছন্দ ব্যাপাদ রূপ ও অরূপভাবে উৎপন্ন হইতে দেয় না। সংকায় দৃষ্টি আদি তিনটি, তথায় উৎপন্ন ব্যক্তিকেও কামলোকে লইয়া আসে। তদ্ধেতু তাহাদিগকে ওরস্তাগীয় সংযোজন বলা হইয়াছে।) আনন্দ, সুদত্ত নামক উপাসক ত্রিবিধ সংযোজনের (বন্ধনের) সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া রাগ, দ্বেষ এবং মোহের তহু (ক্ষীণ) করতঃ সৰুদাগামী হইয়াছে, একবার মাত্র ইহলোকে আগমন (জন্মগ্রহণ) করিয়া দুঃখের অন্ত সাধন করিবে। (রাগ, দ্বেষ, মোহ সৰুদাগামী ব্যক্তির নিকট পুণ্ড্রজনের স্রায় সর্বদা উৎপন্ন হয় না, কটিং উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইলেও সাধারণ লোকের স্রায় প্রবলভাবে উৎপন্ন হয় না। গৃহীর মধ্যেও সৰুদাগামী থাকিতে পারেন।) আনন্দ, উপাসিকা সুজাতা ত্রিবিধ সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া স্রোতাপন্ন হইয়াছে, চতুর অপায়ে (নিয়ম প্রেত তির্থাগ ও অসুর কায়ে) বিনিপাত হইবে না, সম্বোধি লাভ অবশ্যাস্তাবী। আনন্দ, ককুধ নামক উপাসক পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া, শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় পরিনির্দীপিত হইবে, আর ইহ (কাম) লোকে আসিবে না। আনন্দ কালিস্ব উপাসক ... নিকট উপাসক ... কটিস্স উপাসক ... তুট্ঠ নামক উপাসক, সন্তুট্ঠ নামক উপাসক ... ভদ্দনামক উপাসক ... সুভদ্দ নামক সংযোজন — দশবিধ। তন্মধ্যে ৫টি অধঃভাগীয়, ৫টি উর্দ্ধভাগীয়। (পরিশিষ্ট জপ্তব্য।)

আনন্দ উপাসকো ; পঞ্চমঃ ওরস্তাগিয়ানঃ সঞ্ঞোজনানঃ পরিক্খয়া ওপপাতিকো তথ পরিনিব্বায়ী অনাবত্তি ধম্মো তস্মা লোকা, পরো পঞ্ঞাসং আনন্দ নাতিকো উপাসকো কালকতা, পঞ্চমঃ ওরস্তাগিয়ানঃ সঞ্ঞোজনানঃ পরিক্খয়া ওপপাতিকো তথ পরিনিব্বায়িনো অনাবত্তিধম্মো তস্মা লোকা, সাধিকা নবুতি আনন্দ নাতিকো উপাসকো কালকতা তিল্লং সঞ্ঞোজনানঃ পরিক্খয়া রাগদোসমোহানঃ তত্ত্বতা সৰুদাগামিনো সৰুদেব ইমং লোকং আগচ্ছা দুক্খসুসন্তঃ করিসুসন্তি। সাতিরেকানি আনন্দ পঞ্চ সতানি, নাতিকো উপাসকো কালকতা তিল্লং সঞ্ঞোজনানঃ পরিক্খয়া, সোতপ্পম্মা অবিনিপাতধম্মা নিযতা সম্বোধিপরাযনা।

৭। অনচ্ছরিযঃ খো পনেতঃ আনন্দঃ যং মনুসুসভুতো কালংকরেযা, তস্মিৎ তস্মিঞ্চে ১ কালকতে তথাগতং উপসঙ্কমিত্তা এতমথং পুচ্ছিসুসথ, বিহেসাবেসা আনন্দ তথাগতসু। তস্মাতিহানন্দ ধম্মাদাস' নাম ধম্মপরিযায' দেসেসুসামি, যেন সমল্লাগতো

উপাসক পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় পরিনির্বাণিত হইবে। আর ইহ (কাম) লোকে আসিবে না। আনন্দ, পঞ্চাশের অধিক উপাসক নাतिकে দেহত্যাগ করিয়াছে। (ইহারা সকলেই) পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করিয়া, শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছে। তথায় পরিনির্বাণিত হইবে, ইহ (কাম) লোকে আর আসিবে না। হে আনন্দ, নবতি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক উপাসক নাतिकে দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহারা সকলেই ত্রিবিধ সংযোজনের (সংসার দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরমাস এই তিনটি সংযোজনের) সম্পূর্ণ ক্ষয় সাধন করতঃ রাগ, দ্বেষ, মোহের তত্ত্বতাপাদন করিয়া সৰুদাগামী হইয়াছে। একবার মাত্র ইহলোকে আগমন (জন্মগ্রহণ) করিয়া দুঃখের অন্তসাধন করিবে। আনন্দ পঞ্চাশের অধিক উপাসক নাतिकে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ত্রিবিধ সংযোজনের সম্পূর্ণ ক্ষয়সাধন করিয়া শ্রোতাপন্ন হইয়াছে। তাহারা অবিনিপাত ধৰ্ম্ম (শীল) হইয়াছে। (তাহাদের চতুর অপায়ে পতন হইবে না) সম্বোধিগাভ তাহাদের অবশুস্তাবী।

৭। আনন্দ, মহুয্য জন্মগ্রহণ করিলেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। স্থানে স্থানে মাংস মরিলে, যদি তোমরা তথাগতের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা কর; তবে আনন্দ, তাহাদের জ্ঞানগতি জ্ঞানোৎপত্তি জ্ঞান অভিসম্পন্নায় দর্শন করা তথাগতের পক্ষে শুধু কায়িকশ্রম মাত্র। অর্থাৎ মৃতসত্ত্বগণের মধ্যে অমুক শ্রোতাপন্ন, অমুক সৰুদাগামী ইত্যাদি জ্ঞানাবিগমন জ্ঞানোৎপত্তি জ্ঞানভিসম্পন্নায় অর্থাৎ তৎপর ও অমুক নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ অমুক

ত্রিবিধ সংযোজন — সংসার দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরমাস।

চতুর অপায়ে — বিরর, প্রেত, তিৰ্য্যগ ও অপর যোনি।

অরিয়সাবকো আকঙ্খমানো অন্তনাব অন্তানং ব্যাকরেযা ; খীণনিরয়োম্হি, খীণ-  
তিরচ্ছানযোনি ১ খীণপেত্তিবিসযো, খীণাপায়হুগ্গতিবিনিপাতো । সোতাপম্নোহমস্মি  
অবিনিপাতধম্মো, নিযতো সম্বোধি পরায়নোতি ।

৮। কতমো ৮ সো আনন্দ ধম্মাদাসো, ধম্মপরিযাযো ; যেন সমন্নাগতো  
অরিয়সাবকো আকঙ্খমানো অন্তনাব অন্তানং ব্যাকরেযা, — খীণনিরয়োম্হি, খীণ-  
তিরচ্ছানযোনি, খীণপেত্তিবিসযো, খীণাপায়হুগ্গতিবিনিপাতো । সোতাপম্নোহমস্মি  
অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযনোতি ? ইধানন্দ অরিয়সাবকো বুদ্ধে  
অবেচ্ছসাদেন সমন্নাগতো হোতি ; ইতিপি সো ভগবা ; অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো,  
বিজ্জাচরণসম্পন্নো, স্নুগতো, লোকবিদু, অমুত্তরো, পুরিসদম্মসারথি, সপ্পা দেব-  
মম্মুসানং, বুদ্ধো, ভগবাতি । ধম্মে অবেচ্ছসাদেন সমন্নাগতো হোতি ; স্বক্খাতো ভগবতা-  
ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্মিকো, ওপনেষিকো, পচ্ছত্তং বেদিতব্বো

একবার মাত্র ইহ (কাম) লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া হুঃপান্তসাধন করিবে ইত্যাদি জ্ঞান সহিত  
উৎপত্তি প্রত্যয়ভাব জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা তথাগতের শুধু কারিকপরিশ্রম করা মাত্র + তদ্বারা  
বিনয়গণের মুক্তিও ঘটে না, কোন অর্থও সিদ্ধ হয় না। তদ্বৎ আনন্দ, এ স্থলে আমি ধর্মাদর্শ  
নামক ধর্মপর্ধ্যায় দেশনা করিব, যদ্বারা সমন্নাগত আর্ধ্যশ্রাবক, ইচ্ছা করিলে স্বয়ং স্বীয়লব্ধ মার্গফল  
বিষয় যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিতে পারে,—আমি নিরয়প্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি,  
তির্ধ্যগপ্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি, প্রেতত্বপ্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি, অপায়  
দুর্গতি বিনিপাত-হেতু ক্ষয় করিয়াছি, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি, আমি চতুর অপায়ে অপতনশীল,  
আমার সম্বোধিলাভ অবশুস্তাবী

৮। আনন্দ, সেই ধর্মপর্ধ্যায় (ধর্মাদর্শ) কি ? যদ্বারা সমবিত আর্ধ্যশ্রাবক ইচ্ছা করিলে  
স্বয়ং স্বীয় বিষয় যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া প্রকাশ করিতে পারে যে,—আমি নিরয় প্রাপ্তির হেতু ক্ষয়  
করিয়াছি, তির্ধ্যগপ্রাপ্তির ও প্রেতত্বপ্রাপ্তির হেতু ক্ষয় করিয়াছি। অপায় দুর্গতি বিনিপাত হেতু ক্ষয়  
করিয়াছি, আমি স্রোতাপন্ন হইয়াছি। চতুর অপায়ে অপতনশীল, আমার সম্বোধিলাভ অবশুস্তাবী।  
হে আনন্দ, এই শাসনের আর্ধ্যশ্রাবক বুদ্ধের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত  
প্রসাদ সম্পন্ন হয়, আর্ধ্যশ্রাবক জানে যে, “সেই ভগবান এই সমস্ত কারণে অর্হৎ, এই সমুদয়  
কারণে তিনি সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিভাচরণসম্পন্ন, স্নুগত, লোকবিৎ, অমুত্তর, পুরুষদম্মসারথি,  
দেবমানবগণের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান”। ধর্মের গুণসমূহ যথাযথ জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত-  
প্রসাদ সম্পন্ন হয় ; আর্ধ্যশ্রাবক জানে যে, ভগবান কর্তৃক এই ধর্ম অতি সুন্দরভাবে পর্ধ্যায়ক্রমে  
ব্যাখ্যাত, এই ধর্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য, আত্মদর্শনীয়, এর ফল প্রদানের কোন নির্দিষ্ট কালকাল নাই,  
প্রতিপালনের সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভ হইয়া থাকে। এই ধর্ম এস দেখ এইরূপ আহ্বান-যোগ্য, এই ধর্ম

+ বুদ্ধগণ কলুষবিহীন বলিয়া তাঁহাদের চিত্তখেদ হইতেই পারে না।

৪০ পৃষ্ঠার — ১। ব, ত, স্নংযেব।

১। সী. ই. যোনিযো।

বিএংগুহীতি। সজ্জব্বে অবেচস্সাদেন সমন্নাগতো হোতি, স্ফল্গটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, উজ্জুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, এণ্যস্সটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো, সাম্মীচি-  
পটিপন্নো ভগবতো সাবকসজ্জো; যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্টপুরিসপুয়লা, এস  
ভগবতো সাবকসজ্জো, আহুনেযো, পাহুনেযো, দক্খিণেযো, অঞ্জলিকরগীযো,  
অম্মত্তরং পুএংএকথেত্তং লোকস্সাতি। অরিয়-কন্তেহি সীলেহি সমন্নাগতো হোতি,  
অথণেহি অচ্ছিদেহি অসবলেহি অকম্মাসেহি ভুজ্জিস্সেহি বিএংএপ্পসথেহি ১  
অপরামট্টেহি সমাধিসংবত্তনিকেহি।

৯। অযং খো সো আনন্দ ধম্মাদাসো ধম্মপরিযাযো, যেন সমন্নাগতো  
অরিয়সাবকে। আকম্মানো অন্তনাব অন্তানং ব্যাকরেয্য, খীণনিরয়োম্হি, খীণ-  
তিরচ্ছানযোমি, খীণপেত্তিবিসযো, খীণাপাযহুগ্গতিবিনিপাতো। সোতাপন্নোহম্মস্মি  
অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্মোখিপরাযনোতি।

নিব্বানে উপনয়ন করে, বিজ্ঞজন কর্তৃক এই ধর্ম নিজে নিজেই বিদিতবা”। সজ্জব্ব গুণসমূহ  
যথাযথ জ্ঞাত হইয়া, তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়, আর্ধ্য শ্রাবক জানে যে, “ভগবানের  
শ্রাবক সজ্জ্ব স্মৃতিপন্ন, ঋজুপথপ্রতিপন্ন ও হ্যায়প্রতিপন্ন এবং সমীচীন (যাহা প্রাপ্ত হইলে  
প্রণাম, দাঁড়ান আদি স্বামীর প্রতি করণীয় বিষয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় সেই আর্ধ্য-মার্গ সংখ্যাত  
মধ্যমা প্রতিপদা) প্রতিপন্ন। ভগবানের আর্ধ্যশ্রাবকগণ যুগলবশে চারি এবং পৃথকভাবে গণনায়  
আট শ্রেণীতে বিভক্ত, (যথা শ্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, স্কন্ধদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী  
মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ)। ভগবানের এই শ্রাবক সজ্জ্ব আহুনেয্য (আহুনের  
যোগ্য বা আহবনীয়) পাহুনেয (পাহুন অর্থাৎ দূর দেশ হইতে আগত জ্ঞাতি মিত্রগণের  
সংকারের জন্তু সংগৃহীত বস্ত্র দানের ও গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র) দাক্ষিণেয (পরকাল বিশ্বাস  
করিয়া যে দান দেওয়া হয়, তাহাকে দক্ষিণা বলে, সেই দক্ষিণা দানের ও গ্রহণের উপযুক্ত  
পাত্র) ও অঞ্জলিকরণীয় এবং লোকের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য ক্ষেত্র।” আর্ধ্য শ্রাবক তুম্বাদাসস্ত্ব হইতে  
মুক্তিপ্রদ, বুদ্ধাদি বিজ্ঞজন প্রশংসিত, তুষা ও দৃষ্টি দ্বারা অপরাধশীত, উপচার ও অর্পণা  
সমাধি প্রবর্তনকারী আর্ধ্য-জন-কান্ত পঞ্চশীলাদি শীল সমূহ অথও অচ্ছিন্ন অশবল ও অকম্মাষরূপে  
সমন্বিত (সমন্নাগত) হয়।

১০। হে আনন্দ, ইহা সেই ধর্মাদর্শ ধর্মপথ্যায়, যদ্বারা সমন্বিত আর্ধ্যশ্রাবক স্বয়ং  
স্বীয় বিষয় যথাভূত জ্ঞাত হইয়া, ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পারে যে, আমি নিরয় প্রাপ্তির  
হেতু ক্ষয় করিয়াছি ... আমি শ্রোতাপন্ন হইয়াছি (মুক্তি মার্গের শ্রোতে পতিত হইয়াছি)  
চতুর অপারে অপতন শীল, আমার সম্মোখি লাভ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১০। তত্রপি শ্রুৎ ভগবা নাতিকে বিহরন্তো গিঞ্জকাবসথে এতদেব বহুলাং ভিক্কুনাং ধম্মি কথং কেরোতি ; ইতি সীলাং, ইতি সমাধি, ইতি পঞাঞা ... সেযাথিদং কামাসবা, ভবাসবা, দিট্ঠাসবা, অবিজ্জাসবাতি ।

১১। অথ খো ভগবা নাতিকে যথাভিরন্তং বিহরিত্তা আযম্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; আযামানন্দ যেন বেসালী তেহুপসঙ্কমিস্সামাতি, এবং ভন্তেতি খো আযম্মা আনন্দো ভগবতো পচস্সোসি । অথ খো ভগবা মহতা ভিক্কুসজ্জেন সন্ধিং যেন বেসালী তদবসরি । তত্র শ্রুৎ ভগবা বেসালিযং বিহরতি অম্বপালিবনে ।

১২। তত্র খো ভগবা ভিক্কু আমন্তেসি, সতো ভিক্কবে ভিক্কু বিহরেয্য সম্পজ্ঞানো, অযং বো অম্বহাকং অনুসাসনী ।

১৩। কথঞ্চ ভিক্কবে ভিক্কু সতো হোতি ? ইধ ভিক্কবে ভিক্কু কাযে কাযাহুপসুসী বিহরতি আতাপী সম্পজ্ঞানো সতিমা, বিনেযা লোকে অভিজ্জা দোমনস্সং ।

১০। ভগবান নাতিকা গ্রামস্থ ইষ্টকময় আবসথে অবস্থিতিকালেও ভিক্কুগণের সহিত পুনঃ পুনঃ এই বিষয়েই ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেম, এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা ... ... প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিত্তাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয় ।

১১। অতঃপর ভগবান নাতিকা গ্রামে স্বেচ্ছাহসারে বিহার করিয়া আযুত্থান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“চল হানন্দ, আমরা বৈশালীতে গমন করি,” “সাধু ভন্তে,” বলিয়া আযুত্থান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । অনন্তর ভগবান মহাভিক্কুসজ্জ সমভিব্যাহারে বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া, তত্রস্থ আত্মপালির উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ।

[ তখন বজ্জী বা লিচ্ছবী রাজাদের রাজধানী বৈশালী মহা সমৃদ্ধিশালী, বহু জনাকীর্ণ মহা নগরী ; তথায় ৭৭০৭ খানা প্রাসাদ, ঐ পরিমাণ কূটাগার ও পুষ্করিণী ছিল, এবং খাদ্যদ্রব্যও অত্যন্ত সুলভ ছিল । তথাকার আত্মপালী নামিকা গণিকা অভিরূপা দর্শনীয়া ও মনোমুগ্ধাকারিনী, পরম সৌন্দর্যে বিভূষিতা এবং নৃত্য-গীত-বাত্যযন্ত্রে স্ননিপুণা ছিল । অভ্যাগত আর্থিকগণকে জনপ্রতি প্রতি রাত্রে ৫০ টাকা করিয়া দিতে হইত । তখন ভিক্কুসজ্জ মধ্যে পঞ্চশত নূতন প্রেরজিত হতোত্তম ভিক্কু ছিলেন । ভগবান জানেন যে, আত্মপালী গণিকা ভগবৎ দর্শনে আগমন করিবে । তাহার দর্শনে ঐ ভিক্কুদের চিত্ত বৈকল্য যেন না ঘটে, দেহ, বেদনা, চিত্ত ও ধর্ম যে অন্তচিপূর্ণ, চুঃখময়, অনিত্য ও অনায়া এই স্মৃতি উৎপাদনের জন্ত ভগবান দেশনা আরম্ভ করিলেন । ]

১২। ভগবান তথায় ভিক্কুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—“হে ভিক্কুগণ, ভিক্কু মাত্রেই স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানকারী হইয়া বিহার করিবে” এই তোমাদের প্রতি আমাদের অমুশাসন ।

১৩। ভিক্কুগণ, ভিক্কু কিরূপ স্মৃতিমান হয় ? ভিক্কুগণ ! এই শাসনস্থ ভিক্কু বীৰ্য্যবান, সম্প্রজ্ঞানকারীও স্মৃতিশীল হইয়া কায়ে কায়াহুদর্শী হয়, অর্থাৎ কুৎসিত কেশ, লোম, নখ, দন্ত, মাংস, তস্থি প্রভৃতি দ্বাত্রিংশ আকার, বা উহার উৎপত্তি স্থানভূত মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু,

বেদনাসু বেদনানুপসুসী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেয্য লোকে  
অভিষ্মা দোমনসং। চিত্তে, ১ চিত্তানুপসুসী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা,

এই চতুর্মহাভূতের সংমিশ্রণে সৃষ্টিত আহাৰ্য্য দ্বারা সুপরিবৰ্দ্ধিত দেহের প্রত্যেক অংশ, বীৰ্য্য-  
সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে, দেহের শ্বাস,  
প্রশ্বাস-গমন-স্থিতি প্রভৃতি বিশেষভাবে জানে, হস্ত-পদাদির সঙ্কোচন, প্রসারণ, পান-ভোজন প্রভৃতি  
দেহের প্রত্যেক অবস্থায় সম্প্রজ্ঞানকারী হয়। তৎপর মৃত দেহ মশানে নিক্ষিপ্ত হইলে পাঁচিয়া  
গলিয়া যে নববিধ + অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাও প্রজ্ঞা-চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে।  
এইরূপে সৰ্ব্বমোট চতুর্দশ † প্রকারে এই দেহ প্রত্যবেক্ষণ করতঃ অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তরূপে দেখিয়া  
শুভ সংজ্ঞা, অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্য সংজ্ঞা, দুঃখরূপে দেখিয়া সুখ সংজ্ঞা, অনাত্ম্যরূপে দেখিয়া  
আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে এবং দেহের প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অমুরক্ত  
হয় না। অমুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। দেহ উৎপত্তিজনক কলুষ ত্যাগ করে,  
গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না) এইরূপে দেহের প্রতি লোভ (আসক্তি) ও দৌর্শ্বনশ্রু  
ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু, বীৰ্য্যবান সম্প্রজ্ঞানকারী ও স্মৃতিশীল হইয়া, বেদনা \* সমূহে  
বেদনানুদর্শী হয়, অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও উপেক্ষাদি বেদনার উদয়ে তাহা বিশেষভাবে জানে,  
তাহা কি কামের আমিষ হেতু হইল, অথবা কি বিরাগ হেতু হইল, তাহা বীৰ্য্য-সহকারে  
স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করে, এবং জ্ঞাত হয় যে সুখ বেদনার  
উপস্থিতি সুখময়ী বটে; কিন্তু বিপরিণাম দুঃখ দায়ক। অতএব সুখ-বেদনা ও দুঃখ, দুঃখ,  
বেদনা শল্য তুল্য। উপেক্ষা-বেদনা শান্ত বটে উদয়-ব্যয় শীল। অতএব বেদনা (অনুভূতি) মাত্রেই  
পরিবৰ্দ্ধনশীল বা অনিত্য বলিয়া দুঃখ। বেদনা সমূহ অনিত্যরূপে দেখিয়া নিত্য সংজ্ঞা,  
দুঃখরূপে দেখিয়া সুখসংজ্ঞা, অনাত্ম্যরূপে দেখিয়া আত্মসংজ্ঞা ত্যাগ করে, এবং বেদনাসমূহের  
প্রতি নির্বেদযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না, বিরক্ত হয়, অমুরক্ত হয় না। অমুরাগ নিরোধ করে,  
উৎপাদন করে না। বেদনা উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (লিপ্ত হয় না) এইরূপে  
বেদনা সমূহের প্রতি লোভ দৌর্শ্বনশ্রু ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

[ উত্তানশায়ী শিশু ও স্তম্ভ পান সময়ে ক্রমে বুঝে যে আমি স্নাত্ত্বভব করিতেছি, কিন্তু  
এ স্থলে সেভাবে জানিলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। কারণ সেভাবে জানায় সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ  
হয় না, সত্ত্বসংজ্ঞাও অপনীত হয় না। স্নতরাং কৰ্ম্মস্থান বা স্নাত্যুপস্থান ভাবনা হইবে না। এমন ভাবে  
জানিতে হইবে, যাহাতে সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয়, সত্ত্বসংজ্ঞাও অপনীত হয়। তাহা হইলেই  
কৰ্ম্মস্থান এবং স্নাত্যুপস্থান ভাবনা হইবে।

১। সী, বেদনাসু চিত্তেসু ... পে ... ধম্মেসু। ২, বেদনাসু চিত্তে ধম্মেসু।

† নববিধ অবস্থান্তরতঃ চতুর্দশ প্রকার : মহাসতিপট্টান স্তুতস্তের কায়ানুদর্শন ঐষ্টব্য।

\* সুখ দুঃখাদি অনুভূতিরই নাম বেদনা।

বিনেষ্য লোকে অভিজ্ঞা দোমনসং । ধম্মেনু ধম্মানুপস্মী বিহরতি আতাপী সম্পজানো  
সতিমা, বিনেষ্য লোকে অভিজ্ঞা দোমনসং । এবং খো ভিক্ষবে ভিক্ষু সতো হোতি ।

কে বেদনা অনুভব করিতেছে? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি বেদনা অনুভব করিতেছে না। কাহার বেদনা? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তিরও বেদনা নহে। কি হেতু বেদনা উৎপন্ন হয়? সূখ-দুঃখাদি বস্তু অবলম্বনেই বেদনা উৎপন্ন হয়। তখন লৌকিক ব্যবহারবশেই বলা হয় যে, আমি সূখ বা দুঃখ বেদনা অনুভব করিতেছি। বস্তুতঃ বেদনার পৃথক কোন স্থান নাই, সূখ-দুঃখাদি বস্তু অবলম্বনেই বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে।]

ভিক্ষুগণ! এই শাসনস্থ ভিক্ষু, বীৰ্য্যবান সম্প্রজ্ঞানকারী ও স্মৃতিমান হইয়া চিত্তে চিত্তাহুদর্শী হয়, এবং তৎপ্রতি লোভ দৌর্ধ্বনশ্রু ত্যাগ করিয়া বিহার করে। অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোন্ চিত্ত উৎপন্ন হইতেছে, যে চিত্ত উৎপন্ন হইল, তাহা কি সরাগ চিত্ত, না সদ্বেষ চিত্ত, বা সমোহ চিত্ত অথবা রাগ-দ্বेष-মোহাতিক্রান্ত চিত্ত, তাহা বীৰ্য্যসহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞাচক্ষে দর্শন করে, এবং চিত্তের মহল্লাততা, অমহল্লাততা, লৌকিক অবস্থা, অন্তর্য অবস্থা ও চিত্তের বিমুক্ত অবিমুক্ত অবস্থাদি ষোড়শবিধ চিত্তের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাহা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দর্শন করতঃ, নিত্য সূখ আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে, এবং চিত্তের প্রতি নির্বোধযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না। বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ ত্যাগ করে, উৎপাদন করে না। চিত্ত উৎপাদক কলুষ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে না। এইরূপে চিত্তের প্রতি লোভ দৌর্ধ্বনশ্রু ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু বীৰ্য্যবান সম্প্রজ্ঞানকারী ও স্মৃতিমান হইয়া ধর্মসমূহে ধর্মাহুদর্শী হয় এবং তৎপ্রতি লোভ দৌর্ধ্বনশ্রু ত্যাগ করিয়া বিহার করে। অর্থাৎ স্বীয় মানসে কামচ্ছন্দাদি নীবরণ থাকিলে, আছে বলিয়া জানে। কিরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে উহা কিরূপে উৎপন্ন না হইতে পারে, তদ্বিষয় যথাযথভাবে জানে। কামচ্ছন্দাদি নীবরণ না থাকিলে নাই বলিয়া জানে। পঞ্চস্কন্ধের† উৎপত্তি বিলয় যথাযথ ভাবে জানে। চক্ষু কর্ণাদির সহিত রূপ শব্দাদির সমাগমে যে বন্ধন বা সংযোজনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, উহার ছেদন বিষয়ক জ্ঞান যথাযথভাবে আয়ত্ত করে। প্রহীন সংযোজন বাহাতে ভবিষ্যতে উৎপন্ন না হয় তাহাও জানে। সপ্ত সম্বোধ্যস্ব চতুরার্য্যসত্য ও আখ্য অষ্টাদিক মার্গ ভাবনায় অভিজ্ঞতা লাভ করে। ধর্ম সমূহ বীৰ্য্য সহকারে স্মৃতির দ্বারা অবলম্বন করতঃ প্রজ্ঞায় পূজ্যাপূজ্যরূপে দর্শন করে। ধর্মের স্পর্শাদি স্বলক্ষণ, অনিত্যতাদি সাধারণ লক্ষণ ও অনাত্মতাদি শূন্যতা লক্ষণ সন্দর্শন করে। অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মরূপে দেখিয়া নিত্যসূখ ও আত্মসংজ্ঞা পরিত্যাগ করে। ধর্মসমূহের প্রতি নির্বোধযুক্ত হয়, নন্দিত হয় না। বিরক্ত হয়, অনুরক্ত হয় না। অনুরাগ নিরোধ করে, উৎপাদন করে না। পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তি জনক কলুষ পরিত্যাগ করে, গ্রহণ করে না (কলুষে লিপ্ত হয় না) এইরূপে ধর্ম সমূহের প্রতি লোভ দৌর্ধ্বনশ্রু ত্যাগ করিয়া বিহার করে।

হে ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু এইরূপ স্মৃতিমান হইয়া থাকে।

† চিত্ত — চিত্তা করে বলিয়া চিত্ত, (বিষয় বিজ্ঞান লক্ষণ চিত্ত) আরম্ভণকে জানে এই অর্থে চিত্ত।

স্কন্ধ — অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্নাদি ভেদ ভিন্ন সেই সেই সভাগ ধর্ম সমূহ (একস্কন্ধঃ) একাধারে রাশি অর্থে স্কন্ধ। তাহা ভোজন, ভোজন, ব্যঞ্জন, ভাত কারক. ভোজনকারী তুল্য করিয়া রূপ স্কন্ধ, বেদনা স্কন্ধ, সংজ্ঞা স্কন্ধ, সংসার স্কন্ধ ও বিজ্ঞান স্কন্ধ এই পঞ্চ স্কন্ধ উক্ত হইয়াছে।



১৪। কথঞ্চ ভিক্ষুবে ভিক্ষু সম্পজানো হোতি ? ইধ ভিক্ষুবে ভিক্ষু অভিক্কেস্কে পটিক্কেস্কে সম্পজানকারী হোতি । আলোকিতে বিলোকিতে সম্পজানকারী হোতি । সমিঞ্জিতে পসারিতে সম্পজানকারী হোতি, সম্ভাটিপত্তচীবরধারণে সম্পজানকারী হোতি । অসিতে, পীতে খাষিতে সাষিতে সম্পজানকারী হোতি, উচ্চারপস্‌সাবকস্মে সম্পজানকারী হোতি, গতে, ঠিতে, নিসিমে, সুস্কে, জাগরিতে, ভাসিতে, ভুগ্‌হীভাবে সম্পজানকারী হোতি । এবং খো ভিক্ষুবে ভিক্ষু সম্পজানো হোতি ।

১৪। ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু কিরূপ সম্পজান সম্পন্ন হইয়া থাকে ? ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু গমনে, প্রত্যাবর্তনে সম্পজানকারী হয় । অবলোকনে, অহুদিক দর্শনে সম্পজানকারী হয় । হস্ত-পদাদির সঙ্কোচন-প্রসারণে সম্পজানকারী হয় । সম্ভাটি-পাত্র-চীবর-ধারণে সম্পজানকারী হয় । পিণ্ডপাতাদি ভোজনে, যাণ্ড প্রভৃতি পানে, পিষ্টকাদি ভক্ষণে এবং মধু গুড়াদি আশ্বাদনে সম্পজানকারী হয় । বাহু-প্রস্রাব করণ কালে সম্পজানকারী হয় । গমনে, স্থিতিতে, উপবেশনে নিদ্রাবস্থায়, জাগরণে, ভাষণে এবং তুষীভাবে সম্পজানকারী হয় । ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু এইরূপ সম্পজান সম্পন্ন হইয়া থাকে ।

[ শৃগাল কুকুর প্রভৃতি পশুও যাইবার সময় বা থাইবার সময় ক্রমে জানে যে, আমি যাইতেছি বা থাইতেছি, কিন্তু এ স্থলে সেরূপ ভাবে জানিলে প্রকৃত জানা হইবে না । কারণ সেরূপ জানায় সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয় না । সত্ত্ব সংজ্ঞাও অপনীত হয় না । স্মৃতরাং কর্মস্থান বা স্মৃত্যুপস্থান ভাবনাও হইবে না । এমন ভাবে জানিতে হইবে, যাহাতে সত্ত্ব উপলব্ধি ত্যাগ হয়, সত্ত্ব সংজ্ঞা অপনীত হয় । তাহা হইলেই কর্মস্থান এবং স্মৃত্যুপস্থান ভাবনা হইবে ।

কে যাইতেছে ? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি যাইতেছে না । কাহার গমন ? কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তির গমনও নহে । কি কারণে যাইতেছে ? চিত্ত ক্রিয়া বায়ু ধাতুর বিস্ফারণেই ( গতিতেই ) যাইতেছে । বিদর্শন যানীরা জানেন যে, যাইব বলিয়া চিত্ত উৎপন্ন হইলে, চিত্তে তখন বায়ু জন্মায়, বায়ু বিজ্ঞপ্তি জন্মায়, চিত্ত ক্রিয়া বায়ু ধাতুর বিস্ফারণে সমস্ত দেহের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া গমন নামে অভিহিত হয় । তাহার এইরূপ ভাবে প্রজ্ঞাননে লৌকিক ব্যবহার বশে বলা হয় যে, সত্ত্বই যাইতেছে, কিন্তু পরমার্থতঃ কোন সত্ত্ব বা ব্যক্তি যাইতেছে না । যেমন রথ যাইতেছে বলিয়া লোকে বলে, বস্তুতঃ পরমার্থতঃ রথ বলিয়া কোন নির্দিষ্ট বস্তু নাই । অক্ষদণ্ড, চক্র, পঞ্জর, ঙ্গবাদি অঙ্গ সম্ভারে নির্মিত আকার বিশেষকে সচরাচর লোকে রথ নামে অভিহিত করে মাত্র । পরমার্থতঃ এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা উপকরণ নিরীক্ষণ করিলে রথ নামে কিছুই পাওয়া যায় না । সেইরূপ পঞ্চ উপাদানসম্বন্ধ থাকিলে সত্ত্ব, পুঙ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, আমি, তুমি, বা তিনি ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার মাত্র চলে, কিন্তু পরমার্থতঃ এক একটা উপাদান জ্ঞানপূর্বক বিচার করিয়া দেখিলে আমি, তুমি, বা তিনি বলিয়া গ্রহণ করিবার বিষয়ীভূত কোন জীব তন্মধ্যে পাওয়া যায় না ।

সুদক্ষ সারথির চালনায় অশ্ব যোজিত রথ যেমন গমন করে বলিয়া ব্যবহার মাত্র হয়, সেইরূপ রথের স্রায় দেহ, অশ্বের স্রায় চিত্তের জবতা ( গতিশীলতা ), সারথির স্রায় চিত্ত ।

সতো ভিক্ষবে ভিক্ষু বিহরেয়া সম্পজানো অযং বো অম্হাকং  
অমুসাসনীতি ।

১৫। অসুসোসি খো অম্বপালী গণিকা, ভগবা কির বেসালিং ১ অমুপ্পত্তো  
বেসালিং বিহরতি মম্হং অম্ববনেতি । অথ খো অম্বপালী গণিকা, ভদানি  
ভদানি যানানি যোজাপেহা ভদং ভদং যানং অভিরুহিয়া, ভদেহি ভদেহি  
যানেহি বেসালিয়া নিয়াসি, যেন সকে আরামো তেন পায়াসি । যাবতিকা যানস্

যাইব বা দাঁড়াইব বলিয়া চিত্ত উৎপন্ন হইলেই বায়ু ধাতু বিকল্পিত জনরমান উৎপন্ন হয় । চিত্তক্রিয়া  
বায়ু ধাতু বিক্ষারেই গমন, স্থিতি, উপবেশনাদি প্রবর্তিত হয় । লৌকিক ব্যবহারবশে তাহা সত্ত্ব  
যাইতেছে বা স্থিত রহিয়াছে, আমি যাইতেছি, তুমি যাইতেছ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহার মাত্র  
হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত উক্ত হইয়াছে ;—

নাবা মালুতবেগেন জিয়া বেগেন তেজ্জনং,  
যথা যাতি তথা কাযো যাতি বাতা হতো অযং ।  
যন্তং পুত্তবসেনেব চিত্তন্তত্ত্ব বসেনিদং,  
পয়ুত্তং কাযযন্তম্পি যাতি ঠতি নিসীদতি ।  
কো নাম এথ সো সন্তো যো বিনা হেতুপচ্চয়ে,  
অন্তনো আনুভাবেন তিট্ঠে বা যদি বা বজ্জেতি ।

বায়ুবেগে অচেতন নৌকা এবং জ্যাবেগে অচেতন সর যেমন স্থানান্তরে গমন করে, সেইরূপ  
এই দেহও চিত্তক্রিয়া বায়ু ধাতু বিক্ষারে স্থানান্তরে গমন করে । স্বত্রবশে যেমন যন্ত্র চালিত  
হয়, চিত্ত স্বত্র বশে এই দেহযন্ত্রও চালিত হইয়া থাকে । চিত্ত-স্বত্রে যোজিত হইলে এই কাযযন্ত্রও  
গমন করে, স্থিত হয়, উপবেশন করে । এই লোকে গমন কামাতা, চিত্ত এবং তত্ত্বপাদক  
বায়ু ধাতু আদি হেতু প্রত্যয় ব্যতীত স্বীয় অনুভাববশে গমন করিতে বা স্থিত হইতে পারে,  
এমন কোন সত্ত্ব নাই ।

কৰ্ম্মকারের ভগ্না, গর্গরানল ও প্রচেষ্টা ( উপক্রম ) দ্বারা বায়ু যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত  
হয়, সেইরূপ প্রাণিগণেরও কায, নাসিকা এবং চিত্ত হেতু নিশ্বাস প্রশ্বাস এদিক ওদিক সঞ্চালিত  
হইয়া থাকে মাত্র । এইরূপ সম্প্রজ্ঞান সম্পন্ন হওয়া উচিত ।]

হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষুমায়েই স্থিতিমান ও সম্প্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া বিহার করা কর্তব্য,  
তোমাদিগের প্রতি আমাদের ( বুদ্ধদের ) এই অনুশাসন ।

১৫। আত্মপালী গণিকা শুনিতে পাইল যে, ভগবান বৈশালী নগরীতে আগমন করিয়া  
“আমার আত্মবনে অবস্থিতি করিতেছেন ।” অতঃপর আত্মপালী গণিকা, উত্তম উত্তম যান সমূহ  
যোজনা করাইয়া যানে আরোহণ করতঃ বৈশালী নগর হইতে যাত্রা করিয়া স্বীয় আরামাভিমুখে

ভূমি যানেন গম্বা যানা পচোরোহিতা পত্তিকা'ব যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং থো অম্বপালিং গণিকং ভগবা ধম্মিয়া কথায় সন্দসুসেসি, সমাদপেসি, সমুত্তেজেসি সম্পহংসেসি।

১৬। অথ থো অম্বপালী গণিকা ভগবতা ধম্মিয়া কথায় সন্দসুসিতা সমাদপিতা সমুত্তেজিতা সম্পহংসিতা ভগবন্তং এতদবোচ, — অধিবাসেতু মে ভস্তু ভগবা স্বাতনায় ভন্তং সন্ধিং ভিক্ষুসজ্জেনাতি। অধিবাসেসি ভগবা তুগ্ধীভাবেন। অথ থো অম্বপালী গণিকা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা উঠায়াসনা ভগবন্তং অভিবাদেহা পদকুথিগং কহা পঙ্কমি।

১৭। অসুসোত্তং থো বেসালিকা লিচ্ছবী, ভগবা কির বেসালিং অম্মুপ্পত্তো; বেসালিয়ং বিহরতি অম্বপালিবনেতি। অথ থো তে লিচ্ছবী, ভদানি ভদানি যানানি যোজ্জাপেহা, ভদং ভদং যানং অভিরুহিতা ভদেহি ভদেহি যানেহি বেসালিয়া নীমি'ন্তু। তত্র একচে লিচ্ছবী, নীলা হোন্তি, নীলবল্লা নীলবথা নীলালঙ্কারা। একচে লিচ্ছবী পীতা হোন্তি, পীতবল্লা পীতবথা পীতালঙ্কারা। একচে লিচ্ছবী লোহিতা হোন্তি, লোহিতবল্লা লোহিতবথা লোহিতালঙ্কারা। একচে লিচ্ছবী ওদাতা হোন্তি, ওদাতবল্লা ওদাতবথা ওদাতালঙ্কারা।

যাইতে লাগিল। যানে গমনোপযোগী ভূমি যানে গিয়া, তৎপর যান হইতে অবতরণ করতঃ পদব্রজে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিল। এক পার্শ্বে উপবিষ্টা আত্মপালী গণিকাকে ভগবান ধর্ম্মপ্রসঙ্গ দ্বারা মুক্তির পথ প্রদর্শন করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন, ধর্ম্মাচরণ তৎপর হইবার জন্ত সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিলেন।

১৬। অতঃপর আত্মপালী গণিকা ভগবানের ধর্ম্মোপদেশে, মুক্তি পথ দর্শনে উহা গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মাচরণ তৎপর, সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন, ভস্তু, ভগবান ভিক্ষুসজ্জের সহিত আপনি আমার পুণ্যার্থ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। ভগবান মৌনভাবে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর আত্মপালী গণিকা ভগবান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিয়া গাত্তোখান করতঃ ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

১৭। অনন্তর বৈশালীস্থ লিচ্ছবিগণ শ্রবণ করিলেন যে, ভগবান বৈশালীতে আসিয়া বৈশালী নগরস্থ আত্মপালীর উপবনে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর লিচ্ছবিগণ উত্তম উত্তম যান সমূহ যোজনা করাইয়া যানে আরোহণ করতঃ বৈশালী হইতে যাত্রা করিলেন। লিচ্ছবিগণের মধ্যে কেহ কেহ নীলবর্ণ ছিলেন, নীল বিলেপনলিপ্ত, নীল বস্ত্র ও নীলালঙ্কারে ভূষিত। কোন কোন লিচ্ছবী পীতবর্ণ ছিলেন, পীতবর্ণের বিলেপনলিপ্ত, পীতবস্ত্র ও পীতালঙ্কারে ভূষিত। কেহ বা লোহিত বর্ণ ছিলেন, লোহিত বর্ণের বিলেপনলিপ্ত, লোহিত বস্ত্র ও লোহিতালঙ্কারে ভূষিত। কেহ বা শ্বেতবর্ণ ছিলেন। শ্বেত বর্ণের বিলেপনলিপ্ত শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেতালঙ্কারে ভূষিত।

১৮। অথ খো অম্বপালী গণিকা দহরানং দহরানং লিচ্ছবীং অক্থেন অক্থং চক্কেন চক্কং যুগেন যুগং পটিবট্টেসি। অথ খো তে লিচ্ছবী; অম্বপালিং গণিকং এতদবোচুং; কিঞ্জে অম্বপালি, দহরানং দহরানং লিচ্ছবীং অক্থেন অক্থং চক্কেন চক্কং যুগেন যুগং পটিবট্টেসীতি? তথাহি পন মে অযাপুত্তা ভগবা নিমন্তিতো স্বাতনায ভত্তং সন্ধিং ভিক্কুসজ্জেনাতি। দেতি জে অম্বপালি এত' ভত্তং সত-সহস্সেনাতি। সচেপি মে অযাপুত্তা, বেসালি' সাহারং দস্সথ এবমহং তং ২ ভত্তং ন দস্সামীতি। অথ খো তে লিচ্ছবী অঙ্গুলী ৩ পোঠেসুং জিতম্হা বত ভো অম্বকায ৪, জিতম্হা ৫ বত ভো অম্বকাযাতি। অথ খো তে লিচ্ছবী যেন অম্বপালি-বনং তেন পাযিংসু।

১৯। অদস্সা খো ভগবা তে লিচ্ছবী দূরতোব আগচ্ছন্তে, দিস্সা ভিক্কু আমন্তেসি; যেস' ভিক্কুবে ভিক্কুং দেবা তাবতিংসা অদিট্ঠা, ওল্লোকেথ ভিক্কুবে লিচ্ছবিপরিসং, অপল্লোকেথ ভিক্কুবে লিচ্ছবিপরিসং, উপসংহরথ ভিক্কুবে লিচ্ছবিপরিসং। তাবতিংসা সদিসস্তু ৭।

১৮। অতঃপর আত্মপালী গণিকা তরুণ তরুণ লিচ্ছবিগণের অঙ্কের সহিত অক্ষ, চক্রের সঙ্গে চক্র, যুগের সহিত যুগসম্বন্ধন আরম্ভ করিলেন। তৎপর সেই লিচ্ছবিগণ আত্মপালী গণিকাকে এইরূপ বলিলেন, ওহে আত্মপালি, তুমি কেন তরুণ তরুণ লিচ্ছবিগণের অঙ্কের সহিত অক্ষ, চক্রের সঙ্গে চক্র, যুগের সহিত যুগ সম্বন্ধন করিতেছ? আত্মপুত্রগণ, আগামী কলা দানময় পুণ্যলাভের জন্ম ভিক্ষুসজ্জের সহিত ভগবান, আমা কর্তৃক ভাতের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ওহে আত্মপালি, শত সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এই ভাতের নিমন্ত্রণ আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আত্মপুত্রগণ, জনপদের সহিত সমস্ত বৈশালীও যদি আমাকে প্রদান করেন তথাপিও আমি এই ভাতের নিমন্ত্রণ আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিব না। অতঃপর লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিস্ফোটন করিয়া বলিতে লাগিলেন: আমরা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরাজিত হইলাম, আমরা মেয়ে লোকের নিকট পরাস্ত হইলাম। অনন্তর লিচ্ছবিগণ আত্মপালির উপবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

১৯। ভগবান দূর হইতেই লিচ্ছবিগণের আগমন দেখিতে পাঠিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে যাহারা ত্রয়স্বিংশ দেবতাগণকে দর্শন কর নাট, তাহারা এই লিচ্ছবীপরিষদ দর্শন কর, ভিক্ষুগণ, লিচ্ছবীপরিষদ পুনঃ পুনঃ অবলোকন কর। ভিক্ষুগণ লিচ্ছবীপরিষদ ত্রয়স্বিংশ দেবগণের সাদৃশ্য বলিয়া তোমাদের চিত্তে ধারণ কর।

১। সী. ই. গতি।

২। সী. ই. এবমহন্তং।

৩। ব. অঙ্গুলিং।

৪। সী. অম্বকায।

৫। সী. ই. বন্ধিতম্হা।

৬। সী. ই. অব।

৭। সী. ই. তাবতিংসপারিসস্তু।

২০। অথ খো তে লিচ্ছবী যাবতিকা যানস্ ভূমি, যানেন গন্তা যানা পচ্চো-  
রোহিত্তা, পত্তিকাব যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমিস্সু, উপসঙ্কমিত্তা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা  
একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নে খো তে লিচ্ছবী ভগবা ধম্মিয়া কথায়  
সন্দস্বেসি, সমাদপেসি, সমুত্তেজ্জেসি, সম্পহংসেসি।

২১। অথ খো তে লিচ্ছবী, ভগবতা ধম্মিয়া কথায় সন্দস্বেসিতা, সমাদপিতা  
সমুত্তেজ্জিতা, সম্পহংসিতা ভগবন্তং এতদবোচুং ; অধিবাসেতু নো ভন্তে ভগবা স্বাতনায়  
ভন্তং সদ্ধিং ভিক্ষুসজ্জেনাতি। [ অথ খো ভগবা, তে লিচ্ছবী এতদবোচ ; ]  
অধিবুথং খো মে লিচ্ছবী, স্বাতনায় অন্তপালিয়াও গণিকায় ভত্তন্তি। অথ খো  
তে লিচ্ছবী অঙ্গুলী পোঠেন্নং ; জিতম্হা বত ভো অন্তকায, জিতম্হা বত ভো অন্তকাযাতি।

(ত্রয়স্বিংশবাসী দেবগণ যেমন অভিরূপ সম্পন্ন মনোহর ও নীলাদি নানা বর্ণবিশিষ্ট, সেইরূপ  
এই লিচ্ছবী-রাজপরিষদও। ইহাদিগকে ত্রয়স্বিংশ দেবগণের সমতুল্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন  
কর ও মনে রাখিও। ভগবান অনেক স্তূত্রে চক্ষু আদির দ্বারা রূপাদিতে নিমিত্ত গ্রহণ করিতে  
নিষেধ করিয়া এস্থলে মহা উৎসাহের সহিত নিমিত্ত গ্রহণে কেন নিয়োজিত করিতেছেন ? অধুনা-  
প্রব্রজিত নিরুৎসাহী ভিক্ষুগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্ত ও অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত।

লিচ্ছবী রাজবংশীয়েরা অতি সুন্দর ছিলেন। তাঁহারা তদধিক নানাবর্ণে সুসজ্জিত হইয়া  
আগমন করায় ত্রয়স্বিংশ দেবগণের হ্রায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন। এইরূপ রাজস্বদ্ধি ও এইরূপ  
দেবদ্ব লাভের আশায় ঐ ভিক্ষুগণ শীলপালনে মনোযোগী হইবেন। পরে এমন দেবতুল্য লিচ্ছবী  
রাজবংশ, মগধরাজ কর্তৃক পরাভূত হইলে সেই ভিক্ষুগণের সংবেগ উৎপন্ন হইবে, তখন অনিত্যতা  
হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রতীতিসিদ্ধির সাহিত অর্হতফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন বলিয়া, সেই ভিক্ষুগণকে  
রূপ দর্শনে নিয়োজিত করিতেছেন।)

২০। অনন্তর সেই লিচ্ছবিগণ, যানে গমনোপযোগী ভূমি যানে গমন করিয়া, তৎপর যান  
হইতে অবতরণ করতঃ পদরজে ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন  
করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

২১। একপার্শ্বে উপবিষ্ট সেই লিচ্ছবিগণকে ভগবান ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সত্য-পথ প্রদর্শন  
করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন, সদ্ধম্মাচরণে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিলেন। অতঃপর সেই  
লিচ্ছবিগণ, ভগবানের ধর্ম ব্যাখ্যায় সত্যপথদর্শী হইয়া, তাহাতে নিয়োজিত হইলেন এবং সদ্ধম্মাচরণে  
উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়া ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ; “ভন্তে ভগবান আগামী কল্যা  
দানময় পুণ্য লাভের জন্ত ভিক্ষুসজ্জের সহিত আমাদের পিণ্ডগ্রহণ করিবেন।” অনন্তর ভগবান  
তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,— “লিচ্ছবিগণ, আগামী কল্যা আন্তপালী গণিকার পুণ্যার্থ অন্ন গ্রহণ  
করিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছি। তচ্চরণে সেই লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলিক্ষেপন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

অথ খো তে লিচ্ছবী ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দিত্বা অনুমোদিত্বা উঠঠাযাসনা ভগবন্তং  
অভিবাদেহা পদক্খিণং কত্তা পক্কমিংসু।

২২। অথ খো অম্বপালী গণিকা তস্মা রত্তিয়া অচ্চয়েন সকে আরামে  
পণীতং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং পটিযাদাপেহা, ভগবতো কালং আরোচাপেসি; কালো ভস্বে  
নিট্ঠিতং ভত্তন্তি। অথ খো ভগবা পুৰুষসময়ং নিবাসেহা পট্টচীবরমাদায় সদ্ধিং  
ভিক্কুসজ্জেন যেন অম্বপালিয়া গণিকায় নিবেসনং। তেহুপসক্কমি, উপসক্কমিত্বা  
পঞ্ণেস্বে আসনে নিসীদি। অথ খো অম্বপালী গণিকা বুদ্ধপ্পমুখং ভিক্কুসজ্জং  
পণীতেন খাদনীয়েন ভোজনীয়েন সহথা সমুপ্পেসি সম্পবারেসি।

২৩। অথ খো অম্বপালী গণিকা ভগবন্তং ভূত্তাবিঃ ওনীতপত্তপাণিঃ অঞ্ণতরং  
নীচং আসনং গহেহা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিত্বা খো অম্বপালী গণিকা  
ভগবন্তং এতদবোচ; ইমাহং ভস্বে আরামং বুদ্ধপ্পমুখস্স ভিক্কুসজ্জস্স দম্মীতি।  
পটিগ্গহেসি ভগবা আরামং। অথ খো ভগবা অম্বপালিং গণিকং ধম্মিয়াকথায  
সন্দসেসেহা সমাদপেহা সমুত্তেজেহা সম্পহংসেহা উঠঠাযাসনা পক্কমি।

আমরা স্ত্রীলোকের দ্বারা পরাজিত হইলাম! আমরা মেয়ে লোকের নিকট পরাস্ত হইলাম।  
অতঃপর সেই লিচ্ছবিগণ ভগবৎ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া অন্তমোদন করতঃ গাত্রোত্থান করিলেন এবং  
ভগবানকে প্রণাম ও প্রাক্ষিপণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২২। অনন্তর আম্রপালী গণিকা সেই রাশিশেষে, স্বকীয় আরামে উত্তম খাদ্য ভোজ্য  
প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে ভোজন সময় জ্ঞাপন করাইলেন “ভগ্বে, আহারের সময় হইয়াছে,  
আহারীয়ও প্রস্তুত হইয়াছে।” অতঃপর ভগবান পূর্বোক্ত সময়ে অন্তর্দ্বার পরিধান পূর্বক পাত্র-  
চীবর লইয়া, ভিক্কুসজ্জ সমভিষাহারে আম্রপালী গণিকার গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার  
জন্ম বিস্তারিত আসনে উপবেশন করিলেন। তৎপর আম্রপালী গণিকা, বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্কুসজ্জকে  
উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে সূচপিত করিলেন ও তাঁহারা আর লইবেন না বলিয়া পুনঃ  
পুনঃ অসম্মত হইলে দিতে ক্রান্ত হইলেন।

২৩। ভোজনাবসানে ভগবান পাত্র রাখিয়া দিলে, আম্রপালী গণিকা অত্র একখানি নীচ  
আসন লইয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে উপবিষ্টা আম্রপালী গণিকা, ভগবানকে  
এইরূপ নিবেদন করিলেন, — ভগ্বে, আমি এই আরাম বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্কুসজ্জকে দান করিতেছি।  
ভগবান আরাম দান গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভগবান আম্রপালী গণিকাকে ধর্ম্ম কথার দ্বারা  
কর্ম্ম ও কর্ম্মফলাদি বিবৃত করিয়া দেখাইলেন, জ্ঞান ও স্মৃতি জন্মাইলেন, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আলম্ব্যবহীন  
হইবার জন্ম উভেজিত করিলেন, এবং ত্রিরত্নগুণ প্রভাবে ও তৎকৃত পুণ্যবলে সংসারাবর্ত্তের  
হুঃখরাশি হইতে বিমুক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া গাত্রোত্থান পূর্বক  
প্রস্থান করিলেন।

২৪। তত্রাপি স্তুতং ভগবা বেসালিযং বিহরন্তো অম্বপালিবনে, এতদেব বহুলং ভিক্ষুণং ধর্ম্মিং কথং করোতি ; ইতি সীলং ইতি সমাধি ইতি পঞ্ঞা। সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতো পঞ্ঞা, মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসা, পঞ্ঞাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেযাথিদং, কামাসবা ভবাসবা দিট্ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

২৫। অথ খো ভগবা অম্বপালিবনে যথাভিরম্ভ\* বিহরিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; আযামানন্দ যেন বেলুবগামকো তেন্নপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্ষুসজ্জেন সঙ্কি যেন বেলুবগামকো তদবসরি। তত্র স্তুতং ভগবা বেলুবগামকে বিহরতি।

২৬। তত্র খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ;— এথ তুম্হে ভিক্ষবে, সমন্তা বেসালিং যথামিত্তং যথাসন্দিট্ঠং যথাসম্মত্তং বস্সং উপেথ, অহং পন ইধেব বেলুবগামকে বস্সং উপগচ্ছামীতি। এবং ভন্তেতি খো তে ভিক্ষু ভগবতো

২৪। ভগবান বৈশালীস্থ আশ্রমপালীর উপবনে অবস্থিতকালেও ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন ;— এই প্রকার শীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা ... ... সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিজ্ঞাস্রব এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

২৫। ভগবান স্বেচ্ছাশ্রমসারে আশ্রমপালীর উপবনে বিহার করিয়া, অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;— চল আনন্দ, আমরা বেলুবগ্রামে গমন করি। “সাধু ভন্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান মহাভিক্ষুসজ্জ সমভিব্যাহারে বেলুবগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

২৬। ভগবান তথায় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;— শুন ভিক্ষুগণ, তোমরা বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে যথামিত্র অর্থাৎ আপন আপন মিত্র-পরিচিত ও বন্ধু ভিক্ষুগণের নিকট গিয়া বর্ষাযাপন কর।+ আমি অত্র বেলুবগ্রামেই বর্ষাযাপন করিব। “সাধু ভন্তে”, বলিয়া

+ ভগবানের পরিনিব্বান আসন্ন বলিয়া তিনি ভিক্ষুগণকে যথেষ্ট গমন করিতে অনুরোধ দিলেন না। আর দশ মাস মাত্র থাকিয়া তিনি পরিনিব্বাপিত হইবেন। ভিক্ষুরা দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেলে, পরিনিব্বান সময়ে উপস্থিত হইতে না পারিয়া অনেকে বিপ্রতিসার যুক্ত হইবেন। বেলুবগ্রামেও সকলের অবস্থান সম্ভব হইতেছে না। আপন আপন মিত্র, পরিচিত ও বন্ধু ভিক্ষুদের নিকট গমন করিলে সুখে বাস করিতে পারিবেন এবং বৈশালীতে ভিক্ষায় ও স্নানভ হইবে, প্রতি মাসে আট বার করিয়া ভগবানের সমীপে আসিয়া ধর্ম্ম শ্রবণ ও করিতে পারিবেন বলিয়া প্রকপ আদেশ করিলেন।

পটিস্নহ্ন সমস্ত! বেসালিং ১ যথামিত্তং যথাসন্দিট্টং যথাসম্বত্তং বসং উপগচ্ছিংহু ২।  
ভগবা পন তথেব বেলুবগামকে বসং উপগচ্ছি।

২৭। অথ খো ভগবতো বস্নপগতস্ খরো আৰাধো উপ্গজ্জি, বাল্হা ৩  
বেদনা বত্তন্তি ৪ মারগন্তিকা তা সুদং ৫ ভগবা সতো সম্পজানো অধিবাসেতি ৬  
অবিহঞ্ঞমানো।

২৮। অথ খো ভগবতো এতদহোসি ;— ন খো মেতং পটিরূপং যোহং ৭ অনা-  
মন্তেহ্না উপট্টাকে অনপলোকেহ্না ভিক্কুসজ্জং পরিনিব্বাষেয়াং। যল্পনাহং ইমং  
আৰাধং বিরিয়েন পটিপ্পণামেহ্না ৮ জীবিতসজ্জারং অধিট্টায বিহরেয্যন্তি।

২৯। অথ খো ভগবা তং আৰাধং বিরিয়েন পটিপ্পণামেহ্না জীবিতসজ্জারং  
অধিট্টায বিহাসি। অথ খো ভগবতো সো আৰাধো পটিপ্পসন্তি।

সেই ভিক্ষুগণ, ভগবানের আদেশ মত বৈশালীর চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে আপন আপন মিত্র,  
পরিচিত, বন্ধু ভিক্ষুদের সঙ্গে বর্ষাযাপন জন্তু গমন করিলেন। ভগবান তথায় বেলুবগ্রামেই  
বর্ষাযাপন করিতে লাগিলেন।

২৭। বর্ষাযাস আরম্ভ হইলেই ভগবান সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইলেন। ভয়ানক  
মারাত্মক বেদনা উৎপন্ন হইল। তৎকালে ভগবান স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত থাকিয়া প্রসন্নভাবে,  
কোন কাতরোক্তি না করিয়া তাহা সহ করিতে লাগিলেন।

২৮। অনন্তর ভগবানের মনে এই ভাব উদয় হইল যে, “সেবকদিগকে না জানাইয়াও ভিক্ষু  
সজ্জকে উপদেশ না দিয়া, অশুশাগন না করিয়া, আমার পরিনির্বাণিত হওয়া উচিত হইবে না,  
যদি আমি এই সাংঘাতিক পীড়া বীণ্যার দ্বারা (পূর্বভাগবীধ্য ও ফলসমাপত্তি বীধ্য দ্বারা)  
বিনোদন করতঃ জীবন সংস্কার (যদ্বারা মরণাপন্ন জীবনও সংস্কার করা হয় সেই ফলসমাপত্তি ধর্ম)  
অধিষ্ঠান করিয়া (জীবন রক্ষা হয় মত ফল সমাপত্তি সমাপন্ন হইয়া) বিহার করি তবেই উত্তম হয়।

২৯। অতঃপর ভগবান সেই সাংঘাতিক পীড়া বীধ্যাবলে (ফল সমাপত্তির পরিকল্প বীধ্য ও  
ফলসমাপত্তি সম্প্রযুক্ত বীধ্যাবলে) বিনোদন করতঃ জীবন সংস্কার অধিষ্ঠান করিয়া বিহার করিলেন।  
অতঃপর ভগবানের সেই পীড়া আরোগ্য হইল।\*

\* ভগবান কি ইতিপূর্বে ফলসমাপত্তি সমাপন্ন হয়েন নাই? ভগবান ফলসমাপত্তি  
সমাপন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ক্লণিক সমাপত্তি। ক্লণিক সমাপত্তি যতক্ষণ সমাপত্তি  
সমাপন্ন থাকেন ততক্ষণই বেদনা বিদূরিত থাকে। সমাপত্তি হইতে উখিত হইলে উদকে ছিন্ন  
শৈবালের ছায় আঘাতাদির দ্বারা শরীরে বেদনা উপস্থিত হয়। রূপসপ্তক এবং অরূপসপ্তক  
নিগুণ্য নির্জটা করিয়া মহাবিদর্শন বশে সমাপন্ন সমাপত্তিতে বেদনা স্তম্ভিত বিদূরিত হইয়া থাকে।

১। সী, বেসালীং।

২। সী, ই. উপগঞ্জং।

৩। সী, ই, গ্যাল্হা।

৪। ব, বত্ততি।

৫। ব, ভজ্জহং।

৬। ব, অধিবাসেদি।

৭। ব, বাহং।

৮। সী, ই, পটিপপাষেজ্জা।



৩০। অথ খো ভগবা গিলানা বুট্ঠিতো, অচিরবুট্ঠিতো গেলঞ্ঞা, বিহারা নিক্খম্ম বিহারপচ্ছায়াং পঞ্ঞন্তে আসনে নিসীদি। অথ খো অযম্মা আনন্দো যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্তা ভগবন্তঃ অভিবাদেত্তা একমন্তঃ নিসীদি। একমন্তঃ নিসিন্নো খো আযম্মা আনন্দো ভগবন্তঃ এতদবোচ;— দিট্ঠো মে ভন্তে, ১ ভগবতো ফাঃ, দিট্ঠং মে ২ ভন্তে ভগবতো খমনীযং। অপি চ ৩ মে ভন্তে মধুরকজাতো বিয কাষো দিসাপি মে ন পক্খাযস্ছি, ধম্মাপি মং নল্পটিভস্ছি ভগবতো গেলঞ্ঞেন, অপি চ মে ভন্তে অহোসি কাচি দেব আস্‌সামন্তা, ন তাব ভগবা পরিনিব্বাযিস্‌সতি ন যাব ভগবা ভিক্খুসজ্জং আরত্ত্ব কিঞ্চিদেব উদাহরতীতি।

৩১। কিম্পনানন্দ ভিক্খুসজ্জো মযি পচ্চাসিংসতি ৪? দেসিতো আনন্দ মযা ধম্মো অনন্তরং অবাহিরং করিত্তা, নথানন্দ ৫ তথাগতস্স ধম্মেস্স আচরিয়মুট্ঠি।

৩০। অনন্তর ভগবান আরোগ্যলাভ করিয়া রোগমুক্তির অনতিবিলম্বে, বিহার হইতে বাহির হইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে বিহারের প্রশস্ত ছায়ায় তাঁহারই জন্ত বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন। অতঃপর আয়ুস্থান আনন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া তিনি ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন;— “ভন্তে, আমি ভগবানের স্নহাবস্থা দেখিলাম, ভন্তে, ভগবানের রোগ সহ করিবার ক্ষমতাও দেখিলাম, অথচ ভগবানের রোগে আমার শরীর শূলোপরি স্থাপিত লোকের ছায় অচল হইয়াছে, আমি দিকসকল অন্ধকার দেখিতেছি, স্বত্বাপস্থানাদি ধর্ম্মও আমার স্মরণ হইতেছে না। অথচ আমার কিঞ্চিৎমাত্র ভরসা ছিল, যতক্ষণ ভগবান ভিক্ষুসজ্জকে লক্ষ্য করিয়া কোন শেষ উপদেশ না দিবেন, ততক্ষণ তিনি পরিনির্বাণিত হইবেন না।

৩১। আনন্দ, ভিক্ষুসজ্জ আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করে? আনন্দ, আমা কর্তৃক অনন্তর অবাহির ভাবেই ধর্ম্ম দেশিত হইয়াছে, (এই বিষয়গুলি পরের নিকট প্রকাশ করিব, এই বিষয়গুলি গোপন রাখিব, এই ব্যক্তিকে বলিব, এই ব্যক্তিকে বলিব না, এইরূপ অন্তর বাহির বিবেচন করিয়া ধর্ম্মদেশনা করি নাই।) আচার্য্যগণ যেরূপ মুষ্টিবদ্ধ রাখিয়া শিক্ষাপ্রদান যেমন কোন ব্যক্তি পুরুষে অবতরণ করিয়া হস্ত পদাদি দ্বারা শৈবাল সমূহ অপনীত করিলে দীর্ঘ দিনের পরই পুনঃ শৈবালে জলসমাচ্ছন্ন করে সেইরূপ মহাবিদর্শনবশে সমাপন্ন সমাপত্তি হইতে উঠিলে দীর্ঘ দিনের পরই বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান সেইদিন মহাবোধি পালঙ্কে অভিনব বিদর্শন আরম্ভ করণের ছায় রূপ সপ্তক এবং অরূপ সপ্তক নিঃশ্রুতি নির্জটা করিয়া চতুর্দশ প্রকারে শাগিত করিয়া মহাবিদর্শন দ্বারা বেদনা বিদূরিত করতঃ দশ মাসান্তেই উৎপন্ন হইও বলিয়া সমাপত্তি সমাপন্ন হইলেন। সমাপত্তি দ্বারা বিদূরিত বেদনা দশ মাসান্তেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎপূর্বে উৎপন্ন হইতে পারে নাই।

হিস্স নূন আনন্দ এবমস্স অহং ভিক্ষুসজ্জং পরিহরিস্সামীতি বা মমুদ্দেশিকো ভিক্ষুসজ্জোতি বা, সো নূন আনন্দ ভিক্ষুসজ্জং আরত্ত কিঞ্চিদেব উদাহরেয়া । তথাগতস্স খো আনন্দ ন এবং হোতি অহং ভিক্ষুসজ্জং পরিহরিস্সামীতি বা মমুদ্দেশিকো ভিক্ষুসজ্জোতি বা । সকিং ১ আনন্দ তথাগতো ভিক্ষুসজ্জং আরত্ত কিঞ্চিদেব উদাহরিস্সতি ? অহং খো পনানন্দ এতরহি জিঞ্জো বুদ্ধো মহল্লকো অঙ্গগতো বযো অনুল্লন্তো, আসীতিকে ২ মে বযো বন্ততি । সেয়াখাপি আনন্দ জজ্জর ৩ সকটং বেধঃমিস্সকেন যাপেতি, এবমেব খো আনন্দ বেধঃমিস্সকেন মণ্ডে ৪ তথাগতস্স কাযো যাপেতি । যস্মিং আনন্দ সময়ে তথাগতো সৰ্বানিমিত্তানং অমনসিকারা একচ্চানং বেদনানং নিরোধা অনিমিত্তং চেতোসমাধিং উপসম্পজ্জ বিহরতি, ফাসুতরো ৫ আনন্দ তস্মিং সময়ে তথাগতস্স কাযো হোতি তস্মা তিহানন্দ অন্তদীপা † বিহরথ অন্তসরণা অনঞংএসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞংএসরণা । কথঞ্চ আনন্দ তিক্খু অন্তদীপো বিহরতি অন্তসরণো অনঞংএসরণো, ধম্মদীপো ধম্মসরণো অনঞংএসরণো ? ইধানন্দ ভিক্খু কাযে কাযাত্তপস্সী বিহরতি

করে ( শেষে বলিবার জন্ত কিছু গোপন রাখে ) আনন্দ, তথাগতের ধর্মবিষয়ে সেইরূপ আচার্য্য-মুষ্টি নাই । হে আনন্দ, যাহার এইরূপ অভিপ্রায় “আমিই ভিক্ষুসজ্জ পরিচালন করিব অথবা ভিক্ষুসজ্জ মমোদ্দেশিক হউক অর্থাৎ আমাকেই উদ্দেশ্য করুক, এইরূপ যাহার অভিপ্রায় সে-ই ত আনন্দ, ভিক্ষুসজ্জকে লক্ষ্য করিয়া অন্তিম সময়ে একবার কিছু বলিতে পারে । আনন্দ, তথাগতের এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না যে, আমিই ভিক্ষুসজ্জ পরিচালন করিব, অথবা ভিক্ষুসজ্জ চিরদিন মমোদ্দেশিক থাকুক ( যেহেতু বোধি পালঙ্কেই তথাগতের ঈর্ষা মাৎসর্য্য ত্যাগ হইয়াছে ) । আনন্দ, সেই তথাগত কেন ভিক্ষুসজ্জকে লক্ষ্য করিয়া অন্তিমকালে কিছু উপদেশ দিবেন ? হে আনন্দ, এখন আমি জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক, বয়সের শেষ সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছি । আমার অশীতি বর্ষ পরিপূর্ণ হইতেছে । আনন্দ, যেন জীর্ণ শকটখানির জীর্ণ সংস্কার করিয়া অতি যত্নে চালাইতে পারে, সেইরূপ আনন্দ সংস্কৃত শকটের চায়ই বোধ হয় তথাগতের কায় যাপিত হইতেছে । ( অরহন্ত ফল শক্তিতেই তথাগতের গমনাদি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন । ) হে আনন্দ, যেই সময় তথাগত রূপ নিমিত্তাদি সমুদয় নিমিত্তে অমনোযোগী হইয়া, লৌকিক বেদনা সমূহ নিরোধ করতঃ অনিমিত্ত চেতঃসমাধি প্রাপ্ত হইয়া বিহার করেন ; আনন্দ সেই সময়েই তথাগতের শরীর স্থখীততর হয় ( তথাগত অতি স্থখালুভব করেন । ) তদ্ব্যতীত হে আনন্দ, তোমরাও আত্মদীপ হইয়া বিহার কর †, আত্মশরণ ও অনন্তশরণ হও ; ধর্মদীপ, ধর্মশরণ, অনন্তশরণ হও । আনন্দ, ভিক্ষু কিরূপে আত্মদীপ আত্মশরণ অনন্তশরণ এবং ধর্মদীপ ধর্মশরণ ও অনন্তশরণ হইয়া বিহার করে ? আনন্দ, এই শাসনস্থ ভিক্ষু, বীধ্যবান সম্প্রজ্ঞানকারী ও

১। সী, ই, কিং ।

২। ব, অসীতিকে ।

৩। সী, ই, জরা ।

৪। সী, ই, ব, বেধ ।

৫। সী, ই, কাস্ত কাস্ত

আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেযা লোকে অভিজ্ঞাদোমনসং, বেদনাস্থ বেদনানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেযা লোকে অভিজ্ঞা-দোমনসং, চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেযা লোকে অভিজ্ঞাদোমনসং, ধম্মেস্থ ধম্মানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা, বিনেযা লোকে অভিজ্ঞাদোমনসং, এবং থো আনন্দ ভিক্ষু অন্তদীপো বিহরতি অন্তসরণো অনঞ্‌ঞসরণো, ধম্মদীপো ধম্মসরণো অনঞ্‌ঞসরণো।

যেহি কেচি আনন্দ এতরহি বা মমং বা অচ্চয়েন অন্তদীপা বিহরিস্সন্তি অন্তসরণা অনঞ্‌ঞসরণা, ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞ্‌ঞসরণা, তমতগ্গে মে তে আনন্দ ভিক্ষু ভবিস্সন্তি যে কেচি সিক্কাকামাতি।

## দ্বিতীয় ভাণবারং ( নিট্ঠিতং )।

স্বতিমান হইয়া কাজে কায়াহুদর্শী হয় ও দেহের প্রতি লোভ দৌর্গন্ধ ত্যাগ করিয়া বিহার করে। বীধ্যবান সম্প্রজানকারী স্বতিমান হইয়া বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শী হয় ... চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয় ... ধর্মসমূহে ধর্ম্যানুদর্শী হয় ও তৎপ্রতি লোভ দৌর্গন্ধ ত্যাগ করিয়া বিহার করে। হে আনন্দ, এইরূপেই ভিক্ষু আত্মদীপ আত্মশরণ অনন্তশরণ এবং ধর্মদীপ ধর্মশরণ ও অনন্তশরণ হইয়া বিহার করে।

আনন্দ, বর্তমান সময়ে বা আমার পরিনিব্বানের পর যাহারা আত্মদীপ আত্মশরণ অনন্তশরণ হইয়া, ধর্মদীপ ধর্মশরণ অনন্তশরণ হইয়া বিহার করিবে তাহারাই সমস্ত তমসোগ ছেদন পূর্বক আমার শাসনে অগ্রতম ভিক্ষু হইবে, শিক্ষাকামীদের মধ্যে চতুর্ন্যতুপস্থান ভাবনাকারী ভিক্ষুগণই শ্রেষ্ঠতম, অমৃতগত হইবে।

[ তথাগত বুদ্ধ বেলুবগ্রামে সেই বর্ষা অতিবাহিত করতঃ তথা হইতে ক্রমে আগত পথেই শ্রাবস্তী গিয়া জেতবন মহাবিহারে প্রবেশ করেন। তখন ধর্ম সেনাপতি সারিপ্পত্র ভগবানের সেবা বন্দনাদি করিয়া দিবা বিহারস্থানে গমন করিলে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া আপন আপন স্থানে গমন করিলেন। তৎপর ধর্ম সেনাপতি সারিপ্পত্র স্থবির, দিবা বিহার স্থান সম্ভার্জন পূর্বক হস্তপাদাদি পৌত করতঃ, চর্ম্মথও বিছাইয়া ফল সমাপত্তি ধ্যানে রত হইলেন। যথানিয়মে ধ্যান হইতে উঠিলে তাঁহার এবিধ মনোবিতর্ক উৎপন্ন হইল, —

+ “অন্তদীপাতি মহাসমুদগতদীপং বিয় অন্তানং দীপং পতিট্ঠং কস্মা বিহরথ। দ্বীহি ভাগেহি আপো গতো এথাতি দীপো। ওয়েন পরিগতো হস্মা অনজ্জোথটো ভুমিতাগো। ইধপন চতুহিপি ওষেহি স্ংসার মহোষেনেব বা অনজ্জোথটো অন্তদীপোতি অধিপ্পেতো।” কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিজ্ঞা এই চতুর্মহোষে এবং সংসার মহোষে অনিমজ্জিত যিনি তিনিই আত্মদীপ। “অন্তসরণাতি— অন্তপটিসরণা অন্তপরায়না অন্তগতিকাব হোথ। অঞ্‌ঞ কিঞ্চি গতি পটিসরণং পরায়ণং মা চিত্তযিথ।”

( নদিস্সত্তে )-

“বুদ্ধ অগ্রে পরিনির্বাণিত হন, না অগ্রশ্রাবক?” অগ্রশ্রাবক অগ্রে পরিনির্বাণিত হইয়া থাকেন দেখিয়া, তিনি স্বীয় আয়ুসংস্কার অবলোকন করিলেন। সপ্তাহ মাত্র আয়ুসংস্কার আছে দেখিয়া তাঁহার কোন্ স্থানে পরিনির্বাণিত হওয়া উচিত, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ইহাও জানিলেন যে, রাহুলস্থবির দেবলোকে, কোণ্ডশ্রবির ছন্দস্তৃদোপরি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি কোথায় পরিনির্বাণিত হইলে ভাল হইবে পুনঃ পুনঃ তাহা চিন্তা করায় স্বীয় জননীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। “আমার মাতা সাতজন অরহতের গর্ভধারিণী হইয়াও বুদ্ধ ধর্ম সজ্জের প্রতি অপ্রসন্ন।” তাঁহার মুক্তির হেতু আছে কিনা আবর্জনা (চিন্তন) পূর্বক শ্রোতাপত্তিমার্গ লাভের উপনিশ্রয় (পূর্বজন্মার্জিত কুশল) আছে দেখিয়া, পুনঃ কাহার উপদেশে অভিসময় (মার্গবিগমন বা মার্গপ্রাপ্তি) হইবে চিন্তা করিয়া জানিলেন যে, “আমারই উপদেশে, অপরের নহে।” যদি আমি স্বীয় জননীর মুক্তির চেষ্টা না করি, তবে লোকে বলিবে সারিপুত্র বহু লোকের মুক্তি-দাতা বটে, কিন্তু জননীর মিথ্যাদৃষ্টিও ত্যাগ করাইতে সমর্থ নহেন।

সারিপুত্রের “সমচিত্ত সূত্র” দেশনায় কোটিশতসহস্র দেবতা অর্হত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রোতাপত্তি, সুরুদাগামী ও অনাগামী মার্গলাভীর সংখ্যা অগণিত। আরও বহু স্থানে বহুসূত্র দেশনায় অনেকের অভিসময় (মার্গপ্রাপ্তি) ঘটয়াছে। অশীতিসহস্রকূল তাঁহারই প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই সারিপুত্র স্বীয় মাতার মিথ্যাদৃষ্টিও ত্যাগ না করাইলে বাস্তবিকই বলিবার বিষয় বটে।

তদ্ব্যতীত তিনি জননীর মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করাইতে স্বীয় জন্মস্থানেই পরিনির্বাণিত হইতে মনস্থ করিলেন এবং “অত্থই ভগবান্কে জানাইয়া যাত্রা করা উচিত” ইহা ভাবিয়া চুন্দস্থবিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“হে চুন্দ, আমার পঞ্চশত শিষ্যকে গিয়া বল যে, বজ্রবর্গ, পাত্রচীবর গ্রহণ কর, ধর্মসেনাপতি নালকগ্রামে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন।”

স্থবির গিয়া সেইরূপ বলিলে, সকলেই শয়নাসনাদি যথা স্থানে স্থাপন করতঃ পাত্রচীবর লইয়া সারিপুত্রের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তিনিও শয়নাসনাদি যথা স্থানে রাখিয়া স্বীয় বাসস্থান সম্মার্জন পূর্বক দ্বারে দাঁড়াইয়া তদ্বিকে অবলোকন করতঃ বলিলেন, এই শেষ দর্শন, পুনঃ আগমন হইবে না, তখন পঞ্চশত শিষ্যের সহিত ভগবৎসঙ্গীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করতঃ নিবেদন করিলেন—

ছিন্নোদানি ভবিস্সামি লোকনাথ মহামুনি,  
গমনাগমনং নথি পচ্ছিমা বন্দনা অযং।

হে লোকনাথ মহামুনি, এখন আমি বিচ্ছিন্ন হইব, এই গমনে আর আগমন হইবে না, এই আমার শেষ বন্দনা।

জীবিতং অগ্নকং মম্ভং ইতো সত্তাহমচ্চয়ে,  
নিকৃথিপেয়্যামহং দেহং ভার বোরোপনং যথা।

আমার জীবনের আর অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, এখন হইতে সপ্তাহ অন্তে ভার নিষ্ক্ষেপণের জায় দেহত্যাগ করিব।

অনুজানাতু মে ভস্তু ভগবা অনুজানাতু সুগতো,  
পরিনিব্বানকালো মে ওস্‌সট্ঠো আয়ুসস্সারো তি।

ভস্তু ভগবান্, অনুজ্ঞা করুন, হে সুগত, অহমতি দিন্। আমার আয়ুসস্কার ত্যাগ হইয়াছে, এখন আমার পরিনিব্বানের সময়।

“বুদ্ধগণ কাহাকেও পরিনিব্বাপিত হও” ইহা বলিলে মরণের বর্ণনা, পরিনিব্বাপিত হইওনা বলিলেও সংসারাবস্থের গুণ কখন হয় বলিয়া মিথ্যাদৃষ্টিকে দোষারোপ করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত বুদ্ধগণ উভয়বিধ বাক্য বলেন না।

সেই হেতু ভগবান্ বলিলেন, “সারিপুত্র, কোথায় পরিনিব্বাপিত হইবে?” “ভস্তু, মগধ-রাজ্যে নালকগ্রামে জাত প্রকোষ্ঠেই।” সারিপুত্র, “এখন তোমার যথা অভিক্রটি করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের, তোমাসদৃশ ভিক্ষুর দর্শন দুর্লভ হইবে। অতএব, তাহাদিগকে ধর্মদেশনা কর,” স্থবির “শাস্ত্র আমার ঋদ্ধিবল প্রদর্শন পূর্বক ধর্মদেশনা ইচ্ছা করিতেছেন” বুঝিয়া ভগবান্কে বন্দনা করতঃ একতাল প্রমাণ উর্দ্ধে আকাশে উদগমন করিলেন এবং অবতরণ পূর্বক তথাগতের পাদ বন্দনা করিয়া পুনঃ সপ্ততাল প্রমাণ উর্দ্ধাকাশে অবস্থান করিলেন। তথায় পর পর বহুবিধ বিভূতি প্রদর্শন পূর্বক ধর্মদেশনা করিলেন। তদা সমস্ত নগরবাসী তথায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। স্থবির অবতরণ করিয়া শ্রীভগবানের চক্রবরাস্থিত শ্রীপাদ বন্দনা করতঃ কহিলেন—“ভস্তু! এখন আমার গমনের সময়।”

অহো ভগবৎ মহিমা! অহো লোকানুকম্পা! তিনি ধর্মাসন ত্যাগ করিয়া মণি-ফলক দাঁড়াইলেন, মহাপ্রজ্ঞ ধর্মসেনাপতিকে বিদায় দিতে, সে কি প্রাণ-বিদারক কণ্ঠ্যপূর্ণ দৃশ্য! কিন্তু মৃত্ত-জীবনে চাঞ্চল্য কোথায়? অতি শাস্তি, অতি ধীরতার সহিত বিরাট শোকময় দৃশ্যের ধীরে যবনিকাপাত হইতে লাগিল। প্রশান্ত মনে স্থবির কহিলেন—“ভস্তু, ভগবান্! লক্ষাধিক অসংখ্যকল্প উপরে, একদা অনোমদর্শী সম্যকসম্বুদ্ধের পাদমূলে নিপতিত হইয়া আপনার দুর্লভ-দর্শন-লাভ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; সে বাসনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। আপনার শ্রীপাদ দর্শন পাইয়াছি। এ আমার আবার শেষ দর্শন।” রক্ত কাঞ্চননিভ সমুজ্জল নখ দশটা সন্নিবেশিত করতঃ সমাদর সগারব ক্রতাজ্জলি হইয়া, যতক্ষণ ভগবান্ দৃষ্ট হইতে ছিলেন, ততক্ষণ পিছু পায়ে গিয়া আবার সর্বাঙ্গ লুটাইয়া শেষবন্দনা করিলেন। এই অপার্থিব গারবতায় আকাশ গর্ভাৎ অশনি বিচ্যুতির শাস্ত-নিরবতায়, মহাপৃথিবী ভয়ানকরূপে ছলিয়া উঠিল। ভগবান্ ভিক্ষুসংঘ আহ্বান করিয়া কহিলেন—“ভিক্ষুগণ! যাও তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমন কর।” ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া সশিষ্টে সারিপুত্র প্রস্থান করিলেন। স্বর্গাচারের একটি শব্দও শুনা গেল না। বিমুক্তির গান্ধীর্থে চাঞ্চল্যের স্থান নাই। ভিক্ষুগণ জেতবনদ্বার পর্যন্ত আগমন করিলে স্থবির বলিলেন, “বন্ধুবর্গ, তোমরা আর আসিওনা, অগ্রমত হইয়া বাস কর” বলিয়া স্বীয় পঞ্চশত ভিক্ষুর সহিত চলিয়া গেলেন।

সমাগত মোহপরলোকগণ “আর্য্য ইতিপূর্বে অগ্নত্র গেলে পুনঃ আগমন করিতেন, কিন্তু এখন যে যাইতেছেন আর ত ফিরিয়া আসিবেন না” বলিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। স্থবির “বন্ধুবর্গ, আর আমার অহুগমন করিও না, অগ্রমত্ত হইয়া বাস কর, সংস্কার মাত্রেরই এই পরিণাম” বলিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন।

অতঃপর স্থবির সপ্তাহকাল পথে পথে প্রাণীদের ইহ পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করিতে করিতে সপ্তম দিবসে সন্ধ্যার সময় নালকগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গ্রামদ্বারস্থ বটবৃক্ষ মূলে দাঁড়াইলেন। তখন উপরেবত নামক স্থবিরের ভাগিনা বহিঃগ্রামে যাইবার সময় স্থবিরকে দেখিতে পাইল এবং সমীপবর্তী হইয়া প্রণাম করতঃ দাঁড়াইল। স্থবির তাহাকে বলিলেন, “তোমার মাতামহী ঘরে আছেন কি?” “হাঁ ভস্বে, আছেন।” “তবে বাড়ী গিয়া আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন কর।” “কেন আসিয়াছি” বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিও “অগ্ন একরাত্র বাড়ীতেই থাকিব। আমার জাত প্রকোষ্ঠেই আমার স্থান করিতে বলিবে এবং এই পঞ্চশত ভিক্ষুর জগ্গও যথোপযুক্তভাবে শয়নাসন ঠিকঠাক করিতে বলিবে।”

উপরেবত তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া বলিল—“আম্বা, মাতুল আসিয়াছেন।” “এখন কোথায়?” “গ্রামদ্বারে।” “একা? না কেহ সঙ্গে আছে?” “পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গে আছেন।” “কেন আসিয়াছে জ্ঞান কি?” তখন সে উক্ত বিষয় বলিল।

ব্রাহ্মণী,—“আমি কি করিয়া এতগুলির শয়নাসন প্রস্তুত করিব? সে যৌবনে প্রব্রজিত হইয়া এখন বৃদ্ধকালে গৃহী হইতে বাড়ী আসিতেছে” ইত্যাদি বলিতে বলিতে স্থবিরের জাতপ্রকোষ্ঠ পরিষ্কার করাইলেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষুর শয়ন স্থান ঠিকঠাক করাইয়া প্রদীপাদি জালাইয়া স্থবিরের নিকট সংবাদ দিলেন।

স্থবির শিষ্যবর্গের সহিত প্রাসাদে আরোহন পূর্বক জাতপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন, শিষ্যবর্গকে তাঁহাদের জগ্গ নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাইলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পরমুহূর্ত্তে স্থবির সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলেন। ভয়ানক রক্তামাশয় হইয়া মারমস্তিকা বেদনা উৎপন্ন হইল। একপাত্র বাহিরে নিলে আর একপাত্র ভিতরে আনিতে হয়।

ব্রাহ্মণী স্বীয় বাস ভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার পুত্রের কাণ্ড আমার আদৌ পছন্দ হইতেছে না।”

সেই সময় লোকপাল চারি মহারাজা ধর্মসেনাপতি কোথায় আছেন অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, নালকগ্রামে জাতপ্রকোষ্ঠে পরিনিব্বানমঞ্চে শায়িত। তদর্শনে তাঁহারা আগমন করতঃ স্থবিরকে বন্দনাদি করিয়া দাঁড়াইলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আপনারা?” “ভস্বে, আমরা লোকপাল মহারাজা।” “কেন আসিয়াছেন?” “ভস্বে, আপনার সেবা শুশ্রূষা করিতে।” “আচ্ছা ভাল, কিন্তু আমার সেবক আছে, এখন আপনারা যাইতে পারেন” বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্রও পূর্বোক্তরূপে আসিয়া প্রণাম করিলে তাঁহাকেও ঐ রূপ বলিয়া বিদায় দিলেন। তৎপর মহাব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া বন্দনা করিলে, স্থবির তাঁহাকেও বিদায়

দিলেন। ব্রাহ্মণী ঘরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া দেবতাগণের আগমন ও গমন দেখিয়া “ইহারা কে আসিয়া আমার পুত্রকে প্রণাম করিয়া বাইতেছেন” তাহা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া স্ববিরের কামড়ার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আয়ুমান চন্দকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—“তাত চন্দ, আমার পুত্র কেমন আছে?” আয়ুমান চন্দ তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিয়া স্ববিরকে নিবেদন করিলেন, “ভস্বে, মহা উপাসিকা আসিয়াছেন।” স্ববির “অসময়ে কেন আসিলেন?” বলিলে, ব্রাহ্মণী বলিলেন, “তাত, তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। তাত, প্রথমে কাঁহার আসিয়াছিলেন?” “উপাসিকে, লোকপাল চারি মহারাজ। তাত, তুমি কি লোকপাল মহারাজগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ? উপাসিকে, উহারা ত আরামিকের (বিহারস্থ ছেলের) মত। আমাদের শাস্তা যখন মাতার গর্ভে প্রতিসন্ধিগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন হইতেই তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া মহামায়া দেবীর রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।”

“তাত, তাঁহাদের পরে চতুর্দিক আরও অধিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আসিয়াছিলেন?” “দেবরাজ ইন্দ্র।” “তাত, তুমি কি দেবরাজ হইতে শ্রেষ্ঠতর হইয়াছ?” “উপাসিকে, তিনি ত আমাদের ভাণ্ডগ্রহণকারী শ্রামণের মত। আমাদের শাস্তা ত্রয়সিংশপুত্র হইতে অবতরণ করিবার সময় তিনি পাত্ৰচীবর গ্রহণ করিয়া ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতরণ করিয়াছিলেন।”

“তাত, তাঁহার পরে চতুর্দিক আরও অধিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আসিয়াছিলেন?” “উপাসিকে, আপনার ভগবান্ ও শাস্তা মহাব্রহ্মা।” “তাত, আমার ভগবান্ মহাব্রহ্মা হইতেও তুমি মহন্তর?” “ঐ উপাসিকে। ইনিই আমাদের শাস্তার জাতক্কে মহাপুরুষকে স্ববর্ণজালে প্রতিগ্রহণ করিয়াছিলেন।”

অতঃপর ব্রাহ্মণী ভাবিতে লাগিলেন, আমার পুত্রের অহুভাব এতদূর; না জানি আমার পুত্রের যে শাস্তা ভগবান্ তাঁহার অহুভাব কিরূপ? ইহা চিন্তা করায় হঠাৎ তাঁহার পঞ্চবিধা প্রীতি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীর উৎফুল্ল হইল।

স্ববির বুঝিলেন স্বীয় জননীর প্রীতিসৌম্যনস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, এখন ধর্মদেশনার উপযুক্ত সময়। তখন স্ববির জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহোপাসিকে, আপনি কি ভাবিতেছেন?” ব্রাহ্মণী বলিলেন, “আমার পুত্রের এই গুণ, তাহার যে শাস্তা না জানি তাঁহার গুণ আরও কত অধিক!” তখন স্ববির বলিতে লাগিলেন “মহোপাসিকে, আমাদের শাস্তার জাতক্কে, মহাভিনিষ্ক্রমণ সময়ে, সন্ধ্যাধি লাভক্কে এবং ধর্মচক্র প্রবর্তন সময়ে দশসহস্রী লোকধাতু\* কল্পিত হইয়াছিল। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে তাঁহার সমান আর কেহই নাই” ইহা বলিয়া তিনি “ইতিপি সো ভগবা অরহং সম্মাসমুদ্বো” ইত্যাদি বিস্তারে বৃক্গুণ প্রতিসংযুক্ত ধর্মদেশনা আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণী প্রিয়পুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণে শ্রোতাশক্তি

পঞ্চবিধা প্রীতি—ক্লেশকা, কণিকা, অবক্রান্তিকা, উষেগা ও কুরণাপ্রীতি। ক্লেশকাপ্রীতি তুচ্ছবিষয়জাত। কণিকা ক্লেণ ক্লেণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবক্রান্তিকাপ্রীতি আকস্মিক। উষেগাপ্রীতি এত বলবতী যে তাহার প্রভাবে লোকে আত্মসম্বরণ করিতে পারে না, (নৃত্য করিতে থাকে) কুরণাপ্রীতির রস সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ বেন অবশ হইয়া পড়ে। (\*কোটিলকচক্রবাল)

ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, “তাত, উপতিষ্ঠ, কেন এমন করিলে? এবস্থি অমৃত এতদিন যাবৎ কেন আমার দাঁও নাই।”

স্থবির ভাবিলেন--“আমার জননী রূপসারী ব্রাহ্মণী আমাকে যে বালাকালে ক্ষীর পান করাইয়াছিলেন ও আমাকে যে পালন করিয়াছিলেন এই তার মূল্য প্রদান হইল” ইহাই আমার মায়ের পক্ষে যথেষ্ট। তৎপর মহোপাসিকাকে “এখন গমন করুন” বলিয়া বিনয় দিলেন।

অতঃপর চন্দকে বলিলেন, “চন্দ, এখন সময় কত?” “ভস্মে, বলবৎপ্রভাতকাল,” “তাহা হইলে ভিক্ষুসঙ্ঘ মনবেত করাও।” চন্দ নিবেদন করিলেন, “ভস্মে, ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন।” “তাহা হইলে আমাকে পরিচা নানাও।” চন্দ সেইরূপ করিলে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন--“বদ্ধপর্গ, চর্যাক্লিষ্ট বৎসর ব্যাপী আমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমার কাব্যিক বাচনিক কণ্ঠের মধ্যে যাহা কিছু ভোম্বাদের অপ্রীতিস্বর হইয়াছে তাহা আমাকে ক্ষমা কর;” তচ্চরণে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন; “ভস্মে, এতদিন আশাদিগকে ছাড়ার দ্বায় বাগিয়া বিচরণ কালীন আপনার কোন বিষয়ই আমাদের অপ্রীতিজনক হয় নাই। আপনিই আশাদিগকে মার্জনা করুন।”

অতঃপর স্থবির অরুণ শিখা দৃষ্ট হইলে মহা পুণ্ডরী কম্পিত করিয়া অমৃতপাদিশেষ নিকান দাতুতে পরিনির্দীপিত হইলেন। বহু দেব-মানব মিসিত হইয়া স্থবিরের পরিনির্দীপনে মহাসংকার করতঃ অশেষ পুণ্যের ভাগী হইলেন।

আয়ুয়ান চন্দ, স্থবিরের পাত্রচীবর ও দাতু সমূহ জেতবনে নিয়া আয়ুয়ান আনন্দের সহিত ভগবানের নিকট সমপস্থিত করিলেন। ভগবান্ সারিপুত্রের দাতু সমূহ হস্তে লইয়া পঞ্চশত গাথা দ্বারা স্থবিরের গুণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাঁহার দাতু চৈতন্য নিষ্কাশন করাইলেন।

তৎপর ভগবান্ আনন্দকে রাজগৃহে আগমনের ইচ্ছা জানাইলে, তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর ভগবান্ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিবাচ্যারে রাজগৃহে আগমন করেন। তথায় আয়ুয়ান মহাযোগ্গলায়ন পরিনির্দীপিত হন। ভগবান্ তাঁহার ও দাতু সমূহ গ্রহণ করাইয়া চৈতন্য নিধান করাইলেন।

তৎপর রাজগৃহ হইতে যাত্রা করিয়া ক্রমণঃ গঙ্গাভিমুখে গিয়া উক্কাচেল আগমন করেন। তথায় গঙ্গাতীরে ভিক্ষুসঙ্ঘে পরিবৃত হইয়া উপবেশন করতঃ অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র-যোগ্গলায়নের পরিনির্দীপন প্রতিসংযুক্ত স্বহৃদ দেশনা করেন।

অতঃপর ভগবান্ উক্কাচেল হইতে যাত্রা করিয়া বৈশালীস্থ মহাবনে কুটীগার শালায়ন আগমন করেন এবং তথায় মহাভিক্ষুসঙ্ঘের সহিত বাস করিতে থাকেন।]

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কুটীগারশালা—গোশুঙ্গ নামক জনৈক উপাসক বৈশালীর অবিদূরস্থ এক প্রকাণ্ড শালবনে বিহাব নির্মাণ পূর্বক বাস করিয়াছিলেন ॥ ভগবান্ মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থিতি করিতেন।



# মহাপরিনিব্বান সূত্র

ততীয় ভাগবারং

১। অথ খো ভগবা পুৰ্ব্বেহসময়ং নিবাসেহা পত্তচীবরমাদায বেসালিং, পিণ্ডায পাবিসি, বেসালিযং পিণ্ডায চরিত্তা পচ্ছাভত্তং পিণ্ডপাতপটিকন্তো আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; গণ্হাহি আনন্দ নিসীদনং । যেন চাপালচেতিযং তেহু-পসঙ্কমিস্সাম দিবাবিহারাযাতি । এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্মন্তা নিসীদনং আদায ভগবন্তং পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো অণুবন্ধি ।

২। অথ খো ভগবা যেন চাপালচেতিযং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্তা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি । আযস্মাপি খো আনন্দো ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিল্লং খো আযস্মন্তং আনন্দং ভগবা এতদবোচ ; রমণীয়া আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেনচেতিযং, রমণীযং গোতমকচেতিযং রমণীযং সত্ত্ব ২ চেতিযং, রমণীযং বহুপুত্ত চেতিযং, রমণীযং আনন্দ ৩ চেতিযং, রমণীযং চাপালচেতিযং ।

৩। যস্স কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথু কতা অল্পট্ঠিতা পরিচিতা স্সমারদ্ধা, সো আকস্সমানো কল্পং বা তিট্ঠেয্য

## তৃতীয় অধ্যায়

১। অনন্তর ভগবান্ পূৰ্ব্বাহ্ন সময়ে অন্তৰ্ভাস পরিধান করতঃ পাত্ৰচীবর গ্রহণ পূৰ্ব্বক বৈশালীতে পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করিলেন । পিণ্ডপাত করা শেষ হইলে বিহারে আসিয়া আহাৰ-কাৰ্য্য সমাপনান্তে আয়ুস্মান আনন্দকে বলিলেন ; “আনন্দ, বসিবার আসন লও, দিবা বিহারার্থ চাপালচৈত্বে যাইব ।” “সাদু ভন্তে,” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সন্মত হইয়া আসন গ্রহণ পূৰ্ব্বক ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অল্পবর্তী হইলেন ।

২। অতঃপর ভগবান্ চাপালচৈত্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জগ্ৰ বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিলেন । আয়ুস্মান আনন্দ ও ভগবানকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন । একপার্শ্বে উপবিষ্ট আয়ুস্মান আনন্দকে ভগবান্ এইরূপ বলিলেন,—“হে আনন্দ, রমণীয় বৈশালী, রমণীয় উদেন-চৈত্যা, রমণীয় গোতমক-চৈত্যা, রমণীয় সত্ত্ব-চৈত্যা, রমণীয় বহুপুত্ত-চৈত্যা, রমণীয় আনন্দ-চৈত্যা, রমণীয় চাপাল-চৈত্যা ।”

৩। “হে আনন্দ, যে কাহারও চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ( বর্জিত ) বহুলীকৃত ( পুনঃ পুনঃ কৃত ) রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তব-ভূমি সদৃশ স্প্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত, সম্যক নিম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্প অবস্থান করিতে

কল্পাবসেসং বা। তথাগতস্ খো পন আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা  
বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অমুট্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকম্মমানে  
আনন্দ তথাগতো কল্পং বা তিট্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বাতি।

৪। এবম্পি, খো আযম্মা আনন্দো ভগবতা ওলারিকে নিমিত্তে করিয়-  
মানে ওলারিকেওভাসে করিয়মানে নাসক্খি পটিবিজ্জিতুং, ন ভগবন্তং যাচি; তিট্ঠতু  
ভন্তে ভগবা কল্পং, তিট্ঠতু সুগতো কল্পং বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, লোকান্ন-  
কম্পায়, অথায় হিতায় সুখায় দেবমহুস্সানন্তি, যথা তং মারেন পরিয়ুট্ঠিতচিত্তো।

৫। ত্ততিয়ম্পি খো ভগবা.....ততিয়ম্পি খো ভগবা আযম্মন্তং  
আনন্দং আমন্তেসি, রমণীয়া আনন্দ বেসালী, রমণীয়ং উদেন-চেতিয়ং, রমণীয়ং  
গোতমক-চেতিয়ং, রমণীয়ং সত্তম্ব-চেতিয়ং, রমণীয়ং বহুপুত্ত-চেতিয়ং, রমণীয়ং  
আনন্দ-চেতিয়ং, রমণীয়ং চাপাল-চেতিয়ং। যস্ কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা  
ভাবিতা, বহুলীকতা যানীকতা, বথুকতা, অমুট্ঠিতা, পরিচিতা, সুসমারদ্ধা, সো  
আকম্মমানে কল্পং বা তিট্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বা। তথাগতস্ খো আনন্দ

পারেন। হে আনন্দ, তথাগতের চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতি সদৃশ অনর্গল  
অভ্যন্ত, বাস্ত-ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অবিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে। আনন্দ,  
সে জগ্গ তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল অথবা কল্পাবশেষ অবস্থান করিতে পারেন।

৪। আযুয়ান আনন্দ ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও  
স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হইলেও বৃষ্টিতে সক্ষম হইলেন না, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না যে,  
“ভন্তে ভগবান্, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিত স্বথের জগ্গ,  
জীবগণের প্রতি অলুকম্পাপূর্বক, দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।”  
কেননা তাঁহার চিত্ত মারকর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। (মার ভীষণ রূপ দেখাইয়া আযুয়ান  
আনন্দকে ভগবানের কথার তাৎপর্য্য বৃষ্টিবার অবকাশ দেয় নাই। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

৫। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভগবান্ আযুয়ান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,  
“হে আনন্দ, বৈশালী রমণীয় স্থান, উদেন-চৈত্যা রমণীয়, গোতমক-চৈত্যা রমণীয়, সত্তম্ব-চৈত্যা রমণীয়,  
বহুপুত্ত-চৈত্যা রমণীয়। আনন্দ-চৈত্যা রমণীয়, চাপাল-চৈত্যা রমণীয় স্থান। হে আনন্দ, যে কাহারও  
চতুরঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতির মত অনর্গল অভ্যন্ত, বাস্তভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত  
অবিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে তাঁহার ইচ্ছা হইলে, তিনি কল্পকাল  
বা কল্পকালেরও কিছু বেশী জীবিত থাকিতে পারেন। হে আনন্দ, তথাগতের

কল্পংতি—আয়ুকল্পং। সেই সময় মহুয়দের যেই পরিমাণ পূর্ণ আয়ু সেই পরিমাণ। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১। গী, ব, এবং।

চন্দ্রারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা, যানীকতা, বখুকতা, অমুট্ঠিতা পরিচিতা, সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কল্পং বা তিট্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বাতি। এবম্পি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতা ওলারিকে নিম্বিস্তে করিয়মানে, ওলারিকে ওভাসে করিয়মানে, নাসক্খি পটিবিজ্জিতুং ন ভগবন্তুং যাচি, তিট্ঠতু ভন্তে, ভগবা কল্পং, তিট্ঠতু সুগতো কল্পং, বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, লোকানুকম্পায়, অথায, হিতায সুখায়, দেবমহুস্সানন্তি : যথা তং মারেন পরিযুট্ঠিত চিত্তো।

৬। অথ খো ভগবা আযস্মন্তুং আনন্দং আমন্তেসি ; গচ্ছ ঙ্গ আনন্দ, যস্দানি কালং মঞ্ঞসীতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্সুত্বা উট্ঠাযাসনা ভগবন্তুং অভিবাদেহা পদক্খিণং কহা অবিদূরে অঞ্ঞতরস্মিং রুক্ষমূলে নিসীদি।

৭। অথ খো মারো পাপিমা অচিরপক্কন্তে আযস্মন্তে আনন্দে, যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একমন্তুং অট্ঠাসি। একমন্তুং ঠিতো খো মারো পাপিমা ভগবন্তুং এতদবোচ ; পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বানকালোদানি ভন্তে ভগবতো। ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে

চারিগ্গন্ধিপাদ ভাবিতা.....ও সম্যক নিষ্পাদিত হইয়াছে, সে জগৎ তথাগত ইচ্ছা করিলে বর্তমান আয়ু কল্পকাল বা তার চেয়ে কিছু বেশীও অবস্থান করিতে পারেন।” তথাগত কর্তৃক এইরূপ বারংবার সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রদর্শিত হইলেও সুস্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হইলেও, আয়ুস্মান আনন্দ তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। ভগবানকে প্রার্থনা করিলেন না যে, “ভন্তে ভগবান্, আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে স্তুগত বহু জনের হিতের জগৎ সুখের জগৎ, প্রাণিগণের প্রতি অহুক্ষম্পাপূর্ব্বক, দেবনানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।” কেননা আয়ুস্মান আনন্দ মারাবিষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন।

৬। অনন্তর ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“আনন্দ, এখন তুমি যথোচ্ছিত স্থানে গমন কর”। “সাপ্ভন্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ প্রত্যুত্তর দিয়া আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবান্কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া নিকট অতঃপর এক বৃক্ষমূলে (গিয়া) বলিলেন।

৭। আয়ুস্মান আনন্দের প্রস্থানের পরই পাপমতি মার ; ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভগবান্কে এইরূপ বলিলেন ;— “ভন্তে ভগবান্, এখন আপনি পরিনিব্বানে নির্দীপিত হউন। হে স্তুগত পরিবিব্বান প্রাপ্ত হউন !! ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনিব্বান প্রাপ্তির সময় হইয়াছে।” ভন্তে, ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ ভাবিত হইয়াছিলেন যে,

ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে ভিক্ষু ন সাবকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্মৃতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্ম-  
ম্পটিপন্ন, সামীচি-ম্পটিপন্ন, অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিয়কং উগ্গহেহা আচি-  
ক্খিস্সন্তি, দেসেস্সন্তি, পঞ্জাপেস্সন্তি, পট্টপেস্সন্তি, বিবরিস্সন্তি, বিভজ্জিস্সন্তি  
উত্তানিং, করিস্সন্তি, উল্লন্নং পরল্পবাদং সহ ধম্মেন স্ননিগ্গহিতং নিগ্গহেহা  
সম্মাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্সন্তীতি ।

এতরহি খো পন ভন্তে ভিক্ষু ভগবতো সাবকা বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা,  
বহুস্মৃতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মম্পটিপন্ন, সামীচি-ম্পটিপন্ন, অনুধম্মচারিনো, সকং  
আচরিয়কং উগ্গহেহা আচিক্খন্তি, দেসেস্সন্তি, পঞ্জাপেস্সন্তি, পট্টপেস্সন্তি, বিবরিস্সন্তি,  
বিভজ্জন্তি, উত্তানিং করোন্তি ; উল্লন্নং পরল্পবাদং সহ ধম্মেন স্ননিগ্গহিতং নিগ্গহেহা  
সম্মাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্সন্তি ।

পরিনিব্বাত্ত দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাত্ত স্নগতো, পরিনিব্বান কালো  
দানি ভন্তে ভগবতো । ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং  
পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে ভিক্ষুনিযো ন সাবিকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা,

“পাপমতি, তাবং আমি পরিনির্কান প্রাপ্ত হইবনা, যাবং আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্ধ্য  
মার্গ লাভ করিয়া নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মচারী, কর্তব্যপরায়ণ ও যথা—  
ধর্মপালনকারী হইবেন না, স্বীয় আচার্য্যবাদ ( সম্যক সম্বুদ্ধের বাদ ) শিক্ষা করিয়া জন সমাজে  
প্রচার, ধর্মদেশনা ও নানাপ্রকারে অপরকে ধর্ম জ্ঞাপন করিতে পারিবেন না, অজ্ঞতারূপ  
ঢাকনা টানিয়া ধর্ম খুলিয়া দিতে, ভাগ করিয়া দেখাইতে ও সরল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে  
সমর্থ না হইবেন, উৎপন্ন পরনিন্দার ধর্মতঃ প্রতিবাদে ভালরূপে নিগ্রহ করিতে, চিত্তাকর্ষক,  
পাপ-নাশক ও অধর্ম ধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবেন” ।

ভন্তে, এখন ভগবানের ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্ধ্য মার্গ লাভে পটু, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত,  
ধর্মধারী, ধর্মচারী, কর্তব্যপরায়ণ, যথাধর্মপালনকারী হইয়াছেন । তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ ( সম্যক  
সম্বুদ্ধের বাদ ) শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম প্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, বিভাগ এবং  
সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ ; উৎপন্ন পরনিন্দাকে ধর্মতঃ স্ননিগ্রহ করিয়া পাপবিতারক, পাপ  
ধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন ।

ভন্তে, ভগবন, এখন আপনি পরিনির্কাপিত হউন ! হে স্নগত, এখন আপনি পরি-  
নির্কান প্রাপ্ত হউন !! এখন ভন্তে, ভগবানের পরিনির্কানের সময় হইয়াছে । ভন্তে,  
ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল যে, “পাপমতি, যাবং আমার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ  
আর্ধ্য মার্গ লাভ করিয়া নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী,

বিনীতা, বিসারদা, বহুস্ফুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্ণটিপল্লা, সামীচি-প্ণটিপল্লা, অনুধম্মচারিনিয়ো ; সকং আচরিয়কং উগ্গহেহা আচিক্খিস্‌সন্তি, দেসেস্‌সন্তি, পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্টপেস্‌সন্তি বিবরিস্‌সন্তি, বিভজিস্‌সন্তি, উত্তানিং করিস্‌সন্তি, উপ্পল্লং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন স্ননিগ্গহিতং নিগ্গহেহা, সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্‌সন্তীতি । এতরহি খো পন ভন্তে ভিক্খুনিয়ো ভগবতো সাবিকা বিযত্তা, বিনীতা বিসারদা বহুস্ফুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্ণটিপল্লা, সামীচি-প্ণটিপল্লা, অনুধম্মচারিনিয়ো । সকং আচরিয়কং উগ্গহেহা আচিক্খিস্‌সন্তি, দেসেস্‌সন্তি, পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্টপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি, বিভজিস্‌সন্তি, উত্তানিং করোন্তি, উপ্পল্লং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন স্ননিগ্গহিতং নিগ্গহেহা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্‌সন্তি ।

পরিনিব্বাত্ত দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাত্ত স্নগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো । ভাসিতা খো পনেনা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্‌সামি যাব মে উপাসকা ন সাবকা ভবিস্‌সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্ফুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্ণটিপল্লা, সামীচি-প্ণটিপল্লা, অনুধম্মচারিনো ; সকং আচরিয়কং উগ্গহেহা আচিক্খিস্‌সন্তি, দেসেস্‌সন্তি, ধম্মাচারিণী, কর্তব্যপরায়াণা, যথাধম্মপালনকারিণী না হইবেন ; যাবং তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ (সম্যক সম্বুদ্ধের বাদ) শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধম্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানাপ্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থ না হইবেন ; যাবং ধম্ম সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সক্ষম না হইবেন, বিধর্ম্মীদের মিথ্যা অপবাদসকল ধম্মতঃ নিগ্রহ করিয়া পাপ-প্রতিহারক ধম্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবেন ; হে পাপমতি মার, তাবং কাল আমি পরিনির্দীপিত হইব না ।” ভন্তে ভগবন্, এখন আপনার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্থ্য মার্গ লাভ করিয়া স্ননিপুণা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্ফুতা, ধম্মধারিণী, ধম্মাচারিণী, কর্তব্যপরায়াণা ও যথাধম্মপালনকারিণী হইয়াছেন, এখন তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে প্রচার, অধ্যাপন, জ্ঞাপন ও স্থাপন করিতে, এবং উন্মোচন করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এখন তাঁহারা ধম্ম বিভাগ, সরল ব্যাখ্যা করিয়া ও বুঝাইতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন । এখন তাঁহারা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধম্মতঃ স্ননিগ্রহ করিয়া পাপ বিতারক, পাপনাশক ধম্মদেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন ।

ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্দীপিত হউন । হে স্নগত, এখন আপনি পরিনির্দীপিত প্রাপ্ত হউন !! এখন ভন্তে, ভগবানের পরিনির্দীপনের সময় হইয়াছে । ভন্তে, ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল—“হে পাপমতি মার, যাবং আমার গৃহী উপাসকগণ আর্থ্যমার্গ লাভ করিয়া স্ননিপুণ, বিনীত, বিসারদ, বহুস্ফুত ধম্মধারী, ধম্মাচারী, কর্তব্যপরায়াণ ও যথাধম্মপালনকারী না হইবেন ; যাবং তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধম্মপ্রচার অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানাপ্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থ না হইবেন ; যাবং ধম্ম

পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্ঠপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি, বিভজিস্‌সন্তি, উত্তানিং করিস্‌সন্তি উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেহা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্‌সন্তীতি । এতরহি খো পন ভন্তে উপাসকা ভগবতো সাবকা বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন, সামোচিপ্পটিপন্ন, অল্পধম্মচারিনো ; সকং আচরিয়কং উগ্গহেহা আচিক্খন্তি, দেসেস্‌সন্তি, পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি পট্ঠপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি, বিভজিস্‌সন্তি, উত্তানিং করোস্‌সন্তি, উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেহা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্‌সন্তি ।

পরিনিব্বাত্তু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাত্তু সুগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো । ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে উপাসিকা ন সাবিকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন, সামোচিপ্পটিপন্ন, অল্পধম্মচারিনিযো ; সকং আচরিয়কং উগ্গহেহা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্‌সন্তি, পঞ্‌ঞাপেস্‌সন্তি, পট্ঠপেস্‌সন্তি, বিবরিস্‌সন্তি বিভজিস্সন্তি, উত্তানিং করিস্সন্তি ; উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেহা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং

---

সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সক্ষম না হইবেন ; বিধর্মীদের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ নিগ্রহ পূর্বক পাপপ্রতিহারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবেন ; তাবৎ কাল আমি পরিনির্দোষিত হইবনা ।”

ভন্তে, ভগবন্, এখন আপনার গৃহী উপাসকগণ আধ্যম্য লাভ করিয়া সুনিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মচারী, কর্তব্যপরায়ণ, যথাধর্মপালনকারী হইয়াছেন । তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্মপ্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, বিভাগ এবং সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; উৎপন্ন পরনির্দোষকে ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিভারক, পাপধ্বংসকারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন ।

ভন্তে, ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্দোষিত হউন । হে সুগত এখন আপনি পরিনির্দোষ প্রাপ্ত হউন !! এখন, ভন্তে, ভগবানের পরিনির্দোষের সময় হইয়াছে । ভন্তে, ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল—“হে পাপমতি যার, যাবৎ আমার গৃহী উপাসিকাগণ আধ্যম্য লাভ করিয়া সুনিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারিণী, ধর্মচারিণী কর্তব্যপরায়ণ, যথাধর্মপালনকারিণী না হইবেন ; যাবৎ তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন, ও নানাপ্রকারে বিভাগ করিতে সমর্থতা না হইবেন ; যাবৎ ধর্ম সরল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে সক্ষম না হইবেন, বিধর্মীদের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ নিগ্রহ করিয়া পাপপ্রতিহারক ধর্মদেশনা করিতে সমর্থতা না হইবেন ; তাবৎ

দেসেসসুস্তুতি । এতরহি খো পন ভন্তে উপাসিকা ভগবতো সাবিকা বিষজ্জা, বিনীতা, বিসারদা, বহুসস্তুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন, সাম্মীচি-প্পটিপন্ন, অম্মুধম্মচারিনিযো ; সকং আচরিয়কং উগ্গহেত্বা আচিক্খন্তি দেসেস্তু, পঞ্জাপেস্তি, পট্টপেস্তি, বিবরন্তি, বিভজন্তি, উত্তানিং করোন্তি ; উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহ ধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্তু ।

৮। পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো । পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতো । ভাসিতা খো পনেস ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং, পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে ইদং ব্রহ্মচারিয়ং ন ইদ্ধং চেব ভবিস্সতি ফীতঞ্চ বিখারিতং বাহুজ্ঞেপ্পং পুতুভুতং যাব দেবমম্মুসেসেহি সুপ্পকাসিতন্তি । এতরহি খো পন ভন্তে ভগবতো ব্রহ্মচারিয়ং ইদ্ধঞ্চেব ফীতঞ্চ বিখারিতং বাহুজ্ঞেপ্পং পুতুভুতং যাব দেবমম্মুসেসেহি সুপ্পকাসিতং । পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বান কালো দানি ভন্তে ভগবতোতি ।

কাল আমি পরিনির্বাণিত হইবন।” ভন্তে, এখন ভগবানের গৃহী উপাসিকাগণ আৰ্য্যমার্গ লাভ করিয়া সুনিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্ম্মধারিণী ধর্ম্মাচারিণী, কর্তব্যপরায়ণা, ও যথাধর্ম্মপালনকারিণী হইয়াছেন ; তাঁহারা স্বীয় আচার্য্যাবাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে ধর্ম্ম-প্রচার, অধ্যাপন, জ্ঞাপন, ও স্থাপন, করিতে এবং উন্মোচন করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন ; তাঁহারা ধর্ম্ম বিভাগ, সরল ব্যাখ্যা করিয়াও বুঝাইতে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন ; তাঁহারা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্ম্মতঃ সুনিগ্রহ করিয়া পাপবিতারক, পাপনাশক, ধর্ম্মদেশনা, করিতে সমর্থতা লাভ করিয়াছেন ।

৮। ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্বাণিত হউন, হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন !! এখন প্রভু ভগবানের পরিনির্বাণের যথোচিত সময় হইয়াছে । ভন্তে, ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছিল যে, “হে পাপমতি মার, যতদিন আমার এই শিক্ষা-ত্রয় সংগৃহীত সমস্ত শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তি বশে বদ্ধিত, বিদ্বত, বহুজন জ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত না হইবে, যতদিন বিজ্ঞ দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত না হইবে ততদিন আমি পরিনির্বাণিত হইব না ।” ভন্তে, এখন ভগবানের শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত, সমস্ত শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞাসম্পত্তি বশে বদ্ধিত, বিদ্বত, বহুজনজ্ঞাত, সর্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে । যত বিজ্ঞ দেব-মানব আছেন, তাঁহাদের নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে । অতএব ভন্তে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্বাণিত হউন, হে সুগত, এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন । ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনির্বাণের ‘যথোচিত সময় হইয়াছে ।

৯। এবং বৃন্তে ভগবা মারং পাপিমন্তং এতদবোচ :—অপপোসসুক্কো হং পাপিম হোহি, ন চিরং তথাগতস্ পরিনিব্বানং ভবিস্ সতি : ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চযেন তথাগতো পরিনিব্বাযিস্ সত্তীতি ।

১০। অথ খো ভগবা চাপালচেতিযে সতো সম্পজ্ঞানো আযুসজ্জারং ওস্ সজ্জি, ওস্ সট্টে চ ভগবতা আযুসজ্জারে মহাভুমিচালো অহোসি ভিংসনকো, সলোমহংসো, দেবদুভ্ভিযো চ ফলিংসু । অথ খো ভগবা এতমখং বিদিত্বা তাযং বেলাযং ইমং উদানং উদানেসি :—

তুলমতুলঞ্চ সম্ভবং  
ভবসজ্জারমবস্ সজ্জি মুনি,  
অজ্জাত রতো সমাহিতো  
অভিন্দি কবচমিবন্তসম্ভবন্তি ।

২। এইরূপ উক্ত হইলে ভগবান্ পাপমতিমারকে এইরূপ বলিলেন ;—“হে পাপমতি মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও, অচিরেই তথাগতের পরিনির্কান হইবে। অল্প হইতে তিন মাস অন্তে তথাগত পরিনির্কান প্রাপ্ত হইবেন।”

১০। অনন্তর ভগবান্ চাপাল-চৈত্রে স্মৃতি ও জ্ঞান যোগে ( সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় ) স্বীয় আয়ু-সংস্কার বর্জন করিলেন ( অর্থাৎ এখন হইতে তিন মাসের পর বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত আমার প্রাণ বায়ু চলিতে থাকুক, তারপর নিরুদ্ধ হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করিলেন ) ভগবান্ আয়ু সংস্কার বর্জন করিলে, অতি ভীষণ লোমহর্ষণকর ভূমি কম্প আরম্ভ হইল এবং দেব দুন্দুভি ধ্বনিত হইল, ( দেব গর্জন শ্রুত হইল, অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল, ঘন বৃষ্টি বর্ষিত হইল )। অতঃপর ভগবান্ সংস্কারের অনিত্যতাসূচক অর্থ বিদিত হইয়া, তৎকালে এই প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

বুদ্ধ মুনি বিদর্শন বশে আধ্যাত্মিক রত, শমথ বশে সমাহিত ভাবে সম্ভবের হেতুভূত তুলাতুল ভবসংস্কার ( পরিমিত ও অপরিমিত লৌকিক কৰ্ম ) ত্যাগ করিলেন এবং সংগ্রাম স্থলে মহাযোদ্ধার বর্ষ্মতুল্য আত্ম সজ্জাত ক্লেশ বিদারণ করিলেন ।

অথবা ভগবান্ আধ্যাত্মিক রত সমাহিতভাবে নির্কান এবং সম্ভব ( উৎপত্তি ) তুলনা করতঃ ভব সংস্কার ( ভবগামী কৰ্ম ) ত্যাগ করিলেন । অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য, পঞ্চস্কন্ধের নিরোধ নির্কান নিত্য ইত্যাদি প্রকারে তুলনা করতঃ বুদ্ধমুনি ভবে আদীনব এবং নির্কানে আনিশংস দেখিয়া সেই স্কন্ধ সমূহের মূল ভূত ভব সংস্কার আধ্যাত্মিক সমাহিতভাবে আৰ্য্য মার্গ দ্বারা ক্ষয় করিলেন । এইরূপে পূর্ব হইতেই শমথ বিদর্শন বলে বর্ষ্মের দ্বারা আত্মভাব পরিবেষ্টনকারী সমস্ত কলুষজাল বিদারণ করিলেন । কলুষ বিহীনের কৃতকৰ্ম্ম অপ্রতিসন্ধিক ( প্রতিসন্ধি দেয় না ) বলিয়া কলুষ ত্যাগে কৰ্ম্মও ত্যাগ হইল । কলুষ ত্যাগীর ভয় হইতে



১১। অথ খো আযস্মতো আনন্দস্স এতদহোসি.—অচ্ছরিযং বত ভো, অবভুতং বত ভো, মহাবতাযং ভূমিচালো, স্তমহাবতাযং ভূমিচালো, ভিংসনকো সলোমহংসো, দেবহুদ্রভিযো চ ফলিংসু । কো হু খো হেতু কো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবাযাতি, ।

১২। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিন্নো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :—অচ্ছরিযং ভন্তে অবভুতং ভন্তে মহাবতাযং ভন্তে ভূমিচালো, স্তমহাবতাযং ভন্তে ভূমিচালো, ভিংসনকো সলোমহংসো, দেবহুদ্রভিযো চ ফলিংসু ; কো হু খো ভন্তে হেতু কো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্স পাতুভাবাযাতি ?

১৩। অট্ট খো ইমে আনন্দ হেতু অট্ট পচ্চযা মহতো ভূমিচালস্স পাতুভাবায । কতমে অট্ট ? অযং আনন্দ মহাপথবী উদকে পতিট্ঠিতা, উদকংবাতপতিট্ঠিতং, বাতো আকাসট্ঠো হোতি । সো খো আনন্দ সমযো যং মহাবাতা বাযন্তি, পারেনা । তদ্ধেতু ভগবান্ অভীত ভাবেই স্বীয় আয়ুসংস্কার ত্যাগ করিলেন । তাহা ( অভীত ভাব ) প্রকাশের জগ্গ এই উদান ( উল্লাসধ্বনি ) করিলেন ।

১১। অনন্তর আয়ুস্মান আনন্দের মনে এই বিষয়ের সঞ্চার হইল ; একি আশ্চর্য্য ! একি অদ্ভুত ভূমিকম্প !! এই ভূমিকম্প মহৎ, অতি মহৎ ভয়ানক রোমহর্ষণকর ! সঙ্ঘে দেব-গর্জ্জন হইয়া বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল ! ঘন বৃষ্টিও যে বর্ধিত হইল !! কেন ? কোন কারণে ( কোন ঘটনার ত্রোতক ) এই মহাভূমিকম্প হইল ?

১২। তৎপর আয়ুস্মান আনন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন । এক পার্শ্বে বসিয়া ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :—ভন্তে, অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অতি ভয়ানক ভীষণ রোমহর্ষণকর এই মহাভূমিকম্প, স্তমহৎ ভূমিচাল, সঙ্ঘে দেব-গর্জ্জন হইয়া বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইল, ঘন বৃষ্টিও যে বর্ধিত হইল । ভন্তে, এই রূপ মহাভূমিকম্পের হেতু কি ? প্রত্যয় কি ?

১৩। আনন্দ, ভূমিকম্প হইবার অষ্টবিধ হেতু, অষ্টবিধ প্রত্যয় আছে । অষ্টবিধ হেতু কি ? আনন্দ, এই মহাপৃথিবী জলের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, জল বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত ; বায়ু আকাশস্থ রহিয়াছে । অতএব আনন্দ, যখন মহাবায়ু প্রবাহিত হয় তখন জল কম্পিত হয়,

মহাবাতাবায়ন্তা উদকং কম্পেত্তি, উদকং কম্পিতং পথবিংকম্পেতি। অযং পঠমো হেতু পঠমো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্ পাতুভাবায়।

১৪। পুনচ পরং আনন্দ সমণো বা হোতি ব্রাহ্মণো বা ইন্ধিমা চেতোবসিপ-পত্তো, দেবো বা মহিদ্ধিকো মহানুভাবো, তস্ পরিত্তা পথবিসংগ্গা ভাবিতা হোতি, অপ্পমাণা আপোসংগ্গা। সো ইমং পথবিং কম্পেতি সংকম্পেতি সম্প-কম্পেতি সম্পবেধতি। অযং ত্তিযো হেতু ত্তিযো পচ্চযো মহতোভূমিচালস্ পাতুভাবায়।

১৫। পুনচ পরং আনন্দ যদা বোধিসত্তো তুসিতা কাযা চবিত্তা সতোসম্পজানো মাতুকুচ্ছিং ওক্কমতি। তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং ততিযো হেতু ততিযো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্ পাতুভাবায়।

১৬। পুনচপরং আনন্দ যদা বোধিসত্তো সতোসম্পজানো মাতুকুচ্ছিন্মা নিক্কমতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং, চতুথো হেতু চতুথো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্ পাতুভাবায়।

১৭। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো অন্তরং সম্মাসসোদিং অভিসমুজ্জতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি। অযং পঞ্চমো হেতু

জল কম্পিত হইলে পৃথিবীও কম্পিত হয়। এই ধাতুক্কোত মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার প্রথম হেতু, প্রথম প্রত্যয়।

১৪। হে আনন্দ, অপর কারণ এই যে, কোন ঋদ্ধিমান সংযত চিত্ত শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অথবা মহাশক্তিশালী মহানুভব দেবের যদি পৃথিবীসংজ্ঞা দুর্বল এবং আপসংজ্ঞা বলবৎভাবে ভাবিত হয়, তবে তিনি এই পৃথিবীকে ঋদ্ধি প্রভাবে কম্পিত করেন, সঞ্চালিত করেন, ভয়ানকরূপে আন্দোলিত করেন। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা দ্বিতীয় হেতু, দ্বিতীয় প্রত্যয়।

১৫। হে আনন্দ, অন্য কারণ এই যে, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানভাবে তুষিতপুর হইতে চ্যুত হইয়া মাতুকুক্ষিতে অবতরণ করেন তখন এই পৃথিবী পুণ্যতেজে কম্পিত হয়, প্রকম্পিত হয়, ও সঞ্চালিত হয়, এবং ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা তৃতীয় কারণ, তৃতীয় প্রত্যয়।

১৬। পুনঃ হে আনন্দ, যখন বোধিসত্ত্ব স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত ভাবে মাতুকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন এই পৃথিবী পুণ্যতেজে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়। মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা চতুর্থ হেতু, চতুর্থ প্রত্যয়।

১৭। পুনঃ হে আনন্দ, যখন তথাগত অন্তরং সম্যক্ সোধি লাভ করেন, তখন এই পৃথিবী জ্ঞান-তেজে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয়।

পঞ্চমো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্ পাতুভাবায় ।

১৮। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো অহুত্তরং ধম্মচক্রং পবত্তেতি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি । অযং ছট্টো হেতু ছট্টো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্ পাতুভাবায় ।

১৯। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো সতোসম্পজানো আয়ুসঙ্কারংওস্-জতি, , তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি সম্পকম্পতি সম্পবেধতি । অযং সত্তমো হেতু, সত্তমো পচ্চযো মহতো ভূমিচালস্ পাতুভাবায় ।

২০। পুনচপরং আনন্দ যদা তথাগতো অহুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বায়তি, তদাযং পথবী কম্পতি সংকম্পতি, সম্পকম্পতি, সম্পবেধতি । অযং অট্টমো হেতু অট্টমো পচ্চযো, মহতো ভূমিচালস্ পাতুভাবায়তি । ইমে খো আনন্দ অট্ট হেতু অট্ট পচ্চযা মহতোভূমিচালস্ পাতুভাবায়তি ।

২১। অট্ট খো ইমা আনন্দ পরিসা । কতমা অট্ট ? খত্তিয়পরিসা,

মহা ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা পঞ্চম হেতু, পঞ্চম প্রত্যয় ।

১৮। পুনঃ হে আনন্দ ! যখন তথাগত অহুত্তর ধর্ম-চক্র প্রবর্তন করেন, তখন এই মহা পৃথিবী সাধু বাদ প্রদান করিতে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হয় । মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা ষষ্ঠ হেতু, ষষ্ঠ প্রত্যয় ।

১৯। পুনঃ হে আনন্দ ! যখন তথাগত, স্মৃতিমানও সম্প্রজ্ঞান ভাবে স্বীয় আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করেন, তখন এই মহাপৃথিবী কারুণ্যে কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত ও ভয়ানক রূপে আন্দোলিত হইয়া থাকে । মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার ইহা সপ্তম হেতু, সপ্তম প্রত্যয় ।

২০। পুনঃ হে আনন্দ ! যখন তথাগত অহুপাদিশেষ নির্ঝান ধাতুতে পরিনির্ঝাপিত হন, তখন পৃথিবী (রোদন করিতে) কম্পিত, প্রকম্পিত, সঞ্চালিত, ও ভয়ানকরূপে আন্দোলিত হইয়া থাকে । মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব হইবার এই অষ্টম হেতু, অষ্টম প্রত্যয় ।

হে আনন্দ ! মহাভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাবের এই অষ্টবিধ হেতু, অষ্টবিধ প্রত্যয় ।

( তখন আয়ুমান আনন্দের মনে হইল, অথ ভগবান্ স্বীয় আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করিলেন নাকি ? ভগবান্ ইহা অবগত হইয়া তাঁহাকে অবসর না দেওয়ার জন্য অনন্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন )

২১। হে আনন্দ ! এই আট প্রকারের পরিষৎ । আট প্রকারের পরিষৎ কি কি ? ক্ষত্রিয়-পরিষৎ,

ব্রাহ্মণপরিসা, গৃহপতিপরিসা, সমগণপরিসা, চাতুমহারাজিকপরিসা, তাবতিংসপরিসা, মারপরিসা, ব্রহ্মপরিসা।

২২। অভিজ্ঞানামি খো পনাহং আনন্দ, অনেকসতং খত্তিয়পরিসং উপ-সঙ্কমিতা, তত্রপি ময়া সন্নিসিগ্গপূব্বঞ্চৈব সন্নপিতপূব্বঞ্চ সাংকচ্ছা চ সমাপজ্জিত-পূব্বা। তথ যদিংসকো তেসং বণ্ণো হোতি, তাদিসকো ময়ং বণ্ণো হোতি, যদিংসকো তেসং সরো হোতি তাদিসকো ময়ং সরো হোতি, ধম্মিয়া কথায় সন্দসেসেমি সমাদপেমি সমুত্তেজেমি সম্পহংসেমি ভাসমানঞ্চ মং ন জানন্তি কো হু খো অযং ভাসতি, দেবো বা মনুস্সো বাতি? ধম্মিয়া কথায় সন্দসেসেহা সমাদপেহা সমুত্তেজেহা সম্পহংসেহা অন্তরধায়ামি, অন্তরহিতঞ্চ মং ন জানন্তি, কো হু খো অযং অন্তরহিতো দেবো বা মনুস্সো বাতি?

২৩। অভিজ্ঞানামি খো পনাহং আনন্দ অনেকসতং ব্রাহ্মণপরিসং.....  
ব্রাহ্মণ-পরিসং, গৃহপতি-পরিসং, শ্রমণ-পরিসং, চাতুমহারাজিক-পরিসং, ত্রয়স্বিংশপরিসং, মার-পরিসং এবং ব্রহ্ম-পরিসং।

২২। আনন্দ! আমার পূর্বে বহুশত ক্ষত্রিয় পরিষদে+উপস্থিতির বিষয় আমি বিশেষরূপে জানি। সেই সেই পরিষদে ও আমি পূর্বে বসিয়াছি, আলাপ করিয়াছি, ধর্মচর্চা করিয়াছি, তথায় তাঁহাদের যাদৃশ বর্ণ, যাদৃশ স্বর, তাদৃশ আমার বর্ণ, আমার স্বর ছিল। আমি ধর্ম প্রসঙ্গ দ্বারা কর্ম, কর্মফল, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মাদি বিবৃত করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়াছি, উহা গ্রহণ করাইয়াছি, তৎবিষয়ে উত্তেজিত এবং সন্তুষ্ট করিয়াছি। ( ভগবান্ স্ববর্ণ বর্ণে বুদ্ধবেশেই পরিষদে বসিয়া অষ্টাঙ্গসমগাগত ব্রহ্মস্বরে\* কথোপকথন, ধর্মালোচনা করিতেন, তাঁহারা কিন্তু তাঁহাদেরই মত দেখিতেন এবং তাঁহাদের স্বীয় ভাষাতেই স্রমধুর স্বর শুনিতেন ) কথা বলিবার সময় তাঁহারা আমাকে জানিত না যে, ইনি কে কথা বলিতেছেন, দেব না মানব? ধর্ম প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাদিগকে মুক্তিরপথ দেখাইয়াছি উহা গ্রহণ করাইয়াছি, সমুত্তেজিত ও আত্মাদিত করিয়া আমি অন্তর্দান হইয়াছি। আমি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহারা আমাকে জানিতে পারেন নাই, কে ইনি অন্তর্হিত হইলেন, দেব না মানব? ( রাজাসনে বসিয়া ভগবান্ আলাপ করিলে অত্যাশ্চর্য্য ভাবিতেন, অথ্য আমাদের রাজা অতি মধুর স্বরে কথা বলিতেছেন। ভগবান্ অন্তর্হিত হইলে রাজা যখন আসিয়া বসিতেন তখন আলোচনা হইত, কে তিনি কথা বলিয়া গেলেন, দেব না মানব? কিন্তু তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। )

২৩। আনন্দ! আমার পূর্বে বহুশত ব্রাহ্মণ+পরিষদে.....

১। ব, উপসঙ্কমিতা। ২। সী, অ, এতেসং। ৩। সী, ই, ধম্মিয়া চ।

+ বিধিয়ার সমাগমো, লিচ্ছবী সমাগমো, ঐ-ক্রান্তি সমাগমাদি সদিসা অঞ-ঞেহুচক্বালেহুলভুত্তেব।

\*অষ্টাঙ্গ সমাগাগত ব্রহ্মস্বরঃ—কিসস্টো চ বিঞ-ঞেযো চ মঞ্জু চ, সব্বনীযোচ, বিন্দুচ অবিসারীচ গত্তীয়োচ নিরাসী চ।

+ সোণদন্ত কুটুম্ব সমাগমাদি স্বসেন চেব অঞ-ঞেহুচক্বালসেন চ সত্তবো বেদিত্তকে।

গৃহপতিপরিসং.....সমগণপরিসং.....চাতুমহারাজিকপরিসং.....তাবতিংসপরিসং  
.....মারপরিসং.....ব্রহ্মপরিসং উপসঙ্কমিতা, তত্রাপি ময়া সন্নিগ্গপুংক্কেব  
সল্লপিতপুংক্কে সাংকচ্ছা চ সমাপজ্জিত পুংক্কা, তথ যাদিসকো তেসং বগ্গো হোতি  
তাদিসকো ময়হং বগ্গো হোতি, যাদিসকো তেসং সরো হোতি তাদিসকো ময়হং  
সরো হোতি, ধম্মিয়া কথায় সন্দস্বেমি, সমাদপেমি, সমুত্তেজেমি, সম্পহংসেমি।  
ভাসমানঞ্চ মং ন জানন্তি কো হু খো অয়ং ভাসতি দেবো বা মনুস্সো বাতি? ধম্মিয়া  
কথায় সন্দস্বেমহা সমাদপেহা সমুত্তেজেহা সম্পহংসেহা অন্তরধাযামি, অন্তর-  
হিতঞ্চ মং ন জানন্তি কো হু খো অয়ং অন্তরহিতো, দেবো বা মনুস্সো বাতি?  
ইমা খো আনন্দ অট্ট পরিসা।

২৪। অট্ট খো ইমানি আনন্দ অভিভাযতনানি। কতমানি অট্ট?

২৫। অষ্টাং রূপসংগ্রহী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্সতি পরিত্তানি সুবল্ল

গৃহপতি পরিষদে...শ্রমণ পরিষদে...চাতুমহারাজিক পরিষদে...বহুশত ত্রয়স্বিংশ পরিষদে...বহুশত  
মারপরিসং...বহুশত ব্রহ্ম পরিষদে উপস্থিতির বিষয় আমি বিশেষরূপে জানি। সেই সেই পরিষদেও  
আমি পূর্বে বসিয়াছি, আলাপ করিয়াছি, ধর্ম চর্চা করিয়াছি। তথায় তাঁহাদের যাদৃশ  
বর্ণ, যাদৃশ স্বর, তাদৃশ আমার বর্ণ, আমার স্বর ছিল। আমি ধর্ম প্রসঙ্গ দ্বারা কুশলা-  
কুশলাদি দেখাইয়াছি, উহা গ্রহণ করাইয়াছি, তদ্বিষয়ে উত্তেজিত এবং সন্তুষ্ট করিয়াছি।  
কথা বলিবার সময় তাঁহারা আমাকে জানিতেন না যে, ইনি কে কথা বলিতেছেন, দেব না  
মানব? ধর্ম প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাদিগকে মুক্তিরপথ দেখাইয়া গ্রহণ করাইয়াছি, তদ্বিষয়ে সমুত্তেজিত ও  
আহ্লাদিত করিয়া অন্তর্দান হইয়াছি। আমি অন্তর্হিত হইয়া গেলেও তাঁহারা আমাকে  
জানিতে পারেন নাই যে, কে ইনি অন্তর্হিত হইলেন; দেব না মানব? আনন্দ! এই আট  
প্রকারের পরিষৎ।\*

২৪। হে আনন্দ! এই অষ্টবিধ অভিভাযতন (অভিভবনীয় কারণ) অষ্টবিধ কি কি?

২৫। আধ্যাত্মিক রূপ সংজ্ঞা লব্ধ + রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ অপ্রসন্ন (অব-  
জ্ঞিত) কসিন স্বরূপ কুরূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞাব্যক্তি সেই সমূহ অভিজ্ঞত করিয়া  
আমি জানিতেছি ও আমি দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন (অর্থাৎ যেমন পূর্ণগ্রাহী  
কটুচ্ছূ (চামচ্) মাত্র ভাত পাইলে “এই গুলি কি খাইব?” বলিয়া একত্রিত করতঃ এক  
গ্রাসেই খাইয়া থাকেন, সেইরূপ তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞান বিশদ জ্ঞানী এই অপ্রসন্ন আরম্ভে সমাপন্ন হইবার  
কি আছে? ইহা আমার পক্ষে কঠিন নহে বলিয়া সেই সমুদয় অভিজ্ঞত করিয়া সমাপন্ন

\* হে আনন্দ! তথাগত এই অষ্টবিধ পরিষদে উপস্থিত হইয়া ষাট মত প্রচার করিতে কখনও তীত জালিত হন  
নাই। যারূপে একা দেখিয়া কেন তিনি জালিত হইবেন? তিনি নির্ভয়েই স্মৃতিমান ও সঙ্গজ্ঞান অবস্থায় ষাট আট সংস্কার  
জ্ঞাপ করিয়াছেন। এখনও আনন্দকে অবসর না দিয়া পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

হৃৎক্লানি, তানি অভিভূয়া জানামি পস্‌সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং পঠমং অভিভাষতনং ।

২৬। অজ্ঞাতং অরূপসঞ্ঞী, একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি অগ্নমাণানি সুবল্ল হৃৎক্লানি তানি অভিভূয়া জানামি পস্‌সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং তৃতীয়ং অভিভাষতনং ।

২৭। অজ্ঞাতং অরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি পরিত্তানি সুবল্ল হৃৎক্লানি, তানি অভিভূয়া জানামি পস্‌সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং ততীয়ং অভিভাষতনং ।

হন, তাঁহার নিমিত্ত উৎপাদন মাত্রেই “অপ্পনা” লাভ হয়। সমাপত্তি হইতে উঠিলেই আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া এইরূপ আভোগ সংজ্ঞা ও ধ্যান সংজ্ঞা জন্মে কিন্তু অভিভবনীয় সংজ্ঞা সমাপত্তিতেও বিচ্যমান থাকে। ইহা প্রথম অভিভাষতনং ।

২৬। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ \* রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থিত অপরিমিত কসিন স্বরূপ কুরূপ সমূহ দর্শন করেন। তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহাও অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও আমি দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা দ্বিতীয় অভিভাষতনং ।

২৭। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ অগ্রসর কসিন স্বরূপ কুরূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহা অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা তৃতীয় অভিভাষতনং ।

\* যিনি আধ্যাত্মিক নীলাদি রূপে কসিন পরিকল্প করেন তাঁহাকে “অজ্ঞাত-রূপ-সঞ্ঞী” বলা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক রূপে পরিকল্পকারী, আধ্যাত্মিক নীল, পীত, লোহিত ও শ্বেতবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া করেন। যথা—কেশ পিত্ত বা চক্ষের তারকা লক্ষ্য করিয়া নীল, মেদ, ত্বক, হস্ত বা পদ পৃষ্ঠ ও চক্ষের পীতবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া পীত, মাংস, রক্ত ও চক্ষের রক্তবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া লোহিত, অস্থি, দন্ত ও চক্ষের শ্বেতবর্ণ স্থান লক্ষ্য করিয়া ওদাত শ্বেতকসিন পরিকল্প করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই সমুদয় স্নানীল, স্নপীত, স্নলোহিত ও স্নওদাত নহে বলিয়া আধ্যাত্মিক রূপে পরিকল্প অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বহিঃস্থ স্নানীল, স্নপীত, স্নলোহিত ও স্নওদাত পরিকল্পের ত্রায় বিপ্লব কসিন পরিকল্প হয় না। ষাংহাং এই পরিকল্প আধ্যাত্মিক উৎপন্ন, নিমিত্ত বহিঃস্থ, সেইরূপ আধ্যাত্মিক পরিকল্পার বহিঃস্থ অপ্পনা বলিয়া “অজ্ঞাতরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষাংহাং পরিকল্প নিমিত্ত বহিঃস্থ আধ্যাত্মিক নহে তাঁহাকে “অজ্ঞাত অরূপসঞ্ঞী” বলা হইয়াছে। নীল বা পীতাদি কসিন ভাবনা করিতে হইলে স্নানীল স্নপীতাদি পুষ্প বা বস্ত্র প্রভৃতির প্রতিই প্রথম লক্ষ্য করিয়া অভ্যাস ( শিক্ষা ) করিতে হয়।

২৮। অজ্ঞাতং অরূপসংগ্ৰহী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি অপ্পমাণানি সুবল্লভবল্লানি, তানি অভিভূয়া জানামি পস্‌সামীতি এবং সংগ্ৰহী হোতি, ইদং চতুর্থং অভিভাযতনং।

২৯। অজ্ঞাতং অরূপসংগ্ৰহী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি নীলানি নীলবল্লানি নীলনিদস্‌সনানি নীলনিভাসানি—সেয্যাথাপি নাম উম্মা পুপ্পং [নীলং] নীলবল্লং নীলনিদস্‌সনং নীলনিভাসং—সেয্যাথাপি বা পন তং বথং বারাগ-সেয্যকং উভতোভাগবিমট্টং নীলং নীলবল্লং নীলনিদস্‌সনং নীলনিভাসং—এবমেব অজ্ঞাতং অরূপ সংগ্ৰহী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি নীলানি নীলবল্লানি নীল-নিদস্‌সনানি নীলনিভাসনানি, তানি অভিভূয়া জানামি পস্‌সামীতি এবং সংগ্ৰহী হোতি, ইদং পঞ্চমং অভিভাযতনং।

৩০। অজ্ঞাতং অরূপসংগ্ৰহী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি পীতানি পীতবল্লানি পীতনিদস্‌সনানি পীতনিভাসানি—সেয্যাথাপি নাম কণিকারপুপ্পং পীতং পীতবল্লং পীতনিদস্‌সনং পীতনিভাসং—সেয্যাথাপি বা পন তং বথং বারাগসেয্যকং উভতোভাগ বিমট্টং পীতং পীতবল্লং পীতনিদস্‌সনং পীতনিভাসং—এবমেব অজ্ঞাত অরূপসংগ্ৰহী একো বহিদ্ধা রূপানি পস্‌সতি, পীতানি পীতবল্লানি পীতনিদস্‌সনানি পীতনিভা-

২৮। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃপ্রস্থমণা কসিন অরূপ কুরূপ সমূহ ধ্যান চক্রে দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহা চতুর্থ অভিভাযতন।

২৯। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ নীল, নীলবর্ণ নীলদর্শন, নীলপ্রভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন। যেমন নীল-নীলবর্ণ নীলদর্শন, নীল-প্রভাযুক্ত উম্মা পুস্প, অথবা নীল-নীলবর্ণ নীলনিদর্শন নীল আভাযুক্ত উভয় পদকে কোমল বারাগসীর বস্ত্র। সেইরূপ আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ নীল-নীলবর্ণ, নীল-দর্শন ও নীল আভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন। তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহা পঞ্চম অভিভাযতন।

৩০। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীগণের মধ্যে কেহ কেহ বহিঃস্থ পীত-পীতবর্ণ পীতনিদর্শন ও পীত আভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন। যেমন পীত-পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন ও পীত প্রভাযুক্ত কণিকারপুস্প অথবা যেমন পীত-পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন ও পীত প্রভাযুক্ত উভয় পদকে কোমল বারাগসী জাত বস্ত্র। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লব্ধ রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ পীত-পীতবর্ণ, পীতনিদর্শন ও পীত প্রভাযুক্ত রূপ সমূহ দর্শন করেন।

[নী, ই, ন নীলসতি।]+উম্মা পুস্প স্নিগ্ধ, কোমল, নীল বর্ণ। দ্বিবিধকলিকপুস্প দেখিতে ইদং সাধা।

সানি, তানি অভিভূষ্য জানামি পস্‌সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং ছট্ঠং অভিভাযতনং ।

৩১। অজ্জন্তং অরূপসঞ্ঞী একো বহিদ্ধারূপানি পস্‌সতি, লোহিতকানি লোহিতকবল্লানি লোহিতকনিদস্‌সনানি লোহিতকনিভাসানি—সেয্যথাপিণাম বন্ধু-জীবকপুপ্ফং লোহিতকং লোহিতকবল্লং লোহিতক নিদস্‌সনং লোহিতক নিভাসং-সেয্যথাপি বা পন তং বথং বারাগসেয্যকং, উভতোভাগবিমট্ঠং লোহিতকং লোহিতকবল্লং লোহিতকনিদস্‌সনং লোহিতকনিভাসং—এবমেব অজ্জন্তং অরূপসঞ্ঞী একোবহিদ্ধারূপানি পস্‌সতি, লোহিতকানি লোহিতকবল্লানি লোহিতকনিদস্‌সনানি লোহিতকনিভাসানি, তানি অভিভূষ্য জানামি পস্‌সামীতি এবং সঞ্ঞী হোতি, ইদং সত্তমং অভিভাযতনং ।

৩২। অজ্জন্তং অরূপসঞ্ঞী একোবহিদ্ধারূপানি পস্‌সতি ওদাতানি ওদাত-বল্লানি ওদাতনিদস্‌সনানি ওদাতনিভাসানি—সেয্যথাপিণাম ওসধিতারকা ওদাতা ওদাতাবল্লা ওদাতনিদস্‌সনা ওদাতনিভাসা—সেয্যথাপি বা পন তং বথং বারাগ-সেয্যকং, উভতোভাগবিমট্ঠং ওদাতং ওদাতবল্লং ওদাতনিদস্‌সনং ওদাতনিভাসং—এবমেব অজ্জন্তং অরূপসঞ্ঞী একোবহিদ্ধারূপানি পস্‌সতি, ওদাতানি ওদাত-

তীক্‌ক প্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও আমি দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা ষষ্ঠ অভিভাযতন।

৩১। আধ্যাত্মিক অরূপসংজ্ঞালক রূপাবচরধানীর মধ্যে কেহ বহিঃস্থ লোহিত লোহিতবর্ণ লোহিত নিদর্শন, লোহিত প্রভাযুক্ত রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন,—যেমন লোহিত—লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, লোহিত প্রভাযুক্ত বন্ধুজীবক পুপ্প, অথবা যেমন লোহিত—লোহিতবর্ণ লোহিতনিদর্শন লোহিত আভাযুক্ত উভয় পার্শ্বে কোমল বারাগসী জাত বস্ত্র, সেই রূপ আধ্যাত্মিক অরূপসংজ্ঞালক রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ লোহিত, লোহিতবর্ণ, লোহিত নিদর্শন, লোহিত আভাবিশিষ্ট রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন, কিন্তু তীক্‌ক প্রজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি ও দেখিতেছি বলিয়া সংজ্ঞা লাভ করেন। ইহা সপ্তম অভিভাযতন।

৩২। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞালক রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ বহিঃস্থ শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন, শ্বেত প্রভাযুক্ত রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন,—যেমন শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন শ্বেত প্রভাযুক্ত প্রভাত তারকা ( শুকতার। ) অথবা যেমন শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন ও শ্বেত আভাবিশিষ্ট—উভয় পার্শ্বে কোমল বারাগসী জাত বস্ত্র, সেইরূপ আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞা লক রূপাবচর ধ্যানীর মধ্যে কেহ শ্বেত—শ্বেতবর্ণ, শ্বেত নিদর্শন ও শ্বেত আভাযুক্ত রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন, তীক্‌ক প্রজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু সেই সমুদয় অভিভূত করিয়া আমি জানিতেছি



বল্পানি ওদাতনিদস্‌সনানি ওদাতনিভাসানি, তানি অভিভূয়া জ্ঞানামি পস্‌সামীতি  
এবং সঞ্‌ঞী হোতি, ইদং অট্টমং অভিভাযতনং। ইমানি খো আনন্দ অট্ট  
অভিভাযতনানি।

৩৩। অট্ট খো ইমে আনন্দ বিমোক্‌খা। কতমে অট্ট ?

৩৪। রূপী রূপানি পস্‌সতি, অযং পঠমো বিমোক্‌খো।

৩৫। অজ্জাতং অরূপসঞ্‌ঞী বহিদ্ধারূপানি পস্‌সতি, অযং দুতিযো বিমোক্‌খো।

৩৬। সুভন্তেব অধিমুক্তো হোতি, অযং ততিযো বিমোক্‌খো।

ও দেখিতেছি বলিয়া এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। ইহা অষ্টম অভিভাযতন। (বিশুদ্ধ বর্ণ বশে  
শেষোক্ত চারিট; অভিভাযতন কথিত হইয়াছে)। আনন্দ, অভিভাযতন সমূহ এই আট শ্রেণীতে  
বিভক্ত। (আনন্দ! এইরূপ সমাপত্তি সমূহ সমাপন্ন ও উত্থান সমর্থ তথাগতের ভয় বা  
জ্ঞাস হইতেই পারে না। মারকে দেখিয়া কেন ভীত হইবেন? তিনি নির্ভয়েই শ্রুতিমান ও  
সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় স্থায়ী আয়ুসংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন। এখনও আনন্দকে অবসর না দিয়া  
পুনঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন।)

৩৩। হে আনন্দ! এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ। (অধি যোচনার্থে বিমোক্ষ। প্রত্যনীক ধর্ম  
সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া আরম্ভে অভিরতি বশে স্বেচ্ছা মুক্ত বলিয়া বিমোক্ষ।  
পিতৃ অঙ্কে নিরাশঙ্কভাবে শায়িত বালকের গ্রাঘ অনিগ্রহভাবে নিরাশঙ্ক হইয়া আরম্ভে নিয়োজিত  
থাকা। এইরূপ অর্থ প্রথম বিমোক্ষ হইতে সপ্তম বিমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য, অষ্টম বিমোক্ষে  
প্রযোজ্য নহে।) অষ্টবিধ বিমোক্ষ কি কি?

৩৪। রূপী+ (আধ্যাত্মিক কেশাদি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া নীল কসিনাদি ভাবনা বশে  
ধ্যান উৎপাদিত রূপাবচর ধ্যানী) বহিঃস্থ নীলাদি কসিন রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন কবেন।  
এতদ্বারা আধ্যাত্মিক ও বহিঃস্থ কসিন বস্ত্র সমূহে উৎপাদিত ধ্যানী ব্যক্তির, চতুর্বিধ রূপা-  
বচর ধ্যানই প্রদর্শিত হইয়াছে) ইহা প্রথম বিমোক্ষ।

৩৫। আধ্যাত্মিক অরূপ সংজ্ঞালব্ধ (আধ্যাত্মিক কেশাদি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া  
বহিঃস্থ স্নানাদি কসিন বস্ত্র সমূহে পরিকল্প্য করিয়া ধ্যান উৎপাদিত রূপাবচর ধ্যানী) বহিঃস্থ  
নীলাদি রূপ সমূহ ধ্যান চক্ষে দর্শন করেন। ইহা দ্বিতীয় বিমোক্ষ।

৩৬। শুভতেই অধিমুক্ত হয়। (পূর্বাদি এক দিক বা চারিদিক ও চারি অঙ্গদিক  
এবং উর্দ্ধ অধঃ দিকের সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপ্রমাণ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাসহ  
গতচিত্ত হইয়া যোগী অবস্থান করিলে সমস্ত প্রাণী তাঁহার অপ্রতিকূল হয়, এইরূপ শুভতেই অধিমুক্ত  
হয়) ইহা তৃতীয় বিমোক্ষ।

৩৭। সর্বসো রূপসংজ্ঞানং সমতিক্রমা পটিষসংজ্ঞানং অথঙ্গমা, নানন্ত্ৰ সৎজ্ঞানং অমনসিকারা, অনন্তো আকাসোতি আকাসানন্তায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং চতুর্থো বিমোক্ষো।

৩৮। সর্বসো আকাসানন্তায়তনং সমতিক্রম্য, অনন্তং বিৎসংজ্ঞানন্তি বিৎসংজ্ঞান-  
কায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং পঞ্চমো বিমোক্ষো।

৩৯। সর্বসো বিৎসংজ্ঞানায়তনং সমতিক্রম্য, নথি কিক্কীতি আকিৎসংজ্ঞানায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং ছট্ঠো বিমোক্ষো।

৪০। সর্বসো আকিৎসংজ্ঞানায়তনং সমতিক্রম্য, নেবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং সত্তমো বিমোক্ষো।

৪১। সর্বসো নেবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তনং সমতিক্রম্য, সৎজ্ঞানবেদযিতনিরোধং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং অট্ঠমো বিমোক্ষো।

৪২। ইমে খো আনন্দ অট্ঠ বিমোক্ষা।

৩৭। সর্বপ্রকারে রূপ সংজ্ঞা সমূহ অতিক্রম করিয়া প্রতিঘ (ক্লেদ) সংজ্ঞা সমূহও অন্তাগম করতঃ নানান্ন সংজ্ঞা সমূহে মনোযোগী না হইয়া, “অনন্ত আকাশ” এই রূপ চিন্তা (ধ্যান) করিয়া আকাশানন্তায়তন (ধ্যান) প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা, ইহা চতুর্থ বিমোক্ষ।

৩৮। সর্ব প্রকারে আকাশানন্তায়তন অতিক্রম করতঃ “অনন্ত বিজ্ঞান” এইরূপ চিন্তা (ধ্যান) করিয়া বিজ্ঞানানন্তায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা, ইহা পঞ্চম বিমোক্ষ।

৩৯। সর্বতঃ প্রসারী বিজ্ঞানানন্তায়তনের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতঃ কিছুই নাই এইরূপ চিন্তা (ধ্যান) করিয়া আকিৎসনায়তন প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করা, ইহা ষষ্ঠ বিমোক্ষ।

৪০। সকল প্রকার অনন্তিত্বের চিন্তা (ধ্যান) সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া মনের এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া অবস্থান করেন যে, সংজ্ঞা নাই এবং আছে (স্থূল সংজ্ঞা নাই বটে কিন্তু সূক্ষ্ম সংজ্ঞা আছে,) “নাই ইহার সম্প্রযুক্ত ধর্ম্মে ধ্যানের সংজ্ঞা, না অসংজ্ঞা” বলিয়া নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা, ইহা সপ্তম বিমোক্ষ।

৪১। সর্বপ্রকারে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞানায়তন ধ্যান অতিক্রম করিয়া সেই অবস্থায় বিহার করেন, যাহাতে সংজ্ঞা (বস্তু বিষয়ের ভাব) বেদযিত (ইন্দ্রদ্বারা অহুভূতি) সম্পূর্ণরূপে নিরোধ প্রাপ্ত হয়, ইহা অষ্টম বিমোক্ষ।

৪২। আনন্দ! এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ। (এই অষ্টবিধ বিমোক্ষ ও অভীত ভাব দেখাইবার জগ্গই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ সমাপত্তি সমাপন্ন হইতে ও এইরূপ সমাপত্তি হইতে উন্মিত তথাগতের ভয় বা ত্রাস উৎপন্ন হয় না। আনন্দ! একা মারকে দেখিয়া তথাগত কেন ভীত হইবেন? অভীত, অত্রাসিত, স্বতিমান, সম্প্রজ্ঞান ভাবেই স্বেচ্ছায় তথাগত স্বীয় আত্ম সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপও আয়ুমান আনন্দকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় ভগবান্ বলিতে আরম্ভ করিলেন।)

৪৩। একমিদাহং আনন্দ সময়ং উরুবেলায়ং বিহরামি নজ্জা নেরঞ্জরায় তীরে অজ্জপালনিগ্রোধে পঠমাভিসমুদ্বো। অথ খো আনন্দ মারো পাপিমা যেনাহং তেহুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্টঠাসি। একমন্তং ঠিতো খো আনন্দ মারো পাপিমা মং এতদবোচঃ—পরিনিব্বাতু দানি ভন্তে ভগবা, পরি-নিব্বাতু স্তুগতো, পরিনিব্বানকালোদানি ভন্তে ভগবতোতি।

৪৪। এবং বুদ্ধে অহং আনন্দ মারং পাপিমন্তং এতদবোচঃ—ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি যাব মে ভিক্খু ন সাবকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা, বিনীতা, বিসারদা, বহুস্সুতা, ধম্মধরা, ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন, সামীচিপ্পটিপন্ন, অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিয়কং উগ্গহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্সন্তি পঞ্ঞাপেস্সন্তি পট্টপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি বিভজিস্সন্তি উত্তানিং করিস্সন্তি, উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্সন্তি। ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি, যাব মে ভিক্খুনियो ন সাবিকা ভবিস্সন্তি বিযত্তা বিনীতা বিসারদা বহুস্সুতা ধম্মধরা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন সামীচিপ্পটিপন্ন অনুধম্মচারিনियो, সকং আচরিয়কং উগ্গহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্সন্তি পঞ্ঞাপেস্সন্তি পট্টপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি বিভজিস্সন্তি উত্তানিং করিস্সন্তি উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্সন্তি। ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি, যাব মে উপাসকা ন সাবকা ভবিস্সন্তি

৪৩। একদা আমি সম্বোধিলাভের পর প্রথম যখন নিরঞ্জন নদীর তীরে উরুবেলায় অজ্জপালনিগ্রোধ তরুমূলে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তখন পাপমতি মার আমার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছিল, এবং পার্শ্বদণ্ডায়মান হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলঃ—ভন্তে ভগবান্ এখন আপনি পরিনিব্বাণে নির্ব্বাপিত হউন, হে স্তুগত পরিনিব্বাণ প্রাপ্ত হউন! ভগবানের এখন পরিনিব্বাণ প্রাপ্তির সময় হইয়াছে।

৪৪। আনন্দ, এইরূপ উক্ত হইলে পাপমতি মারকে আমি এইরূপ বলিয়াছিলাম; হে পাপমতি, যাবৎ আমার ভিক্ষুশ্রাবকগণ আরা মাগ লাভ করিয়া নিপুণ, বিনীত, বিসারদ, বহুশ্রুত ধর্ম্মচারী, ধর্ম্মচারী, কর্তব্যপরায়ণ ও যথাধর্ম্মপালনকারী হইবে না, তাঁহারা স্বীয় আচার্য্য বাদ শিক্ষা করিয়া জনসমাজে প্রচার, ধর্ম্মদেশনা ও নানাপ্রকারে অপরকে ধর্ম্ম জ্ঞাপন করিতে পারিবেনা, অজ্ঞতা রূপ ঢাকনা টানিয়া ধর্ম্ম খুলিয়া দিতে, ভাগ করিয়া দেখাইতে ও সরল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ না হইবে। উৎপন্ন পর নিন্দার ধর্ম্মতঃ প্রতিবাদে ভালরূপে নিগ্রহ করিয়া চিন্তাকর্ষক, পাপনাশক ও অধর্ম্ম ধ্বংসকারক ধর্ম্মদেশনা করিতে সমর্থ না হইবে তাবৎকাল আমি পরিনিব্বাপিত হইব না।

বিষভা বিনীতা বিসারদা বহুসস্তুতা ধম্মধরা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন। সামীচিপ্পটিপন্ন।  
অনুধম্মচারিনো, সকং আচরিয়কং উগগহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্সন্তি পঞ্ঞা  
পেস্সন্তি পট্টপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি বিভজিস্সন্তি উত্তানিং করিস্সন্তি ; উপ্পন্নং  
পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং দেসেস্সন্তি ।  
ন তাবাহং পাপিম পরিনিব্বাযিস্সামি, যাব মে উপাসিকা ন সাবিকা ভবিস্সন্তি  
বিষভা বিনীতা বিসারদা বহুসস্তুতা ধম্মধরা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্ন। সামীচিপ্পটিপন্ন।  
অনুধম্মচারিনিযো, সকং আচরিয়কং উগগহেত্বা আচিক্খিস্সন্তি দেসেস্সন্তি  
পঞ্ঞাপেস্সন্তি পট্টপেস্সন্তি বিবরিস্সন্তি বিভজিস্সন্তি উত্তানিং করিস্সন্তি ;  
উপ্পন্নং পরপ্পবাদং সহধম্মেন সুনিগ্গহিতং নিগ্গহেত্বা সপ্পাটিহারিয়ং ধম্মং  
দেসেস্সন্তি ।

৪৫। ন তাবাহং পাপিম, পরিনিব্বাযিস্সামি ; যাব মে ইদং ব্রহ্মচারিয়ং ন  
ইদ্ধক্ষেব ভবিস্সতি ফীতঞ্চ বিখারিতং বাহুজ্ঞপ্পং পুথুভুতং, যাব দেবমহুস্সেহি  
সুপ্পকাসিতন্তি ।

৪৬। ইদানেব, খো আনন্দ অজ্জ চাপালে চেতিযে মারো পাপিমা যেনাহং  
তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্টাসি। একমন্তং ঠিতো খো আনন্দ  
মারো পাপিমা মং এতদবোচ :—

পরিনিব্বাতুদানি ভন্তে ভগবা, পরিনিব্বাতু সুগতো, পরিনিব্বানকালোদানি  
ভন্তে ভগবতো । ভাসিতা খো পনেসা ভন্তে ভগবতা বাচা :—ন তাবাহং পাপিম  
পরিনিব্বাযিস্সামি, যাব মে ভিক্খু ন সাবিকা ভবিস্সন্তি ..... । যাব  
মে ভিক্খুনিযো ন সাবিকা ভবিস্সন্তি ..... । যাব মে উপাসিকা ন

৪৫। হে পাপমতি মার, যতদিন আমার শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত এই শাসন-ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানা-  
শ্বাদ বশে সমুদ্বিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তি বশে বদ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্ব্বাকারে  
বিপুল ভাব প্রাপ্ত না হইবে, এবং বিজ্ঞদেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত না হইবে ততদিন  
আমি পরিনিব্বানে নিকীপিত হইব না ।

৪৬। হে আনন্দ ! অচ্ছ এখনই চাপাল মন্দিরে ( চৈত্রে ) পাপমতি মার আমার নিকট  
সমুপস্থিত হইয়া, এক পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে এইরূপ বলিল ;—ভন্তে ভগবন্, এখন পরি-  
নিকীপিত হউন । হে সুগত পরিনিব্বান লাভ করুন । ভন্তে, ভগবানের এখন পরিনিব্বান  
প্রাপ্তির উচিত সময় হইয়াছে । ভন্তে, ভগবান্ কর্ত্ত্বক এই বাক্য ভাষিত হইয়াছিল যে,  
হে পাপমতি মার, যতদিন আমার ভিক্ষুশ্রাবকগণ ..... ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ .....

সাবকা ভবিস্সন্তি ..... । যাব মে উপাসিকা ন সাবিকা ভবিস্সন্তি ... .. । যাব মে ইদং ব্রহ্ম চরিয়ং ন ইদ্ধক্ষেব ভবিস্সন্তি ফীতঞ্চ বিথারিতং বাহুজ্ঞং পুথুভূতং, যাব দেবমহুস্সেহি সুপ্পকাসিতন্তি । এতরহি খো পন ভস্তু ভগবতো ব্রহ্মচরিয়ং ইদ্ধক্ষেব ফীতঞ্চ, বিথারিতং বাহুজ্ঞং পুথুভূতং যাব দেবমহুস্সেহি সুপ্পকাসিতং । পরিনিব্বাত্তানি ভস্তু ভগবা, পরিনিব্বাত্তু সূগতো, পরিনিব্বান-কালোদানি ভস্তু ভগবতোতি ।

৪৭। এবং বুত্তে অহং আনন্দ মারং পাপিমন্তং এতদবোচঃ :—অপ্পোস্সুক্কো হুং পাপিম হোহি, ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সন্তি, ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চয়েন তথাগতো পরিনিব্বাযিস্সতীতি ।

৪৮। ইদানেব খো, আনন্দ, অজ্জ চাপালে চেতিয়ে তথাগতেন সতেন সম্পজ্ঞানেন আয়ুসজ্জারো ওস্সট্টোতি ।

৪৯। এবং বুত্তে আয়স্মা আনন্দো; ভগবন্তু এতদবোচঃ :—তিট্টুতু ভস্তু ভগবা কল্পং, তিট্টুতু সূগতো কল্পং, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমহুস্সানন্তি ।

উপাসকগণ ..... উপাসিকাগণ ..... যতদিন আমার শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত এই শাসন ব্রহ্ম-চর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তি বশে বদ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সৰ্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত না হইবে, এবং বিজ্ঞ দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত না হইবে ততদিন আমি পরিনিব্বাপিত হইব না। ভস্তু, সম্প্রতি ভগবানের ভিক্ষুশ্রাবকগণ ... .. ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ ..... গৃহী উপাসকগণ ..... উপাসিকাগণ ..... ভস্তু সম্প্রতি ভগবানের শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত সকল শাসন ব্রহ্মচর্য্য ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞা সম্পত্তিবশে বদ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সৰ্ব্বাকারে বিপুল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিজ্ঞ দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত হইয়াছে। ভস্তু, ভগবন, এখন পরিনিব্বাপিত হউন! হে সূগত, পরিনিব্বান লাভ করুন। ভস্তু, ভগবানের এখন পরিনিব্বান প্রাপ্তির উচিত সময় হইয়াছে।

৪৭। আনন্দ! এইরূপ উক্ত হইলে পাপমতি মারকে আমি এইরূপ বলিলাম :—পাপ-মতি মার, তুমি এখন নিশ্চেষ্ট হও। অচিরেই তথাগতের পরিনিব্বান হইবে। এখন হইতে তিন মাসান্তে তথাগত পরিনিব্বানে নিব্বাপিত হইবেন।

৪৮। হে আনন্দ! অতঃপরেই চাপাল চৈত্রে তথাগত কর্তৃক স্মৃতিমানও সম্প্রজ্ঞান অবস্থায় স্বীয় আয়ু সংস্কার ( আয়ুষ্কাল ) পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৪৯। এইরূপ উক্ত হইলে, আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেন :—ভস্তু, ভগবন, কল্পকাল অবস্থিতি করুন, হে সূগত! বহুজনের হিতের জগ্গ, সুখের জগ্গ, লোকের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক, দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখের জগ্গ কল্পকাল অবস্থান করুন।

৫০। অলং আনন্দ, মা তথাগতং যাচি, অকালোদানি আনন্দ তথাগতং যাচনাযাতি।

৫১। তৃতীয়ম্পি খো আয়স্মা আনন্দো ..... ততিষম্পি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচঃ—তিট্ঠতু ভন্তে ভগবা কল্পং, তিট্ঠতু সুগতো কল্পং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমনু-স্শানন্তি।

৫২। সদ্বহসি ত্বং আনন্দ তথাগতস্ বোধিস্তি? এবন্তন্তে। অথ কিঞ্চরহি ত্বং আনন্দ তথাগতং যাবততিযকং অভিনিপ্পীলেসীতি?

৫৩। সম্মুখা মেতং ভন্তে ভগবতো সূতং, সম্মুখা পটিগ্গহিতংঃ—যস্ কস্চি আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অনুট্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কল্পং বা তিট্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বা। তথা-গতস্ খো আনন্দ, চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অনুট্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা; সো আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কল্পং বা তিট্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বাতি।

৫০। আনন্দ! আর নহে, তথাগতের নিকট আর এ প্রার্থনা করিওনা। তথাগতকে এ প্রার্থনা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

৫১। দ্বিতীয়বার আয়ুস্মান আনন্দ ..... তৃতীয়বার আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ নিবেদন করিলেনঃ—ভন্তে, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থিত কল্পন! হে সুগত, বহুজনের হিতের জন্ত, বহুজনের সুখের জন্ত, লোকের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখের জন্ত, কল্পকালব্যাপী অবস্থান করুন।

৫২। আনন্দ! তুমি তথাগতের বোধিত্বে\* বিশ্বাস কর কি? ই। ভন্তে! বিশ্বাস করি। তবে কেন আনন্দ! তুমি তৃতীয়বার পর্য্যন্ত এরূপ প্রার্থনা করিয়া তথাগতকে নিপীড়িত করিতেছ?

৫৩। ভন্তে! ভগবানের সম্মুখেই মং কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে, সম্মুখেই এ সত্য গৃহীত হইয়াছেঃ—“হে আনন্দ! যে কাহারও চতুর্দ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথ গতির মত অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্ত ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত, সম্যক নিফাদিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি কল্পকাল বা কল্পকালের কিছু বেশী জীবিত থাকিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চতুর্দ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথগতি সদৃশ অনর্গল অভ্যস্ত, বাস্তভূমির মত সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিফাদিত হইয়াছে। আনন্দ! সেই তথাগত ইচ্ছা করিলে বর্তমান আয়ুষ্কল্প কাল বা তার চেয়ে কিছু বেশীও অবস্থান করিতে পারেন।”

\*বোধিত্তি সর্বঞ্ঞুতাঞাণং (সর্বজ্ঞতা জ্ঞান)।

৫৪। সদ্ব্যক্তিঃ স্বঃ আনন্দাতি ? এবম্ভ্যন্তে । তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুষ্কটং, তুয্হেবেতং অপরাধং, যঃ স্বঃ তথাগতেন এবং ওলারিকে নিমিত্তে করীয়মানে, ওলারিকে ওভাসে করীয়মানে, নাসক্খি পট্টিবিজ্জিতুং, ন তথাগতং যাচি :--তিষ্ঠতু ভস্তু ভগবা কল্পং, তিষ্ঠতু স্মৃতো কল্পং, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানু-কম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুসমানন্তি । সচে স্বঃ আনন্দ তথাগতং যাচে-য্যাসি হেব তে বাচা তথাগতো পটিকখিপেয়া, অথ ততীয়কং অধিবাসেয়া । তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং দুষ্কটং তুয্হেবেতং অপরাধং ।

৫৫। একমিদাহং আনন্দ সময়ং রাজগৃহে বিহরামি গিঞ্জকুটে পব্বতে । তত্রাপি খো তাহং আনন্দ আমন্তেসিং :—রমণীয়ং আনন্দ রাজগৃহং, রমণীয়া গিঞ্জকুটো পব্বতে । যস্ম কস্মচি আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অনুষ্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকম্মমানো কল্পং বা তিষ্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বা । তথাগতস্ম খো আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অনুষ্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা । আকম্মমানো আনন্দ তথাগতো কল্পং বা তিষ্ঠেয়্য কল্পাবসেসং বাতি । এবম্পি খো স্বঃ আনন্দ তথাগতেন ওলারিকে নিমিত্তে করীয়মানে, ওলারিকে ওভাসে করীয়মানে, নাসক্খি পট্টিবিজ্জিতুং, ন তথাগতং যাচি :—তিষ্ঠতু ভস্তু ভগবা কল্পং, তিষ্ঠতু স্মৃতো কল্পং, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায়

৫৬। আনন্দ ! তাহা তুমি বিশ্বাস কর কি ? ইহা ভস্তু ! বিশ্বাস করি । আনন্দ ! তবে ইহা তোমারই দুষ্কট, ইহা তোমারই অপরাধ । যেহেতু তুমি তথাগত কর্তৃক এইরূপ সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও, সুস্পষ্ট আভাস প্রদত্ত হইলেও তুমি বুঝিতে পার নাই । তথাগতের নিকট যাচ্ছা কর নাই যে, “ভস্তু, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থিতি করুন, হে স্মৃত ! বহুজনের হিতের জগ্, সুখের জগ্, জীবগণের প্রতি অনুকম্পা পূর্বক, দেব-মানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন ।” আনন্দ ! যদি তুমি তথাগতকে যাচ্ছা করিতে, তথাগত দুইবার তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও অতঃপর তৃতীয়বার যাচ্ছা করিলে সম্মত হইতেন । অতএব আনন্দ ! ইহা তোমারই দুষ্কট, তোমারই অপরাধ ।

৫৭। হে আনন্দ ! একদা আমি রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলাম, আনন্দ ! তথায়ও আমি তোমাকে সন্ধান করিয়া বলিয়াছিলাম ; “আনন্দ, রাজগৃহ রমণীয়, গৃধ্রকূট পর্বত রমণীয় । আনন্দ ! যে কাহারও চতুঃপাদ ভাবিত বহুলীকৃত..... তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা তদপেক্ষা বেশীও অবস্থান করিতে পারেন । অতএব তথাগত কর্তৃক এরূপ সুস্পষ্ট নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও তুমি বুঝিতে পার নাই, তথাগতকে যাচ্ছা কর নাই যে, ভস্তু, ভগবন্, কল্পকাল অবস্থান করুন, হে, স্মৃত, বহুজনের হিত-সুখার্থে

সুখায় দেবমহুস্মানন্তি। সচে স্বং আনন্দ তথাগতং যাচেয়াসি, দেব তে বাচা তথাগতো পটিক্খিপেয়া অথ ততিয়কং অধিবাসেয়া। তস্মাতিহানন্দ তুষ্হেবেতং ছকটং, তুষ্হেবেতং অপরদ্ধং।

৫৬। একমিদাহং আনন্দ সময়ং তথৈব রাজগহে বিহরামি গোতম নিগ্রোধে, .....তথৈব রাজগহে বিহরামি চোরপপাতে,.....তথৈব রাজগহে বিহরামি বেভারপস্বে সত্তপল্লিগুহায়ং, তথৈব রাজগহে বিহরামি ইসিগিলিপস্বে কালসিলায়ং, তথৈব রাজগহে বিহরামি সীতবনে সল্পসোণ্ডিকপত্তারে, তথৈব রাজগহে বিহরামি তপোদারামে, তথৈব রাজগহে বিহরামি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, তথৈব রাজগহে বিহরামি জীবকস্ববনে, তথৈব রাজগহে বিহরামি মদ্বকুচ্ছিম্বিগদায়ে। তত্রাপি খো তাহং আনন্দ আমন্তেসিংঃ—রমণীয়ং আনন্দ রাজগহং, রমণীয়ো গিচ্ছবৃট্টো পবতো, রমণীয়ো গোতমনিগ্রোধো, রমণীয়ো চোরপপাতো, রমণীয় বেভারপস্বে সত্তপল্লিগুহা, রমণীয়া ইসিগিলিপস্বে কালসিলা, রমণীয়ো সীতবনে সল্পসোণ্ডিকপত্তারো রমণীয়ো তপোদারামো, রমণীয়ো বেলুবনে কলন্দকনিবাপো, রমণীয়ং জীবকস্ববনং, ...রমণীয়ো মদ্বকুচ্ছিম্বিগদাযো। যস্ম কস্মচি আনন্দ চত্তারো ইদ্ধিপাদা.....। তস্মাতিহানন্দ তুষ্হেবেতং ছকটং, তুষ্হেবেতং অপরদ্ধং।

জীবগণের প্রতি অল্পবস্পাপূর্বক দেব-মানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন।” আনন্দ! যদি তুমি তথাগতকে প্রার্থনা করিতে, তথাগত তোমার যাক্সা ছইবার উপেক্ষা করিলেও কিন্তু তৃতীয়বারে সম্মত হইতেন। তদ্বৎ আনন্দ! ইহা তোমারই দুষ্কৃত, তোমারই অপরাধ।

৫৬। আনন্দ, এক সময়ে আমি সেই রাজ গৃহেরই গোতমগ্রন্থে অধিষ্ঠিত করিতে ছিলাম .....এবদা আমি সেই রাজ গৃহেরই চোর প্রপাতে ..... বেভার পর্বত পার্শ্বে সত্তপল্লিগুহায় ..... স্বিগিলি পর্বত পার্শ্বে কালশিলায় ..... সীতবনে সর্পশৌণ্ডিক গুহায় ..... তপোদারামে ..... বেলুবনে কলন্দকনিবাপে ..... জীবকস্ববনে ..... মদ্বকুচ্ছিম্বিগদায়ে অবস্থিত বসিতেছিলাম। আনন্দ! তথায় ও আমি তোমাকে সন্মোদন করিয়া বসিয়াছিলাম যে, “আনন্দ! রাজগৃহ রমণীয়, গোতমগ্রন্থে রমণীয় ..... চোর প্রপাত রমণীয় ..... বেভার পর্বত পার্শ্বস্থ সত্তপল্লি গুহা রমণীয় ..... স্বিগিলি পর্বত পার্শ্বস্থ কুশিলা রমণীয়, ..... সীতবনে সর্প শৌণ্ডিক (পত্তার) গুহা রমণীয়, রমণীয় তপোদারাম, ..... রমণীয় বেলুবনস্থ কলন্দক নিবাপ ..... রমণীয় জীবকস্ববন, মদ্বকুচ্ছিম্বিগদায় রমণীয়। আনন্দ! যে কাহারও চতুঃসন্ধিপাদ ভাবিত.....। তদ্বৎ ইহা তোমারই দুষ্কৃত, তোমারই অপরাধ হইয়াছে।



৫৭। একমিদাহং আনন্দ সময়ং ইধেব বেসালিযং বিহরামি উদেনে চেতিযে। অত্রাপি খো তাহং আনন্দ আমন্তেসিং :—রমণীয়া আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেন চেতিযং, যস্স কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা ... ..। তস্মাতিহানন্দ তুয্হেবেতং তুন্ধটং তুয্হেবেতং অপরদ্ধং।

৫৮। একমিদাহং আনন্দ সময়ং ইধেব বেসালিযং বিহরামি গৌতমকে চেতিযে ... .. ইধেব বেসালিযং বিহরামি সত্তস্বে চেতিযে, ... ইধেব বেসালিযং বিহরামি বহুপুত্তে চেতিযে, ইধেব বেসালিযং বিহরামি সারন্দদে চেতিযে ... ..। ইদানেব খো তাহং আনন্দ অজ্জ চাপালে চেতিযে আমন্তেসিং :—রমণীয়া আনন্দ বেসালী, রমণীযং উদেন চেতিযং, রমণীযং গৌতমক চেতিযং, রমণীযং সত্তস্বেচেতিযং, রমণীযং বহুপুত্তচেতিযং রমণীযং সারন্দদ চেতিযং, রমণীযং চাপাল চেতিযং, যস্স কস্সচি আনন্দ চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অহুট্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, সো আকঙ্খমানো কল্পং বা তিট্ঠেয়া কল্পাবসেসং বা। তথাগতস্স খো আনন্দ, চত্তারো ইন্ধিপাদা ভাবিতা বহুলীকতা যানীকতা বথুকতা অহুট্ঠিতা পরিচিতা সুসমারদ্ধা, আকঙ্খমানো আনন্দ তথাগতো কল্পং বা তিট্ঠেয়া কল্পাবসেসং বাতি। এবম্পি খো হং আনন্দ তথাগতেন ওলারিকে নিমিত্তে করীযমানে, ওলারিকে ওভাসে করীযমানে

৫৭। আনন্দ! একদা আমি অত্র বৈশালীস্থ উদেন-চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম, তথায় ও আমি তোমাকে সন্বেদন করিয়া বলিয়াছিলাম,—আনন্দ বৈশালী রমণীয়, উদেন-চৈত্য রমণীয়, যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ... ..। তদ্ব্তে আনন্দ! ইহার তোমারই দৃষ্টত তোমারই অপরাধ।

৫৮। আনন্দ! এক সময়ে আমি অত্র বৈশালীস্থ গৌতমক-চৈত্যে অবস্থান করিতে ছিলাম .....। এই বৈশালীস্থ সত্তস্ব-চৈত্যে অবস্থান করিতে ছিলাম .....। এই বৈশালীস্থ বহু পুত্র-চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম, .....। এই বৈশালীস্থ সারন্দদ (আনন্দ)-চৈত্যে অবস্থান করিতেছিলাম .....। আনন্দ, অথ সম্ভ্রতি এই চাপাল-চৈত্যে তোমাকে সন্বেদন করিয়া বলিয়াছি যে, আনন্দ! বৈশালী রমণীয়, উদেন-চৈত্য রমণীয়, গৌতমক-চৈত্য রমণীয়, সত্তস্ব-চৈত্য রমণীয়, বহুপুত্র-চৈত্য রমণীয়, সারন্দদ-চৈত্য রমণীয়, চাপাল-চৈত্য রমণীয়। আনন্দ! যে কাহারও চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথ গতি সদৃশ অনর্গল অভ্যন্ত, বাস্ত ভূমির মত অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিফাদিত হইয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থান করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চতুর্ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত, রথ গতি সদৃশ অনর্গল অভ্যন্ত, বাস্ত ভূমির মত স্প্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত ও সম্যক নিফাদিত হইয়াছে। আনন্দ! তথাগত ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ অবস্থান

নাসন্ধি পটবিজ্জিতং, ন তথাগতং যাচিঃ—তিষ্ঠতু ভগবা কল্পং, তিষ্ঠতু স্বেগতো কল্পং  
বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্মানন্তি।  
সচে স্বং আনন্দ তথাগতং যাচেষ্যামি; দেব তে বাচা তথাগতো পটিক্খিপেয়া, অথ  
ততিয়কং অধিবাসেয়া। তস্মাতিহানন্দ তুষ্বেবেতং ছুৰুটং, তুষ্বেবেতং অপরুদং।

৫১। নহু এতং আনন্দ ময়া পটিক্কেব, অক্খাতং, সবেহেব পিয়েহি  
মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অগ্গথাভাবো? তং কুতেথ আনন্দ  
লন্তা, যং তং জাতং ভূতং সম্মতং পলোকধম্মং তং বত মা পলুজ্জীতি, নেতং  
ঠানং বিজ্জতি। যং খো পনেতং আনন্দ তথাগতেন চত্তং বস্তুং মুত্তং পহীণং  
পটিনিস্‌সট্টং, ওস্‌সট্টো আয়ুস্‌স্‌আরো। একংসেন বাচা তথাগতেন ভাসিতা:—  
ন চিরং তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি, ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চয়েন তথা-  
গতো পরিনিব্বায়িস্‌সতীতি। তঞ্চ তথাগতো জীবিতহেতু, পুন পচ্চাঃ বমি-  
স্‌সতীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি।

করিতে পারেন। আনন্দ! তথাগত কর্তৃক এইরূপ স্পষ্ট নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেও স্পষ্ট  
আভাস প্রদত্ত হইলেও তুমি বুঝিতে পার নাই। তথাগতের নিকট যাচ্ছা কর নাই যে,  
ভগবান্, কল্পকাল অবস্থান করুন, হে স্বগত, বহুজনের হিত-সুখের জন্ত, জীবগণের প্রতি  
অনুকম্পাপূর্বক, দেব-মানবগণের অর্থ-হিত-সুখার্থ কল্পকাল অবস্থান করুন। আনন্দ, যদি তুমি  
তথাগতকে যাচ্ছা করিতে, তথাগত দুইবার তোমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেও অতঃপর তৃতীয়  
বারে সম্মত হইতেন। আনন্দ! ইহা তোমারই দুষ্কৃত তোমারই অপরাধ হইয়াছে।

৫২। আনন্দ! ইহা কি আমা কর্তৃক পূর্বেই বলা হয় নাই যে, সমস্ত প্রিয় ও মনোহর  
(মনাপ) জন হইতে বিনাভাব, নানাভাব, অগ্গথাভাব হইতে হইবে? (মাতা, পিতা,  
ভ্রাতা, ভগ্নী, মিত্র, স্বহৃদ প্রভৃতি হইতে পৃথক হইতে হইবে, মরণের দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পর্ক  
হইতে হইবে, ভবাস্তরে প্রতীক্ষি গ্রহণ দ্বারা অগ্গথা ভাব (বিরুদ্ধ সম্পর্ক যুক্ত হইতে)  
হইবে? আনন্দ! তদ্ব্যতীত স্বল্প প্রবর্তে কোন মতেই তাহার অগ্গথা হইতেই পারে না (সেই হেতু  
দশবিধ পারমী পরিপূর্ণ করিয়া সম্বোধি লাভ করিলেও, ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন করিলেও, যমক ঋদ্ধি  
প্রদর্শন করিলেও, স্বশরীরে দেব লোক গমন করিলেও) তথাগতের যাহা জাত, ভূত, সংস্কৃত,  
বিপরিণামশীল পঞ্চস্কন্ধ তাহা বিনষ্ট না হউক এরূপ কারণ (অবস্থা) কোন প্রকারেই  
হইতে পারে না (অন্তের ত কথাই নাই)। আনন্দ! তথাগত কর্তৃক যাহা তাক্ত, বমিত,  
মুক্ত, প্রহীণ, প্রতিষেধিত (হইয়াছে) যেই অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল পরিত্যক্ত হইয়াছে, নিশ্চয়ার্থক  
বাক্য ভাষিত হইয়াছে যে, অচিরেই তথাগতের পরিনিব্বান হইবে, অথ হইতে তিন মাস  
পরে তথাগত পরিনির্দীপিত হইবেন”। জীবন হেতু তথাগত সেই বাক্য প্রত্যাহার করিবেন  
ইহা কোন রূপেই সম্ভব পর নহে।

৬০। আযামানন্দ যেন মহাবনং কূটাগারসালা তেহুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা আযস্মতা আনন্দেন সন্ধিং যেন মহাবনং কূটাগারসালা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিস্সা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—গচ্ছ স্বং আনন্দ, যাবতিকা ভিকখু বেসালিং উপনিস্সায বিহরন্তি, তে সবে উপট্টানসালাযং সন্নিপাতেহীতি। এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্সুহা, যাবতিকা ভিকখু বেসালিং উপনিস্সায বিহরন্তি, তে সবে উপট্টানসালাযং সন্নিপাতেহা যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিস্সা ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং অট্টাসি। একমন্তং ঠিতো খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :—সন্নিপতিতো ভন্তে ভিকখুসজ্জো যস্সদানি ভন্তে ভগবা কালাং মঞ্ঞতীতি।

৬১। অথ খো ভগবা যেন উপট্টানসালা তেহুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিস্সা পঞ্ঞন্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা ভিকখু আমন্তেসি :—তস্মাতিহ ভিকখবে যে তেং মযা ধম্মা অভিঞ্ঞং দেসিতা, তে বোঃ সাধুকং উগ্গহেহা আসেবিতব্বা ভাবেতব্বা বহুলীকাতব্বা, যথযিদং ব্রহ্মচারিয়ং অন্ধনিয়ং অস্স চিরট্ঠিতিকং। তদস্স বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকান্নকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমহুস্সানং।

৬০। চল হে আনন্দ! আমরা মহাবনে কূটাগার শালায় গমন করি। “সাধু ভন্তে”, বলিয়া আযুয়ান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভগবান আযুয়ান আনন্দের সহিত মহাবনস্থ কূটাগার শালায় গমন কবিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আযুয়ান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আনন্দ! তুমি গিয়া যে সকল ভিক্ষু বৈশালী আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে আহ্বান করতঃ উপস্থান শালায় একত্রিত কর”। “সাধু ভন্তে”, বলিয়া আযুয়ান আনন্দ ভগবানের আদেশানুসারে বৈশালীর চতুস্পার্শ্ববর্তী স্থানে যত ভিক্ষু ছিলেন, তাহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া উপস্থানশালাতে সম্মিলিত করিলেন এবং স্বয়ং ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ একপাশে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন;—ভন্তে, ভগবন্, এখন যাহা আপনার উচিত মনে হয় করুন।

৬১। তদনন্তর ভগবান্ উপস্থান শালায় উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্বক ভিক্ষু সজ্জকে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন;—ভিক্ষুগণ তোমাদিগকে যে ধর্ম সমূহ মৎ কর্তৃক অভিজ্ঞানে দেশিত হইয়াছে, সেই সমুদয় তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ কর, সে বিষয় গভীর চিন্তা কর, তৎ সমুদয় সর্বত্র বিস্তার কর, যেন এই শিক্ষাক্রম সংগৃহীত শাসন-ব্রহ্মচর্য স্থায়ী হয় ও চিরদিন বিद्यমান থাকে, এবং তদ্বারা বহু জনের হিত সুখকর প্রাণিগণের প্রতি অমুকম্পা প্রকাশ ও দেব-মানবগণের অর্থ-হিত সুখাবহ হয়।

১। সী, মঞ্ঞসীতি। ই, মঞ্ঞতীতি। ২। সী, ই, যে বো। ৩। সী, অভিঞ্ঞতা। ই, অভিঞ্ঞতাঃ।  
৪। সী, যে খো। ই, যে খো।

কৃতমে চ তে ভিক্ষুবে ধম্মা ময়া অভিঞ্জে দেসিতা, তে বো সাধুকং উগ্গহেত্বা আসেবিতব্বা ভাবেতব্বা বহুলীকাতব্বা যথযিদং ব্রহ্মচরিয়ং অক্কনিয়ং অস্স চিরট্ঠিতিকং, তদস্স বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমহুস্সানং ? সেযাথিদং :—চত্তারো সতি পট্ঠানা, চত্তারো সম্মগ্গধানা, চত্তারো ইন্ধিপাদা, পঞ্চিল্লিয়ানি, পঞ্চবলানি, সত্ত বোজ্জা, অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। ইমে খো ভিক্ষুবে ধম্মা ময়া অভিঞ্জে দেসিতা, তে বো সাধুকং উগ্গহেত্বা আসেবিতব্বা ভাবেতব্বা বহুলীকাতব্বা যথযিদং ব্রহ্মচরিয়ং অক্কনিয়ং অস্স চিরট্ঠিতিকং, তদস্স বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমহুস্সানন্তি।

৬২। অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি :—হন্দ দানি ভিক্ষুবে আমন্তয়ামি বো ; বযধম্মা সজ্জারা অগ্গমাদেন সম্পাদেথ, ন চিরং তথাগতস্স পরিনিব্বানং হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে মং কর্ত্বক কোন্ কোন্ ধর্ম অভিজ্ঞানে দেশিত হইয়াছে, যাহা তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া পূর্ণরূপে আচরণ করিবে, গভীর চিন্তা করিবে, সর্বত্র বিস্তার করিবে, যাহাতে এই শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত শাসন ব্রহ্মচর্য স্থায়ী হয় ও চিরদিন বিद्यমান থাকে এবং তদ্বারা বহুজনের হিতস্বথকর, প্রাণিগণের প্রতি অহুকম্পা প্রকাশক ও দেব মানব-গণের অর্থ-হিত-সুখাবহ হইতে পারে ? তাহা এই, যথা :—

- ১। চত্তারো সতিপট্ঠানা—চারি প্রকার স্মৃতিপস্থান ( ৪৩-৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )
- ২। চত্তারো সম্মগ্গধানা—চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বা সম্যক প্রচেষ্টা ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )
- ৩। চত্তারো ইন্ধিপাদা—ঋদ্ধি লাভের চারিটি অঙ্গ। " "
- ৪। পঞ্চিল্লিয়ানি—পঞ্চেন্দ্রিয় ( শ্রদ্ধা, বীৰ্য, স্মৃতি, সমাদি ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় )
- ৫। পঞ্চবলানি—পঞ্চবল ( শ্রদ্ধা, বীৰ্য স্মৃতি সমাদি ও প্রজ্ঞাবল )
- ৬। সত্তবোজ্জানি—সম্বোধি লাভের সাতটি অঙ্গ ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )
- ৭। অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো—আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ " "

ভিক্ষুগণ, এই ধর্ম সমূহ আমাকর্ত্বক অভিজ্ঞানে দেশিত হইয়াছে। তৎসমুদয় তোমরা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া সাধন কর, ভাবনা ( বিস্তার ) কর, পুনঃ পুনঃ ভাবনা কর, যেন শিক্ষাত্রয় সংগৃহীত ( আমার ) শাসন ব্রহ্মচর্য স্থায়ী হয়, চিরদিন বিद्यমান থাকে। তাহা হইলে বহুজনের হিত ও স্বথ, জীবগণের প্রতি অহুকম্পা প্রকাশ এবং দেবমানবগণের অর্থ-হিত-সুখাবহ হইবে।

৬২। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিলেন, :—

সম্প্রতি ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, সংস্কার সমূহ ক্ষয় শীল, অপ্রমাদের সহিত নিব্বান সাধন কর। অচিরেই তথাগতের পরিনিব্বান হইবে। এখন হইতে

ভবিস্‌সতি ; ইতো তিন্নং মাসানং অচ্চয়েন তথাগতো পরিনিব্বাযিস্‌সতীতি । ইদম-  
বোচ ভগবা, ইদং বহা স্তুগতো অথাপরং এতদবোচ সথা :—

পরিপক্কো বযো ময্‌হং পরিস্তং মম জীবিতং,  
পহায বো গমিস্‌সামি কতম্মে সরণমত্তনো,  
অপ্পমত্তা সতিমত্তো সুসীলা হোথ ভিক্‌খবো  
সুসমাহিতসঙ্কপ্পা সচিত্তমমুরক্‌খথ ।  
যো ইমস্মিং ধম্মবিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্‌সতি,  
পহায জাতিসংসারং দুক্‌খস্সন্তং করিস্‌সতীতি ।  
ততিয ভাণবারং ( নিট্‌ঠিতং )

তিন মাস পরে তথাগত পরিনির্বাণিত হইবেন । ভগবান্ ইহা প্রকাশ করিলেন ইহা  
প্রকাশের পর, স্তুগত শাস্তা (গাথাযোগে) এইরূপ বলিলেন, :—

পরিপক্কো বযো ময্‌হং পরিস্তং মম জীবিতং,  
পহায বো গমিস্‌সামি কতম্মে সরণমত্তনো ।

আমাদ্‌ বয়স পরিপূর্ণ হইল, আমার জীবনের আর অল্পদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে,  
তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাইব, আমার শরণ আমি করিয়া লইয়াছি ।

অপমত্তা সতিমত্তো সুসীলা হোথ ভিক্‌খবো,  
সুসমাহিতসঙ্কপ্পা সচিত্তমমুরক্‌খথ ।

ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত, স্মৃতিমান, শীলবান ও সুসমাহিত সংকল্প হও এবং স্বীয়  
চিন্তকে সতত রক্ষা কর ।

যো ইমস্মিং ধম্মবিনযে অপ্পমত্তো বিহেস্‌সতি ;  
পহায জাতিসংসারং দুক্‌খস্সন্তং করিস্‌সতীতি ।

যে এই ধর্ম্মবিনয়ে অপ্রমত্ত হইয়া বিহার করিবে, সে-ই জন্ম এবং সংসার অতিক্রম  
করিয়া দুঃখান্ত সাধন করিবে ।

## তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

## ভাগবারং চতুর্থ ।

১। অথ খো ভগবা পুৰ্ব্বং হসময়ং নিবাসেহা পত্তচীবরমাদায় বেসালিং পিণ্ডায় পাবিসি, বেসালিং পিণ্ডায় চরিত্তা পচ্ছাত্তং পিণ্ডপাতপটিকস্তো নাগাপলোকিতং, বেসালিং অপলোকেহা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—ইদং পচ্ছিমকং আনন্দ তথাগতস্ বেসালিষাঃ দস্ সনং ভবিস্ সতি । আয়ামানন্দ যেন ভগুগামোঃ তেহুপসঙ্কমিস্ সামাতি । এবন্তস্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্ সোসি । অথ খো ভগবা মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সঙ্ঘি যেন ভগুগামো তদ-বসরি । তত্র স্তদং ভগবা ভগুগামে বিহরতি ।

২। তত্র খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি :—চতুস্ ভিক্খবে ধম্মানং অনহুবোধো অপ্রতিবেধো এবমিদং দীঘমন্ধানং সঙ্ঘাবিতং সংসরিতং মমঙ্কেব তুম্হাকঞ্চ । কত-

## চতুর্থ অধ্যায় ।

১। অনন্তর ভগবান্ পূৰ্কারু সময়ে অন্তর্কাস পরিধান করতঃ চীবর ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষায় সংগ্রহার্থে বৈশালীতে প্রবেশ করিলেন । বৈশালীতে ভিক্ষায় সংগ্রহ করিয়া ভোজনাশ্তে অপরাহ্ন সময় প্রত্যাবর্তনকালে গজ দৃষ্টিতে \* বৈশালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং আয়ুস্মান আনন্দকে সন্ধান করিয়া বলিলেন :—আনন্দ ! তথাগতের বৈশালীর প্রতি এই দৃষ্টিপাত শেষ দৃষ্টিপাত হইবে । চল হে আনন্দ ! আমরা ভগুগ্রামে গমন করি । “সাধু ভক্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ সম্মতি প্রকাশ করিলেন । অতঃপর ভগবান্ মহা ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ভগুগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

২। তথায় ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সন্ধান করিয়া বলিলেন :—হে ভিক্ষুগণ, চারিটা ধর্মের অনহুবোধ ও অপ্রতিবেধ হেতু আমাকে এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘ কাল সঙ্ঘাবন+ও সংসরণঞ্চ করিতে হইয়াছে । সে কোন্ ধর্ম চতুষ্টয়ের ?

\* হস্তীরা পশ্চাৎ দিক দর্শনেচ্ছুক হইলে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়াই দর্শন করিয়া থাকে । ভগবান্ বৈশালী হইতে প্রত্যাবর্তনকালে বৈশালী পুনঃ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহার স্থিত স্থান পরিবর্তিত হইয়াই বৈশালী অভিমুখী হইল । যেইখানে দাঁড়াইয়া ভগবান্ বৈশালী শেষবার দর্শন করিলেন, সেই স্থানে লিচ্ছবি ( বজ্জি ) গণ চৈত্যা নির্মাণ করাইয়া পূজা করিবেন । তদ্বারা তাঁহাদের মঙ্গল সাধিত হইবে । ভগবান জানেন যে তাঁহার পরিনির্বাণের তিন বৎসর পরে লিচ্ছবিগণ রাজ্য অজাতশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবেন । তাঁহাদের প্রতি অহুকম্পা বশতঃই বৈশালী হইতে আসিবার সময় গজ দৃষ্টিতে বৈশালী অবলোকন করেন ।

মেসং চতুস্ৰং? অরিয়স্ৰ ভিক্খবে সীলস্ৰ অননুবোধা অগ্গটিবেধা এবমিদং দীঘ-  
মদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ। অরিয়স্ৰ ভিক্খবে সমাধিস্ৰ  
অননুবোধা অগ্গটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হা-  
কঞ্চ। অরিয়ায ভিক্খবে পঞ্ঞায়.....অরিয়ায ভিক্খবে বিমুক্তিয়া অননুবোধা  
অগ্গটিবেধা এবমিদং দীঘমদ্ধানং সদ্ধাবিতং সংসরিতং মমঞ্চেব তুম্হাকঞ্চ। তথিদং  
ভিক্খবে অরিয়ং সীলং অনুবুদ্ধং পটিবিদ্ধং। অরিয়ো সমাধি অনুবুদ্ধো পটিবিদ্ধো,  
অরিয়া পঞ্ঞা অনুবুদ্ধা পটিবিদ্ধা, অরিয়া বিমুক্তি অনুবুদ্ধা পটিবিদ্ধা, উচ্ছিন্না  
ভবতণ্হা, খীণা ভবনেত্তি, নথি দানি পুনত্তবোতি।

৩। ইদমবোচ ভগবা, ইদং বহা সূগতো, অথাপরং এতদবোচ সথা :—

সীলং সমাধি পঞ্ঞা চ বিমুক্তি চ অনুত্তরা,  
অনুবুদ্ধা ইমে ধম্মা গোতমেন যসসসিনা।  
ইতি বুদ্ধো অভিঞ্ঞায় ধম্মমক্খাসি ভিক্খুনং,  
হুঞ্চস্ৰসন্তকরো সথা চক্খুমা পরিনিব্বতোতি।

ভিক্ষুগণ আৰ্য্য শীলের অননুবোধ ও অপ্রতিবেধ তেতু আমাকে এবং তোমাদিগকে  
এই সূদীৰ্ঘকাল সদ্ধাবন ( ভব হইতে ভবান্তরে গমন বা জন্ম গ্রহণ ) এবং সংসরণ ( পুনঃ  
পুনঃ চ্যুতি উৎপত্তি গ্রহণ ) করিতে হইয়াছে। আৰ্য্য সমাধির.....আৰ্য্য প্রজ্ঞার.....  
আৰ্য্য বিমুক্তির অননুবোধ ( সম্পূর্ণরূপে না বুঝায় ) অপ্রতিবেধ ( মার্গ জ্ঞানে প্রতিবিদ্ধ না  
হওয়া ) হেতু আমাকে এবং তোমাদিগকে এত দীৰ্ঘকাল সদ্ধাবন এবং সংসরণ করিতে  
হইয়াছে।

ভিক্ষুগণ, সে-ই আৰ্য্য-শীল অনুবুদ্ধ ও মার্গ জ্ঞানে প্রতিবিদ্ধ, আৰ্য্য-সমাধি অনুবুদ্ধ  
ও প্রতিবিদ্ধ, আৰ্য্য-প্রজ্ঞা অনুবুদ্ধ, ও প্রতিবিদ্ধ, আৰ্য্য-বিমুক্তি অনুবুদ্ধ ও প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে।  
তদ্বৎ ভবতৃষ্ণা ছিন্ন হইয়াছে, ভবনেত্রী\* ক্ষীণা হইয়াছে এখন আর পুনর্বার জন্ম গ্রহণ  
করিতে হইবে না।

৩। ভগবান্ ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া সূগত শাস্তা অতঃপর (গাথাযোগে) নিম্নোক্ত  
রূপ বলিলেন, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা এবং অনুত্তর বিমুক্তি, এই সমুদয় ধর্ম যশস্বী গৌতম  
সম্যকরূপে বুঝিয়াছেন বা গৌতম কর্তৃক অনুবুদ্ধ হইয়াছে। ত্রিলোকের দুঃখহারী, পঞ্চবিধ

\*ভবনেত্তি—ভবতো ভবং নয়ন সমখা তণ্হা রজ্জ্ব ভবন্তরং নেতি এতাবাতি ভবনেত্তি।

+সদ্ধাবন—ভব হইতে ভবান্তরে জন্ম গ্রহণ বশে উপগমন।

‡সংসরণ—পুনঃপুনঃ নানা যোনিতে চ্যুতি উৎপত্তি বশে গমনাগমন।

৪। তত্রাপি সুদং ভগবা ভণ্ডগামে বিহরন্তো এতদেব বহুলং ভিক্ষুণং ধর্ম্মিং কথং করোতি :—ইতি সীলং ইতি সমাধি ইতি পঞ্ণা। সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপ্ফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্ণা মহপ্ফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্ণাপরিভাবিতঃ চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং :—কামাসবা ভবাসবা দিট্ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

৫। অথ খো ভগবা, ভণ্ডগামে যথাভিরন্তুং বিহরিত্বা আযস্মন্তুং আনন্দং আমন্তেসি :—আযামানন্দ যেন হথিগামো.....যেন অস্বগামো.....যেন জম্বুগামো.....যেন ভোগনগরং তেনুপসক্কমিস্সামাতি। এবসন্তুন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্ষুসজ্জেন সন্ধিং যেন ভোগনগরং তদবসরি।

৬। তত্র সুদং ভগবা ভোগনগরে বিহরতি আনন্দে, চেতিযে। তত্র খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি :—চত্তারোমে ভিক্ষবে মহাপদেসে দেসিস্সামি, তং

চক্ষে\* চক্ষুয়ান শাস্তা, কলুষক্ষয়ে সোপাদিশেষ পরিনিক্কানে পরিনির্কুত\* বুদ্ধ; এই সকল বিষয় সম্যক জ্ঞাত হইয়াই ভিক্ষুদিগকে এই সমুদয় ধর্ম্ম দেশনা করিয়াছেন।

৪। ভগবান্ সেই ভণ্ড গ্রামে অবস্থান কালেও ভিক্ষুগণের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন :—এই প্রকার সীল, এই প্রকার সমাধি, এই প্রকার প্রজ্ঞা। চতুর্পারিত্তিক সীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধিবিশ্ব হইলে মহাফল মহানিশংস লাভ হয়, সম্যক সমাধি দ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংস দায়ক হয়, প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব, দৃষ্টাস্রব ও অবিজ্ঞাস্রব, এই আস্রব চতুষ্টয় হইতে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয়।

৫। ভগবান্ ভণ্ডগ্রামে যতদিন ইচ্ছা বাস করিয়া আয়ুয়ান আনন্দকে সন্ধান করিয়া বলিলেন :—চল, হে আনন্দ, আমরা হস্তি গ্রামে যাই,.....অশ্ব গ্রামে যাই,.....জম্বুগ্রামে যাই, .....ভোগ নগরে যাই। “সাদু ভন্তে” বলিয়া আয়ুয়ান আনন্দ ভগবৎ বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন, অতঃপর মহাভিক্ষুসজ্জ সমভিব্যাহারে ভগবান্ ভোগনগরে গমন করিলেন।

৬। তথায় ভগবান্ ভোগনগরস্থ আনন্দ চৈত্রে বিহার করিতেছিলেন। তত্র ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সন্ধান করিয়া বলিলেন :—ভিক্ষুগণ, এই চারিটা মহাপ্রদেশ+দেশনা করিব, তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। “সাদু ভন্তে”

\*—পঞ্চবিধ চক্ষুহি চক্ষুয়া—যথা—বুদ্ধচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, দিব্যচক্ষু, মাংসচক্ষু ও সামন্তচক্ষু, ভগবান্ এই পঞ্চবিধ, চক্ষুতে চক্ষুয়ান ছিলেন। ( পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )

†—পরিনির্কুত—দ্বিবিধ, সোপাদিশেষ ও অসুপাদিশেষ বশে ( পরিশিষ্টে ও দ্রষ্টব্য )

১। সী, ই, আনন্দ, ব, সানন্দরে



সুগাথ সাধুকং মনসি করোথ ভাসিস্সামীতি । একন্তন্তেতি খো তে ভিক্ষু ভগবতো পচস্সোসুং । ভগবা এতদবোচ :—

৭। ইধ ভিক্ষবে ভিক্ষু এবং বদেযা :—সম্মুখা মেতং আবুসো ভগবতো সুতং, সম্মুখা পটিগ্গহিতং, অযং ধম্মো অযং বিনযো ইদং সখুসাসনন্তি । তস্স ভিক্ষবে ভিক্ষুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং নপ্পটিক্কোসিতব্বং অনভিনন্দিত্বা অল্পটিক্কোসিত্বা তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেহা সুত্তে ওতারেতব্বানি, বিনযে সন্দস্সেতব্বানি, তানি চে সুত্তে ওতারিযং মানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ। বিনযে সন্দিস্সন্তি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্স ভগবতো বচনং, ইমস্স চ ভিক্ষুনো দুগ্গহিতন্তি, ইতি হেতং, ভিক্ষবে ছুড্ধেয্যাথ । তানি চে, সুত্তে ওতারিযমানানি বিনযে সন্দস্সিযমানানি সুত্তে চেব ওতরন্তি, বিনযে চ সন্দিস্সন্তি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং তস্স ভগবতো বচনং ইমস্স চ ভিক্ষুনো সুগ্গহিতন্তি । ইমং ভিক্ষবে পঠমং মহাপদেসং ধারেয্যাথ ।

৮। ইধ পন ভিক্ষবে ভিক্ষু এবং বদেযা :—অমুকস্মি়ং নাম আবাসে সজ্জো বিহরতি সথেরো সপামোক্খো । তস্স মে সজ্জস্স সম্মুখা সুতং সম্মুখা পটিগ্গহিতং । অযং ধম্মো অযং বিনযো ইদং সখুসাসনন্তি, তস্স ভিক্ষবে ভিক্ষুনো

বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, ভগবান্ এইরূপ বলিলেন :—

৭। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারে, “বুদ্ধো, আমি ইহা ভগবানের সম্মুখে শুনিয়াছি। তাঁহার সম্মুখেই ইহা আমাকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে;— এই ধর্ম অর্থাৎ ধর্ম এইরূপ, বিনয় এইরূপ, ইহা শাস্তার শাসন”। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অভিনন্দনও করিও না, অগ্রাহ্যও করিও না। অভিনন্দন, অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া, সেই ভাষিত বাক্যের প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বর্ণ, সাবধানে গ্রহণ করতঃ সূত্র\* অবতারণ করিবে। বিনয় সন্দর্শন করিবে। সূত্র-আলোড়নে ও বিনয়-সন্দর্শনে সেই সমুদয় যদি সূত্র-পর্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন নহে এবং এই ভিক্ষুর হৃৎগৃহীত। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ঘটিলে নিশ্চয় তাহা পরিত্যাগ করিবে। আর যদি সূত্র-আলোড়ন ও বিনয় সন্দর্শন করিয়া, সেই সমুদয় সূত্রের পর্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, নিশ্চয় ইহা সেই তথাগতের বচন এবং এই ভিক্ষু সূত্র গ্রহণ করিয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা প্রথম মহা প্রদেশ, ধারণ কর।

৮। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারে, “অমুক আবাসে স্ববির প্রমুখ ভিক্ষুসংঘ বাস করেন। আমি স্বয়ং সেই সজ্জের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, সেই সজ্জের প্রমুখাৎ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি যে, এই ধর্ম, এই বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন”।

+ মহাপ্রদেশ—বুদ্ধাদি মহৎ ব্যক্তিদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত মহাকারণ সমূহ। “মহাপদে সেতি” মহা ওকাসে মহা অপদেসে বা। ধম্মস্সপটিট্ঠানোকাসং।

১। ব, ওতারেতব্বানি। ২। ব, ওতারিয। ৩। গী, ই, ন। ৪। গী, ই, ইতিহিমং। ৫। গী, তানি।

ভাসিতং নেব অভিনন্দিতবৎ নপ্পটিকোসিতবৎ । অনভিনন্দিতা অপ্পটিকোসিতা  
তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনয়ে সন্দসুসেতব্বানি ।  
তানি চে সুত্তে ওতারিয়মানানি বিনয়ে সন্দসুসিয়মানানি ন চেব সুত্তে ওতরন্তি  
ন চ বিনয়ে সন্দিসুসন্তি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অক্কা ইদং ন চেব তসু ভগবতো  
বচনং, তসু চ সজ্জসু সূগ্গহিতন্তি, ইতি হেতং ভিক্ষবে ছুডেয়্যাথ । তানি চে  
সুত্তে ওতারিয়মানানি বিনয়ে সন্দসুসিয়মানানি সুত্তে চেব ওতরন্তি বিনয়ে চ  
সন্দিসুসন্তি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অক্কা ইদং তসু ভগবতো বচনং, তসু চ  
সজ্জসু সূগ্গহিতন্তি । ইদং ভিক্ষবে ছুতিয়ং মহাপদেসং ধারেয়্যাথ ।

৯। ইধ পন ভিক্ষবে ভিক্ষু এবং বদেয়া :—অমুকস্মিং নাম আবাসে সম্বহলা  
থেরা ভিক্ষু বিহরন্তি, বহুসুসুতা আগতাগমা ধম্মধরা বিনয়ধরা মাতিকাধরা ।  
তেসং মে থেরানং সম্মুখা সুতং সম্মুখা পটিগ্গহিতং, অযং ধম্মো অযং বিনযো  
ইদং সখুসাসনন্তি । তসু ভিক্ষবে ভিক্ষুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতবৎ  
নপ্পটিকোসিতবৎ । অনভিনন্দিতা অপ্পটিকোসিতা তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং  
উগ্গহেত্বা সুত্তে ওতারেতব্বানি বিনয়ে সন্দসুসেতব্বানি । তানি চে সুত্তে  
ওতারিয়মানানি বিনয়ে সন্দসুসিয়মানানি, ন চেব সুত্তে ওতরন্তি ন চ বিনয়ে

ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অহুমোদনও করিও না, অগ্রাহ্য ও করিও না । অহুমোদন  
অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া তাহার প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বর্ণ উত্তমরূপে অবগত হইয়া, সূত্রে  
অবতারণ ও বিনয় সন্দর্শন করা কর্তব্য । যদি সূত্রের অবতারণে ও বিনয় সন্দর্শনে সেই  
সমুদয় ( তাহার ভাষিত বিষয় ) সূত্রের পর্য্যায় ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির  
সিদ্ধান্ত করিবে যে, “নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন নহে এবং সেই সজ্জের তাহা  
হৃগৃহীত । এইরূপ হইলে, ভিক্ষুগণ, তাহা ত্যাগ করিবে । সূত্র-আলোড়নে ও বিনয় সন্দর্শনে,  
সেই সমুদয় যদি সূত্র-পর্য্যায় ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে,  
“নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন এবং সেই সজ্জের ও তাহা হৃগৃহীত । ভিক্ষুগণ, ইহা  
দ্বিতীয় মহাপ্রদেশ, ধারণ কর ।

১০। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এই রূপ বলিতে পারে, “অমুক আবাসে কতিপয়  
( সম্বহল ) স্থবির ভিক্ষু বিহার করেন ; তাঁহারা বহুশ্রুত আগতাগম, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর ও  
মাত্রাধর ( মাতিকাধর ) । সেই স্থবিরগণের প্রমুখ্যং আমাকর্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাঁহাদের

\*চারি সত্যের সূচনা সূত্র । ত্রিপিটক বুদ্ধ বচন । “অথ সূচনাদি অথেনবা সূত্তং” ।

× বিনয়োতি—বিভদ্র পাঠো, খন্ডক পাঠো । বিনেতি এতেনা কিলেসোতি বিনযো ।  
কিলেস বিনয়হুপাযো, সো এবচ নং করোতীতি কারণং তি আহ ।

ঐক্যগণে সুত্তে ওগাহেত্বা তারেতব্বানি । ওগাহেত্বা তারণং ওতারণং, অহুপ্পবেসনং  
হোতীতি বৃত্তং । সংসন্দেহা দসুনং সন্দসুনং ।

সন্দিগ্ধসত্ত্বি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্স ভগবতো বচনং, তেসঞ্চ থেরানং ছুগ্গহিতত্ত্বি, ইতি হেতং ভিক্ষবে ছুড্ঢেয়্যাথ। তানি চে সূত্তে ওতারিয়মানানি বিনয়ে সন্দস্‌সিযমানানি সূত্তে চেব ওতরত্ত্বি, বিনয়ে চ সন্দিগ্ধসত্ত্বি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং তস্স ভগবতো বচনং, তেসঞ্চ থেরানং সুগ্গহিতত্ত্বি। ইদং ভিক্ষবে ততিয়ং মহাপদেসং ধারেয়্যাথ।

১০। ইধ পন ভিক্ষবে ভিক্ষু এবং বদেয়্য :—অমুকস্মিং নাম আবাসে একো থেরো ভিক্ষু বিহরতি, বহুস্সুতো আগতাগমো ধম্মধরো বিনয়ধরো মাতিকাধরো। তস্স মে থেরস্স সন্মুখা সূতং সন্মুখা পটিগ্গহিতং, অযং ধম্মো অযং বিনয়ো ইদং সখুসাসনত্ত্বি, তস্স ভিক্ষবে ভিক্ষুনো ভাসিতং নেব অভিনন্দিতব্বং ন প্লটিকোসিতব্বং। অনভিনন্দিত্বা অপ্লটিকোসিত্বা, তানি পদব্যঞ্জনানি সাধুকং উগ্গহেত্বা সূত্তে ওতারেতব্বানি বিনয়ে সন্দস্সেতব্বানি। তানি চে সূত্তে ওতারিয়মানানি বিনয়ে সন্দস্সিযমানানি ন চেব সূত্তে ওতরত্ত্বি ন চ বিনয়ে সন্দিগ্ধসত্ত্বি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং ন চেব তস্স ভগবতো বচনং, তস্স চ থেরস্স ছুগ্গহিতত্ত্বি, ইতি হেতং ভিক্ষবে ছুড্ঢেয়্যাথ। তানি চে সূত্তে ওতারিয়মানানি বিনয়ে সন্দস্সিযমানানি সূত্তে চেব ওতরত্ত্বি বিনয়ে চ সন্দিগ্ধসত্ত্বি, নিট্ঠমেথ গন্তব্বং :—অদ্ধা ইদং তস্স ভগবতো বচনং, তস্স চ থেরস্স

প্রমুখাং গৃহীত হইয়াছে “এই ধর্ম, এই বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন”। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অহুমোদনও করিওনা, অগ্রাহ্যও করিওনা। অহুমোদন, অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া, তাহার ভাষিত বিষয়ের প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক বর্ণ, উত্তমরূপে অবগত হইয়া, সূত্র, অবতারণ এবং বিনয় সন্দর্শন করা কর্তব্য। সূত্র-আলোড়নেও বিনয় সন্দর্শনমানে, যদি সেই সমুদয় সূত্র-পর্ধ্যায় ভুক্ত এবং বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, “নিশ্চয় ইহা সেই তথাগতের বচন নহে এবং সেই স্ববিরগণের এই সমুদয় দুর্গৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, এইরূপ ঘটিলে নিশ্চয় তাহা ত্যাগ করিবে। আর যদি সূত্র-আলোড়নে ও বিনয় সন্দর্শনমানে, সেই সমুদয় সূত্রের পর্ধ্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, “নিশ্চয় এই সমুদয় সেই ভগবানের বচন এবং সেই ভিক্ষুগণের ও সূত্রগৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা তৃতীয় মহাপ্রদেশ, ধারণ কর।

১০। ভিক্ষুগণ, এই শাসনস্থ কোন ভিক্ষু এইরূপ বলিতে পারে যে, অমুক আবাসে এক স্ববির ভিক্ষু আছেন, তিনি বহুশ্রুত, আগতাগম, ধর্মধর, বিনয়ধর ও মাত্রাধর। তাহার প্রমুখাং আমা কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাহার প্রমুখাং গৃহীত হইয়াছে, “এই ধর্ম, এই বিনয়, ইহা শাস্তার শাসন।” ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর ভাষিত বিষয় অহুমোদন ও অগ্রাহ্য করা অকর্তব্য। অহুমোদন অগ্রাহ্য কিছুই না করিয়া তাহার ভাষিত বিষয়ের প্রত্যেক পদ ও প্রত্যেক

সুগৃহীতস্তি। ইদং ভিক্ষবে চতুর্থং মহাপদেসং ধারেয়াথ। ইমে খো ভিক্ষবে চত্তারো মহাপদেসে ধারেয়াথাতি।

১১। তত্রপি সূদং ভগবা ভোগনগরে বিহরন্তো আনন্দে চেতিযে এতদেব বহুলং ভিক্ষুং ধম্মিং কথং করোতি :—ইতি সীলং ইতি সমাধি ইতি পঞ্ণা, সীলপরিভাবিতো সমাধি মহপফলো হোতি মহানিসংসো, সমাধিপরিভাবিতা পঞ্ণা মহপফলা হোতি মহানিসংসা, পঞ্ণাপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি, সেয্যথিদং—কামাসবা ভবাসবা দিট্ঠাসবা অবিজ্জাসবাতি।

১২। অথ খো ভগবা ভোগনগরে যথাভিরন্তুং বিহরিত্বা আযস্মন্তুং আনন্দং আমন্তেসি :—আযামানন্দ যেন পাবা, তেহুপসঙ্কমিস্সামাতি। এবস্তুন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্ষুসজ্জেন সন্ধিং যেন পাবা তদবসরি। তত্র সূদং ভগবা পাবাযং বিহরতি চুন্দস্স কস্মার-পুত্তস্স অন্তবনে।

বর্ণ উত্তমরূপে অবগত হইয়া সূত্রে অবতারণ এবং বিনয়ে সন্দর্শন করিবে। সূত্র-আলোড়ন ও বিনয় সন্দর্শনীয়মানে যদি সেই সমুদয় সূত্রের পর্যায়ভুক্ত ও বিনয়ে দৃষ্ট না হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, ইহা কখনও সেই ভগবানের বাক্য নহে, এবং সেই ভিক্ষুও তাহা দুর্গৃহীত হইয়াছে। তখন নিশ্চয় তাহা ত্যাগ করিবে। আর যদি সূত্র-আলোড়নে ও বিনয় সন্দর্শনীয়মানে তৎসমুদয় সূত্রের পর্যায়ভুক্ত এবং বিনয়ে দৃষ্ট হয়, তবে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে, নিশ্চয় ইহা সেই ভগবানের বচন এবং সেই স্থবির কর্তৃক ও সুগৃহীত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ, ইহা চতুর্থ মহাপ্রদেশ, ধারণ কর। ভিক্ষুগণ, এই চতুর্বিধ মহাপ্রদেশ, উত্তমরূপে হৃদয়ে ধারণ কর।

১১। তথাগতের ভোগনগরস্থ আনন্দ চৈত্যে অবস্থিতিকালেও তিনি ভিক্ষুদের সহিত এই বিষয়েই পুনঃ পুনঃ ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেন :—এইরূপ শীল, এইরূপ সমাধি, এইরূপ প্রজ্ঞা। চতুর্পারিশুদ্ধি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাধি ভাবনা করিলে, মহাফল মহানিশংস লাভ হয়। সম্যক সমাধি দ্বারা সম্ভাবিত প্রজ্ঞা মহাফল মহানিশংস দায়ক হইয়া থাকে। প্রজ্ঞা সম্ভাবিত চিত্ত কামাসব, ভবাসব, দৃষ্টাসব ও অবিজ্ঞাসব, এই আসব সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয়।

১২। ভগবান্ ভোগ নগরে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া, আযুয়ান আনন্দকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন :—চল আনন্দ! পাবা নগরে গমন করি। “সাধু ভন্তে,” বলিয়া আযুয়ান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর ভগবান্, মহাভিক্ষুসজ্জ সম-ভিষাহারে পাবায় আগমন করিলেন। ভগবান্ পাবায় স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ নামক শ্রেষ্ঠীয় আশ্রমবনে অবস্থিতি করিলেন।

১৩। অস্সোসি খো চুন্দো কস্মারপুত্তো :—ভগবা কির পাবং অনুগ্গন্তো পাবাং বিহরতি ময়হং অস্ববনেতি । অথ খো চুন্দো কস্মারপুত্তো যেন ভগবা তেহুপসক্কমি ; উপসক্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিন্নং খো চুন্দং কস্মারপুত্তং ভগবা ধম্মিয়া কথায় সন্দস্সেসি সমাদপেসি সমুত্তেজ্জেসি সম্পহংসেসি ।

১৪। অথ খো চুন্দো কস্মারপুত্তো, ভগবতো ধম্মিয়া কথায় সন্দস্সেসিতো সমাদপিতো সমুত্তেজ্জিতো সম্পহংসিতো ভগবন্তং এতদবোচ :—অধিবাসেতু মে ভস্তু ভগবা স্বাতনায ভত্তং সন্ধিং ভিক্কুসজ্জেনাতি । অধিবাসেসি ভগবা তুণহী-ভাবেন ।

১৫। অথ খো চুন্দো কস্মারপুত্তো ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা, উট্ঠাযাসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্কখিণং কত্বা পক্কমি ।

১৬। অথ খো চুন্দো কস্মারপুত্তো তস্সা রত্তিয়া অচ্চয়েন সকে নিবেসনে পণীতং খাদনীযং ভোজনীযং পটিষাদাপেত্বা বহুতঞ্চ স্করমদ্ববং, ভগবতো কালং আরোচাপেসি :—“কালো ভস্তু নিট্ঠিতং ভত্তন্তি” ।

১৭। অথ খো ভগবা পুৰ্ব্বণহসময়ং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায় সন্ধিং ভিক্কুসজ্জেন যেন চুন্দস্স কস্মারপুত্তস্স নিবেসনং তেহুপসক্কমি, উপসক্কমিত্বা

১৩। স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ শ্রবণ করিলেন যে, “ভগবান্ পাবায় আগমন করিয়া আমারই আশ্রমবনে অবস্থিতি করিতেছেন।” অতঃপর স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং ভগবান্কে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পাশে উপবিষ্ট স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে, ভগবান্ ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা ধর্ম প্রদর্শন করাইলেন, ( লক্ষণ আরম্ভণ ) গ্রহণ করাইলেন, চিত্ত বিশুদ্ধির জগু উৎসাহিত ও ধর্মরসাস্বাদনে সন্তুষ্ট করিলেন।

১৪। অতঃপর স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ ভগবানের ধর্মদেশনায় সন্দর্শিত, সমাদপিত, সমুত্তেজ্জিতও সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্কে এইরূপ নিবেদন করিলেন ;—“ভস্তু, ভগবন্ ! ভিক্কুসজ্জের সহিত আমার দানময় পুণ্যার্থ আগামীকল্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করুন” । ভগবান্ মৌনভাবে সম্মত হইলেন ।

১৫। অতঃপর স্বর্ণকার পুত্র চুন্দ, ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিলেন এবং ভগবান্কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন ।

১৬। স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, স্বীয় গৃহে উত্তম খাদ্য ভোজ্য ও প্রচুর “স্করমদ্বব” প্রস্তুত করাইয়া ভগবান্কে জানাইলেন “ভস্তু, আহরীয় প্রস্তুত, আহারের সময় হইয়াছে ।

১৭। অনন্তর ভগবান্ পূর্কাক্র সময়ে অন্তঃকাস পরিধান পূর্বক পাত্রচীবর লইয়া ভিক্কুসজ্জের সহিত স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন । তথায় পৌছিয়া স্সজ্জিত আসনে

পঞ্চাংগে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা চুন্দং কস্মারপুত্তং আমন্তেসি :— যন্তে চুন্দ\* স্করমদবং + পটিযত্তং, তেন মং পরিবিস, যং পনঞ্চাংগং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযত্তং, তেন ভিক্কুসজ্জং পরিবিসাতি। এবন্তন্তেতি খো চুন্দো কস্মারপুত্তো ভগবতো পটিসমুত্তা, যং অহোসি স্করমদবং পটিযত্তং, তেন ভগবন্তং পরিবিসি। যং পনঞ্চাংগং খাদনীযং ভোজনীযং পটিযত্তং, তেন ভিক্কুসজ্জং পরিবিসি।

১৮। অথ খো ভগবা চুন্দং কস্মারপুত্তং আমন্তেসি :—যন্তে চুন্দ স্কর-  
মদবং অবসিট্টং, তং সোত্তে নিখণাহি, নাহং তং চুন্দ পস্সামি সদেবকে লোকে

উপবেশন করতঃ স্বর্গকারপুত্র চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—চুন্দ, তুমি যে “স্করমদব” প্রস্তুত করাইয়াছ, তাহা আমাকেই পরিবেষণ কর, আর আত্মাত্ম যে খাত্ত ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়াছ, সেই সমুদয় ভিক্ষুসজ্জকে পরিবেষণ কর”। “সাদু ভন্তে,” বলিয়া স্বর্গকারপুত্র ভগবানের আদেশানুযায়ী, যে “স্করমদব” প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভগবান্কে পরিবেষণ করিলেন এবং আর যে সমুদয় খাত্ত ভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সমুদয় ভিক্ষুসজ্জকে পরিবেষণ করিলেন।

১৮। অনন্তর ভগবান্ স্বর্গকারপুত্র চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—চুন্দ, তোমার পাত্রে আর যে “স্করমদব” অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা গন্তে পুতিয়া ফেল। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ

\*চুন্দ :—স্বর্গকার বংশীয় জনৈক ধন কুবের (শ্রেষ্ঠী) ছিলেন। তিনি ভগবানের প্রথম দর্শনেই শ্রোতাপন্ন আত্ম-শ্রাবক হইয়া স্বায় আত্মকাননে বিহার নির্মাণ পুরক ভগবান্কে দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ পাবায় আসিলে তথায় অবস্থান করিতেন। চুন্দ শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ বৈশাখী পূর্ণিমায় পরিনিব্বাপিত হইবেন এবং তৎপূর্বে তাঁহার নিকট রক্তামশায় রোগ হইবে। ভগবান্ পূর্ণিমার পূর্নদিন তাঁহার নির্দিষ্ট বিহারে আগমন করায়, যাহাতে ভগবানের নিকট রক্তামশায় রোগ না হয়, হইলেও যেন অধিক কষ্টদায়ক না হয় এবং সেইদিন পরিনিব্বান প্রাপ্তি যাহাতে না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে স্করমদব প্রস্তুত করান।

+ স্করমদব :—রসায়ন বিশেষ। রসায়ন শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। কাহারও মতে যুহ ওদনের পক্ষ গোরস যুক্ত যু পান বিধানের এই নাম। যেমন “গবপানং” নামে পাক নাম দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে নাতি তরুণ, নাতি জীর্ণ বস্ত্রবাহার যুহ, ত্রিধ, কাটামাস, ঔষধি যোগে পক্ষ বলিয়া উহাকে স্করমদব বলা হইয়াছে।

সাধারণ লোকে প্রাণী হত্যাদি করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসজ্জের অজ্ঞ খাত্ত ভোজ্য প্রস্তুত করিতে পারে বটে, কিন্তু শ্রোতাপন্ন আত্ম-শ্রাবকেরা জীবনান্তেও প্রাণী হত্যা করেন না। এবং অপর্যাপ্ত উপায়ে খাত্ত ভোজ্য প্রস্তুত করান না। চুন্দ ছিলেন শ্রোতাপন্ন আত্ম-শ্রাবক। তিনি ভগবানের প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃ ভগবানের নিকট রক্তামশায় না হইবার উদ্দেশ্যে অথবা হইলেও যেন অধিক যন্ত্রনা দায়ক না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দেবগণ জানেন যে, ভগবানের অজ্ঞকার আহারই শেষ আহার, তিনি আর আহার গ্রহণ করিবেন না। সেই হেতু দ্বিসহস্র দ্বাপ পরিবৃত্ত চতুমহাব্দীর দেবগণ স্করমদবে দিব্য ওজ প্রদেপ করেন। দিব্য ওজ প্রদেপিত হওয়ায় তাহা অতিশুদ্ধভোজনে পরিণত হইয়াছিল। সম্যক সমুদ্র ব্যতীত অস্ত্রের তাহা জীর্ণ করা অসম্ভব। তদ্বৎ তাহা অপরকে পরিবেষণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও শ্রোতাপিত করাইলেন। ভগবান্ স্করমদব ব্যতীত অজ্ঞ কিছু গ্রহণ করেন নাই।

সমারকে সত্রন্ধকে সস্ফমণব্রাহ্মণিষা পজায় সদেবমহুস্‌সায় বস্‌স তং পরিভুক্তং সম্মা পরিণামং গচ্ছেষ্য অঞ্‌ঞত্র তথাগতস্‌সাতি ।

১৯। এবস্ত্ত্বেতি খো চুন্দো কস্মারপুত্তো ভগবতো পটিস্‌সুহ্‌য়া, যং অহোসি স্করমদ্বং অবসিট্‌ঠং তং সোত্তে নিখণিহ্‌য়া, যেন ভগবা তেহুপস্কমি; উপ-স্কমিহ্‌য়া ভগবন্তং অভিবাদেহ্‌য়া একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নং খো চুন্দং কস্মারপুত্তং ভগবা ধম্মিষা কথায় সন্দস্‌সেহ্‌য়া সমাদপেহ্‌য়া সমুত্তেজেহ্‌য়া সম্পহং-সেহ্‌য়া উট্‌ঠায়াসনা পস্কমি।

২০। অথ খো ভগবতো চুন্দস্‌স কস্মারপুত্তস্‌স ভত্তং ভুত্তাবিস্‌স খরো আৰাধো উপ্পজ্জি লোহিতপক্‌খন্দিকা পবাল্‌হা বেদনা বত্তন্তি মারণন্তিকা। তা সূদং ভগবা সতো সম্পজানো অধিবাসেসি অবিহঞ্‌ঞমানো।

২১। অথ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—আযামানন্দ যেন কুসিনারা তেহুপস্কমিস্‌সামাতি। এবস্ত্ত্বেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি।

প্রজাবন্দ সহ স দেব, মার, ব্রহ্মলোকে এমন আর কাহাকেও দেখিতেছি না, তথাগত বাতীত অপর কেহ এই শ্ৰকরমদ্ব খাইয়া সম্যক জীর্ণ করিতে পারিবে।

১৯। “সাধু ভক্তে” বলিয়া স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ, ভগবানের আদেশানুযায়ী অবশিষ্ট “শ্ৰকর-মদ্ব” গর্ত্তে পুতিয়া ফেলিলেন। তৎপর ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বর্ণকারপুত্র চুন্দকে ভগবান্ ধর্ম্ম দেশনা করিলেন, উহা গ্রহণ করাইলেন এবং সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

২০। অতঃপর স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের প্রদত্ত অন্ন ভোজনের পর মুহূর্ত্তেই ভগবানের বিষম রোগ+উৎপন্ন হইল। রক্তামাশয় হেতু তীব্র বেদনা আরম্ভ হইল, যেন কেবল মরণেই তাহার অবসান। ভগবান্ স্মৃতিও জ্ঞানযোগে অনায়াসে উহা সহ করিতে লাগিলেন, কখনও কাতরোক্তি করিলেন না।

২১। তৎপর ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সন্‌োধন করিয়া বলিলেন ;—“এস আনন্দ ! কুশীনারায় গমন করি”। “সাধু ভক্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সন্মতি প্রদান করিলেন।

+রোগ ভোজনের পর মুহূর্ত্তেই উৎপন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভোজনের কালে রোগ হয় নাই। ভোজনের পূর্ব্বে - রোগ হইলে অথবা শ্ৰকরমদ্ব পরিভুক্ত না হইলে ব্যাধি অতি যন্ত্রনাদায়ক হইত, হতব্রাহ্ম কুশীনারা পদব্রজে যাত্ৰা, সম্ভবপর হইত না।

২২। চুন্দস্ ভত্তং ভুঞ্জিহা কন্মারস্‌সাত্তি মে স্মৃতং,  
আবাধং সন্মসীধীরো পবাল্‌হং মারণস্তিকং।

ভুন্দস্ চ স্ককরমদবেন  
ব্যাধিগ্নবাল্‌হো উদপাদি সখুনো,  
বিরেচ্য মানো ভগবা অবোচ  
গচ্ছামহং কুসিনারং নগরস্তি।

২৩। অথ খো ভগবা মগ্‌গা ওক্স যেনঞ্‌ওতরং রুক্‌খমূলং তেহুপসঙ্কমি,  
উপসঙ্কমিত্বা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—ইজ্জ মে ভ্‌ং আনন্দ চতুগ্‌গুণং  
সজ্জাটিং পঞ্‌ওপেহি, কিলন্তোস্মি আনন্দ, নিসীদিস্‌সামীতি। এবন্তন্তেতি খো  
আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্মহা চতুগ্‌গুণং সজ্জাটিং পঞ্‌ওপেসি।

২৪। নিসীদি ভগবা পঞ্‌ওন্তে আসনে, নিসজ্জ খো ভগবা আযস্মন্তং আনন্দং  
আমন্তেসি :—ইজ্জ মে ভ্‌ং আনন্দ পানীযং আহর, পিপাসিতোম্‌হি আনন্দ,  
পিবিস্‌সামীতি।

২৫। এবং বুদ্ধে আযস্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :—ইদানি ভন্তে পঞ্চমন্তানি  
সকটসতানি অতিকন্তানি, তং চক্কচ্ছিন্নং উদকং পরিত্তং লুলিতং আবিলং সন্দতি।

২২। ( উক্ত গাথাদ্বয় প্রথম সঙ্গীতির সময় ধর্মসদ্বায়ক স্ববিরগণ কর্তৃক স্থাপিত  
হইয়াছে। গাথায় উক্ত হইয়াছে যে, ) স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের অন্ন ভোজন করিয়াই ভগবান্  
মরণগামী বিষম রোগাক্রান্ত হইলেন বলিয়া লোকে বলিতে শুনিয়াছি।

কিন্তু শূকরমদব পরিভোগ করায় শাস্তার ব্যাধি অতি বিষম হইতে পারে নাই,  
( সেই হেতু ভগবান্ পদব্রজে কুশীনারা যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন ) বাব বার রক্ত বাহ  
হইলেও পরিনিব্বান প্রাপ্তির জ্ঞা নিজের অভিলষিত কুশীনারা নগর যাইব বলিয়া ভগবান্  
বলিলেন।

২৩। অনন্তর ভগবান্ পথ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং আয়ুস্মান  
আনন্দকে সংবোধন করিয়া বলিলেন,—আনন্দ ! সজ্জাটি চতুগুণ করিয়া বিছাও, আমি ক্লান্ত  
হইয়াছি, উপবেশন করিব। “সাধু ভন্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ সজ্জাটি চীবর চারি ভাঁজ  
করিয়া বিছাইলেন।

২৪। ভগবান্ প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসিয়া আয়ুস্মান আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন ; “আনন্দ !  
আমার জ্ঞা পানীয় জল লইয়া আইস, বড় পিপাসা হইয়াছে, একটু জল পান করিব।”

২৫। এইরূপ আদিষ্ট হইলে, আয়ুস্মান আনন্দ ভগবান্‌কে এইরূপ নিবেদন করিলেন ;—  
ভন্তে, এখন পঞ্চশত শটক এই জলের উপর দিয়া গিয়াছে। সেই সামান্য জল ক্র-  
চ্ছিন্ন, আলোড়িত ও কর্দম যুক্ত হইয়া বহিতেছে। ভন্তে, অনতিদূরে ঐ প্রসঙ্গসলিলা মধুর-



অযং ভন্তে ককুধা, নদী অবিদুরে অচ্ছোদকা, সাতোদকা সীতোদকা সেতকা, সুপতিথা রমণীয়া। এথ ভগবা পানীয়ঞ্চ পিবিস্সতি, গত্তানি চ সীতং করিস্সতীতি।

২৬। তৃতীয়ম্পি খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—ইজ্জ মে স্বং আনন্দ পানীয়ং আহর, পিপাসিতোম্মি আনন্দ পিবিস্সামীতি। তৃতীয়ম্পি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :—ইদানি ভন্তে পঞ্চমন্তানি সকটসতানি অতিকম্মানি, তং চক্কচ্ছিন্নং উদকং পরিত্তং লুলিতং আবিলং সন্দতি, অযং ভন্তে ককুধা নদী অবিদুরে অচ্ছোদকা সাতোদকা সীতোদকা সেতকা সুপতিথা রমণীয়া। এথ ভগবা পানীয়ঞ্চ পিবিস্সতি, গত্তানি চ সীতং করিস্সতীতি।

২৭। ততীয়ম্পি খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—ইজ্জ মে স্বং আনন্দ পানীয়ং আহর, পিপাসিতোম্মি আনন্দ পিবিস্সামীতি।

২৮ এবন্তন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্সুহা পত্তং গহেহা যেন সা নদিকা তেনুপসঙ্কমি। অথ খো সা নদিকা চক্কচ্ছিন্না পরিত্তা লুলিতা আবিল্লা সন্দমানা আয়স্মন্তে আনন্দে উপসঙ্কমন্তে অচ্ছা বিপ্পসন্না অনাবিল্লা সন্দিত্তা।

২৯। অথ খো আয়স্মতো আনন্দস্স এতদহোসি :—অচ্ছরিয়ং বত ভো, অত্তুতং বত ভো, তথাগতস্স মহিদ্ধিকতা মহানুভাবতা! অযং হি সা নদিকা চক্কচ্ছিন্না

---

তোয়া শীতলোদকা ককুধানদী—পঞ্চ বিহীনা-বিমল বালুকাময়ী বলিয়া শ্বেতোদকা স্তূতীর্থাও রমণীয়া। তথায় ভগবান্ জল পান করিবেন এবং শরীর শীতল করিবেন।”

২৬। ভগবান্ দ্বিতীয়বার আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—“আনন্দ! আমার জগ্গ পানীয় জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে, আমি জল পান করিব।” আয়ুস্মান আনন্দ দ্বিতীয়বার ভগবান্কে এইরূপ নিবেদন করিলেন; ভন্তে! এই মাত্র পাঁচশত শকট এই জলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সামান্য জল চক্র-চ্ছিন্ন, আলোড়িত ও কদম যুক্ত হইয়া বহিতেছে। ভন্তে! অনতিদূরে ঐ প্রসন্ন সলিলা, মধুর তোয়া, শীতলোদকা ককুধা নদী—পঞ্চ বিহীনা, বিমল বালুকাময়ী বলিয়া শ্বেতোদকা, স্তূতীর্থাও রমণীয়া। তথায় ভগবান্ জল পান করিবেন ও শরীর শীতল করিবেন।

২৭। তৃতীয়বার ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—“হে আনন্দ! আমার জগ্গ পানীয় জল আহরণ কর, আমার পিপাসা হইয়াছে, আমি জল পান করিব।”

২৮। “সাধু ভন্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে পাত্রহস্তে সেই নদীর দিকে গমন করিলেন। সেই চক্র-চ্ছিন্না, অল্প জল বিশিষ্টা, আলোড়িতা প্রবহমানা নদী, আয়ুস্মান আনন্দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ-বিপ্রসন্না ও অপক্লিষ্ট হইয়া বহিতে লাগিল।

২৯। অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দের এই ভাব উদয় হইল। “কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত, ভগবান্ তথাগতের কি মহতী ঋদ্ধি শক্তি! এই সেই চক্র-চ্ছিন্না, অল্প জল বিশিষ্টা, আলোড়িতা

পরিণতা লুলিতা আবিলা সন্দমানা, মযি উপসঙ্কমন্তে অচ্ছা বিপ্লসন্না অনাবিলা সন্দতীতি।  
পাণ্ডেন পানীযং আদায় যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ :—  
অচ্ছরিযং ভস্তু, অদ্ভুতং ভস্তু, তথাগতস্ মহিদ্ধিকতা মহানুভাবতা ! ইদানি  
মা ভস্তু নদিকা চকচ্ছিন্না পরিণতা লুলিতা আবিলা সন্দমানা, মযি উপসঙ্কমন্তে অচ্ছা  
বিপ্লসন্না অনাবিলা সন্দিত্বা ! পিবতু ভগবা পানীযং, পিবতু স্নগতো পানীযস্তি ।  
অথ খো ভগবা পানীযং অপায়ি ।

৩০। তেন খো পন সময়েন পুক্কসো x মল্লপুত্তো আলাসস্ কালামস্ সাবকো  
কুসিনারায পাবং অন্ধানমগ্গগল্লটিপন্নো হোতি । অদসসা খো পুক্কসো মল্লপুত্তো  
ভগবন্তং অঞ্ঞতরস্মিং রুক্ষমূলে নিসিন্নং, দিস্বা যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি,  
উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি । একমন্তং নিসিন্নো খো  
পুক্কসো মল্লপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ :—অচ্ছরিযং ভস্তু, অদ্ভুতং ভস্তু, সন্তেন  
বত ভস্তু পব্বজিতা বিহারেন বিহরন্তি !

৩১। ভূতপুৰ্ব্বং ভস্তু আলাসো কালামো অন্ধানমগ্গগল্লটিপন্নো মগ্গা  
ওকস্ম অবিদুরে অঞ্ঞতরস্মিং রুক্ষমূলে দিবাবিহারং, নিসীদি । অথ খো

প্রবহমানা নদী আমার আগমনে স্বচ্ছ-বিমল-নির্মল সলিলা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ।”  
পাত্রে জল লইয়া ভগবৎ সমীপে গিয়া আয়ুত্মান আনন্দ এইরূপ বলিলেন ;—“ভস্তু, কি আশ্চর্য্য !  
ভস্তু, কি অদ্ভুত !! ভগবান্ তথাগতের কি মহতী ঋদ্ধি শক্তি, এইক্ষণই এই ক্ষুদ্র নদী  
স্বথ চক্র দ্বারা আলোড়িত, পঙ্কিল ও আবিল হইয়া বহিতেছিল, আমার গমন মাত্রেই সর্ব্ব  
প্রকারে মলিনতা মুক্ত, স্বচ্ছ, বিশ্রসন্ন, অনাবিল হইয়া বহিতে লাগিল । ভস্তু, ভগবন্, পানীয়  
জল পান করুন, হে স্নগত, জল পান করুন । অনন্তর ভগবান্ জল পান করিলেন

৩০। সেই সময় কালাম গোত্রজ আলাড়ের শ্রাবক ( শিষ্য ) মল্লরাজপুত্র পুক্কস+কুশীনারা  
হইতে পাবায় আগমন করিতেছিলেন । তিনি ভগবান্কে এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া  
তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ।  
এক পার্শ্বে উপবিষ্ট মল্লরাজপুত্র ভগবান্কে এইরূপ বলিলেন ; ভস্তু, অতি আশ্চর্য্য, ভস্তু,  
অতীব অদ্ভুত যে, প্রব্রজিতগণ পরম শান্তির সহিত বিহার করেন !

৩১। ভস্তু, পূর্ব্বকালে কালামগোত্রজ আলাড় ঋষি দীর্ঘপথে যাইবার সময়, দিবাধিপ্রহরে পথ  
ত্যাগ করিয়া অদূরে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন । অতঃপর ভস্তু, পঞ্চশত সপ্তক কালাম

x পুক্কস—মল্লরাজপুত্র ! মল্ল বংশীয়েরা পথায়ক্রমে রাজত্ব করিতেন । রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহারা বাণিজ্য  
করিতেন । ইনিও বাণিজ্য করিতে পঞ্চশত শকটে পণ্যসম্ভার লইয়া সর্ব্বত্রব্যবাসে বসিয়া কুশীনারা হইতে পাবা  
স্বাইতে ছিলেন । সমুদ্রের বাতাস হইলে সমুদ্রের ঘানে এবং পশ্চাতের বাতাস হইলে পশ্চাতের ঘানে বসিতেন ।  
তখন পশ্চাতের বাতাস হওয়ায় শকট চালককে (সখ বাহককে) অগ্রে রাখিয়া স্বয়ং পিছনের গাড়ীতে বসিয়াছিলেন ।

১। সী, ই, দিবা বিহারে ।

ভস্তু পঞ্চমত্তানি সৰুটসতানি আলাৰং কালামং নিস্‌সায় নিস্‌সায় অতিক্কমিংসু । অথ খো ভস্তু অঞ্ঞতরো পুরিসো তস্‌স সৰুটসথস্‌স\* পিট্ঠিতো পিট্ঠিতো আগচ্ছন্তো যেন আলারো কালামো তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা আলাৰং কালামং এতদবোচ :—  
 অপি ভস্তু পঞ্চমত্তানি সৰুটসতানি অতিক্কন্তানি, অদসতি ? ন খো অহং আবুসো অদসন্তি । কিম্পন ভস্তু সদং অস্‌সোসীত্তি ? ন খো অহং আবুসো সদং অস্‌সো-  
 সিত্তি । কিম্পন ভস্তু স্তত্তো অহোসীতি ? ন খো অহং আবুসো স্তত্তো অহো-  
 সিত্তি । কিম্পন ভস্তু সঞ্ঞী অহোসীতি ? এবমাবুসোতি । সো হং ভস্তু  
 সঞ্ঞী সমানো জাগরো পঞ্চমত্তানি সৰুটসতানি নিস্‌সায় নিস্‌সায় অতিক্কন্তানি  
 নেব অদস ন পন সদং অস্‌সোসি, অপি স্ত্ তে ভস্তু সজ্জাটি রজেন ওকিন্নাতি ?  
 এবমাবুসোতি ।

৩২ । অথ খো ভস্তু তস্‌স পুরিসস্‌স এতদহোসি :—অচ্ছরিয়ং বত ভো ! অত্তুতং  
 বত ভো ! সন্তুন বত ভো পব্বজিতা বিহারেন বিহরন্তি । যত্রহি নাম সঞ্ঞী  
 সমানো জাগরো পঞ্চমত্তানি সৰুটসতানি নিস্‌সায় নিস্‌সায় অতিক্কন্তানি নেব  
 দ্‌ক্ষতি ন পন সদং সোস্‌সতীতি আলারে কালামে উলারং পসাদং পবেদিহা  
 পক্কমীতি ।

গোত্রজ আলাড়কে প্রায় স্পর্শ করিয়া করিয়া চলিয়া গেল । তৎপর ভস্তু, এক ব্যক্তি সেই  
 শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন, তিনি কালামগোত্রজ আলাড়ের নিকট সমুপস্থিত হইয়া  
 তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন :—ভস্তু, পঞ্চশত শকট যে এই স্থান দিয়া চলিয়া গেল, আপনি  
 তাহা দেখিয়াছেন ত ? বন্ধো, আমি দেখি নাই । ভস্তু, শব্দ শুনিয়াছেন কি ? বন্ধো ! আমি  
 শব্দ ও শুনি নাই । ভস্তু, আপনি নিদ্রিত ছিলেন ? না বন্ধো, আমি নিদ্রিতও ছিলাম না ।  
 ভস্তু, আপনার সংজ্ঞা ছিল কি ? হাঁ বন্ধো । ভস্তু, আপনি সংজ্ঞা ও জাগ্রত ছিলেন অথচ  
 পঞ্চশত শকট যে আপনাকে প্রায় স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আপনি তাহা দেখেন নাই,  
 তাহার শব্দও আপনার শ্রুতিগোচর হয় নাই, কিন্তু আপনার সজ্জাটি ( চীবর ) ধূলি পূর্ণ  
 হইয়াছে । হা বন্ধো, তাহাই বটে ।

৩২ । অতঃপর ভস্তু, সেই ব্যক্তির এই ভাব মনে উদয় হইল :—“কি আশ্চর্য্য, কি অদ্ভুত  
 শাস্ত্রের সহিত প্রব্রজিতগণ বিহার করেন । যে সংজ্ঞা জাগ্রত অবস্থাতে থাকিয়াও প্রায় স্পর্শ  
 করিয়া করিয়া পঞ্চশত শকট গমন করিলেও দর্শন ও করেন না, শব্দও শ্রবণ করেন না” ।  
 অনন্তর কালামগোত্রজ আলাড়ের প্রতি মহা প্রসাদ প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন ।

\* ( তস্‌স সৰুট সথস্‌স—শকটের মালীক উপবিল্লি শকটের । শকট স্বামী তখন সৰ্ব্ব পিছনের গাড়ীতেই বসিয়াছিলেন )

১। সী, উ, অতিক্কমত্তানি । ২। সী, ই, অপিহি ।

৩৩। তং কিম্‌শ্‌ঞসি পুঙ্‌স ? কতমন্‌ খো হুঙ্‌রতরং বা হুঁরভিসম্‌ভবতরং বা ; যো সঞ্‌ঞী সমানো জাগরো পঞ্চমন্তানি স্কটসতানি নিস্‌সায় নিস্‌সায় অতিক্‌স্তানি নেব পস্‌সেয্য ন পন সদং স্নুণেয্য, যো বা সঞ্‌ঞী সমানো জাগরো দেবে বস্‌সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্‌জু তাস্‌ নিচ্ছরন্তীস্‌ অননিযা\* ফলন্তিযা নেব পস্‌সেয্য ন পন সদং স্নুণেয্যাতি ?

৩৪। কিং হি ভন্তে করিস্‌সন্তি, পঞ্চ বা স্কটসতানি ছ বা স্কটসতানি সন্ত বা স্কটসতানি অট্‌ট বা স্কটসতানি নব বা স্কটসতানি দস বা স্কটসতানি স্কটসহস্‌সং বা [স্কটসতসহস্‌সং বা ?]২ অথ খো এতদেব হুঙ্‌রতরং চেব হুঁরভিসম্‌ভবতরঞ্চ যো সঞ্‌ঞী সমানো জাগরো দেবে বস্‌সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্‌জু তাস্‌ নিচ্ছরন্তীস্‌ অননিযা ফলন্তিযা নেব পস্‌সেয্য ন পন সদং স্নুণেয্যাতি ।

৩৫। একমিদাহং পুঙ্‌স সময়ং আতুমাযং বিহরামি ভুসাগারে। তেন খো পন সময়েন দেবে বস্‌সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্‌জু তাস্‌ নিচ্ছরন্তীস্‌ অননিযা ফলন্তিযা [অবিদূরে] ভুসাগারস্‌ দ্বে কস্‌সকা ভাতরো হতা চন্তারো

৩৬। পুঙ্‌স, তাহা তুমি কি মনে কর ? ( নিম্নোক্ত দুইটি ঘটনার মধ্যে ) কোন্‌টি হুঙ্‌রতর বা হুঁরভিসম্‌ভবতর ? যে সসংজ্ঞ ও জাগ্রতাবস্থায় অতি সন্নিবিষ্ট দিয়া পঞ্চশত শকট চলিয়া যাইতে না দেখা ও তাহার শব্দ না শুনা, আর যে সসংজ্ঞ জাগ্রতাবস্থায় বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, কলকল রবে বৃষ্টির জল বহিয়া যাওয়া, বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া ও নববিধ বজ্র\* পতন হওয়া, তাহা না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা ?

৩৭। ভন্তে ! ( ইহার সহিত তুলনায় ) পঞ্চশত বা ষট্‌শত বা সপ্তশত বা অষ্টশত বা নয়শত বা সহস্র অথবা শতসহস্র শকটই বা কি করিবে ? ভন্তে ! ইহাই হুঙ্‌রতর ও হুঁরভিসম্‌ভবতর যে, সসংজ্ঞ ও জাগ্রত অবস্থাতে বৃষ্টিবর্ষণ হওয়া, বৃষ্টির জল কলকল রবে বহিয়া যাওয়া ও বিদ্যুৎ নিষ্কাশিত হওয়া এবং নববিধ বজ্র পতন হইলে তাহা না দেখা ও তাহার শব্দ শ্রবণ না করা ।

৩৮। হে পুঙ্‌স, একদা আমি আতুমায ভুসাগারে ( খড়্‌ গৃহে ) অবস্থান করিতে ছিলাম । তখন বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া বৃষ্টির জল কলকল রবে বহিয়া যাইতেছিল, পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছিল, মুহূঃ মুহূঃ বজ্র পতন হইতেছিল । ভুসাগারের অনতিদূরে ছট্‌সহোদর কুম্বক ও

\*নববিধ অশনি—যথা ১, অসঞ্‌ঞা—অসঞ্‌ঞং করোতি । ২, বিচক্কা—একংচক্‌কং করোতি । ৩, সন্তরা—সন্টার দদিসাহবা পততি । ৪, গগ্‌গরা—গগ্‌গরায মানা পততি । ৫, কপিগীসা ভমুকং উক্‌থিপেস্তো মক্‌টোবিষ হোতি ।

১। ই, তানি করিস্‌সন্তি । ২। ২[ ] সী, ই, নদিস্‌সতে সমনন্তরা চস্‌স দস বা স্কটসতানিতিপি ইঙ্গলিসি গোথকে আগতং । ৩। সী, সো চ খো । ৪। ব, বিজ্‌জুলতাহ । ৫। সী, ই, না[ ] নদিস্‌সতে ।

× ভুসাগার-খড়্‌গৃহ, পলল গুহ ।

চ বলিবদা, । অথ খো পুক্কুস আতুমায মহাজনকাযো নিক্খমিহা যেন তে  
দ্বৈ কস্সকা ভাতরো হতা চত্তারো চ বলিবদা তেহুপসঙ্কমি ।

৩৬। তেন খো পনাহং পুক্কুস সময়েন ভুসাগারা নিক্খমিহা ভুসাগার-  
দ্বারে অত্তোকাসে চক্কমামি । অথ খো পুক্কুস অঞ্ঞতরো পুরিসো তম্হা মহাজন-  
কাযা যেনাহং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা মং অভিবাদেহা একমন্তুং অট্ঠাসি,  
একমন্তুং ঠিতং খো অহং পুক্কুস তং পুরিসং এতদবোচঃ—কিঙ্কু খো এসো,<sup>২</sup>  
আবুসো মহাজনকাযো সন্নিপতিতোতি ?

৩৭। ইদানি ভন্তে দেবে বস্সন্তে দেবে গলগলাযন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু  
অসনিয়া ফলন্তিয়া দ্বৈ কস্সকা ভাতরো হতা চত্তারো চ বলিবদা, এথেসো  
মহাজনকাযো সন্নিপতিতোতি । হং পন ভন্তে কঃ অহোসীতি ? ইধেব খো  
অহং আবুসো অহোসিস্তি । কিম্পন ভন্তে অদসাত্তি ? ন খো অহং আবুসো  
অদসন্তি । কিম্পন ভন্তে সদ্ধং অস্সোসীতি ? ন খো অহং আবুসো সদ্ধং  
অস্সোসিস্তি । কিম্পন ভন্তে সুত্তো অহোসীতি ? ন খো অহং আবুসো সুত্তো  
অহোসিস্তি । কিম্পন ভন্তে সঞ্ঞী অহোসীতি ? এবমাবুসোতি । সো হং ভন্তে

চারিটা বলীবদ্দ হত হইয়াছিল । পুক্কুস, অতঃপর আতুমা গ্রাম হইতে বহুজন বহির্গত হইয়া সেই  
স্থানে দুই কৃষক সহোদর ও চারিটা বলীবদ্দ হত হইয়াছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল ।

৩৬। পুক্কুস, সেই সময় আমি ভুসাগার হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারের নিকটস্থ অবকাশ  
স্থানে চক্ৰমণ করিতেছিলাম । অনন্তর সেই জনতা হইতে এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন  
করিল এবং আমাকে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে দাঁড়াইল । এক পার্শ্বে স্থিত সেই ব্যক্তিকে  
আমি এইরূপ বলিলাম ;—“বন্ধো, এখানে এত লোক সমবেত হইয়াছে কেন ?”

৩৭। ভন্তে, কিছু পূর্বে আকাশে যে ঘন ঘন বিদ্যুত চমকিতেছিল, মুহূর্মুহুঃ বজ্রপাত  
হইতেছিল, যার ফলে ভয়ানক বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া এখনও জলশ্রোত কলকল রবে বহিয়া  
যাইতেছে, সেই সময় দুই কৃষক সহোদর ও চারিটি বলীবদ্দ বজ্রাহত হইয়াছে । এই ভগ্নাই  
এখানে এত লোক সমবেত হইয়াছে ! ভন্তে, আপনি কোথায় ছিলেন ? বন্ধো, আমি এখানেই  
ছিলাম । ভন্তে, দেখিয়াছেন ত ? না বন্ধো, আমি দেখি নাই । ভন্তে, শব্দ শ্রবণ করেন  
নাই ? না বন্ধো, আমি শব্দও শুনি নাই । ভদ্রস্ত কি নিদ্রিত ছিলেন ? বন্ধো, আমি স্তম্ভও  
ছিলাম না । আপনার সংজ্ঞা ছিল ? হাঁ, সংজ্ঞা ছিল । ভন্তে, তাহা হইলে, আপনি সংজ্ঞা  
ও জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া কলকল রবে জল যে বহিয়া গিয়াছে বিদ্যুৎ

১। ব, বলিবদা ।

৬, মচ্ছবিলোপিকা—বিলোলিত মচ্ছোবিষ হোতি । ৭, কুট্টকা—কুট্ট সদিদা হহা পততি । ৮, দণ্ডমণিকা—দণ্ডল  
সদিদা হহা পততি । ৯, স্কথাগনি—পতিতট্টানং সমুগ্ধাটেতি ।

২। য়ো, ই, সো । ৩। ই, এসো । ৪। সী, কুহিং । ৫। সী, অ, সো জং ।

সঞ্জ্ঞী সমানো জাগরো, দেবে বসুসন্তে দেবেগলগলায়ন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু  
অসনিয়া ফলন্তিয়া নেব অদস ন পন সদং অসুসোসীতি? এবমাবুসোতি।

৩৭। অথ খো পুঙ্কস তসু পুরিসসু এতদহোসি :—অচ্ছরিয়ং বত ভো  
অতুতং বত ভো! সন্তেন বত ভো পবজ্জিতা বিহারেন বিহরন্তি, যত্র হি নাম  
সঞ্জ্ঞী সমানো জাগরো, দেবে বসুসন্তে দেবেগলগলায়ন্তে বিজ্জুতাসু নিচ্ছরন্তীসু  
অসনিয়া ফলন্তিয়া নেব দক্খতি, ন পন সদং সোসুসতি মযি উসারং পসাদং  
পবেদেহা মং অভিবাদেহা পদক্খিণং কহা পক্কমীতি।

৩৯। এবং বুত্তে পুঙ্কসো মল্লপুত্তো ভগবন্তং এতদবোচ :—এসাহং ভন্তে যো  
মে আলারে কালামে পসাদো, তং মহাবাতে বা ওপুণামি সীঘসোতায় বা  
নদিয়া পবাহেমি। অভিক্কন্তং ভন্তে, অভিক্কন্তং ভন্তে! সেযথাপি ভন্তে,  
নিক্কজ্জিতং বা উক্কজেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহসু বা মগ্গং আচি ক্খেয্য,  
অন্ধকারে বা তেলপজ্জাতং ধারেয্য। চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তীতি এবমেব  
ভগবতা অনেক পরিয়ায়েন ধম্মো পকাসিতো এসাহং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি  
ধম্মঞ্চ ভিক্কুসজ্জঞ্চ। উপাসকং মং ভগবা ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং  
সরণং গতন্তি।

যে স্মৃতিত হইয়াছে, মূর্তমূহ: যে বজ্র পতন হইয়াছে, তাহা আপনি দেখেনও নাই, ইহার  
শব্দও শুনে নাই? ইহা বন্ধো, তাহাই বটে।

৩৮। পুঙ্কস, অতঃপর সেই ব্যক্তির এইরূপ ( ভাব ) হইল ;—“অতি আশ্চর্য্য, অতীব  
অদ্ভুত, শাস্তির সহিত প্রব্রজিতগণ বিহার করেন, যে সসংজ্ঞ ও জাগ্রত থাকিয়া ও বৃষ্টি বর্ষিত  
হইয়া জল কলকল রবে বহিয়া গেলে, বিহ্বল স্মৃতিত হইয়া মূর্তমূহ বজ্র পতন হইলে, তাহা  
দেখেন না, শব্দও শুনে না,” আমার প্রতি উদার প্রসাদ প্রকাশ করিয়া আমাকে অভিবাদন ও  
প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করিল।

৩৯। এইরূপ উক্ত হইলে মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস ভগবান্কে এইরূপ নিবেদন করিলেন ;—  
ভন্তে, কালাম গোত্রজ আলাড়ের প্রতি আমার যে প্রসাদ ছিল, তাহা আমি ( তুষ যেমন  
লোকে প্রবল বাতায় উড়াইয়া দেয় বা খর শ্রোতস্বতী নদীতে ভাসাইয়া দেয় সেই রূপ )  
মহাবাতায় উড়াইয়া দিতেছি, খর শ্রোতস্বতী নদীতে ভাসাইয়া দিতেছি। ভন্তে, বড়ই সুন্দর,  
ভন্তে, বড়ই সুন্দর, ভন্তে, আপনি যেন কোন অধোমুখ পাত্র উর্দ্ধ মুখ করিলেন, বা কোন  
ঢাকা জিনিষের যেন ঢাকনি খুলিয়া লইলেন, বা পথ ভ্রষ্টকে যেন পথ দেখাইলেন, কিংবা  
অন্ধকারে যেন তৈলের প্রদীপ ধারণ করিলেন। চক্ষুমানদিগকে যেমন রূপসমূহ দেখাইলেন, এই  
রূপেই ভগবান্ অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন। ভন্তে, আমি প্রাণের সহিত ভগবানের ও  
ধর্মের এবং সজ্জের শরণ লইতেছি। ভন্তে, ভগবন্, আমাকে উপাসক রূপেই গ্রহণ করুন,  
অন্ত হইতে আমারণ আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

৪০। অথ খো পুঙ্কসো মল্লপুত্তো অঞ্‌ঞতরং পুরিসং আমন্তেসি :—ইত্থ মে স্বং ভণে সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্টং ধারণীযং আহরাতি। এবং ভন্তেতি খো সো পুরিসো পুঙ্কসস্‌স মল্লপুত্তস্‌স পটিস্‌সুহা তং সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্টং, ধারণীযং আহরি। অথ খো পুঙ্কসো মল্লপুত্তো তং সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্টং ধারণীযং ভগবতো উপনামেসি :—ইদং ভন্তে সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্টং ধারণীযং, তস্মে ভন্তে ভগবাঃ পটিগণহাতু অমুকস্পং উপাদায়াতি। তেন হি পুঙ্কস একেন মং অচ্ছাদেহি একেন আনন্দন্তি। এবং ভন্তেতি খো পুঙ্কসো মল্লপুত্তো ভগবতো পটিস্‌সুহা একেন ভগবন্তং অচ্ছাদেসি, একেন আযস্মন্তং আনন্দং।

৪১। অথ খো ভগবা পুঙ্কসং মল্লপুত্তং ধম্মিযা কথায় সন্দস্‌সেসি সমাদপেসি সমুত্তেজ্‌সেসি সম্পহংসেসি। অথ খো সো পুঙ্কসো মল্লপুত্তো ভগবতো ধম্মিযা কথায় সন্দস্‌সিতো সমাদপিতো সমুত্তেজিতো সম্পহংসিতো উট্টায়াসনা ভগবন্তং অভিবাদেহা পদক্খিণং কহা পকমি।

৪২। অথ খো আযস্মা আনন্দো অচিরপকন্তে পুঙ্কসে মল্লপুত্তে তং সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্টং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামেসি, তং ভগবতো কাযং উপনামিতং

৪০। অতঃপর মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস এক ব্যক্তিকে আহ্বান করতঃ বলিলেন ; ওহে, তুমি গিয়া আমা কর্তৃক ধারণীয় স্নকোমল স্ববর্ণবস্ত্রজোড়া লইয়া আইস, “আচ্ছা প্রভো”, বলিয়া সেই ব্যক্তি মল্লরাজপুত্র পুঙ্কসের আদেশে সেই সিদ্ধিস্ববর্ণ-বর্ণ স্নকোমল বস্ত্রযুগল লইয়া আসিল। অনন্তর মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস সেই ধারণীয় সিদ্ধিস্ববর্ণ-বর্ণ, স্নকোমল বস্ত্রযুগল তথাগতের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন ;—ভন্তে, এই আমার ধারণীয় সিদ্ধিস্ববর্ণ-বর্ণ, স্নকোমল বস্ত্রজোড়া আমার প্রতি রূপা করিয়া গ্রহণ করুন। পুঙ্কস, তাহা হইলে, এক খানা আমাকে দাও, এক খানা আনন্দকে দাও। “সাধু ভন্তে”, বলিয়া মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস ভগবানের আদেশানুযায়ী এক খানা ভগবানকে দিয়া এক খানা আয়ুয়ান আনন্দকে দিলেন।

৪১। অনন্তর ভগবান্ মল্লরাজপুত্র পুঙ্কসকে বস্ত্র-দান অল্পমোদনার্থ ধর্ম দেশনা করিলেন, তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করাইলেন এবং ধর্মোচরণে সমুত্তেজিত ও সন্তুষ্ট করিলেন। মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস ভগবানের ধর্ম ব্যাখ্যায়, ধর্মের মর্মার্থ বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ধর্মোচরণে উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্কে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করতঃ প্রস্থান করিলেন।

৪২। মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস প্রস্থানের অল্পকাল পরে, আয়ুয়ান আনন্দ সেই ধারণীয় সিদ্ধি-স্ববর্ণ-বর্ণ স্নকোমল বস্ত্র-যুগল, ভগবানের দেহে স্থাপন করিলেন ( পরাইলেন )। ভগবানের দেহ আচ্ছাদিত হইলে উহা হীন প্রভ দৃষ্ট হইতে লাগিল, ( বস্ত্রের জ্যোতিঃ অপেক্ষা ভগবানের

হতচ্ছিকং, বিয খায়তি ।

৪৩। অথ খো আযস্মা আনন্দো ভগবন্তুঃ এতদবোচঃ—অচ্ছরিযং ভন্তে !  
অভুতং ভন্তে ! যাব পরিস্ক্রো ভন্তে তথাগতসু ছবিবল্লো পরিযোদাতো, ইদং  
ভন্তে সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্ঠং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামিতং হতচ্ছিকং  
বিয খায়তীতি ৷২

৪৪। এবমেতং আনন্দ, এবমেতং আনন্দ ! ৩ দ্বীসু খো আনন্দ কালেসুঃ  
অতিবিয তথাগতসু [ কাযো ] পরিস্ক্রো হোতি ছবিবল্লো পরিযোদাতো ।  
কতমেসু দ্বীসু ?

৪৫। যঞ্চ আনন্দ রত্তিং তথাগতো অমুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসমুজ্জাতি,  
যঞ্চ রত্তিং অমুপাদিসেসায ৬ বিব্বান ধাতুযা পরিনিব্বাযতি, ইমেসু খো আনন্দ  
দ্বীসু, কালেসু অতিবিয তথাগতসু কাযো পরিস্ক্রো হোতি ছবিবল্লো পরিযো-  
দেহ উজ্জলতর দেখা যাইতে লাগিল )

৪৬। অনস্তর আযুস্মান আনন্দ ভগবান্কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন ;—ভন্তে,  
অতি আশ্চর্য্য ! ভন্তে, অতীব অভুত !! তথাগতের শরীর বর্ণ এমন পরিশুদ্ধ ও এত উজ্জল  
যে, ভন্তে, এই সিদ্ধিবর্ণ-বর্ণ স্ফোমল, ধারণীয় বস্ত্র-যুগল ভগবানের দেহে পরিহিত হওয়ায়  
তাহা হীনপ্রভ দৃষ্ট হইতেছে ।

৪৭। আনন্দ, এইরূপই বটে ! আনন্দ, এইরূপই বটে !! দুই সময়ে তথাগতের দেহ  
অতীব পরিশুদ্ধ হয়, শরীর বর্ণ অতীব উজ্জল হয়+ । কোন্ দুই সময়ে ?

৪৮। আনন্দ, যেই রাত্রে তথাগত অমুত্তর সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হন এবং যেই রাত্রে  
অমুপাদিশেষ নিব্বানধাতুতে পরিনির্বাণিত হন । আনন্দ, এই দুই সময়েই তথাগতের কায

\*আহার ও স্ত্রীতি সৌমনস্ত হেতু দেহবর্ণ অতীব উজ্জল হইয়া থাকে । সম্বোধিলাভের দিন এক মহাপরিনিব্বান  
প্রাপ্তির দিন ; এতদুত্তর দিবসের আহারে চক্রবালের দেবগণ পূণ্যকাজী হইয়া দিব্যোজ্ঞ প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন । সেই  
উত্তম খাদ্য কৃষ্ণিগত হইলে তদ্বারা বিশ্রাস রূপ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । আহার সমুৎপন্ন রূপের প্রসন্নতা হেতু মনাদি  
ষড়েন্দ্রিয় অতীব সমুজ্জল হয় ।

সম্বোধিলাভের সময় অনেক শতসহস্র বস্তু কোটির সঞ্চিত কলুষরাশি অভ্যই মুছিয়া দিলাম বলিয়া তথাগত বুদ্ধের  
বলবৎ সৌমনস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়, চিত্ত প্রসন্নে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, রক্তের বিশুদ্ধিতে  
মনাদি ষড়েন্দ্রিয় উজ্জল হইয়া থাকে । তথাগতের পরিনিব্বানের দিনও আমি অনেক শতসহস্র বুদ্ধের প্রকৃষ্টি অমৃত  
মহাপরিনিব্বানে অভ্যই প্রবেশ করিব, জন্ম জরাদিসংসার সাগরের দুর্গল্যা দুঃখরাশি সমতিক্রম করিয়া অমৃতের মহাশান্তি  
লাভ করিব ; এইরূপ চিন্তা করায় তাহার বলবৎ সৌমনস্ত হয়, সৌমনস্ত হেতু চিত্ত প্রসন্নতা ঘটে । চিত্ত প্রসন্ন হওয়ায়  
রক্ত বিশুদ্ধ এবং তদ্ব্যতীত তাহার ষড়েন্দ্রিয় উজ্জলতর হইয়া থাকে । এই দুই কারণে তথাগত বুদ্ধের দেহবর্ণ অতীব  
উজ্জলতর হইয়াছিল ।

১। সী, ই, বীতচ্ছিকং । ২। ব, ইদং ভন্তে সিদ্ধীবল্লং যুগমট্ঠং ধারণীযং ভগবতো কাযং উপনামিতং  
হতচ্ছিকং বিয খায়তীতি । ৩। সী, ই, এবমেতং আনন্দ । ৪। ব, বীতচ্ছিকং । ৫। সী, ই, নদিসসতে ।

৬। সী, তথাগতো অমুপাদি সেসায । ৭। সী, অ, বীতপি ।



দাতো, অজ্জ খো পনানন্দ রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে কুসিনারাযং উপবত্তনে মল্লানং সালবনে অন্তুরেন যমকসালানং তথাগতস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতীতি । আযামানন্দ যেন ককুধা নদী তেহুপসঙ্কমিস্সামাতি । এবং ভন্তেতি খো আযস্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্সোসি ।

৪৬। সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্ঠং পুঙ্কসো অভিহারযি,  
তেন অচ্ছাদিতো সথা হেমবল্লো অসোভথাতি ।

৪৭। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্কুসজ্জেন সন্ধিং যেন ককুধা নদী তেহু-  
পসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা ককুধং নদিং অল্লোণাহেহা ন্হাহা চ পিবিহা চ পচ্ছুত্তরিহা  
যেন অম্ববনং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা আযস্মান্তং চুন্দকং আমন্তেসিঃ—ইজ্জ মে  
অং চুন্দক চতুগ্গুণং সজ্জাটিং পঞ্ঞপেহি । কিলন্তোশ্মি চুন্দক, নিপজ্জিস্সামীতি ।  
এবন্তন্তেতি খো আযস্মা চুন্দকো ভগবতো পটিস্সুহা চতুগ্গুণং সজ্জাটিং  
পঞ্ঞপেসি ।

৪৮। অথ খো ভগবা দক্খিণেন পস্সেন সীহসেয্যং কপ্পেসি, পাদে,  
পাদং অচ্ছাধায, সতো সম্পজ্জানো উট্ঠানসঞ্ঞং মনসি করিহা । আযস্মা পন

অতি পরিশুদ্ধ হয় এবং শরীর জ্যোতিঃ অতীব উজ্জ্বল হইয়া থাকে । আনন্দ, অগ্নি রাত্রির শেষ  
গ্রহরে কুশীনগরের উপবর্তনে, মল্লরাজাদের শাল বনে, যমকশালবৃক্ষের মধ্যস্থলে, তথাগতের  
পরিনিব্বান হইবে । এস আনন্দ, যেখানে ককুধা নদী, সেইখানে গমন করি । “সাধু ভন্তে”  
বলিয়া আযুয়ান আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ।

৪৯। ( উক্ত গাথা মহাসিদ্ধীতির সময়ে স্থাপিত ( রচিত ) হইয়াছে )ঃ— সিদ্ধিস্তবর্ণ-বর্ণ  
স্বকোমল বস্ত্র-যুগল মল্লরাজপুত্র পুঙ্কস আনাইয়া দান করিলে, হেমবর্ণ শাস্তা তন্দ্বারা আচ্ছাদিত  
হইয়া অতীব শোভিত হইলেন ।

৪৭। অনন্তর ভগবান্ মহাভিক্ষুসজ্জ সমভিব্যাহারে ককুধা নদী তীরে উপনীত হইলেন ।  
উপস্থিত হইয়াই নদীতে নামিয়া স্নান ও জলপান করিলেন এবং নদী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যেখানে  
আশ্র কানন ছিল, সেখানে গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া আযুয়ান চুন্দক স্থবিরকে  
সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—(সেই সময় আযুয়ান আনন্দ নদীতে স্নান-বস্ত্র ধৌত করিতে  
ছিলেন, চুন্দক স্থবিরই সন্নিকটে ছিলেন, তাকেই তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন ) চুন্দক, আমার  
জন্ম সজ্জাটি চীবর চতুগুণ করিয়া বিছাও । চুন্দক, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব ।  
“সাধু ভন্তে”, বলিয়া আযুয়ান চুন্দক স্থবির সম্মতি প্রকাশ করতঃ সজ্জাটি চতুগুণ করিয়া  
বিস্তারিত করিলেন ।

৪৮। অতঃপর ভগবান্ স্মৃতি ও জ্ঞান-যোগে যথাসময়ে উঠিব মনস্থ করিয়া, দক্ষিণ  
পদের উপর বাম পদ ইষং ব্যতিক্রম ভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া সিংহ শয্যায়া—

× শয়ন চতুর্বিধ যথা—কামভোগী শয়ন, প্রেত শয়ন, সিংহ শয়ন ও তথাগত শয়ন । পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১। ব পাদেন ।

চুন্দকো তথ্বে ভগবতো পুরতো নিসীদি।

৪৯। গস্থান বুদ্ধো নদিয়ং ককুধং  
অচ্ছাদকং সাতুদকং বিপ্লসন্নং,<sup>১</sup>  
ওগাহি সথা অকিলন্তরূপো<sup>২</sup>  
তথাগতো অগ্নটিমো চ লোকে।  
নহাত্তা চ পিবিত্তা চুন্দকেন<sup>৩</sup> সথা  
পুরেকথতো ভিক্কুগণস্স মজ্জো,  
বত্তাঃ পবত্তা ভগবাধঃ ধম্মে<sup>৪</sup>  
উপাগমি অম্ববনং মহেসি।  
আমন্তয়ী চুন্দকং নাম ভিক্কুং  
চতুগুণং সম্বরং মে নিপজ্জং,  
সো মোদিতো ভাবিতত্তেন চুন্দো  
চতুগুণং সম্বরং থিগ্গমেব,  
নিপজ্জি সথা অকিলন্তরূপো  
চুন্দোপি তথ্বে সম্মুথে<sup>৫</sup> নিসীদি।

৫০। অথ থো ভগবা আয়স্মন্তুং আনন্দং আমন্তেসি :—যো থো পনানন্দ চুন্দস্স কম্মারপুত্তস্স কোটি বিপ্লটিসারং উপ্পাদেয়্য<sup>১</sup> :—তস্স তে আবুসো চুন্দ শয়ন করিলেন। আয়ুস্মান চুন্দক স্ববিরঙ সেখানে ভগবানের সম্মুখে বসিলেন।

৪৯। ( উক্ত গাথা সমূহ ও মহাসঙ্ঘাতির সময় স্ববিরগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে ) :—বুদ্ধ প্রসন্নসলিলা, মধুরতোয়া, শীতলোদকা ককুধা নদী তীরে গমন করিলেন ; লোকে অপ্রতিমশ্রু তথাগত শাস্তা তথায় অক্লান্ত রূপে অবগাহন করিলেন। শাস্তা স্নান ও জল পান করিয়া আয়ুস্মান চুন্দকের সহিত ভিক্ষুগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং বক্তা, ইহলোকে চতুরস্রীতি-সহস্র ধর্মসঙ্কেত প্রবর্তক মহর্ষি, ভগবান্ ভিক্ষুসংঘ সমভিব্যাহারে তত্রত্য আশ্রবনে উপস্থিত হইলেন। ( তখন ) আয়ুস্মান চুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—“আমার জন্ম সজ্জাটি (চীবর) চতুর্গুণ করিয়া বিস্তার কর, আমি শুইব।” আয়ুস্মান চুন্দক ভাবিতাত্মা বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মুদিত মনে ক্ষিপ্রহস্তে সজ্জাটি চতুর্গুণ করিয়া বিস্তার করিলেন। শাস্তা অক্লান্তরূপে শয়ন করিলেন, তথায় চুন্দক ও সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

৫০। অনন্তর ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিলেন ;—হে আনন্দ ! যে কেহ স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দের এইরূপ বলিয়া কোন অন্ততাপ উৎপাদন করে যে, “বুদ্ধো, চুন্দ, তোমার

১। সী, ই, অচ্ছাদি সাতোদিক বিপ্লসন্নং। ২। সী, ই, অকিলন্তরূপো। ৩। সী, নহাত্তা পীতাম্বুদতারি।  
৪। সী, ই, সথা। ৫। ব, ভগবা ইষ। ৬। সী, অ, ধম্মো।  
৭। সী, ই, পথর। ৮। সী, ই, পমুথে। ৯। সী, ই, সিবা থো। ১০। সী, ই, উপদম্বেষ্য।

অলাভা, তস্ম তে ছল্লঙ্কং, যস্ম তে তথাগতো পচ্ছিমং পিণ্ডপাতং পরিভূঞ্জিষ্য পরিনিব্বুতোতি। চুন্দস্ম আনন্দ কস্মারপুত্তস্ম এবং বিপ্লটিসারো পটিবিনেতব্বোঃ—তস্ম তে আবুসো চুন্দলাভা, তস্ম তে সুলঙ্কং, যস্ম তে তথাগতো পচ্ছিমং পিণ্ডপাতং পরিভূঞ্জিষ্য, পরিনিব্বুতো। সম্মুখা মেতং আবুসো চুন্দ ভগবতো সূতং সম্মুখা পটিগ্গহিতং, হে মে পিণ্ডপাতা সমা সমফলা\* সমবিপাকাঃ অতিবিষ অঞ্জেহি পিণ্ডপাতেহি মহপ্ফলতরা চ মহানিসংসতরা চ। কতমে হে ? যঞ্চ পিণ্ডপাতং পরিভূঞ্জিষ্য তথাগতো অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসমুজ্জতি, যঞ্চ পিণ্ডপাতং পরিভূঞ্জিষ্য তথাগতো অল্পপাদিসেসায নিব্বানধাতুযা পরিনিব্বাযতি। ইমে হে পিণ্ডপাতা সমা সমফলা সমবিপাকা অতিবিষ অঞ্জেহি পিণ্ডপাতেহি মহপ্ফলতরা চ মহানিসংসতরা চ। আযুসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ, বল্লসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ, সূখসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ, যসসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ, সগ্গসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ, আধিপতেয্যসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ, আধিপতেয্যসংবত্তনিকং আযস্মতা চুন্দেন কস্মারপুত্তেন কস্মং উপচিৎ। চুন্দস্ম আনন্দ কস্মারপুত্তস্ম এবং বিপ্লটিসারো পটিবিনেতব্বোতি।

কতই অলাভ, কতই ক্লঞ্জে তোমার জন্ম যে, তথাগত সর্বশেষে তোমার পিণ্ড ভোজন করিয়া পরিনিব্বাপিত হইয়াছেন—হে আনন্দ, তখন এইরূপ বলিয়া তাহার অহুতাপ দূর করা কর্তব্য—“বন্ধো চুন্দ, তোমার কত বড় লাভ! কি শুভ মুহূর্ত্তে তোমার এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে, যেহেতু তথাগত তোমারই শেষ পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া, পরিনিব্বাপিত হইয়াছেন। (আনন্দ, তুমি বলিবে।) হে চুন্দ, আমি ভগবানের কাছে শুনিয়াছি, তাঁহারই নিকট শিখিয়াছি যে, দুইটি পিণ্ডপাত সমান, সমফল, \*সমবিপাকপ্রদ, অপর পিণ্ডপাত হইতে অত্যধিক ফলপ্রদ ও আনিশংসপ্রদ। কোন্ দুইটি পিণ্ডপাত? যেই পিণ্ডপাত ভোজন করিয়া তথাগত অহুত্তরং সম্যক সম্বোধিলাভ করেন এবং যেই পিণ্ডপাত ভোজনান্তে তথাগত স্কেপাদি নিঃশেষ করতঃ অল্পপাদিশেষ পরিনিব্বানধাতুতে পরিনিব্বাপিত হন। এই দুই পিণ্ডপাত সমান, সমফলদায়ক, সমবিপাকদায়ক। অগ্গাচ্ছ পিণ্ডপাত হইতে মহাফলপ্রদ এবং মহানিশংসপ্রদ। স্বর্ণকার-পুত্র আযুয়ান চুন্দকর্তৃক আযুদায়ক কর্ম সঙ্কিত হইয়াছে, আযুয়ান চুন্দকর্তৃক সৌন্দর্য্য, স্বখ, বশঃ, স্বর্গ এবং আধিপত্যদায়ক কর্ম সঙ্কিত হইয়াছে।” হে আনন্দ, এইরূপ বলিয়া স্বর্ণকার-পুত্র চুন্দের বিপ্রতিসার দূর করা কর্তব্য।

৫১। অথ খো ভগবা এতমখং বিদিত্বা তায়ং বেলায়ং ইমং উদানং উদানেসি :—

দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি  
সঞ্ঞমতো বেরং ন চীযতি,  
কুসলো পজ্জহতি, পাপকং  
রাগদোসমোহকখয়া সনিব্বুতোতি।

[ আলার বেদল্ল ] ভাগবারং চতুখং ( নিট্ঠিতং )

৫১। অনন্তর ভগবান্ দানফল, শীলগুণ এবং পূজালাভে তথাগতের যোগ্যতা, এই ত্রিবিধ অর্থ অবগত হইয়া তৎকালে এই প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

যথা সময়ে সম্পাদ্রে দান হেতু পুণ্য প্রবর্জিত হয়। শীল সংবরেস্থিত ব্যক্তির প্রাণী ইত্যাদি জনিত পঞ্চবিধ বৈর বর্জিত হয়না। জ্ঞান-সম্পন্ন দক্ষব্যক্তি আধ্যামার্গ দ্বারা পাপ সমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রহীণ করেন এবং তিনি রাগ-দ্বেষ-মোহক্ষয়াং সোপাদিশেষ নিক্বানে পরিনিবৃত্ত হন।

প্রথমতঃ—দান-প্রভাবে লোভ মাৎসর্যাদি, অতঃ শীল প্রভাবে প্রাণীহতাদি পাপ তদঙ্গ বশে ও সমর্থ বিদর্শন ভাবনা প্রভাবে বিকল্পিত বশে এবং স্রোতাপত্তি আদি আধ্যামার্গ প্রভাবে সমুচ্ছেদ বশে অকুশল প্রহীণ করতঃ রাগ-দ্বেষ-মোহ-নির্মূল করিয়া সোপাদিশেষ নিক্বানে পরিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

[ আলার বেদল্ল ] চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

\*সমা সমকলা—সর্গাকারে সমান এবং সমকলপ্রদ। হুজাতা দেবীর প্রদত্ত পরমাত্র তথাগত সরাগ, সম্বেষ, সমোহ কালে পরিভোগ করিয়াছিলেন, স্বর্ণকারপুত্র চুল্লের “সুকরমদব” বীতরাগ, বীতদ্বেষ, বীতমোহকালে পরিভোগ করিয়াছিলেন। তবুও কেন উভয় সমান ও সমকলপ্রদ হইল? পরিনিব্বান সমতা ও সমাপত্তি সমতা এবং অমুস্মরণ সমতা হেতু সমান ও সমকলপ্রদ। তথাগত হুজাতা দেবীর পরমাত্র পরিভোগ করিয়া সোপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিবৃত্ত এবং স্বর্ণকার-পুত্র চুল্লের “সুকরমদব” পরিভোগ করিয়া অমুপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিবৃত্ত হন, এইরূপ পরিনিব্বান সমতা হেতু সমকল। তথাগত সোমোহি লাভের দিন চতুর্বিংশতি কোটি শত সহস্র সংখ্যক সমাপত্তি সমাপন্ন হইয়াছিলেন। তথা পরিনিব্বান সমচেত এইরূপ সমাপত্তি সমতা হেতু সমান ও সম কলপ্রদ। হুজাতা দেবী যখন শুনিলেন যে, তিনি বাঁহাকে পরমাত্র দিয়াছেন তিনি বৃক্ক দেবতা নহেন, স্বয়ং যোধিসক। তাহার প্রদত্ত পরমাত্র পরিভোগ করিয়া বোধিসত্ত্ব অজুত্তর সম্যক সোমোহি লাভ করিয়াছেন, এবং সপ্ত সপ্তাহ সেই পরমাত্র দ্বারা তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে হুজাতা দেবীর “অহো আমার পরম লাভ” বলিয়া মনে হওয়ায় বলবৎ প্রীতি সৌমনস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল। স্বর্ণকার-পুত্র চুল্লেরও যখন মনে হইল যে, ভগবানকে শেষ পিণ্ডপাত আমিই দিয়াছি, আমা কর্তৃক ধর্মের শিরঃভাগ গৃহীত হইয়াছে, আমার পিণ্ডপাত পরিভোগ করিয়া শান্তা অমুপাদিশেষ পরিনিব্বানে পরিবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণে তাহার বলবৎ প্রীতি সৌমনস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ অমুস্মরণ সমতা হেতু সমান এবং সম কলপ্রদ হইয়াছে।

১। সী, ই, কুসলো চ জহাতি। [ ] ব, নদিসসত্তে।

# ভাগবত পঞ্চম

( হিরণ্যবতিয় )

১। অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—আযামানন্দ যেন হিরণ্যবতিয়া নদিয়া পারিমং তীরং যেন কুসিনারা উপবত্তনং, মল্লানং সালবনং তেহুপসঙ্কমিসামাতি। এবন্তন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পচ্চস্মোসি।

২। অথ খো ভগবা মহতা ভিক্খুসজ্জেন x সন্ধিং যেন হিরণ্যবতিয়া নদিয়া পারিমং তীরং, যেন কুসিনারা উপবত্তনং + মল্লানং সালবনং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—

৩। ইত্ত্ব মে ত্বং আনন্দ অন্তরেন যমকসালানং উত্তরসীসকং মঞ্চকং

## পঞ্চম অধ্যায়

হিরণ্যবতীপর্ব

১। অনন্তর ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন, চল হে আনন্দ, হিরণ্যবতীনদীর পরতীরে কুশীনারার উপবর্তনে\* মল্লরাজগণের শালবনে গমন করি। “সাধু ভক্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

২। অতঃপর ভগবান্ মহাভিক্খুসজ্জ + সমভিব্যাহারে হিরণ্যবতী নদীর পরতীরে কুশীনারার উপবর্তনে মল্লরাজাদের শালবনে উপনীত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই আনন্দকে সন্দোধন করিয়া বলিলেন।

৩। আনন্দ! তুমি আমার জগ্গ যমক শালবৃক্ষের অন্তর্বর্তী স্থানে উত্তর শীর্ষ করিয়া মঞ্চ

---

\*উপবত্তনং—উষ্যানতো সালবনং পাটীনমুখংগম্ব। উত্তরেন নিবত্তং তস্মা তং উপবত্তনন্তি বুচ্ছতি। নগরের পূর্ব উত্তর পার্শ্বে সেই শাল বন ছিল। তথায় প্রবেশ করিতে হইলে পূর্বদিকে যাইয়া উত্তরদিকে ফিরিতে হইত। সেই হেতু উপবর্তন বলা হইয়াছে। টীকা।

+বেলুব গ্রামে ভগবানের নিকট অস্থত হওয়ার পর হইতে, যে সকল ভিক্খু তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, পরিনিব্বানের সময় আসন্ন শুনিয়া কেহই আর ভগবানের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই; স্তবরাং এখন ভিক্কুর সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে।

পঞ্ঞপেহি. কিলন্তোন্নি\* আনন্দ, নিপজ্জিস্সামীতি, এবং ভন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্মহা অন্তরেন যমকসালানং উত্তরসীসকং মঞ্চকংঞ পঞ্ঞপেসি। অথ খো ভগবা দক্খিণেন পস্সেন সীহসেয্যং + কল্পেসি পাদে পাদং অচ্চাধায় সতো সম্পজানো।

৪। তেন খো পন সময়েন যমকসালা সব্বফালিফুল্লা হোন্তি অকাল-  
স্থাপন কর। আনন্দ, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, \*শয়ন করিব। “সাধু ভন্তে” বলিয়া আয়স্মান আনন্দ ভগবানের আদেশানুযায়ী যমকশালতরুর মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর শীর্ষক মঞ্চ স্থাপন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ স্থিতি ও জ্ঞানযোগে দক্ষিণ পদের উপর বামপদ ঈষৎ ব্যতিক্রমভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া সিংহশয্যায় + শয়ন করিলেন। (এই শয়ন হইতে আর উঠিবেন না বলিয়া “অমুক সময়ে উঠিব” এইরূপ সংকল্প করিলেন না। ইতিপূর্বের শয়নে অমুক সময়ে বা যথা সময়ে উঠিব এইরূপ সংকল্প ছিল)।

৪। সেই সময় যমক শাল তরুর (ও অগ্ন্যাগ্ন শাল তরুর এবং অগ্ন্যাগ্ন বৃক্ষলতাদির) সর্বোচ্চে

\*তথাগতের নিকট কোটি শত সহস্র হস্তীর শক্তি ছিল।

গোচরি কলাপো গন্ধেয্যো পিঙ্গলো পবতেয্যাকো,

হেমবতো চ মন্দাগিরি উপোসতো ;

চন্দন্তো য়েব দসমো এতে নাগানমুত্তমাতি।

গোচরি জাতীয় হস্তীর নিকট সাধারণ হস্তীর দশগুণ বল, দশটি গোচরি জাতীয় হস্তীর শক্তি একটি কলাপ জাতীয় হস্তীর নিকট থাকে। এইরূপে দশ দশগুণে বদ্ধিত হইয়া চন্দন্ত হস্তীর নিকট কোটি শত হস্তীর বল থাকে। তথাগতের নিকট দশটি চন্দন্ত হস্তীর শক্তি ছিল। বোগাক্লাস্ত হওয়ায় সেই শক্তি দ্বিপ্রহরের পর হইতে সন্ধ্যার মধ্যে লোপ পাইল। পাবা হইতে কুশীনারা মাত্র ছয় গাবুত ব্যবধান। এই ছয় গাবুত পথ অতিক্রম করিতে পঞ্চ বিংশতি স্থানে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময়ই কুশীনারাশ্চ শালবন উদ্যানে প্রবেশ করেন। “অহো বোগ সমস্ত শক্তিই ধ্বংস করে,” ইহা প্রকাশ করিতে সর্বলোকের সংবেগ কর বাক্য বলিলেন, “আনন্দ! আমি ক্লান্ত হইয়াছি, শয়ন করিব।” ভগবান্ কেন মহোৎসাহের সহিত কুশীনারায় আগমন করিলেন? অন্ত্র কি পরিনিক্বান প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না? পরিনিক্বান যেখানে সেখানে লাভ করা যাইত বটে, কিন্তু কুশীনারায় না আসিলে প্রথমতঃ মহাজ্ঞদর্শন সূত্র দেশনার কারণ ঘটিত না। দ্বিতীয়তঃ স্তম্ভ পরিব্রাজক ভগবানের দর্শন পাইতেন না, স্তম্ভরাং তাঁহার মুক্তি হইত না, যেহেতু স্তম্ভ ছিলেন বুদ্ধ বিনীত, অগ্নে তাঁহার সংশয় দূর করিতে পারিতেন না। তৃতীয়তঃ ভগবানের দেহাবশেষের জগ্ন সমাগত রাজাদের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া রক্তের স্রোত বহিত। কুশীনারায় ভগবান্ পরিনির্বাণিত হওয়ায় দ্রোণব্রাহ্মণ সমাগত রাজাদিগকে বুঝাইয়া ধাতুসমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়ায়, রাজাদের বিবাদ মিমাংসা হইয়াছিল। এই তিন কারণে ভগবান্ মহোৎসাহের সহিত এখানে আসেন।

ঋক্ষ—শালবন উদ্যানে মল্লরাজার শয়নমঞ্চ (খাট) ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। মঞ্চের শিয়রস্থলে একপশ্চি শালবৃক্ষ এবং পদস্থানে একপশ্চি শালবৃক্ষ ছিল। শিয়র স্থানের ও পদ স্থানের দুইটি শালতরুর মূল, বিটপ, পত্র পরস্পর মিলিত হইয়াছিল। তন্মতে যমক শালবৃক্ষ, বলিয়া কথিত হইয়াছে। + (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১। ব, নিপজ্জিস্সামি।

পুপ্ফেহি। তে তথাগতস্ সরীরং ওকিরন্তি অঙ্কোকিরন্তি অভিন্নকিরন্তি তথা-  
গতস্ পূজায়। দিব্বানিপি মন্দারবপুপ্ফানি অন্তলিক্খা পপতন্তি, তানি  
তথাগতস্ সরীরং ওকিরন্তি অঙ্কোকিরন্তি অভিন্নকিরন্তি তথাগতস্ পূজায়।  
দিব্বানিপি চন্দনচুপ্পানি অন্তলিক্খা পপতন্তি, তানি তথাগতস্ সরীরং ওকিরন্তি  
অঙ্কোকিরন্তি অভিন্নকিরন্তি তথাগতস্ পূজায়। দিব্বানিপি তুরিয়ানি অন্তলিক্খা  
বজ্জেন্তি তথাগতস্ পূজায়। দিব্বানিপি সঙ্গীতানি অন্তলিক্খা বজ্জন্তি তথাগতস্  
পূজায়।

৫। অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি :—সবফালিফুল্লা খো  
আনন্দ যমকসালা অকালপুপ্ফেহি, তে তথাগতস্, সরীরং ওকিরন্তি অঙ্কো-  
অকাল পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া [তরুলতা সকল] পুষ্পময় হইল। সেই সমুদয় তথাগতের পূজার  
জন্ত তথাগতের দেহোপরি পতিত হইতেছিল, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, পুনঃ পুনঃ  
প্রকীর্ণ হইতেছিল। ( তখন দশ সহস্র চক্রবালের সমস্ত তরুলতা পুষ্পিত হইয়া পুষ্পময় হইয়াছিল,  
মাটীভেদ করিয়া দণ্ড পুষ্প সকল উৎপত্ত হইয়াছিল, আকাশে আকাশ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত  
হইয়াছিল, মহাসমুদ্র পঞ্চবর্ণ পদ্মে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। ) তথাগতের পূজার জন্ত অন্তরীক্ষে হইতে  
দিব্য মন্দার পুষ্পসমূহ পতিত হইতেছিল। সেই সমুদয় তথাগতের দেহোপরি বিকীর্ণ হইতেছিল,  
চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছিল। অন্তরীক্ষে হইতে দিব্য  
চন্দন চূর্ণসমূহ পতিত হইতে লাগিল, সেই সমুদয় তথাগতের পূজার জন্ত তথাগতের শরীরে অবকীর্ণ  
হইতেছিল, বিকীর্ণ হইতেছিল, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ হইতেছিল। তথাগতের পূজার জন্ত অন্তরীক্ষে  
স্বর্গীয় তুর্ধ্যনিবাদ হইতেছিল। তথাগতের পূজার নিমিত্ত অন্তরীক্ষে দিব্যসঙ্গীত গীত  
হইতেছিল।

৬। অনন্তর ভগবান্ আয়ুস্মান্ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আনন্দ, যমক শালতরুল  
( ও সমস্ত তরুলতা ) অকালে পুষ্পিত হইয়া সর্বত্র ফুলময় হইয়াছে, তথাগতের পূজার জন্ত

+ শয়ন চতুর্বিধ, যথা—১, কামভোগী শয্যা—কামভোগী সঙ্করণ প্রায় বামপার্শ্ব হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, স্তম্ভরায়  
বামপার্শ্ব হইয়া শয়ন কামভোগী শয্যা। ২, প্রেত শয্যা—প্রেতগণ অস্থিচর্চাবশিষ্ট বলিয়া একপার্শ্বে শয়ন করিতে কষ্টকর  
হয়, তাহারা চিৎ হইয়া শয়ন করে, স্তম্ভরায় চিৎ হইয়া শয়ন প্রেত শয্যা নামে অভিহিত। ৩, সিংহ শয্যা—যুগেজ্ঞ  
কেশরী ( সিংহ ) সমুদ্রের পদব্বর এক স্থানে, পশ্চাতের পদব্বর এক স্থানে এবং লেজ ও মস্তক যথাস্থানে স্থাপন করতঃ  
স্থিতির সহিত দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া শয়ন করিয়া থাকে। সারাদিন নিদ্রা ঘাইয়া ও ত্রস্তভাবে জাগে না, অত্রস্তভাবে জাগ্রত  
হইয়া প্রথমে মস্তক উত্তোলনপূর্বক দেখে যে, লেজ ও পাণ্ডুল যথাস্থানে আছে কিনা। যদি কিছুকিৎমাত্রও ব্যতিক্রম  
ঘটিয়া থাকে, তবে মনে করে যে, ইহা আমার জাতির ও শৌঘের উপযুক্ত হয় নাই। তখন পুনরায় পা প্রভৃতি  
যথাস্থানে স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়। আর যথাস্থানে পা প্রভৃতি আছে দেখিতে পাইলে, তবে মনে করে ইহা আমার  
জাতির ও শৌঘের উপযুক্ত হইয়াছে। তখন আনন্দের সহিত উঠিয়া বিজ্ঞপ্ত করতঃ কেশর রাশি ঝাড়িয়া তিনবার  
সিংহ গর্জন করতঃ আহায়াদির অধেষণে গমন করে। সেইরূপ স্থিতি ও জ্ঞানযোগে দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া দক্ষিণপদে  
উপর বাম পদ ঈষৎ ব্যতিক্রমভাবে স্থাপন করতঃ দক্ষিণ হস্ততল মাথার নীচে রাখিয়া ও বাম হস্ত দেহের উপর  
লব্ধমানভাবে স্থাপন করতঃ শয়ন করা এবং নিদ্রিতাবস্থায়ও ঠিক সেইভাবে থাকা সিংহ শয্যা ( প্রেত শয্যা ) নামে উক্ত  
হইয়াছে। ৪, তথাগত শয্যা—অগ্রকল সম্ভ্রুত চতুর্ভুজান যয় হইয়া অবস্থান তথাগত শয্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।  
দ্বিচ্ছ সঙ্গীত ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতিপন্ন প্রভৃতি পরিণিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কিরন্তি অভিল্লকিরন্তি তথাগতস্ পূজায় । দিব্বানিপি মন্দারবপুপ্ফানি অন্ত-  
লিক্খা পপতন্তি । তানি তথাগতস্ সরীরং ওকিরন্তি অঙ্কোকিরন্তি অভিল্লকিরন্তি  
তথাগতস্ পূজায় । দিব্বানিপি চন্দনচূষানি অন্তলিক্খা পপতন্তি, তানি তথাগতস্  
সরীরং ওকিরন্তি অঙ্কোকিরন্তি অভিল্লকিরন্তি তথাগতস্ পূজায় । দিব্বানিপি  
তুরিয়ানি অন্তলিক্খে বজ্জন্তি তথাগতস্ পূজায় । দিব্বানিপি সঙ্গীতানি অন্ত-  
লিক্খে বত্তন্তি তথাগতস্ পূজায় ।

৬। ন খো আনন্দ এত্তাবতা তথাগতো সঙ্কতো বা হোতি গরুকতো বা  
মানিতো বা পূজিতো বা অপচিতো বা । যো খো আনন্দ ভিক্ষু বা ভিক্ষুনী  
বা উপাসকো বা উপাসিকা বা ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্নো বিহরতি সামীচিপ্পটিপন্নো  
অনুধম্মচারী, সো তথাগতং সঙ্করোতি গরুকরোতি মানেনি পূজেতি [অপচিযতি]  
পরমায পূজায় । তস্মাতিহানন্দ ধম্মানুধম্মপ্পটিপন্নো বিহরিস্সাম সামীচিপ্পটিপন্নো  
অনুধম্মচারিনোতি, এবং হি বো আনন্দ সিক্খিতব্বন্তি ।

৭। তেন খো পন সময়েন আযস্মা উপবাণো ভগবতো পুরতো ঠিতো  
হোতি ভগবন্তং বীজমানো । অথ খো ভগবা আযস্মন্তং উপবাণং অপসারেতি, :—

তাহা তথাগতের শরীরের উপর অবকীর্ণ হইতেছে, বৃষ্টির গ্রায় পতিত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ  
হইতেছে । অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য মন্দার পুষ্প সকল পতিত হইতেছে । তথাগতের পূজার  
নিমিত্ত সেই সমুদয় তথাগতের শরীরে অবকীর্ণ হইতেছে, বৃষ্টির গ্রায় পতিত হইতেছে, পুনঃ পুনঃ  
প্রকীর্ণ হইতেছে । অন্তরীক্ষ হইতে দিব্য চন্দন চূর্ণসমূহ পতিত হইতেছে, সেই সমুদয় তথাগতের  
পূজার নিমিত্ত তাঁহার শরীরে অবকীর্ণ হইতেছে, বৃষ্টির গ্রায় পতিত হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণ  
হইতেছে । তথাগতের পূজার জগ্ন অন্তরীক্ষে দিব্য তুর্ঘ্য সকল বাজিতেছে । তথাগতের পূজা  
করিতে দিব্য সঙ্গীত সমূহ অন্তরীক্ষে গীত হইতেছে ।

৬। আনন্দ, তথাগতের পূজার জগ্ন এত হইলেও তথাগতের প্রতি ধোপযুক্ত সংকার করা  
হয় না, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করা হয় না, তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় না,  
তাঁহার পূজা বা আরাধনা করা হয় না । আনন্দ, কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী অথবা উপাসক বা  
উপাসিকা ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন, অমুরূপ প্রতিপন্ন ও ধর্ম্মানুচারী হইয়া বিহার করিলে, সেই  
তথাগতের সংকার করে, মানে এবং পরম পূজায় পূজা করে ও আরাধনা করে, (এইরূপ বলিতে  
হইবে) । অতএব আনন্দ, ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন, অমুরূপ প্রতিপন্ন হইয়াও ধর্ম্মানুচারী হইয়া বিহার  
করিব, এইরূপই আনন্দ, তোমরা শিক্ষা করিবে ।

৭। সেই সময় আযুস্মান উপবাণ\* ভগবানের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে ব্যজন  
করিতেছিলেন । অনন্তর ভগবান্ আযুস্মান উপবাণকে অপসারিত করিলেন, ( বলিলেন যে, )

২। সী, তথাগতস্ ।

[ ] লি, ই, ন দিস্তে । ১। সী ই, অপসাদেসি । উপবাণ\* সন্ধকে পরিশিষ্টে ব্রহ্মক ।



অপেহি ভিক্খু। মা মে পুরতো অট্ঠাসীতি।

৮। অথ খো আয়স্মতো আনন্দস্ম এতদহোসি :—অযং খো আয়স্মা উপবাণো দীঘরত্তং ভগবতো উপট্ঠাকো সন্তিকাবচরো সমীপচারী। অথ চ পন ভগবা পচ্ছিমে কালে আয়স্মন্তং উপবাণং অপসারেসি :—অপেহি ভিক্খু, মা মে পুরতো অট্ঠাসীতি। কো নু খো হেতু কো পচ্ছযো যং ভগবা আয়স্মন্তং উপবাণং অপসারেসি :—অপেহি ভিক্খু, মা মে পুরতো অট্ঠাসীতি ?

৯। অথ খো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ :—অযং ভন্তে আয়স্মা উপবাণো দীঘরত্তং ভগবতো উপট্ঠাকো সন্তিকাবচরো সমীপচারী, অথ চ পন ভগবা পচ্ছিমে কালে আয়স্মন্তং উপবাণং অপসারেতি :—অপেহি ভিক্খু, মা মে পুরতো অট্ঠাসীতি। কো নু খো ভন্তে হেতু কো পচ্ছযো যং ভগবা আয়স্মন্তং উপবাণং অপসারেতি :—অপেহি ভিক্খু, মা মে পুরতো অট্ঠাসীতি ?

১০। যেভূষ্যেন আনন্দ দসসু, লোকধাতুসু দেবতা সন্নিপতিতা তথাগতং দসসনায। যাবতা আনন্দ কুসিনারা উপবত্তনং মল্লানং সালবনং সমন্ততো দ্বাদস-যোজনানি নখি সো পদেসো বালগ্গকোটিনিব্বুদনং মন্তোপি মহেসক্খাহি দেবতাহি অপফুটো। দেবতা আনন্দ উজ্জায়ন্তি দূরা চ বতম্হা। আগতা তথাগতং

ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না।

৮। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই ভাব উদয় হইল যে, এই আয়ুষ্মান, উপবাণ বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের আজ্ঞাকারী, সমীপচারী সেবক, অথচ ভগবান্ অস্তিম সময়ে আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, ( বলিলেন যে ) ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিও না। ইহার হেতু কি ? ইহার প্রত্যয় কি ? যেহেতু ভগবান্ আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, ( বলিলেন ) ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না।

৯। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান্কে এইরূপ নিবেদন করিলেন, ভন্তে, এই আয়ুষ্মান উপবাণ দীর্ঘদিন যাবৎ ভগবানের আজ্ঞাবহ সমীপচারী সেবক, অথচ, ভগবান্ অস্তিম সময়ে আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, ( বলিলেন যে ) ভিক্ষু অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না। ভন্তে, ইহার হেতু কি ? ইহার প্রত্যয় কি ? যেহেতু ভগবান্ আয়ুষ্মান উপবাণকে সরাইয়া দিলেন, ( বলিলেন ) ভিক্ষু, অপগমন কর, আমার সম্মুখে দাঁড়াইও না।

১০। হে আনন্দ, তথাগতকে দর্শনের জন্ত দশ লোকধাতুর ( কোটিশত সহস্র চক্রবালের ) প্রায় দেবগণ ( অসংখ্য ও অরূপ দেবগণ ব্যতীত সমস্ত দেবগণ ) সমাগত হইয়াছেন। আনন্দ, যাবৎ কুসিনারার উপবর্তন মল্লরাজগণের শালবন এবং তাহার চতুর্দিকে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে কেণাগ্র প্রমাণ স্থানও নাই, যাহা মহা প্রতাপশালী দেবতা দ্বারা পরিপূর্ণ হয় নাই। আনন্দ,

দসুসনায! কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উল্লঙ্ঘন্তি অরহন্তো সন্মাসম্বুদ্ধা, অজ্জিব, রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে তথাগতসু পরিণিব্বানং ভবিসসতি, অযঞ্চ মহেসক্খো ভিক্ষু ভগবতো পুরতো ঠিতো ওবারেন্তো, ন ময়ং লভাম পচ্ছিমে কালে তথাগতং দসুসনাযাতিং ।

১১। কথং ভূতা পন ভন্তে ভগবা দেবতা মনসি করোতীতি ?

১২। সন্তানন্দ দেবতা আকাশে পথবীসঞ্ঞানিয়ো, কেসে পকিরিয় কন্দন্তি, বাহা পগ্গয়হ কন্দন্তি ছিন্নপাতং পপতন্তি আবটন্তি বিবটন্তি :—অতিথিগ্গং ভগবা পরিণিব্বাযিসসতি, অতিথিগ্গং সুগতো পরিণিব্বাযিসসতি, অতিথিগ্গং চক্খুমা লোকে অন্তরধাযিসসতীতি ।

১৩। সন্তানন্দ দেবতা পথবিয়ং পথবীসঞ্ঞানিয়ো, কেসে পকিরিয় কন্দন্তি, বাহা পগ্গয়হ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি আবটন্তি বিবটন্তি :—অতিথিগ্গং ভগবা পরিণিব্বাযিসসতি, অতিথিগ্গং সুগতো পরিণিব্বাযিসসতি, অতিথিগ্গং চক্খুমা দেবগণ অসন্তুষ্টি সহকারে বলিতেছেন :—“আমরা বহু দূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। বহুকালের পর কদাচিৎ লোকে তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অতঃপর রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিণিব্বান হইবে। এই মহাশক্তিশালী ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকায়, আমরা অন্তিম সময়ে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না।”

১১। ভন্তে ভগবন, দেবতা কিরূপ মনে করিতেছেন ? (তাঁহারা আপনার পরিণিব্বান ইচ্ছা করিতেছেন ?)

১২। আনন্দ, আকাশে পৃথিবীসংজ্ঞা (ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে স্থিত হইতে পারে মত স্থান নির্মাণ পূর্বক স্থিত) বহু দেবতা আছেন, তাঁহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইতঃস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন—“অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিণিব্বাপিত হইবেন, অতি শীঘ্র সুগত পরিণিব্বাপিত হইবেন, অতি সহসা চক্ষুমান ত্রিলোক হইতে অন্তর্ধান হইবেন।”

১৩। আনন্দ, পৃথিবীতে পৃথিবীসংজ্ঞা (পৃথিবীতে স্থিত হইতে পারে মত ঋদ্ধিপ্রভাবে স্থান নির্মাণ পূর্বক স্থিত) বহু দেবতা আছেন। (সাধারণ মাটিতে দেবগণ স্থিত হইতে পারেন না, জলে মানুষ যেমন স্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ দেবগণও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া মাটিতে স্থিত হইতে পারেন না। মাটিতে দাঁড়াইতে হইলে তাঁহাদিগকে ঋদ্ধিপ্রভাবে স্থিত হইতে পারেন মত স্থান নির্মাণ করিতে হয়) তাঁহারা কেশ আলুলায়িত করিয়া রোদন করিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইতঃস্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন,—“অতি শীঘ্র তথাগত পরিণিব্বাপিত হইবেন, অতি সহসা সুগত পরিণিব্বাপিত হইবেন, অতি সহসা চক্ষুমান

১। সী, ই, অজ্জ চ। ২। সী, ই, তথাগতং দসুসনাযাতিং দেবতানন্দ উজ্জায়তীতি। ৩। সী, ই, ব, পপাতং

৪। সী, ই, আবটন্তি বিবটন্তি। ৫। সী, ই, চক্খু।

লোকে অন্তরধাযিস্তীতি ।

১৪। যা পন তা দেবতা বীতরাগা, তা সতা সম্পজানা অধিবাসেন্তি :—অনিচ্চা সন্ধারা, তং কুতেথ লত্তাতি ?

১৫। পুবে ভন্তে দিসাসু বসং বুখা, ভিকখু আগচ্ছন্তি তথাগতং দস্সনায, তে মযং লভাম মনোভাবনীয়ে ভিকখু দস্সনায লভাম পয়ুরুপাসনায, ভগবতো পন মযং ভন্তে অচ্চয়েন ন লভিস্সাম মনোভাবনীয়ে ভিকখু দস্সনায ন লভিস্সাম পয়ুরুপাসনাযাতি ।

১৬। চত্তারিমানি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযানি সংবেজনীযানি ঠানানি । কতমানি চত্তারি ?

১৭। ইধ তথাগতো জাতোতি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং ।

১৮। ইধ তথাগতো অমুত্তরং সম্মাসহোধিং অভিসমুদ্বোতি আনন্দ সদ্ধস্স-কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং ।

ত্রিলোক হইতে অন্তহিত হইবেন ।”

১৪। যেই সমুদয় দেবতা বীতরাগ ( অনাগামী ও অর্হং ) তাঁহারা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞানভাবে শোক দমন করতঃ ভাবিতেছেন “সংস্কার মাঝেই অনিত্য, তাহার অন্তথা কিরূপে ঘটিবে” ( উদয় শীলবস্ত্র মাঝেই ধ্বংসমুখী ।

১৫। ভন্তে, পূর্বে ভিক্ষুগণ নানাস্থানে বর্ষা যাপন করতঃ বর্ষান্তে তথাগতকে দর্শন করিতে আসিতেন । আমরা সেই মহাহুভাব ( ভাবিত, বদ্ধিত মন ) ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ করিতাম, তাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করিতাম ও সাদরে পরিচর্যা দি করিতে পারিতাম । ভন্তে, ভগবানের পরিনিব্বানের পর আমাদের মহাহুভাব ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ ঘটিবে না, সান্নিধ্য লাভও ঘটিবে না তাঁহাদের পরিচর্যা দিও করিতে পারিব না ।

১৬। আনন্দ, এই চারিটি স্থান শ্রদ্ধাবান্ কুলপুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয় । কোন চারিটি স্থান ?

১৭। “এই স্থানে তথাগত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন” এই বলিয়া শ্রদ্ধাবান্ কুলপুত্রগণের তাহা দর্শনীয় ও সংবেগজনীয় । ( যেই স্থানে গিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির। বলিতে পারে যে, এই স্থানেই তথাগত জন্মিয়াছিলেন । ) আনন্দ, সেই লুণ্ঠিনী উত্তান শ্রদ্ধাবান্দের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয় ।

১৮। ( যে স্থানে গিয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির। বলিতে পারে যে ) “এই স্থানেই তথাগত অমুত্তর সগ্যক সোধি লাভ করিয়াছিলেন, আনন্দ, সেই বুদ্ধগয়াস্থ বোধিমণ্ডপ শ্রদ্ধাবান্ কুল পুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয় ।

## মহাপরিনির্ভান শুভ



তথ্যগিস্তব বজ্জ প্রাপ্তি ও দেব ত্রক্ষাগিনের তর্জিন।



১৯। ইধ তথাগতেন অমুত্তরং ধম্মচক্রং পবত্তিতস্তি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং।

২০। ইধ তথাগতো অমুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বুতোতি আনন্দ সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযং সংবেজনীযং ঠানং। ইমানি থো আনন্দ চত্তারি সদ্ধস্স কুলপুত্তস্স দস্সনীযানি সংবেজনীযানি ঠানানি।

২১। আগমিস্সন্তি থো আনন্দ সদ্ধা ভিক্খু ভিক্খুনিষো উপাসকা উপাসিকায়ো, ইধ তথাগতো জাতোতিপি, ইধ তথাগতো অমুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতিপি, ইধ তথাগতেন অমুত্তরং ধম্মচক্রং পবত্তিতস্তিপি, ইধ তথাগতো অমুপাদিসেসায় নিব্বানধাতুয়া পরিনিব্বুতোতিপি।

২২। যেহি কেচি আনন্দ চেতিযচারিকং আহিণ্ডন্তা পসন্নচিত্তা কালং করিস্সন্তি, সবে তে কায়স্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগং লোকং উপপজ্জিস্সন্তীতি।

২৩। কথং মযং ভস্তুে মাতুগামে পটিপজ্জামাতি? অদস্সনং আনন্দাতি। দস্সনে ভগবা সতি কথং পটিপজ্জিতব্বন্তি? অনালাপো আনন্দাতি। আলাপন্তেন পন ভস্তুে কথং পটিপজ্জিতব্বন্তি? সতি আনন্দ উপট্ঠাপেতব্বন্তি।+

১৯। ( যে স্থানে গিয়া বলিতে পারে যে ) “এই স্থানেই তথাগত অমুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া ছিলেন” সেই ( ঋষিপতন যুগদায়, বর্তমান নাম সারনাথ ) স্থান অশ্রদ্ধাবান্ কুল পুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়।

২০। ( যেখানে গিয়া বলিতে পারা যায় যে ) “এই স্থানেই তথাগত অমুপাদিশেষ নিব্বান লাভ করিয়াছেন।” সেই ( কুশীনারার উপবর্তন মল্লরাজাদের শালবন ) স্থান অশ্রদ্ধাবান্ কুল পুত্রগণের দর্শনীয় ও সংবেগজনীয়। আনন্দ, এই চারিটি স্থান অশ্রদ্ধাবান্দেব দর্শনীয় ও সংবেগজনীয় স্থান।

২১। আনন্দ, এইস্থানে তথাগত জন্মিয়াছিলেন, এইস্থানে তথাগত অমুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, এইস্থানে তথাগত অমুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এবং এইস্থানে তথাগত অমুপাদিশেষ নিব্বানধাতুতে পরিনির্দীপিত হইয়াছিলেন বলিয়া অশ্রদ্ধাবান্ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী এবং উপাসক ও উপাসিকাগণ আগমন করিবে।

২২। আনন্দ, যাহারা এই সকল পুণ্যক্ষেত্র ভ্রমণকালে প্রসন্নচিত্তে যত্নামুখে পতিত হইবে, তাহারা সকলেই কায় ভেদ মরণের পর সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইবে।

২৩। ভস্তুে, আমরা মাতৃগ্রাম—মায়ের জাতির ( স্ত্রী জাতির ) সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব? আনন্দ, অদর্শন ( কর্তব্য )। ভস্তুে, দর্শন হইলে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? আনন্দ, অনালাপ ( কর্তব্য )। ভস্তুে, তাঁহারা আলাপ করিলে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে? আনন্দ, স্মৃতি উপস্থিত রাখা কর্তব্য, অর্থাৎ স্বীয় মাতা, ভগ্নী বা কন্যা বলিয়া চিন্তোৎপাদন করা কর্তব্য। +

১৪। কথং ময়ং ভস্তু তথাগতস্ সরীরে পটিপজ্জামাতি? অব্যাবটা তুম্হে আনন্দ হোথ তথাগতস্ সরীর পূজায়। ইজ্জ তুম্হে আনন্দ সদথে ঘটথ, সদথ-মনুযুজ্জথ, সদথে, অঙ্গমন্তা আতাপিনো পহিতত্তা বিহরথ। সন্তানন্দ খত্তিয়-পণ্ডিতাপি ব্রাহ্মণপণ্ডিতাপি গহপতিপণ্ডিতাপি তথাগতে অভিন্নসন্না, তে তথা-গতস্ সরীর পূজং করিস্‌সন্তীতি।

২৫। কথং পন ভস্তু তথাগতস্ সরীরে পটিপজ্জিতবন্তি? যথা খো আনন্দ রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ সরীরে পটিপজ্জন্তু, এবং তথাগতস্ সরীরে পটিপজ্জিতবন্তি। কথং পন ভস্তু রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ সরীরে পটিপজ্জন্তি?

২৬। রঞ্‌ঞো আনন্দ চক্কবত্তিস্ সরীরং অহতেন বথেন বেঠেন্তি, অহতেন বথেন বেঠেত্তা বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেন্তি, বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেত্তা অহতেন বথেন বেঠেন্তি। এতেনুপায়েন পঞ্চহি যুগসতেহি রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ সরীরং বেঠেত্তা আযসাযঃ তেলদোণিয়া পক্খিপিত্তা অঞ্‌ঞস্সা আযসাযঃ দোণিয়া পটিকুজ্জিত্তাঃ সৰ্বগন্ধানং চিতকং করিত্তা রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ সরীরং ঝাপেন্তি, চাতুমহাপথে রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ থুপং করোন্তি। এবং খো আনন্দ রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ সরীরে পটিপজ্জন্তি। যথা খো আনন্দ রঞ্‌ঞো চক্কবত্তিস্ সরীরে

২৪। ভস্তু, আমরা তথাগতের দেহপূজা (সংকার) কিরূপে করিব? আনন্দ, তথাগতের দেহ-পূজার (সংকারের) জন্তু তোমরা ব্যস্ত হইও না। আনন্দ অরহত্ লাভের জন্তু তোমরা চেষ্টা কর। অরহত্ লাভের জন্তু দৃঢ় নিষ্ঠ হও। নিব্বানের জন্তু অপ্রমত্ত, বোধিবান এবং তদগত চিত্ত হইয়া বিহরণ কর। হে আনন্দ, বিজ্ঞকক্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতিগণ তথাগতের প্রতি অভিপ্ৰসন্ন আছে। তাহারা তথাগতের শরীর পূজা করিবে।

২৫। ভস্তু, তথাগতের শরীর পূজা কিরূপে সম্পাদন করা কর্তব্য? আনন্দ, রাজ-চক্রবর্তীর দেহকে যেরূপ করা হয়, তথাগতের শরীরকেও সেরূপ করা কর্তব্য। ভস্তু, রাজ-চক্রবর্তীর দেহকে কিরূপ করা হয়?

২৬। আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ, প্রথম সৰু নূতন বস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে। নূতন সৰু বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ তৎপর সূধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করিয়া পুনঃ নূতন সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করে। এইরূপে পঞ্চ শত যুগ্ম বার উভয় বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করে। তৎপর স্বর্ণময় তৈলাধারে তাহা স্থাপন করতঃ অপর স্বর্ণময়\* আধার দ্বারা তাহা আবৃত করে এবং সকল জাতীয় স্নেহক সামগ্রী দ্বারা চিতা রচনা করতঃ রাজচক্রবর্তীর মৃত দেহ দক্ষ করা হয়। চারি মহাপথের মিলন স্থানে রাজচক্রবর্তীর স্তূপ রচনা করে। আনন্দ, এইরূপেই রাজ চক্রবর্তীর দেহ-সংকার হইয়া থাকে। আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহ-সংকার যে ভাবে করা

১। ব, ইজ্জ তুম্হে আনন্দ সারথে অনুযুজ্জথ, সারথে। আযসাযতি সোবরায। সোবরাহি ইধ আযসন্তি অধিলেত্তং।

২। ব, বিহতেন। ৩। ব, সরীরে। ৪। সী, ই, অযসায। ৫। সী, পটিকুজ্জিত্তা।

পটিপঙ্কস্তুি এবং তথাগতস্ সরীরে পটিপঙ্কিতবৎ। চতুমহাপথে তথাগতস্ থূপো কাতব্বো। তথ যে মালাং বা গন্ধং বা চুল্লকং, বা আরোপেস্‌সন্তি বা অভিবাদেস্‌সন্তি বা, চিত্তং বা পসাদেস্‌সন্তি, তেসন্তুং ভবিস্‌সতি দীঘরত্তং হিতায সুখাযাতি।

২৭। চত্ভারোমে আনন্দ থূপারহো। কতমে চত্ভারো? তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো থূপারহো, পচ্চেকসম্বুদ্ধো থূপারহো, তথাগতস্ সাবাকো থূপারহো রাজা চক্রবর্তী, থূপারহোতি।

২৮। কিঞ্চানন্দ, অথবসং পটিচ্চ তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো থূপারহো? অযং তস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ থূপোতি আনন্দ বহ্জনো চিত্তং পসাদেস্‌সন্তি, তে তথ চিত্তং পসাদেত্তা কাযস্ ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগগং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং থো আনন্দ অথবসং পটিচ্চ তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো থূপারহো।

২৯। কিঞ্চানন্দ অথবসং পটিচ্চ পচ্চেকসম্বুদ্ধো থূপারহো? অযং তস্ ভগবতো পচ্চেকসম্বুদ্ধস্ থূপোতি আনন্দ বহ্জনো চিত্তং পসাদেস্‌সন্তি, তে তথ চিত্তং পসাদেত্তা কাযস্ ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগগং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং থো আনন্দ অথবসং পটিচ্চ পচ্চেকসম্বুদ্ধো থূপারহো।

হয়, তথাগতের শরীর সংক্যব ও সেইরূপ ভাবে করা কর্তব্য। চারি মহাপথের মিলন স্থানে তথাগতের স্তূপ রচনা করা বিধেয়। যাহারা সেই স্তূপে মালা, সুগন্ধি বা সুগন্ধি চূর্ণ অর্পণ করিবে বা অভিবাদন করিবে বা তদ্বর্শনে চিত্ত প্রসন্ন করিবে, সেই কাৰ্য্য তাহা দিগের বহুকালের জন্ত হিতকর ও সুখকর হইবে।

২৭। আনন্দ, এই চারি ব্যক্তির স্তূপ যোগ্য। কোন্ চারি ব্যক্তি? তথাগত অর্হং সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য, প্রত্যেকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য, তথাগতের শ্রাবক (শ্রোতাপন্ন, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হং) স্তূপ যোগ্য, রাজ চক্রবর্তী স্তূপ যোগ্য।

২৮। আনন্দ, কোন কারণে তথাগত অর্হং সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, “ইহা সেই ভগবান্ অর্হং সম্যকসম্বুদ্ধের স্তূপ” বলিয়া (তাহা দর্শন) বহু জন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কাযভেদ মরণান্তে সুগতি, স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্ত (এই অর্থ বশে) হে আনন্দ, তথাগত অর্হং সম্যকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য।

২৯। হে আনন্দ, কোন কারণে প্রত্যেকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, ইহা সেই ভগবান্ প্রত্যেকসম্বুদ্ধের স্তূপ বলিয়া (তাহা দর্শন) বহু জন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কাযভেদ মরণান্তে সুগতি, স্বর্গলোকে গিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিমিত্ত হে আনন্দ, প্রত্যেকসম্বুদ্ধ স্তূপ যোগ্য।

১। সী, ই, বরকং। ২। সী, ই, পচ্চেক বুদ্ধো। ৩। সী, তথাগত। ৪। সী, চক্রবর্তী। ৫। সী, কত্তমানন্দ। ই, কত্তমঞ্চানন্দ। ৬। সী, ই, বহ্জনো চিত্তং পসাদেস্‌সন্তি।



৩০। কিঞ্চানন্দ অথবসং পটিচ্চ তথাগতস্স সাবকো থুপারহো? অযং তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্বস্স সাবকস্স, থুপোতি আনন্দ বহুজনা চিত্তং পসাদেস্ন্তি। তে তথ চিত্তং পসাদেহা কাযস্স ভেদা পরম্মরগা স্মগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং থো আনন্দ অথবসং পটিচ্চ তথাগতস্স সাবকো থুপারহো।

৩১। কিঞ্চানন্দ অথবসং পটিচ্চ রাজা চক্রবর্তী থুপারহো? অযং ধম্মিকস্স ধম্মরঞ্ঞো থুপোতি আনন্দ বহুজনা চিত্তং পসাদেস্ন্তি, তে তথ চিত্তং পসাদেহা কাযস্স ভেদা পরম্মরগা স্মগতিং সগ্গং লোকং উপপজ্জন্তি। ইদং থো আনন্দ অথবসং পটিচ্চ রাজা চক্রবর্তী থুপারহো। ইমে থো আনন্দ চত্তারো থুপারহাতি।

৩২। অথ থো আয়স্মা আনন্দো বিহারং পবিসিত্তা কপিসীসং ং আলম্বিত্তা২ রোদমানো অট্টাসি :—অহঞ্চ বতম্হি সেখো স্করগীষো, সথু চ মে পরিনিব্বানং ভবিস্সতি যো মমং৩ অমুকম্পকোতি।

৩০। হে আনন্দ, কোন্ কারণে তথাগতের শ্রাবক স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, ইহা সেই ভগবান্ অর্হং সম্যকসমুদ্বের শ্রাবকের স্তূপ বলিয়া (তদর্শনে) বহুজন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কায়ভেদ মরণান্তে স্মগতি, স্বর্গলোকে গিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্তই হে আনন্দ, তথাগতের শ্রাবক স্তূপ যোগ্য।†

৩১। আনন্দ, কোন্ কারণে, রাজচক্রবর্তী স্তূপ যোগ্য? ইহার সার্থকতা কি? আনন্দ, “ইহা সেই ধার্মিক ধর্ম রাজার স্তূপ” বলিয়া (সেই স্তূপ দর্শনে) বহুজন চিত্ত প্রসন্ন করে। তাহারা তথায় (সেই স্তূপ দর্শনে) চিত্ত প্রসন্ন করিয়া কায়ভেদ মরণান্তে স্মগতি স্বর্গলোকে গিয়া উৎপন্ন হয়। এই জন্তই হে আনন্দ, রাজা চক্রবর্তী স্তূপ যোগ্য। আনন্দ, এই চারি ব্যক্তিই (চারি শ্রেণীর লোকই) স্তূপ যোগ্য।†

৩২। অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দ বিহারে \* (ভিক্ষুদের বৈঠকখানায়) প্রবেশ করিয়া দ্বারবাহপ্রাস্তস্থিত অর্গল সদৃশ বৃক্ষ ং অবলম্বন করতঃ দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন X— “আমি এখনও সেথ (শিক্ষার্থী), স্করগীষ (সকাম) ভাবে রহিয়াছি, যিনি আমার প্রতি অমুকম্পাশীল, আমার সেই শাস্তার ও পরিনিব্বান হইবে”।

† শীলবান পুণ্ড্রজন ভিক্ষুও পরিনিব্বুত ভিক্ষুর স্থায় সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য, কিন্তু স্তূপ যোগ্য নহেন। শীলবানদের স্তূপ নির্মিত হইলে সিলোন, ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রতিরূপ দেশে স্তূপের জন্ত স্থান থাকিত না।

+ রাজা চক্রবর্তী পৃথিবীর মধ্যে এককালে একজন মাত্র হইয়া থাকেন বলিয়া তিনি কামভোগী হইলেও স্তূপ যোগ্য বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন।

X উপরোক্ত বিষয় সমূহ বিবৃত হইলে আয়ুস্মান আনন্দ বুঝিলেন যে অজ্ঞ ভগবান্ নিশ্চয় পরিনির্দোষিত হইবেন। তখন শোক বেগ সঞ্চরণ করিতে না পারিয়া ভগবানের সম্মুখ হইতে উঠিয়া গিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

\* বিহারে এস্থলে ভিক্ষুদের বৈঠকখানা, মণ্ডলমাল।† কপিসীসং—দ্বারবাহ প্রাস্তস্থিত অর্গল সদৃশ বৃক্ষ বিশেষ। পূর্বকালে মরজার অর্গল বানরের মতক সদৃশ ছিল বলিয়া উহার নাম কপিসীস। বর্তমানে কেহ কেহ বাদরা ও বলে।

১। সী, ই, সাবক।

২। ব, আলম্বিত্তা।

৩। ব, মম।

৩৩। অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি :—কহন্নু খো ভিক্ষবে আনন্দোতি ? এসো ভন্তে আযস্মা আনন্দো বিহারং পবিসিহা কপিসীসং আলম্বিহা রোদ-মানো ঠিতো :—অহঞ্চ বতম্হি সেখো স্করণীযো, সখু চ মে পরিনিব্বানং ভবিস্সতি যো মমং অনুকম্পকোতি ।

৩৪। অথ খো ভগবা অঞ্ঞত্তরং ভিক্ষুং আমন্তেসি :—এহি ত্বং ভিক্ষু, মম বচনেন আনন্দং আমন্তেহি :—সখা তং আবুসো আনন্দ আমন্তেতীতি । এবস্তুন্তেতি খো সো ভিক্ষু ভগবতো পটিস্মুহা যেনাযস্মা আনন্দো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা আযস্মন্তং আনন্দং এতদবোচ :—সখা তং আবুসো আনন্দ আমন্তেতীতি । এবমাবুসোতি খো আযস্মা আনন্দো তস্স ভিক্ষুনো পটিস্মুহা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা, ভগবন্তং অভিবাদেহা একমন্তং নিসীদি ।

৩৫। একমন্তং নিসিন্নং খো আযস্মন্তং আনন্দং ভগবা এতদবোচ :—অলং আনন্দ মা সোচি মা পরিদেবি । নহু এতং আনন্দ মযা পটিকচ্চব অক্খাতং, সকেহেব পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো ! তং কুতেথ আনন্দ লত্তা ? যন্তং জাতং ভূতং সজ্জতং পলোকধম্মং, তং বত [ তথা-গতস্সাপি সরীরং ], মাপলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি । দীঘরত্তং খো তে আনন্দ

৩৩। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—ভিক্ষুগণ, আনন্দ কোথায় ? [ ভিক্ষুদের মধ্য হইতে প্রত্যুত্তর হইল ] এই ভন্তে, আযুস্মান আনন্দ মণ্ডল মালে [ ভিক্ষুদের বৈঠকখানায় ] প্রবেশ করিয়া দ্বারবাহপ্রাস্তস্থিত অর্গল সদৃশ বৃক্ষ অবলম্বন করতঃ দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছেন—“আমি এখনও সেখ, স্করণীয় ভাবে রহিয়াছি, যিনি আমার প্রতি অনুকম্পাশীল, আমার সেই শাস্তার ও পরিনিব্বান হইবে” ।

৩৪। অতঃপর ভগবান্ জনৈক ভিক্ষুকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভিক্ষু, তুমি এদিকে এস, আমার বাক্যে আনন্দকে আহ্বান কর, গিয়া বল, বন্ধো আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন । “সাধু ভন্তে” বলিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানের আদেশে সম্মতি প্রকাশ করতঃ আযুস্মান আনন্দের নিকট গিয়া বলিলেন,—বন্ধো আনন্দ, শাস্তা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন । “সাধু বন্ধো” বলিয়া আযুস্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুর বাক্যে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন, এবং ভগবান্কে অভিবাদন করতঃ এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ।

৩৫। এক পার্শ্বে উপবিষ্ট আযুস্মান আনন্দকে ভগবান্ এইরূপ বলিলেন ;—অনর্থক আনন্দ, শোক করিওনা, বিলাপ করিওনা । আনন্দ, এরূপ কি আমা কর্তৃক পূর্বেই বলা হয় নাই যে, সকল প্রিয়ও আদরণীয় জন হইতে বিনাভাব, নানাভাব, অগ্রথাভাব (পৃথক) হইতে হইবে ? [মাতাপিতা প্রভৃতি স্বজন জন হইতে পৃথক হইতে হইবে, মরণে তাঁহাদের সহিত পরিত্যক্ত সম্পর্ক হইতেই হইবে, ভবাস্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্রথা ভাব ( বিরুদ্ধ সম্পর্কযুক্ত ) হইতেই

তথাগতো পচুপট্টিতো মেত্তেন কাযকস্মেন হিতেন সুখেন অদ্বয়েন অগ্নমাণেন, মেত্তেন বচীকস্মেন.....মেত্তেন মনোকস্মেন হিতেন সুখেন অদ্বয়েন অগ্নমাণেন। কতপুঞ্ণোসি ত্বং আনন্দ পধানমম্মুযুজ্জ, থিগ্গং হোহিসি, অনাসবোতি।

৩৬। অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি :—যেপি তে ভিক্ষবে অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসমুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমায়েব, উপট্টাকা অহেসুং সেয্যাথাপি মযহং আনন্দো? যেপি তে ভিক্ষবে ভবিস্সন্তি অনাগত-মদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসমুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমায়েব উপট্টাকা ভবিস্সন্তি সেয্যাথাপি মযহং আনন্দো।

৩৭। পণ্ডিতো ভিক্ষবে আনন্দো [মেধাবী ভিক্ষবে আনন্দো] জানাতি অযং কালো তথাগতং দস্সনায উপসঙ্কমিতুং ভিক্ষুনং, অযং কালো ভিক্ষুনীনং, অযং কালো উপাসকানং, অযং কালো উপাসিকানং, অযং কালো রঞ্ণো রাজ্জমহামন্তানং তিথিয়ানং তিথিসাবকানন্তি।

হইবে।] আনন্দ, সেই হেতু এখানে তাহার অত্থা কিরূপে ঘটবে? [তদ্ব্যতীত দশ পারমী পূর্ণ করিয়া সম্বোধি প্রাপ্ত হইলেও, ধর্মচক্র প্রবর্তন করিলেও, যমক স্বাক্ষি প্রদর্শন করিলেও, শরীরে দেবলোকে গিয়া অবতরণ করিলেও] তথাগতের জাত, ভূত, সংস্কৃত, নখর শরীর বিনষ্ট না হউক এরূপ কারণ (অবস্থা) কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

হে আনন্দ, তুমি দীর্ঘকাল তথাগতের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রীতির সহিত সম্মুখে ও পরোক্ষ দ্বিধা না করিয়া অপ্রমাণ মৈত্রী চিত্তে অপ্রমাণ কায়িক পরিচর্যা করিয়াছ.....বাচনিক পরিচর্যা করিয়াছ.....মানসিক পরিচর্যা করিয়াছ (অতি প্রত্যাষে উঠিয়া যাবতীয় কার্য সম্পাদন করতঃ নিরুদ্ধনে বসিয়া শাস্তা অরোগ হউন, অব্যাপদ হউন, সুখী হউন ইত্যাদি ও ভাবনা করিয়াছ)। আনন্দ, তুমি কৃত পুণ্যাত্মা (কল্প শতসহস্র কাল ব্যাপী অভিনীহার সম্পন্ন) তীত্র সাধন কর, অচিরেই অনাস্রব (অর্হৎ) হইবে। (মাদৃশ বুদ্ধের পরিচর্যা নিষ্ফল হইবে না)।

৩৬। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষু :সম্বন্ধে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, :—হে ভিক্ষুগণ, অতীত কালে যে সময় অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই ভগবদগণের এইরূপ এক একজন সেবক ছিল, যেমন আমার আনন্দ। ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন সেই ভগবদগণেরও এইরূপ এক একজন সেবক থাকিবে, যেমন আমার আনন্দ।

৩৭। ভিক্ষুগণ, আনন্দ পণ্ডিত, আনন্দ মেধাবী। আনন্দ জানে যে, এই সময় তথাগত দর্শনে উপস্থিত হইবার ভিক্ষুদের পক্ষে উপযুক্ত, এই সময় ভিক্ষুগণের, এই সময় উপাসক গণের, এই সময় উপাসিকাগণের, এই সময় রাজা ও রাজ্যমাতাগণের এই সময় তৈর্যে ও তৈর্যিক-শ্রাবকগণের পক্ষে তথাগত দর্শনের উপযুক্ত সময়।



ଭଗବାନର ସମ୍ପର୍କୀତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ



৩৮। চত্তারোমে ভিক্ষবে অচ্ছরিয়া অত্তুতা ধম্মা আনন্দে। কতমে চত্তারো? সচে ভিক্ষবে ভিক্ষুপরিসা আনন্দং দসসনায উপসঙ্কমতি, দসসনেন সা অন্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি ভাসিতেনপি সা অন্তমনা হোতি, অতিত্তাব ভিক্ষবে ভিক্ষুপরিসা হোতি অথ খো, আনন্দো তুণ্হী হোতি। সচে ভিক্ষবে ভিক্ষুণীপরিসা.....উপাসকপরিসা.....উপাসিকাপরিসাঃ আনন্দং দসসনায উপসঙ্কমতি, দসসনেন সা অন্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি ভাসিতেনপি সা অন্তমনা হোতি, অতিত্তাব ভিক্ষবে উপাসিকা-পরিসা হোতি অথ খো আনন্দো তুণ্হী হোতি। ইমে খো ভিক্ষবে চত্তারো অচ্ছরিয়া অত্তুতা ধম্মা আনন্দে।

৩৯। চত্তারোমে ভিক্ষবে অচ্ছরিয়া অত্তুতা ধম্মা রঞ্ণে চকবত্তিম্হি। [কতমে চত্তারো]৩? সচে ভিক্ষবে খত্তিয়পরিসা রাজানং চকবত্তিং দসসনায

৩৮। ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে! সেই চারিটি গুণ কি কি? ভিক্ষুগণ, (আনন্দের প্রশংসার কথা, গুণ ব্যাখ্যা শুনিয়া) যদি ভিক্ষু পরিষদ তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করে, তবে আনন্দকে দেখিয়াই তাহারা প্রীত হয়, তত্র যদি আনন্দ ধর্ম্মভাষণ + (ধম্মানুমোদিত আলাপ) করে, তবে তাহার বাক্য শ্রবণেই তাহারা প্রীত হয়। তাহাকে দর্শনে, তাহার বাক্য শ্রবণে ভিক্ষুদের সাধ মিঠে না, যত দেখে, তত দেখিতে ইচ্ছা হয়, যত আনন্দের কণ্ঠস্বর শোনে ততই শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করে। যদি ভিক্ষুণী-পরিষদ.....উপাসক-পরিষদ..... উপাসিকা-পরিষদ আনন্দকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে দেখিয়াই তাহারা প্রীত হয়। তত্র যদি আনন্দ ধর্ম্ম ভাষণ (ধর্ম্ম সঙ্গত আলাপন) করে, তবে আলাপেও তাহারা প্রীত হয়। ভিক্ষুগণ, তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন করে। হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের এই চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে।

৩৯। ভিক্ষুগণ, রাজচক্রবর্তীতে এই চারিটি আশ্চর্য্য অদ্ভুত গুণ আছে। সেই চারি গুণ [ধর্ম্ম] কি কি? ভিক্ষুগণ, [রাজ চক্রবর্তীর গুণ ব্যাখ্যা শুনিয়া] যদি ক্ষত্রিয়-পরিষদ রাজ-

+ ধর্ম্ম ভাষণ :-ভিক্ষুদের সঙ্গে বন্ধুগণ, আপনারা মুখে আছেন ত? খাওয়া দাওয়ায় কোন কষ্ট নাই ত? জ্ঞান-পূর্ব্বক মনোযোগের সহিত যোগানুষ্ঠান করেন ত? আচার্য্য উপাধ্যায়গণের সেবাহুজ্ঞাষাদি কর্ম্ম সম্পাদন করেন ত? ইত্যাদি স্বাগত সম্ভাষণ ভিক্ষুদের সহিত করণীয়। ভিক্ষুদের সঙ্গে স্বাগত সম্ভাষণ—ভয়গণ, অষ্ট মহাধর্ম্ম (অষ্টগুণ ধর্ম্মে) সমাদান পূর্ব্বক চলেন ত? ইত্যাদি। উপাসক উপাসিকাদের সঙ্গে—উপাসক উপাসিকাগণ, আপনারা ত্রিশরণে স্থিত আছেন ত? নিয়ত পঞ্চশীল প্রতিপালন করেন ত? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করাই ভিক্ষুদের কর্তব্য। ভাল আছেন ত? পুত্রকন্যা কেমন আছে? এইরূপ সম্ভাষণ দায়কদায়িকার সহিত ভিক্ষুর করা উচিত নহে।

১। সী, ই, অথ। ২। ব, উপাসিক পরিসা। ৩। সী, ই, চত্তারো চকবত্তিম্হি।

উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অন্তমনা হোতি, তত্র চে রাজা চক্রবর্তী ভাসতি + ভাসিতেনপি সা অন্তমনা হোতি অতিত্তাব ভিক্ষবে খন্তিয়পরিসা হোতি, অথ খো রাজা চক্রবর্তী তুণ্‌হী হোতি। সচে ভিক্ষবে ব্রাহ্মণপরিসা.....গৃহপতিপরিসা..... সমণপরিসা, রাজানং চক্রবত্তিং দস্‌সনায উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অন্তমনা হোতি, তত্র চে রাজা চক্রবর্তী ভাসতি ভাসিতেনপি সা, অন্তমনা হোতি অতিত্তাব ভিক্ষবে সমণপরিসা হোতি, অথ খো রাজা চক্রবর্তী তুণ্‌হী হোতীতি।

৪০। এবমেব খো ভিক্ষবে চত্তারোমে অচ্ছরিয়া অন্তুতা ধম্মা আনন্দে। সচে ভিক্ষবে ভিক্ষুপরিসা আনন্দং দস্‌সনায উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অন্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি, ভাসিতেনপি সা অন্তমনা হোতি, অতিত্তাব ভিক্ষবে ভিক্ষুপরিসা হোতি, অথ খো আনন্দো তুণ্‌হী হোতি। সচে ভিক্ষুনীপরিসা.....উপাসকপরিসা.....উপাসিকাপরিসা আনন্দং দস্‌সনায উপসঙ্কমতি, দস্‌সনেন সা অন্তমনা হোতি, তত্র চে আনন্দো ধম্মং ভাসতি ভাসি-

চক্রবর্তীকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, তবে তাঁহাকে দর্শনেই তাহারা প্রীত হয়। তত্র যদি রাজচক্রবর্তী স্বাগত সন্তাষণ + করেন, তবে তাঁহার ভাষণেই আনন্দিত হয়। দর্শনে বা শ্রবণে তাহাদের সাধ মিঠে না। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই রাজচক্রবর্তী নীরবতা অবলম্বন করেন। যদি ব্রাহ্মণ-পরিষদ.....গৃহপতি-পরিষদ.....শ্রমণ-পরিষদ রাজচক্রবর্তীকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয় তবে তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা প্রীত হয়। তত্র যদি রাজচক্রবর্তী স্বাগত সন্তাষণ করেন, তবে তাহার ভাষণেই আনন্দিত হয়। তাঁহাকে দর্শনে এবং তাঁহার বাক্য স্নধা পানে তাহাদের সাধ মিঠে না। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থায় রাজচক্রবর্তী নীরবতা অবলম্বন করেন।

৪০। ভিক্ষুগণ, সেইরূপ আনন্দে ও চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ আছে। যদি ভিক্ষু পরিষদ.....ভিক্ষুগী-পরিষদ.....উপসক-পরিষদ.....উপাসিকা-পরিষদ আনন্দকে দর্শন করিতে উপস্থিত হয়, তবে দর্শনেই তাহারা প্রীত হয়, তত্র যদি আনন্দ ধর্ম্ম সঙ্গত আলাপন

+ রাজচক্রবর্তী ক্ষত্রিয়দের ( রাজাদের ) সহিত স্বাগত সন্তাষণ করিতেন যে,—তাতগণ, দশরাজ ধর্ম্ম (দান, শীল, পরিচাণ, আর্জব, মাদ্‌ব, অক্রোধ, অহিংসা, তপঃ, ক্ষান্তি, অবিরোধ) পালন করেন ত? রাজকুলের পূর্ব্বরীতিনীতি রক্ষিত হইতেছে ত? ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে—আচাযাগণ, আপনারা ভাগমতে মন্থ শিক্ষা দিতেছেন ত? শিষ্যেরা উৎসাহ সহকারে মন্থ শিক্ষা করিতেছেন ত? ইত্যাদি। গৃহপতিদের সঙ্গে—তাতগণ, তোমরা দণ্ড, ভেট কর, প্রভৃতিতে রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছ না ত? কালোপযোগী বৃষ্টি বর্ষিত হয় ত? শত্রুদি ভাগমতে উৎপন্ন হইতেছে ত?

দশরাজ ধর্ম্ম যথা—দানঃ শীলং পরিচাণং অজ্জবং মদবং তপং,

অকোধং অবহিংসকং খন্তীচ অবিরোধনং।

+ শ্রমণদের সঙ্গে—ভস্‌তে, প্রব্রজিত উপকরণসমূহ হুলস্ত ত? শ্রমণ ধর্ম্মে অগ্রমত্ত আছেন ত? ইত্যাদি রূপ রাজ-চক্রবর্তী সন্তাষণ করিতেন।

১। সী, ই, ভাসিতেন পিদ্‌স।

তেনাপি সা অন্তমনা হোতি অতিভাব ভিক্ষবে উপাসিকাপরিসা হোতি, অথ  
খো আনন্দো তুগ্‌হী হোতি। ইমে খে ভিক্ষবে চত্তারো অচ্ছরিয়া অন্তুতা  
ধম্মা আনন্দেতি।

৪১। এবং বৃত্তে আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তুঃ এতদবোচঃ—মা ভস্তু ভগবা  
ইমস্মিং কুড্ড, নগরকে উজ্জলনগরকে সাখানগরকে পরিনিব্বাযীঃ সন্তিঃ  
ভস্তু অঞ্ঞানি, মহানগরানি সেযাখিৎতঃ—চম্পা, রাজগৃহং, সাবথী, সাকেতং,  
কোসম্বী, বারাণসী, এথ ভগবা পরিনিব্বাতুঃ। এথ বহু খত্তিয়মহাসালা + ব্রাহ্মণ-  
মহাসালা গৃহপতিমহাসালা তথাগতে অভিন্নসন্না, তে তথাগতস্স সরীরপূজং  
করিস্সন্তীতি।

৪২। মাহেবং আনন্দ অবচ, মাহেবং আনন্দ অবচ, কুড্ডনগরকং  
সাখানগরকন্তি। ভূতপুৰ্বং আনন্দ রাজা মহাসুদস্সনো নাম অহোসি চক্কবত্তী  
ধম্মিকো ধম্মরাজা চাতুরস্তুো বিজিতাবী জনপদথাবরিয়স্সন্তো সন্তরতনসমন্না-

করে, তবে তাহার বাক্যস্বা পানেও আনন্দিত হইয়া থাকে। তাহাকে দর্শনে ও তাহার  
বাক্যস্বা পানে তাহাদের সাধ মিঠে না। তাহাদের অতৃপ্তাবস্থাতেই আনন্দ নীরবতা অবলম্বন  
করে। ভিক্ষুগণ, আনন্দের নিকট এই চারিটি আশ্চর্য্য অন্তুত ধর্ম্ম ( গুণ ) বিদ্যমান আছে।

৪১। এইরূপ উক্ত হইলে পর আয়ুস্মান আনন্দ ভগবান্কে সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিবেদন  
করিলেন—ভস্তু ভগবন্, এই ক্ষুদ্র, বিষম, শাখানগরে পরিনির্কীপিত হইবেন না। ভস্তু,  
অত্র বহু মহানগর আছেঃ—যথা—চম্পা, রাজগৃহ, সাবন্তী, সাকেত ( অযোধ্যা ) কোশাঙ্গী  
বারাণসী ইহাদের মধ্যে যে কোন স্থানে ভগবান্ পরিনির্কীপিত হউন। এ সকল স্থানে বহু  
ক্ষত্রিয়মহাশাল + ব্রাহ্মণমহাশাল ও গৃহপতিমহাশাল তথাগতের প্রতি অতি প্রসন্ন, তাঁহার  
তথাগতের শরীর পূজা করিবেন।

৪২। হে আনন্দ, এরূপ বলিও না। হে আনন্দ, এরূপ বলিওনা যে, এ নগর ক্ষুদ্র, বিষম  
( জঙ্গল পূর্ণ ) ও শাখানগর মাত্র। ( আনন্দ আমি এই নগরের বিষয় প্রকাশ করিতেই  
অনেকবার বিশ্রাম করিয়া মহোৎসাহ সহকারে এবং মহাপরাক্রমের সহিত এখানে আসিয়াছি”

+ ক্ষত্রিয়মহাশাল—ক্ষত্রিয়মহাসারপ্রাপ্ত, মহাক্ষত্রিয়, ধাঁহাদের কোটি শতসহস্র ধন নিধায়িত আছে, এবং  
দৈনিক ব্যয় এক শকট কহাপন ও সন্ধ্যার সময় দুই শকট কহাপন আয় হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ মহাশাল—  
ব্রাহ্মণমহাসারপ্রাপ্ত, মহাব্রাহ্মণ; ধাঁহাদের অলীকিতকোটি সংখ্যক ধন নিহিত, দৈনিক ব্যয় এক কুন্ত সংখ্যক  
এবং সন্ধ্যায় এক শকট পরিমাণ ধন আয় হইয়া থাকে। গৃহপতিমহাশাল—গৃহপতি মহাসারপ্রাপ্ত, মহাগৃহপতি।  
ধাঁহাদের চল্লিশকোটি ধন নিহিত, দৈনিক ব্যয় পঞ্চদশ কহাপন, প্রতি সন্ধ্যায় কুন্ত পরিমাণ ধন আয়  
হইয়া থাকে

১। ব, খুদ্ধক। ২। সী, লি, ই, পরিনিব্বাযতু। ৩। ই, সন্তুহি। ৪। সী, ই, পরিনিব্বাযতু।



গতো । রঞেঞো আনন্দ মহাস্সদস্সনস্স অযং কুসিনারা কুসাবতী নাম রাজধানী অহোসি, পুরথিমেন চ পচ্ছিমেন চ দ্বাদসযোজনানি আযামেন, উত্তরেন চ দক্ষিণেন চ সত্তযোজনানি বিথারেন, কুসাবতী আনন্দ রাজধানী ইক্কা চেব অহোসি ফীতা চ বহুজনা চ আকিল্লমন্সুস্সা চ স্মৃত্তিক্খা চ, সেযাথাপি আনন্দ দেবানং আলকমন্দা নাম রাজধানী ইক্কা চেব ফীতা চ বহুজনা চ আকিল্লমন্সুস্সা চ স্মৃত্তিক্খা চ, এবমেব থো আনন্দ কুসাবতী রাজধানী ইক্কা চেব অহোসি ফীতা চ বহুজনা চ আকিল্লমন্সুস্সা চ স্মৃত্তিক্খা চ ।

৪৩। কুসাবতী আনন্দ রাজধানী দসহি সদ্দেহি অবিবিত্তা অহোসি দিবা চেব রত্তিক্খা । সেযাথিদং—হথিসদ্দেন, অস্সসদ্দেন, রথসদ্দেন, ভেরিসদ্দেন, মুদঙ্গসদ্দেন, বীণাসদ্দেন, গীতসদ্দেন, [ সঙ্ঘসদ্দেন], সন্মসদ্দেন, \* তালসদ্দেন, † অস্মাথ পিবথ খাদথাতি দসমেন সদ্দেন ।

৪৪। গচ্ছ স্বং আনন্দ, কুসিনারং পবিসিহা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেহি :—অচ্ছ থো বাসেট্ঠা রত্তিযা পচ্ছিমে যামে তথাগতস্স পরিনিব্বানং বলিয়া বলিতে লাগিলেন :—) হে আনন্দ পূর্বকালে মহাস্সদর্শন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ধাম্মিক রাজচক্রবর্তী ছিলেন এবং দর্শাত্মসারে রাজ্য শাসন করিতেন । তিনি বর্ষতঃ চতুর্দিক জয় করিয়াছিলেন, প্রজাগণের রক্ষাকর্তা ও সপ্তরত্নের অধীশ্বর ছিলেন । আনন্দ, রাজা মহাস্সদর্শনের এই কুশীনারা কুশাবতী নামে রাজধানী ছিল । এই কুশাবতী পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ছিল, উত্তর ও দক্ষিণে সপ্ত যোজন বিস্তৃত ছিল । আনন্দ এই কুশাবতী রাজধানী সমুদ্রকূলিনী ও আনন্দময়ী নগরী ছিল । বহুজন এখানে বাস করিত, এবং অত্যন্ত জনাকীর্ণ, খাণ্ড সামগ্রী ও পরিপূর্ণ ছিল । যেমন আনন্দ, দেবগণের আলকমন্দা ( অলক প্রভা ) নামক রাজধানী মহাস্সমুদ্রকূলিনী ও আনন্দময়ী, বহুদেবতা তথায় বাস করে, দেবগণ ( যক্ষগণ ) সমাকীর্ণ ও খাণ্ডসামগ্রীতে পরিপূর্ণ । আনন্দ, সেইরূপ কুশাবতী রাজধানী ও মহাস্সমুদ্রকূলিনী ও আনন্দময়ী নগরী ছিল । বহুজন এখানে বাস করিত, বহু জনাকীর্ণ এবং খাণ্ড সামগ্রী ও সুলভ ছিল ।

৪৩। আনন্দ, এই কুশাবতী রাজধানী দিবারাত্র দশবিধ শব্দে শব্দায়মান থাকিত, যথা—হস্তিশব্দ, অশ্বশব্দ, রথশব্দ, ভেরীশব্দ, মুদঙ্গশব্দ, বীণাশব্দ, গীতশব্দ, শঙ্খশব্দ, সৌম্য সৌম্য\* বলিয়া শ্রিয়ালাপশব্দ, কংসতালক পানিতালাদি তালশব্দ, স্নান কর, পান কর, আহার কর এই দশবিধশব্দ দ্বারা সর্বদা শব্দায়মান থাকিত । ( এইরূপে মহাস্সদর্শন সূত্র বর্ণনা শেষ করিয়া আনন্দকে বলিলেন :—

৪৪। যাও আনন্দ, তুমি কুশীনারায় প্রবেশ করতঃ কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণকে জ্ঞাপন কর যে, হে বাসিষ্টগণ, অথ রাজ্রির শেষ প্রহরে তথাগতের “পরিনিব্বান” হইবে । হে বাসিষ্টগণ, আগমন

\*সম্মা সম্মাতি অঞ্‌ঞমঞ্‌ঞ পিযালাপসন্দো । †কংসতালাদি সর্ব তালাবচরসন্দো তালসন্দো ।

১। সী, ই, নদিসসতে ।

ভবিস্‌সতি। অভিক্‌খমথ বাসেট্টা। অভিক্‌খমথ বাসেট্টা! মা পচ্ছা বিপ্লটি-  
সারিনো অহুবথঃ—অমহাকঞ্চ নো গামক্‌খেত্তে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং অহোসি,  
ন ময়ং লভিম্‌হা পচ্ছিমে কালে তথাগতং দস্‌সনাযাতি। এবস্তুস্তুতি খো  
আযস্মা আনন্দো ভগবতো পটিস্‌সুহা নিবাসেহা পত্তচীবরমাদায অন্তহুতিযো  
কুসিনারং, পাবিসি।

৪৫। তেন খো পন সময়েন কোসিনারকা মল্লা, সন্থাগারে সন্নিপতিতা  
হোন্তি কেনচিদেব করণীয়েন। অথ খো আযস্মা আনন্দো যেন কোসিনারকানং  
মল্লানং সন্থাগারং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেসি;  
অজ্জ খো বাসেট্টা রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি  
অভিক্‌খমথ বাসেট্টা, অভিক্‌খমথ বাসেট্টা, মা পচ্ছা বিপ্লটিসারিনো অহুবথ;  
অমহাকঞ্চ নো গামক্‌খেত্তে তথাগতস্‌স পরিনিব্বানং অহোসি, ন ময়ং লভিম্‌হা  
পচ্ছিমে কালে তথাগতং দস্‌সনাযাতি।

৪৬। ইদমায়স্মতো আনন্দস্‌স সুহা মল্লা চ মল্লপুত্তা চ মল্লসুণিসা চ  
মল্লপজাপতিযো চ অঘাবিনো দুস্মনা চেতোহুক্‌খসমপ্পিতা অশ্লেক্কে কেসে  
পকিরিয় কন্দন্তি, বাহা পগ্‌গয়্‌হ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি  
করুন বাসিষ্টগণ, আগমন করুন যেন পশ্চাৎ অহুতাপ করিতে না হয় যে,—আমাদের  
গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের “পরিনিব্বান” হইল, অথচ আমরা শেষ সময়ে তথাগতকে দর্শন করিতে  
পারি নাই। “সাধু ভস্তু” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সন্মতি প্রকাশ করতঃ  
অন্তর্কাস পরিধান করিলেন এবং পাত্ৰচীবর লইয়া সহচর সঙ্গে কুশীনারায় প্রবেশ করিলেন।

৪৭। সেই সময়ে কুশীনারাবাসী মল্লগণ কোনও আবশ্যকীয় কার্যোপলক্ষে মল্লগাগারে  
( সন্থাগারে ) সন্মিলিত হইয়াছিলেন। অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দ কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণের  
মল্লগাসভা-গৃহে সমুপস্থিত হইয়া কুশীনারাবাসী মল্লদিগকে জ্ঞাপন করিলেন;—“হে বাসিষ্টগণ,  
অন্ত রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের “পরিনিব্বান” হইবে। হে বাসিষ্টগণ, আগমন করুন,  
হে বাসিষ্টগণ, আগমন করুন, শেষে এই বলিয়া যেন অহুতাপ করিতে না হয় যে, আমাদিগের  
গ্রামক্ষেত্রে তথাগতের “পরিনিব্বান” হইল, অথচ আমরা তথাগতকে শেষ সময়ে দর্শন করিতে  
পারি নাই”।

৪৮। আয়ুস্মান আনন্দের এই উক্তি শ্রবণে মল্লরাজগণ, মল্লপুত্তগণ, মল্লপুত্ত-বধুগণ, মল্ল  
প্রজাপতিগণ বাসিত, দুস্মনচিত্ত ও দুঃখাভিভূত হইয়া কেহ কেহ কেশ আলুলায়িত করিয়া  
কাদিতে লাগিলেন, কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া যোদন করিতে লাগিলেন, কেহ ছিন্নবৎ

বিবট্টি অতিখিগ্গং ভগবা পরিনিব্বাযিস্সতি, অতিখিগ্গং স্তুগতো<sup>১</sup> পরিনিব্বাযিস্সতি, অতিখিগ্গং চক্খুমা, লোকে অন্তরথাযিস্সতীতি।

৪৭। অথ খো মল্লা চ মল্লপুত্তা চ মল্লশুগিসা চ মল্লপজাপতিযো চ অঘাবিনো দুস্মনা চেতোদুস্কখসমপ্পিতা যেন উপবত্তনং মল্লানং সালবনং যেনাযস্মা আনন্দো তেতুপসঙ্কমিংসু।

৪৮। অথ খো আযস্মতো আনন্দস্স এতদহোসি :—সচে খো অহং কোসিনারকে মল্লে একমেকং ভগবন্তং বন্দাপেস্সামি, অবন্দিতোব ভগবা কোসিনারকেহি মল্লেহি ভবিস্সতি অথাযং রত্তি বিভাযিস্সতি। যন্নাহং কোসিনারকে মল্লে কুলপরিবত্তসো কুলপরিবত্তসো ঠপেত্বা ভগবন্তং বন্দাপেয্যং, ইথম্মামো ভস্से মল্লো সপুত্তো সত্তরিযো সপরিসো সামচ্ছো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতীতি।

৪৯। অথ খো আযস্মা আনন্দো কোসিনারকে মল্লে কুলপরিবত্তসো কুলপরিবত্তসো ঠপেত্বা ভগবন্তং বন্দাপেসি :—ইথম্মামো ভস্से মল্লো সপুত্তো সত্তরিযো সপরিসো সামচ্ছো ভগবতো পাদে সিরসা বন্দতীতি।

৫০। অথ খো আযস্মা আনন্দো এতেন উপায়েন পঠমেনেব যামেন ভূতলে পতিত হইয়া ইতন্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, “অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনির্বাণিত হইবেন, অতি সত্তর স্তুগত “পরিনিব্বান” প্রাপ্ত হইবেন, অতি শীঘ্র চক্কুয়ান লোক হইতে অন্তর্হিত হইবেন”।

৪৭। অনন্তর মল্লরাজগণ, মল্লপুত্রগণ, মল্ল-পুত্রবধু ও মল্ল প্রজাপতিগণ দুঃখিত, দুঃস্বপ্নচিন্তে শোকাক্ত হৃদয়ে যেখানে মল্লরাজাদের শালবনোপবর্তন, যেখানে আয়ুস্মান আনন্দ, সেইখানে সমুপস্থিত হইলেন।

৪৮। অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দের এইরূপ মনে হইল, “যদি আমি কুশীনারার মল্লদিগের এক একজন করিয়া ভগবান্কে বন্দনা করাই, তবে কুশীনারাবাসী মল্লদিগের ভগবান্কে বন্দনা করা শেষ না হইতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইবে। তাঁহাদের এক এক কুলকে একত্রিত করতঃ এক সঙ্গে ভগবান্কে বন্দনা করাইলেই ভাল হয়। (তখন বলিতে পারিব) ভস্से, অমুক নামক মল্ল, পুত্র, ভাৰ্য্যা, সহচর ও অমাত্যগণের সহিত ভগবানের পদে মন্তক স্থাপন করতঃ প্রণাম করিতেছেন”।

৪৯। অনন্তর আয়ুস্মান আনন্দ কুশীনারাবাসী মল্লদিগের এক এককূল একত্র করাইয়া এক সঙ্গে ভগবান্কে বন্দনা করাইলেন (এবং নিবেদন করিলেন) ভস্से, (ইনি) অমুক নামক মল্ল, তিন পুত্র, ভাৰ্য্যা, সহচর ও অমাত্যগণের সহিত ভগবানের পদে মন্তক স্থাপন পূৰ্ব্বক প্রণাম করিতেছেন।

৫০। অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দ এই উপায়ে রাত্রির প্রথম যামেই (প্রহরেই) কুশীনারা

কৌসিনারকে মল্লৈ ভগবন্তং বন্দাপেসি ।

৫১। তেন খো পন সময়েন সুভদো + নাম পরিব্বাজকো কুসিনারাযং পটিবসতি । অস্সোসি খো সুভদো পরিব্বাজকো অজ্জেব কির, রত্তিযা পচ্ছিমে যামে সমণস্স গোতমস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতীতি ।

৫২। অথ খো সুভদস্স পরিব্বাজকস্স এতদহোসি ;—সুতং খো পন মেতং পরিব্বাজকানং বুদ্ধানং মহল্লকানং আচরিয়পাচরিয়ানং ভাসমানানং কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উল্লজ্জন্তি অরহন্তো সম্মাসবুদ্ধাতিং । অজ্জেব, রত্তিযা পচ্ছিমে যামে সমণস্স গোতমস্স পরিনিব্বানং ভবিস্সতি । অথি চ মে অযং কজ্জা-ধম্মো উল্লল্লো এবং পসল্লো অহং সমণে গোতমে, পহোতি মে সমণো গোতমে তথা ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কজ্জাধম্মং পজ্জহেয্যন্তি ।

মল্লদিগের দ্বারা ভগবৎ বন্দনা শেষ করাইলেন ।

৫১। সেই সময় সুভদ্র নামক পরিব্রাজক+ কুশীনারায় বাস করিতেন । তিনি শুনিতে পাইলেন যে, অগ্নি রাত্রির শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের “পরিনিব্বান” হইবে ।

৫২। অতঃপর সুভদ্র পরিব্রাজকের এইরূপ মনে হইল,—“আমি প্রাচীন, মহল্লক, পরিব্রাজক-চার্য্য, মহাচার্য্যেরা ইহা বলিতে শুনিয়াছি, কচিং কোনও কালে তথাগত, অর্হং, সম্যক-সম্বুদ্ধগণ জগতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । অগ্নি রাত্রিরই শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের “পরিনিব্বান” হইবে । আমার একটি সংশয় উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে, শ্রমণ গৌতমের প্রতি আমি এইরূপ প্রশ্ন (আমার এমন বিশ্বাস জন্মিতেছে) শ্রমণ গৌতম আমাকে তেমন ধর্ম্ম দেশনা করিতে সমর্থ, বাহাতে আমি এই সংশয় দূর করিতে পারি” ।

+ সুভদ্র পরিব্রাজক—তিনি উদিত ব্রাহ্মণ মহাশাল কুল হইতেই প্রব্রজিত হইয়াছিলেন । তিনি স্বীয় কর্ম্মানু-যায়ী সর্ব্বশেষে তথাগত সন্নীপে সমুপস্থিত হইলেন । অর্থকথাপাঠে জানা যায়, সুদূর অতীত কালে মহাকাল ও চুল-কাল নামে দুই সহোদর ছিলেন । তখন জৈষ্ঠ ভ্রাতা+ এক শস্ত্রের নরবার অগ্রদান করিতে মনস্থ করিয়া বপন কালে বীজাগ্রদান করিলেন । তৎপর ধাত্তের গর্ভ কালে (খোর হইলে) কনিষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, কিন্তু তিনি কোন মতে স্বীকৃত না হওয়ায় শস্ত্রক্ষেত্র দুই ভাগ করতঃ স্বীয় অংশ হইতে ধাত্তের খোর চিরিয়া জল ছাড়া, শুধু দুধ দিয়া পাক করাইলেন তাহাতে ঘৃত, মধু, গুড়, মিণাইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্বকে দান করেন এবং অগ্রদানের দ্বারা অগ্রধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম লাভ করিতে প্রার্থনা করেন । তৎপর পৃথুক কালে চিড়ার উপস্থিত সময়ে পৃথুকাগ্রদান, গ্রামবাসীদের সঙ্গে নবায় দান, ধান কাটিবার সময় দায়নাগ্রদান, আঁটি বাঁধিবার সময় বেঁটা-অগ্রদান, পালা মাড়িবার সময় কলাপাত্র দান, মাড়াইবার সময় খলাত্র দান, মাড়াইয়া খোলায় নিয়া ধলভণ্ডাগ্র দান ও গোলায় তুলিবার সময় কোঠাগ্রদান, এইরূপে এক ফসল নরবার অগ্রদান দিয়া অগ্রধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গে লাভের প্রার্থনা করেন । প্রত্যেক বারই তাহার গৃহীত স্থান পূর্ণ হইয়া শস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল । তিনিই অঞঞেকোণ্য স্থাবির হইলেন, যিনি ধর্ম্মক্ষে-

১। সী, ই, ব, অজ্জকির । ২। সী, ব, সম্মাসবুদ্ধা । ৩। সী, ব, অজ্জ চ ।

+ ধর্ম্মপদার্থ কথার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

৫৩। অথ খো স্তুভন্দো পরিব্রাজকো যেন উপবন্তনং মল্লানং সালবনং যেন

৫৩। অনন্তর পরিব্রাজক স্তুভদ্র মল্লরাজাদের শালবনোপবর্তনে গিয়া, আয়ুস্মান আনন্দকে প্রবেশে ১৮ কোটি দেব ব্রহ্মার সহিত শ্রোতাগণ হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর চুল্লকাল দ্বাখ গোলা পূর্ণ করিয়া শেষে মহাদান করতঃ মুক্তি লাভের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনিই এই স্তুভদ্র পরিব্রাজক। স্বীয় কর্মানুযায়ী সর্বশেষে তথাগত সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। স্তুভদ্র পরিব্রাজকের মুক্তির জন্ত ও ভগবান্ কুশীনারায় আগমন করেন। তথাগতের উপদেশ ব্যতীত স্তুভদ্রের মুক্তি ঘটিত না।

তখন কুশিপুরিতে একটা সরোবর তটে উডুধর বন মধ্যে যতিব্রতধারী স্তুভদ্র অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নবমুকুলে পরিবাণ্ড উডুধর বৃক্ষ সকল দেখিয়া বিস্ময়-বিকশিত নয়নে বহুকণ চিন্তা করিলেন, “বৃক্ষের জন্ম হইলে অথবা চক্রবর্তীর উদ্ভব হইলে এই উডুধর-বনে মুকুল-শোভা হয়, অগ্ৰথা এক্রপ হয় না, অথবা আমার পুণ্য এক্রপ অদ্ভুত মুকুলোদ্ভব হইয়াছে।” স্তুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। স্তুভদ্র কিছুকাল পরে দেবিতে পাইলেন যে, উডুধর-বনের উৎকৃষ্ট কুহুমামোদে দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে। তিনি ভাবিলেন যে, “তথাগতের ধর্ম প্রবর্তন সময়ে, অথবা চক্রবর্তীর বিজয়কালে এই উডুধর-বনে পুষ্পরাশি বিকশিত হয়, অথবা আমার পুণ্য প্রভাবে নিখিল বন পুষ্পিত হইয়াছে।” স্তুভদ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে একটু দর্পিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অর্ধচন্দ্র প্রাপ্ত চন্দ্র নামক জনৈক প্রভাব সম্পন্ন শ্রমণ তথায় আসিয়া নিজকৃষ্টি প্রভাবে স্তুভদ্রকে পরাজিত করিয়া তদীয় দর্প চূর্ণ করিলেন।

তথাগত “পরিনিব্বান” বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে স্তুভদ্রের বিষয় ভাবিলেন। তিনি দেখিলেন স্তুভদ্র অল্পেই বিনীত হইবে। তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে।

কালক্রমে উডুধর-বনের সেই রমণীয় কুহুম-সমৃদ্ধি বৃক্ষের সজাগের স্থায় জ্ঞান হইয়া গেল। স্তুভদ্র পুষ্প সমুদয় জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া শোক সমাক্রান্ত হইলেন এবং নিজের পাপের নূতন উদ্ভব হইয়াছে মনে করিলেন। উডুধর—দেবতা চিন্তানল-সমুদ্র-স্তুভদ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন তুমি বৃথা বিবাদ করিওনা, তোমার প্রভাবে বা পুণ্যে উডুধর-বন কুহুমিত হয় নাই এবং তোমার অপুণ্যে ও জ্ঞান হয় নাই। ইহার কারণ বলিতেছি প্রথম কর। হৃগতের জন্ম হইলেই এই সকল পুষ্পোদয় হইয়া থাকে এবং অনন্তর জ্ঞান লাভ হইলে চতুর্দিকে বিকশিত হয়। আবার “পরিনিব্বান” সময়ান্তরে এই সকল পুষ্পজান হইতে থাকে। এখন তথাগত কুশি পুরিতে আছেন। শীঘ্রই তাহার “পরিনিব্বান” হইবে।

স্তুভদ্র বন দেবতার এই কথা শুনিয়া দীর্ঘনিব্বাস ত্যাগ পূর্বক বহুকণ চিন্তা করিলেন। আমি শাস্তার নিকট ধর্ম-বিষয় শিক্ষা করিব; বহু দিন হইতে আমার এই আশা ছিল। ঠাহারা শাস্তার ধর্ম প্রবচনকালীন মুখ পদ্ম বিলোকন করিয়াছেন ঠাহারাই ধর্ম! ঠাহাদেরই সকল ক্রেশ দূর হইয়াছে এবং ঠাহারাই সম্পূর্ণ কুশল লাভ করিয়াছেন, এখন কাহার মুখ চন্দ্র হইতে প্রবৃত্তজ্ঞানালোকের প্রসারণ রমণীয় পুরাক্রপ অমৃত ধারা প্রবাহিত হইবে? এই সংসাররূপ মল্লভূমি বাসী লোক সকল কর্ণ-পাত্র দ্বারা শোক শাস্তির স্রব ও তীব্র তৃষ্ণার্জনের বন্ধু স্বরূপ কাহার বাক্যায়ুত পান করিবে? যেখানে ভগবান্ অনন্ত জিন, আমি সেই কুশি পুরিতে বাইব। যদি ঠাহার শেষ দর্শনও লাভ করিতে পারি। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্তর্হিত হইয়া মনোবেগে মল্লপ্রায় কুশিপুরিতে উপস্থিত হইলেন।

তথায় বসকশালাগের কুহুমারামণারী অনন্ত জিনের দ্বার বন্ধক আনন্দের নিকট প্রবেশ প্রার্থনা করায়, আনন্দ ঠাহাকে বারণ করিলেন এবং বলিলেন—স্তুভদ্র এখন হৃগতের দেহ-শাস্তি সময়ে নদী সকল বেগ ত্যাগ করিয়া বিনত-ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। সমীরণ আপন জব ছাড়িয়া ব্রহ্মমন্ডল বহিতেছে, এই সকল সমুদ্র তরলতা পল্লব ও আর চলিতেছেন, সকলেই নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে। আনন্দ বহু পূর্বক এইরূপে পুনঃ পুনঃ বারণ করিলে স্তুভদ্র আপাততঃ বশতঃ উল্লাসিত হইয়া ঠাহাকে বলিলেন—আমি আর্ন্ত, অবসর জানি না। তুমি আমার প্রতি প্রদর হও। দয়া করিয়া আমার হৃগত তথাগতকে দেখিতে দাও। আমার প্রতি নিষ্টুরতা ত্যাগ কর। ঐ দিকে শব্দ হইল, আনন্দ! স্তুভদ্র প্রবেশ করক—

আয়স্মা আনন্দো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিহা আয়স্মন্তুং আনন্দং এতদবোচ ;—

৫৪। সূতং মেতং ভো আনন্দ পরিব্রাজকানং বুদ্ধানং মহল্লকানং আচরিয়-  
পাচরিয়ানং ভাসমানানং কদাচি করহচি তথাগতা লোকে উল্লঙ্ঘন্তি অরহন্তো  
সম্মাসম্মুদ্ধাতি। অজ্জিব রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে সমণস্ গৌতমস্ পরিনিব্বানং  
ভবিস্‌সতি। অথি চ মে অয়ং কঙ্খাধম্মো উল্লম্মো, এবং পসম্মো অহং সমণে  
গৌতমে পহোতি মে সমণো গৌতমো তথা ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কঙ্খাধম্মং  
পজ্জহেয়্যং ; সাধাহং, ভো আনন্দ লভেয়্যং সমণং গৌতমং দস্‌সনাযাতি।

৫৫। এবং বৃত্তে আয়স্মা আনন্দো সূভদ্দং পরিব্রাজকং এতদবোচ :—অলং  
আবুসো সূভদ্দ, মা তথাগতং বিহেঠেসি। কিলন্তো ভগবাতি।

৫৬। ছতিযম্পি থো সূভদ্দো পরিব্রাজকো.....ততিযম্পি থো সূভদ্দো  
পরিব্রাজকো আয়স্মন্তুং আনন্দং এতদবোচ ;—সূতং মেতং ভো আনন্দ পরিব্রাজ-  
কানং বুদ্ধানং মহল্লকানং আচরিয়পাচরিয়ানং ভাসমানানং ; কদাচি করহচি তথা-  
গতা লোকে উল্লঙ্ঘন্তি অরহন্তো সম্মাসম্মুদ্ধাতি। অজ্জিব রত্তিয়া পচ্ছিমে যামে  
সমণস্ গৌতমস্ পরিনিব্বানং ভবিস্‌সতি। অথি চ মে অয়ং কঙ্খাধম্মো  
উল্লম্মো, এবং পসম্মো অহং সমণে গৌতমে, পহোতি মে সমণো গৌতমো তথা  
ধম্মং দেসেতুং যথাহং ইমং কঙ্খাধম্মং পজ্জহেয়্যং। সাধাহং ভো আনন্দ লভেয়্যং  
সমণং গৌতমং দস্‌সনাযাতি। ততিযম্পি থো আয়স্মা আনন্দো সূভদ্দং পরি-  
ব্রাজকং এতদবোচ :—অলং আবুসো সূভদ্দ, মা তথাগতং বিহেঠেসি, কিলন্তো  
ভগবাতি।

সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিবেদন করিলেন ;

৫৪। ভোঃ আনন্দ, আমি প্রাচীন, বুদ্ধ, পরিব্রাজকাচার্য্য, মহাচার্য্যেরা ইহা বলিতে  
শুনিয়াছি যে, কচিং কোনও কালে অর্হং সম্যকসম্মুদগগণ জগতে আবির্ভূত হন। অত  
রাত্রিরই শেষ প্রহরে শ্রমণ গৌতমের “পরিনিব্বান” হইবে, আমার এক সংশয় উৎপন্ন হইয়া  
রহিয়াছে, শ্রমণ গৌতমে আমি এইরূপ প্রসন্ন আছি, আমি যাহাতে এই সন্দেহ হইতে উত্তীর্ণ  
হইতে পারি, সেইরূপ ধর্ম্ম শ্রমণ গৌতমই দেশনা করিতে একমাত্র সমর্থ। ভোঃ আনন্দ,  
আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শন লাভ প্রার্থনা করিতেছি।

৫৫। এইরূপ উক্ত হইলে আয়ুষ্মান আনন্দ পরিব্রাজক সূভদ্দকে এইরূপ বলিলেন ;—  
আর না বন্ধু সূভদ্দ, তথাগতকে আর কষ্ট দিও না, ভগবান্ ক্লান্ত হইয়াছেন।

৫৬। দ্বিতীয়বার পরিব্রাজক সূভদ্দ সেইরূপ প্রার্থনা জানাইলে, দ্বিতীয়বার ও আয়ুষ্মান  
আনন্দ সেইরূপ উত্তর দিলেন। তৃতীয়বার পরিব্রাজক সূভদ্দ সেইরূপ প্রার্থনা করিলেন।  
তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান আনন্দ সেইরূপ উত্তর দিলেন।

৫৭। অসসোসি খো ভগবা আযস্মতো আনন্দস্স সুভদেন পরিব্বাজকেন সন্ধিং ইমং কথাসম্মাপং, অথ খো ভগবা আযস্মন্তুঃ আনন্দং আমন্তেসি :—অলং আনন্দ, মা সুভদং বারেসি, লভতং আনন্দ সুভদো তথাগতং দস্সনায। যং কিঞ্চি মং সুভদো পুচ্ছিস্সতি, সব্বন্তুং অঞ্ঞাপেক্খোব পুচ্ছিস্সতি নো বিহেসা, পেক্খো যঞ্চস্সাহং পুট্ঠো ব্যাকরিস্সামি, তং থিগ্গমেব আজানিস্সতীতি।

৫৮। অথ খো আযস্মা আনন্দো সুভদং পরিব্বাজকং এতদবোচ ;—গচ্ছাবুসো সুভদ, করোতি তে ভগবা ওকাসন্তি।

৫৯। অথ খো সুভদো পরিব্বাজকো যেন ভগবা তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্ক-মিহা ভগবতা সন্ধিং সম্মোদি। সম্মোদনীযং কথং সারগীযং বীতিসারেহা এক-মন্তুং নিসীদি। একমন্তুং নিসিন্নো খো সুভদো পরিব্বাজকো ভগবন্তুং এতদ-বোচ :—যে মে ভো গোতম সমণব্রাহ্মণা সজ্জিনো গণিনো গণাচরিয়া এতাতা যসস্সিনো তিথকরা সাধুসম্মতাঃ বহুজনস্স, সেযাথিদং—পূরণো কস্সপো, মক্খলি গোসালো, অজ্জিতো কেসকহলো, পকুখো কচ্চায়নো, সঞ্জয়ো বেলট্ট-পুত্তো, নিগণ্ঠো নাত পুত্তো, সবে তে সকায পটিঞ্ঞায় অন্তুঞ্ঞংসু, ৩ সবেব ন অন্তুঞ্ঞংসু, উদাহ একচ্ছেঃ অন্তুঞ্ঞংসু, একচ্ছে নাত্তুঞ্ঞংসুতি ?

৫৭। ভগবান্ আযুস্মান আনন্দের ও পরিব্রাজক সুভদ্রের সহিত এই কথাবার্তা শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভগবান্ আযুস্মান আনন্দকে সন্ধান করিয়া বলিলেন ;—আনন্দ, আর নয় সুভদ্র পরিব্রাজককে আমার নিকট আসিতে আর বারণ করিওনা। আনন্দ, সুভদ্র তথাগতের দর্শন লাভ করুক। সুভদ্র যাহা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহা কেবল সত্য জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়েই জিজ্ঞাসা করিবে, কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে নহে। জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি যাহা প্রকাশ করিব, তাহা শীঘ্রই সে বুঝিতে পারিবে।

৫৮। অতঃপর আযুস্মান আনন্দ সুভদ্র পরিব্রাজককে সন্ধান করিয়া এইরূপ বলিলেন ; বন্ধো, সুভদ্র, তুমি যাইতে পার, ভগবান্ তোমার জন্ত অবকাশ করিতেছেন।

৫৯। অনন্তর সুভদ্র পরিব্রাজক ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং স্বাগত সম্ভাষণাদি শেষ করতঃ একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পরিব্রাজক সুভদ্র একপার্শ্বে বসিয়া ভগবান্কে এইরূপ নিবেদন করিলেন ;—ভোঃ গোতম, যেই সকল শ্রমণব্রাহ্মণ সজ্জনায়ক, গণপালক, গণাচাৰ্য্য, জ্ঞাত ( শাস্ত্রবিদ ) যশস্বী, তীর্থকর ও বহুজনের প্রশংসিত, যথা পূরণ কণ্ঠপ, মক্খলি গোশাল, অজিত কেশকহল, পকুধকাত্যায়ণ, সঞ্জয় বেলট্টপুল্ল, নিগণ্ঠ নাত পুল্ল, ইহারা সকলেই কি তাঁহাদের যেমন স্বীকৃতি তেমনই জ্ঞাত হইয়াছেন ( জানিয়াছেন ) ? না সকলে জানিতে পারেন নাই ? অথবা কেহ জানিয়াছেন, কেহ জানিতে সক্ষম হন নাই ? ( তাঁহারা বিমুক্ত কিনা এবং তাঁহাদের ধর্ম মুক্তিপ্রদ কিনা তাহাই তাঁহার সন্দেহ, সে বিষয়েই প্রশ্ন করিতেছেন। )

৬০। অলং সুভদ্র! তিষ্ঠৈতেতং সবেব তেসকায় পটিঞ্ণায় অন্তঞ্ণসু, সবেবন অন্তঞ্ণসু, উদাহ একচে অন্তঞ্ণসু একচে নান্তঞ্ণসুতি, ? ধম্মং তে সুভদ্র দেসিস্সামি, তং সুণাহি, সাধুকং মনসি করোহি, ভাসিস্সামীতি। এবং ভন্তেতি খো সুভদ্রো পরিব্বাজকো ভগবতো পচ্চস্সোসি, ভগবা এতদবোচ:—

৬১। যস্মিং খো সুভদ্র ধম্মবিনয়ে অরিয়ো অট্টাঙ্গিকো মগ্গো\* ন উপলত্ততি, সমণোপি† তথ ন উপলত্ততি, ছুতিযোপি তথ সমণো ন উপলত্ততি, ততিযোপি তথ সমণো ন উপলত্ততি, চতুখোপি তথ সমণো ন উপলত্ততি। যস্মিঞ্চ খো সুভদ্র ধম্মবিনয়ে অরিয়ো অট্টাঙ্গিকো মগ্গো উপলত্ততি, সমণোপি তথ উপলত্ততি, ছুতিযোপি তথ সমণো উপলত্ততি, ততিযোপি তথ সমণো উপলত্ততি, চতুখোপি তথ সমণো উপলত্ততি। ইমস্মিং খো সুভদ্র ধম্মবিনয়ে অরিয়ো অট্টাঙ্গিকো মগ্গো উপলত্ততি, ইধেব সুভদ্র সমণো, ইধ ছুতিযো সমণো, ইধ ততিযো সমণো, ইধ চতুখো সমণো, সুঞ্ণা পরম্মবাদা সমণেহি অঞ্ণেতি, ইমে চঃ

৬০। ক্ষান্ত হও সুভদ্র, এবিষয় ত্যাগ কর যে, “তাহারা সকলে স্বীয় বাক্যানুযায়ী জ্ঞাত হইয়াছে বা হয় নাই অথবা কেহ কেহ জ্ঞাত হইয়াছে বা কেহ জ্ঞাত হয় নাই।” হে সুভদ্র, আমি তোমাকে ধর্ম দেশনা করিব; তাহা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোযোগ দাও, আমি বলিতেছি। “সাধু ভন্তে,” বলিয়া পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবানের বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করায়, ভগবান্ এইরূপ বলিতে লাগিলেন:—

৬১। হে সুভদ্র, যেই ধর্মবিনয়ে আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উপলব্ধি নাই ( আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ \*নাই ) শ্রমণ + ও তথায় নাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ ও তথায় নাই, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণও তথায় নাই, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও তথায় নাই ( থাকিতে পারে না )। সুভদ্র, যেই ধর্মবিনয়ে আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উপলব্ধি আছে ( আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আছে ) শ্রমণও তথায় আছে, তথায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণও আছে, তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণও আছে, চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণও আছে। হে সুভদ্র, এই ধর্মবিনয়ে আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উপলব্ধি ( আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ) আছে, অতএব সুভদ্র, এইখানেই শ্রমণ আছে। এইখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রমণ, এইখানে তৃতীয় শ্রেণীর শ্রমণ, এইখানে চতুর্থ শ্রেণীর শ্রমণ আছে। অগ্রাণু পরব্রবাদ ( জনশ্রুতিমূলক ) ধর্ম সকল শ্রোতপত্তি, সুরুদাগামী, অনাগামীও অরহন্ত মার্গ লাভের উদযুক্ত শ্রমণ, মার্গস্থ শ্রমণও ফলস্থ শ্রমণ ভেদে এই দ্বাদশ প্রকার শ্রমণ শূণ্ণ ও শ্রমণস্ত লাভের উপায় শূণ্ণ। সুভদ্র, এই দ্বাদশ

\*আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ—৩য় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। †প্রথম শ্রেণীর শ্রমণ—শ্রোতাপন্ন। ২য় শ্রেণীর শ্রমণ—সুরুদাগামী। ৩য় শ্রেণীর শ্রমণ—অনাগামী। ৪র্থ শ্রেণীর

শ্রমণ—অর্হৎ। চতুর্থ মগ্গান্ অথবা আরক্খবিপসসকেহি চ মগ্গট্টেহি চতুহি চ ফলট্টেহি চতুহীতি দ্বাদসহি সমণেহি সুঞ্ণা পরম্মবাদা তুচ্ছা রিত্তকা।

১। গী, ই, উদাহ একচে নান্তঞ্ণসুতি।



সুভদ ভিক্ষু সন্মা বিহরেয়ুং অশুঞঞো লোকো অরহন্তেহি অস্সাতি।

একুন্তিসো বযসা সুভদ  
যং পবজিঃ, কিংকুসলাম্বুএসী,  
বস্‌সানি পঞঞাস সমাধিকানি  
যতো অহং পবজিতো সুভদ,  
ঞাযস্‌সং ধম্মস্‌স পদেসবত্তী\*  
ইতো বহিদ্ধা সমণোপি নথি।

ছতিযোপি সমণো নথি, ততিযোপি সমণো নথি, চতুথোপি সমণো নথি,  
শুঞঞা পরম্ববাদা সমণেহি অঞঞেতি, ইমে চ সুভদ ভিক্ষু সন্মা বিহরেয়ুং,  
অশুঞঞো লোকো অরহন্তেহি অস্সাতি।

৬২। এবং বৃন্তে সুভদো পরিব্রাজকো ভগবন্তং এতদবোচ :—অভিকন্তং ভন্তে,

প্রকার ভিক্ষু (শ্রমণ) সম্যকরূপে বিহরণ করিলে (অর্থাৎ শ্রোতাপন্ন শ্রমণ নিজের অধিগত বিষয় অপরকে বলিয়া উৎসাহিত করতঃ তাহাকে ও শ্রোতাপন্ন করিলে, সেইরূপ অগ্ন্যাগ্ন ফল লাভী শ্রমণও। শ্রোতাপন্নমার্গস্থ শ্রমণ নিজের অধিগত বিষয় অত্মকে বলিয়া উৎসাহিত করতঃ তাহাকেও শ্রোতাপত্তিমার্গস্থ করিলে, সেরূপ অগ্ন্যাগ্ন মার্গস্থও। এবং শ্রোতাপত্তিমার্গ লাভের জগ্ন আরম্ভ বিদর্শক ও নিজের অভ্যস্থ কর্মস্থান অপরকে বলিয়া উৎসাহিত করতঃ শ্রোতাপত্তিমার্গ লাভের জগ্ন আরম্ভ বিদর্শক করিলে, অগ্ন্যাগ্ন মার্গ লাভের জগ্ন আরম্ভ বিদর্শক ও সেরূপ করিলে) পৃথিবী অর্হং শূত্র হইবে না।

হে সুভদ্র, উনত্রিংশ বৎসর বয়সেই আমি কুশলকি তাহা (সর্বজ্ঞতাজ্ঞান) অন্বেষণ করিতে প্রব্রজিত হইয়াছিলাম, যখন আমি প্রব্রজিত হই, সেই দিন হইতে এখন পর্য্যন্ত ৫১ একাদশ বৎসর যাবৎ আর্ধ্য-মার্গ ধর্ম্মের প্রদেশে\* বিদর্শন মার্গ প্রবর্তন করিয়াছি। ইহার বাহিরে (আমার শাসনের বাহিরে) শ্রমণ নাই, প্রদেশবর্ত্তী বিদর্শকও নাই। অর্থাৎ প্রথম (শ্রোতাপন্ন) শ্রমণও নাই। দ্বিতীয় (সক্‌দাগামী) শ্রমণও নাই, তৃতীয় (অনাগামী) শ্রমণ ও নাই, চতুর্থ (অর্হং) শ্রমণও নাই। অগ্ন্যাগ্ন পরপ্রবাদ (জনশ্রুতিমূলক) ধর্ম্ম সকল শ্রমণ ও শ্রমণত্ব লাভের উপায় শূত্র। সুভদ্র, এই ভিক্ষুগণ সম্যকরূপে বিহরণ করিলে পৃথিবী ন হইবে না।

৬২। এইরূপ উক্ত হইলে পরিব্রাজক সুভদ্র ভগবান্কে এইরূপ বলিলেন — ভন্তে, বড়ই

†ঞাযস্‌স ধম্মস্‌সতি—অন্নিয়মগ্গ ধম্মস্‌স। এযত্তি এতেন চতুসচ্চবন্ধং বাধাবতো পটবিম্বত্তীতি এযাণো, লোকুন্তর মগ্গগোতি আহ। \*পদেসবত্তীতি—পদেসেবিপস্‌সনা মগ্গগেপবত্তেত্তো। পদিস্‌সতি এতেন অন্নিয়মগ্গো পচ্চ-ক্খতো দিস্‌সত্তীতি পদেসো। বিপস্‌সনাতি বৃত্তং পদেসে বিপস্‌সনা মগ্গগেতি।

১। সী, ই, ব, পবজি। ২। সী, ই, ব, ইযেব। ৩। সী, ই, অস্‌স।

অভিক্ষুণ্ডং ভন্তে ! সেযাথাপি ভন্তে নিকুঞ্জিতং বা উকুজ্জয়া, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্ স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য চক্খুমন্তো রূপানি দক্খন্তীতি, এবমেব ভগবতা অনেকপরিযায়েন ধম্মো পকাসিতো । এসাহং ভন্তে ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসজ্জঞ্চ । লভেয্যাহং ভন্তে ! ভগবতো সন্তিকে পবজ্জং, লভেয্যং উপসম্পদন্তি ।

৬৩। যো খো সুভদ্র অগ্রংপ্রতিথিয়পুৰ্ব্বো ইমস্মিং ধম্মবিনয়ে আকঙ্খতি পবজ্জং, আকঙ্খতি উপসম্পদং, সো চত্তারো মাসে পরিবসতি । চতুন্নং মাসানং অচ্চয়েন আরদ্ধচিত্তা ভিক্খু পব্বাজেস্তি উপসম্পাদেস্তি ভিক্খুভাবায় । অপি চ মেথ পুগ্গলবেমত্ততা বিদিতাতি ।

৬৪। সচে ভন্তে অগ্রংপ্রতিথিয়পুৰ্ব্বা ইমস্মিং ধম্মবিনয়ে আকঙ্খন্তা পবজ্জং, আকঙ্খন্তা উপসম্পদং, চত্তারো মাসে পরিবসন্তি, চতুন্নং মাসানং অচ্চয়েন আরদ্ধচিত্তা ভিক্খু পব্বাজেস্তি উপসম্পাদেস্তি ভিক্খুভাবায়, অহং চত্তারি বস্‌সানি পরিবসিস্‌সামি, চতুন্নং বস্‌সানং অচ্চয়েন আরদ্ধচিত্তা ভিক্খু পব্বাজেস্তি উপসম্পাদেস্তি ভিক্খুভাবায়াতি ।

সুন্দর, ভন্তে বড়ই সুন্দর, ভন্তে, আপনি যেন কোন অধোমুখ পাত্র উদ্ধমুখ করিলেন, বা কোন ঢাকা জিনিষের ঢাকনা খুলিয়া লইলেন অথবা পথ ভ্রষ্টকে যেন পথ দেখাইলেন, কিংবা অন্ধকারে তৈলের প্রদীপ ধারণ করিলে চক্ষুস্থান ব্যক্তি যেমন রূপ সমূহ দর্শন করেন, এইরূপেই ভগবান্ অনেক প্রকারে ধর্ম প্রকাশ করিলেন । এই আমি ভগবানের ও ধর্মের এবং সজ্জের শরণ গ্রহণ করিতেছি । ভন্তে, আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি ।

৬৩। হে সুভদ্র, অগ্নতীথিয়পূর্ব্ব কোন ব্যক্তি এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজ্যালাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে, উপসম্পদা লাভ আকাঙ্ক্ষা করিলে, তাহাকে চারি মাস কাল পরিবাস করিতে হয় । চারি মাসান্তে যদি ভিক্ষুগণ তাহা কর্তৃক আরাধিত হয় ( সন্তুষ্ট হয় ) তাহা হইলে, তাহাকে ভিক্ষুগণ ভিক্ষুভাবের জগ্গ প্রব্রজিত করে ও উপসম্পদা প্রদান করে । কিন্তু এবিষয়ে (ভিক্ষুজ্বলাভের উপযুক্ততা বিষয়ে) লোকের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য আছে তাহা আমি বিদিত আছি

৬৪। ভন্তে, যদি অগ্নতীথিয়পূর্ব্বগণ এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইতে আকাঙ্ক্ষা করিলে, উপসম্পদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে চারি মাস কাল পরিবাস করিতে হয়, চারি মাসান্তে তাহাদিগকর্তৃক ভিক্ষুগণ আরাধিত হইলে প্রব্রজিত করেন, ভিক্ষুজ্বলাভের জগ্গ উপসম্পদা প্রদান করেন, তবে আমি চারি বৎসর কাল পরিবাস করিব, চারি বৎসরান্তে যদি ভিক্ষুগণ আমাকর্তৃক আরাধিত হন, তবে প্রব্রজিত করিবেন ও ভিক্ষুজ্বলাভের জগ্গ উপসম্পদা প্রদান করিবেন ।

৬৫। অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি;—তেনহানন্দ সূভদং পক্বাজেথাতি। এবস্তুন্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো ভগবতো পচসুসোসি।

৬৬। অথ খো সূভদো পরিব্রাজকো আয়স্মন্তং আনন্দং এতদবোচ;—  
লাভাবো আবুসো আনন্দ, সুলদ্ধং বো আবুসো আনন্দ, যে, এথ সথুং সম্মুখা  
অন্তেবাসাভিসেকেন অভিসিত্তাতি।

৬৭। অলথ খো সূভদো পরিব্রাজকো ভগবতো সন্তিকে পক্বজং, অলথ  
উপসম্পদং। অচিরুপসম্পন্নো খো পনাযস্মা সূভদো একো বৃপকট্টো অল্পমন্তো  
আতাপী পহিতন্তো বিহরন্তো ন চিরসুসেব যসুসথায় কুলপুত্তো সম্মদেব অগারস্মা  
অনগারিযং পক্বজন্তি, তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিয়পরিযোসানং দিট্টেব ধম্মে সযং  
অভিঞ্ণা সচ্ছি কহা উপসম্পজ্জ বিহাসি; খীণা জাতি, বৃসিতং ব্রহ্মচরিযং, কতং  
করণীযং, নাপরং ইথত্তায়াতি অন্তেঞ্ণাসি।

৬৫। অনন্তর ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—“আনন্দ, তাহা  
হইলে তোমরা সূভদ্রকে প্রব্রজিত কর”। “সাধু ভন্তে,” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে  
সম্মতি প্রদান করিলেন।

৬৬। অতঃপর পরিব্রাজক সূভদ্র আয়ুস্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলেন;—বন্ধু আনন্দ,  
আপনাদিগের মহালাভ, বন্ধু আনন্দ, আপনাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, আপনারা এই শাসনে  
শাস্তাকর্তৃক সম্মুখেই অন্তেবাসিকাভিষেকে অভিষিক্ত হইতেছেন। অর্থাৎ “ইহাকে প্রব্রজিত কর”  
বলিয়া যে ভগবান্‌কর্তৃক আদিষ্ট হইতেছেন, ইহা আপনাদের মহালাভ ও পরম সৌভাগ্য  
বলিতে হইবে।

( আয়ুস্মান আনন্দ পরিব্রাজক সূভদ্রকে এক পার্শ্বে নিয়া মস্তক ধৌত করাইয়া “তচ্চ-  
পঞ্চক” কর্মস্থান বলিয়া কেশ, শ্মশ্রু কাটাইলেন এবং কষায়বস্ত্র পরিধান করাইয়া ত্রিশয়ণ  
প্রদান করতঃ ভগবানের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভগবান্ উপসম্পদা প্রদান করাইয়া  
কর্মস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। তাই উক্ত হইতেছে )

৬৭। পরিব্রাজক সূভদ্র ভগবানের সন্নিকটে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন। উপ-  
সম্পদা লাভ করিয়া আয়ুস্মান সূভদ্র একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত ভাবে উৎসাহ সহকারে নিব্বান-  
গত চিন্তে বিচরণ ( চঙ্ক্রমণ ) করতঃ অচিরেই, যে অভিপ্রায়ে কুল-পুত্রগণ আগার হইতে  
অনাগারিকত্বে সম্যক রূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অল্পত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসানভূত অর্হৎ হই  
জন্মে স্বয়ং অভিজ্ঞানে সাক্ষাৎ করতঃ ( অর্হৎফল লাভ করিয়া ) বিহার করিতে লাগিলেন।  
তাঁহার পুনর্জন্ম ক্ষয় হইল, ব্রহ্মচর্য আচরণ স্থসিদ্ধ হইল, কর্তব্য শেষ হইল, এখন পুনঃ

৬৮। অঞ্ঞতরো খো পনাযস্সা সুভদো অরহতং অহোসি। সো, ভগবতো পচ্ছিমে সঙ্খিসাবকো অহোসীতি।

হিরঞ্ঞবতিযং।

ভাণবারং পঞ্চমং ( নিট্ঠিতং। )

ক্লেশ-ক্লয়ের জগ্য মার্গ ভাবনা করিতে হইবে না বা এখন পুনঃ এই স্বল্পপঞ্চ হইতে অগ্ন্য পঞ্চস্বল্পসন্তান নাই বলিয়া অভিজ্ঞাত হইলেন।

৬৮। আয়ুস্মান সুভদ্র ভগবানের শ্রাবক অর্হংগণের মধ্যে একজন ( অগ্ন্যতর ) অর্হং হইলেন। তিনি ভগবানের শেষ সাক্ষাৎ শ্রাবক হইলেন। হিরণ্যবতী পর্ব সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

## ভাগবারং ছট্.৩২

১। অথ খো ভগবা আয়স্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি ; সিয়া খো পনানন্দ তুম্হাকং এবমস্, অতীতসখুকং পাবচনং, নথি নো সথাতি। ন খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠবং। যো খো, আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনমো চ দেসিতো পঞ্ঞন্তো সো বো মমচ্চয়েন সথাতিং +।

২। যথা খো পনানন্দ এতরহি ভিক্ষু অঞ্ঞমঞ্ঞং আবুসোবাদেন সমুদা-চরন্তি, ন খো মমচ্চয়েন এবং সমুদাচরিতবং। থেরতরেন আনন্দ ভিক্ষুনা নবকতরো ভিক্ষু নামেন বা গোত্তেন বা আবুসোবাদেন বা সমুদাচরিতবো, নবকতরেন ভিক্ষুনা থেরতরো ভিক্ষু ভন্তেতি বা আয়স্মাতি বা সমুদাচরিতবো।

৩। আকঙ্খমানো আনন্দ সজ্জো মমচ্চয়েন খুদাভুখুদকানি\* সিক্খাপদানি সমুহনতু।

### ষষ্ঠ অধ্যায়

১। অতঃপর ভগবান্ আয়ুস্মান আনন্দকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন ;—হে আনন্দ, তোমা-দিগের হয়তঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে, শাস্ত্রার উপদেশ শেষ হইল, আমাদের আর শাস্ত্রা নাই। আনন্দ, ইহা এরূপ দ্রষ্টব্য নহে (এইরূপ ধারণা করিবে না)। আনন্দ, মৎ-কর্তৃক যে ধর্ম ও বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞাপ্ত (স্থাপিত) হইয়াছে, সেই ধর্ম ও বিনয় আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের শাস্ত্রা”+ (শাস্ত্রার কার্য সাধন করিবে।)

২। আনন্দ, ভিক্ষুগণ যে বর্ত্তমানে পরম্পর পরম্পরকে আবুসো (বন্ধু) বলিয়া সন্মোদন করিতেছে, আমার অবর্ত্তমানে (অত্যায়ে) এইরূপ সন্মোদন (ব্যবহার) করিবে না। প্রাচীনতর ভিক্ষু নবীনতর ভিক্ষুকে নাম ধরিয়া বা গোত্রের নামানুসারে অথবা আবুসো (বন্ধু) বলিয়া সন্মোদন করিবে। নবীনতর ভিক্ষু প্রাচীনতর ভিক্ষুকে ভন্তে বা আয়ুস্মান বলিয়া সন্মোদন করিতে হইবে।

৩। আমার অবর্ত্তমানে ভিক্ষুসভ্য ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্রাঙ্কক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ সমুচ্ছেদ করিতে পারে। (সভ্য ইচ্ছা করিলে সমুচ্ছেদ করুক)।\*

+ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। \* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১। গী, ই, বো। ২। গী, ই, সথা। ৩। গী, ই, সমুহন্ত।

৪। ছন্নস্ আনন্দ ভিক্ষুনো মমচ্চযেন ব্রহ্মদণ্ডো দাতব্বোতি । কতমো পন ভন্তে ব্রহ্মদণ্ডোতি ? ছন্নো আনন্দ ভিক্ষু যং ইচ্ছেয়্য তং বদেয়্য, সো ভিক্ষু ই নেব বত্তব্বো ন এবদিতব্বো ন অন্তুসাসিতব্বোতি ।

৫। অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ;—সিযা খো পন ভিক্ষবে এক-ভিক্ষুস্সাপি কচ্ছা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সজ্জে বা মগ্গে বা পটিপদায় বা, পুচ্ছথ ভিক্ষবে । মা পচ্ছা বিপ্লটিসারিনো অহুবথ ; সম্মুখিত্তো নো সথা অহোসি, ন মযং সন্ধিম্হ ভগবন্তং সম্মুখা পটিপুচ্ছিত্তুন্তি । এবং বুদ্ধে তে ভিক্ষু তুণ্হী অহেসুং ।

৬। ত্তিযম্পি খো ভগবা.....ততিযম্পি খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ;—সিযা খো পন ভিক্ষবে একভিক্ষুস্সাপি কচ্ছা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সজ্জে বা মগ্গে বা পটিপদায় বা পুচ্ছথ ভিক্ষবে মা পচ্ছা বিপ্লটিসারিনো অহুবথ, সম্মুখিত্তো নো সথা অহোসি, ন মযং সন্ধিম্হ ভগবন্তং সম্মুখা পটিপুচ্ছিত্তুন্তি । ততিযম্পি খো তে ভিক্ষু তুণ্হী অহেসুং ।

৪। আনন্দ, আমার অবর্তমানে ছন্ন ভিক্ষুকে ব্রহ্মদণ্ড প্রদান করিবে । ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ড কাহাকে বলে বা কিরূপ ? আনন্দ, ছন্ন ভিক্ষু যাহা ইচ্ছা তাহা বলিয়া থাকে । স্ততরাং ভিক্ষুগণ কিছুই তাহাকে বলিবে না, উপদেশও দিবে না, অহুশাসনও করিবে না । ( ছন্ন ভিক্ষু যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক না কেন, কোন ভিক্ষু তাহাকে কোন কথা বলিবে না, উপদেশ দিবে না, অহুশাসনও করিবে না । )

৫। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজনেরও যদি বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্জ, মার্গ বা প্রতিপদায় কোন সন্দেহ বা দ্বিধা থাকে, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যেন ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে পশ্চাতে অহুতাপ করিতে না হয় যে, আমাদের শাস্তা আমাদের সম্মুখে ছিলেন বটে, কিন্তু আমরা স্বয়ং ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি নাই । এইরূপ উক্ত হইলে সেই ভিক্ষুগণ তুষ্ণীভূত অবস্থিত রহিলেন ।

৬। দ্বিতীয়বার.....তৃতীয়বার ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ; ভিক্ষুগণ, তোমাদের মধ্যে একজনেরও যদি বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্জ, মার্গ বা প্রতিপদায় কোন সন্দেহ থাকে, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যেন তোমাদিগকে পরে অহুতাপ করিতে না হয় যে, আমাদের শাস্তা আমাদের সম্মুখে ছিলেন বটে, কিন্তু আমরা স্বয়ং ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি নাই । তৃতীয়বারেও ভিক্ষুগণ নিবব রহিলেন ।

৭। অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি :—সিয়া খো পন ভিক্ষুবে সখুগার-বেনাপি ন পুচ্ছেয়াথ। সহায়কোপি, ভিক্ষুবে সহায়কস্স আরোচেতুতি। এবং বুত্তে তে ভিক্ষু তুণহী অহেম্মং।

৮। অথ খো আযম্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ ;—অচ্ছরিয়ং ভন্তে ! অত্তুতং ভন্তে ! এবং পসন্নো অহং ভন্তে ইমস্মিং ভিক্ষুসজ্জে, নথি এক ভিক্ষুস্সাপি কচ্ছা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সজ্জে বা মগ্গে বা পটিপদাযবাতি।

৯। পসাদা খো ত্বং আনন্দ বদেসি ঐণামেব হেথ আনন্দ তথাগতস্স, নথি ইমস্মিং ভিক্ষুসজ্জে, একভিক্ষুস্সাপিঃ কচ্ছা বা বিমতি বা বুদ্ধে বা ধম্মে বা সজ্জে বা মগ্গে বা পটিপদায বা। ইমেসংহি আনন্দ পঞ্চন্নং ভিক্ষুস্সতানং যো পচ্ছিমকো ভিক্ষু সো সোতাপন্নো অবিনিপাতধম্মো নিযতো সম্বোধিপরাযণোতি।

১০। অথ খো ভগবা ভিক্ষু আমন্তেসি ;—“হন্দদানি ভিক্ষুবে আমন্তয়ামি বো, বযধম্মা সচ্ছারা অল্পমাদেন সম্পাদেথাতি।” অয়ং তথাগতস্স পচ্ছিমা বাচা।

৭। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—ভিক্ষুগণ, হয়তঃ তোমরা শাস্তার প্রতি সন্ত্রস্ত বশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ না। ভিক্ষুগণ, বদ্ধ বন্ধুর নিকট হইলেও তাহা প্রকাশ কর। এইরূপ উক্ত হইলেও সেই ভিক্ষুগণ নিরব রহিলেন।

৮। অতঃপর আয়ুস্মান আনন্দ ভগবান্কে এইরূপ বলিলেন ;—ভন্তে, অতি আশ্চর্য্য, ভন্তে, অতি অদ্ভুত, আমি এই ভিক্ষুসজ্জের প্রতি বড়ই প্রসন্ন ; যেহেতু ইহাদের মধ্যে একরূপ একজন ভিক্ষুও নাই, যাহার বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সজ্জ বা মার্গ অথবা প্রতিপদায় কিছু মাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা আছে।

৯। আনন্দ, তুমি তোমার প্রসাদ হেতুই ( বিশ্বাসেই ) বলিতেছ। তথাগত সর্ব্বজ্ঞতা জানে অবগত আছেন যে, এই ভিক্ষুসজ্জ মধ্যে একজন ভিক্ষুরও বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সজ্জ বা মার্গ অথবা প্রতিপদায় সন্দেহ বা বিমতি নাই। আনন্দ, এই শাগীর ( পদার ) মধ্যে উপবিষ্ট পঞ্চশত ভিক্ষুর মধ্যে যে জানে সর্ব্বকনিষ্ট ভিক্ষু সেও শ্রোতাগ্ন ( আয়ুস্মান আনন্দকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনিই শ্রোতাগ্ন ছিলেন, অত্র সকলেই ত্রিবিদ্যা ও ষড়্ভিজ্ঞ-সম্পন্ন অর্হৎ ছিলেন ) অবিনিপাত ধর্ম্ম ( অনপায়িক ) সম্বোধিলাভ তাহার নিশ্চিত।

১০। অনন্তর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—“হন্দদানি ভিক্ষুবে আমন্তয়ামি বো বযধম্মা সচ্ছারা অল্পমাদেন সম্পাদেথা”তি। “ভিক্ষুগণ, সম্প্রতি তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল ; অপ্রমাদের ( জ্ঞানসম্প্রযুক্ত সম্যকস্মৃতির ) সহিত সর্ব্বকার্য্য সম্পাদন করিবে।”

( ভগবান্ পরিনিব্বান শয্যায় শায়িতাবস্থায় শেষ মুহূর্ত্তে পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রদত্ত উপদেশ সমূহ এক অপ্রমাদ পদেই বিগ্ৰস্ত করিয়া দিলেন ) এই বাক্যই তথাগতের শেষ বাক্য।

১১। অথ খো ভগবা পঠমং ঝানং সমাপজ্জি, পঠমঝ্জানান বূট্ঠহিহা হুতিযং ঝানং সমাপজ্জি। হুতিযঝ্জানান বূট্ঠহিহা ততিযং ঝানং সমাপজ্জি। ততিযঝ্জানান বূট্ঠহিহা চতুথং ঝানং সমাপজ্জি। চতুথঝ্জানান বূট্ঠহিহা আকাশানঙ্কায়তনং সমাপজ্জি। আকাশানঙ্কায়তনসমাপত্তিয়া বূট্ঠহিহা বিঞ্ঞাণঙ্কায়তনং সমাপজ্জি। বিঞ্ঞাণঙ্কায়তনসমাপত্তিয়া বূট্ঠহিহা আকিঞ্চঞ্ঞায়তনং সমাপজ্জি। আকিঞ্চঞ্ঞায়তনসমাপত্তিয়া বূট্ঠহিহা নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং সমাপজ্জি। নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনসমাপত্তিয়া বূট্ঠহিহা সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধং সমাপজ্জি।

১২। অথ খো আযস্মা আনন্দো আযস্মন্তং অহুরুদ্ধং এতদবোচঃ—পরি-নিব্বুতো ভস্মে অনিরুদ্ধ ভগবাতি ?\* ন আবুসো আনন্দ ভগবা পরিনিব্বুতো, সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধং সমাপন্নোতি।

১৩। অথ খো ভগবা সঞ্ঞাবেদযিতনিরোধসমাপত্তিয়া বূট্ঠহিহা নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনং সমাপজ্জি। নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তনসমাপত্তিয়া বূট্ঠ-

১১। অতঃপর ভগবান্ প্রথমধ্যান সম্প্রাপ্ত (মগ্ন) হইলেন; প্রথমধ্যান হইতে উঠিয়া (যথানিয়মে প্রথমধ্যান সমাপ্ত করিয়া) দ্বিতীয়ধ্যান মগ্ন হইলেন। দ্বিতীয়ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয়ধ্যান মগ্ন হইলেন। তৃতীয়ধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থধ্যান মগ্ন হইলেন। তৎপর চতুর্থধ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আকাশানন্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকাশানন্তায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানানন্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। বিজ্ঞানানন্তায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আকিঞ্চনায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকিঞ্চনায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসমাপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংজ্ঞাবেদযিতনিরোধ সম্প্রাপ্ত হইলেন।

১২। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান অহুরুদ্ধকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিলেন :—ভস্মে অহুরুদ্ধ! ভগবান্ কি নিব্বানে পরিনিবৃত্ত হইলেন ?\* বদ্ধ আনন্দ, ভগবান্ নিব্বানে পরিনিবৃত্ত হইলেন নাই, সংজ্ঞাবেদযিতনিরোধ সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন।

“(আয়ুষ্মান অহুরুদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সেই ধ্যানসমাপত্তি অবলম্বনে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসমাপত্তি হইতে উত্থান পর্য্যন্ত গিয়া যখন দেখিলেন যে, ভগবান্ নিরোধসমাপত্তি সম্প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জানেন যে, নিরোধসমাপত্তিতে কখনও কালক্রিয়া হইতে পারে না, তদ্বৎ আনন্দকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন)।

১৩। অতঃপর ভগবান্ নিরোধসমাপত্তি হইতে উঠিয়া বা নিরোধসমাপত্তিধ্যান যথানিয়মে সমাপ্ত করিয়া পুনঃ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনসমাপত্তি

২। সী, ই, সমাপজ্জ।

\* নিরোধ সম্প্রাপ্ত (সমাপন্ন) ভগবানের নিব্বাস প্রবাসের অভাব, দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।



ঠহিহ্বা আকিঞ্চণ্ণায়তনং সমাপজ্জি। আকিঞ্চণ্ণায়তনসমাপত্তিয়া বুট্ঠহিহ্বা বিণ্ণ্ণায়তনং সমাপজ্জি। বিণ্ণ্ণায়তনসমাপত্তিয়া বুট্ঠহিহ্বা আকাসনায়তনং সমাপজ্জি। আকাসনায়তন সমাপত্তিয়া বুট্ঠহিহ্বা চতুথং ঝানং সমাপজ্জি। চতুথজ্জানা, বুট্ঠহিহ্বা ততিয়ং ঝানং সমাপজ্জি। ততিয়জ্জানা বুট্ঠহিহ্বা দুতিয়ং ঝানং সমাপজ্জি। দুতিয়জ্জানা বুট্ঠহিহ্বা পঠমং ঝানং সমাপজ্জি। পঠমজ্জানা বুট্ঠহিহ্বা দুতিয়ং ঝানং সমাপজ্জি। দুতিয়জ্জানা বুট্ঠহিহ্বা ততিয়ং ঝানং সমাপজ্জি। ততিয়জ্জানা বুট্ঠহিহ্বা চতুথং ঝানং সমাপজ্জি। চতুথজ্জানা বুট্ঠহিহ্বা সমনস্তরাং\* ভগবা পরিনিব্বায়ি।

হইতে উঠিয়া আকিঞ্চনায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকিঞ্চনায়তনসমাপত্তি হইতে উঠিয়া বিজ্ঞানানস্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। বিজ্ঞানানস্তায়তনসমাপত্তি হইতে উঠিয়া আকাশানস্তায়তন সম্প্রাপ্ত হইলেন। আকাশানস্তায়তনসমাপত্তি হইতে উঠিয়া চতুর্থদ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থদ্যান হইতে উঠিয়া (যথানিয়মে চতুর্থদ্যান সমাপ্ত করিয়া) তৃতীয়দ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়দ্যান হইতে উঠিয়া দ্বিতীয়দ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয়দ্যান হইতে উঠিয়া প্রথমদ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর প্রথমদ্যান সমাপ্ত করিয়া পুনঃ দ্বিতীয়দ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয়দ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয়দ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়দ্যান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থদ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন। যথানিয়মে চতুর্থদ্যান সমাপ্ত করিয়া (সমনস্তরা\*) ধ্যানাঙ্গ সমূহ প্রত্যবেক্ষণ করতঃ অস্তিম্ভ অব্যাকৃতহৃৎসত্য ভবান্ধিতের নিরোধ দ্বারা ভগবান্ নিব্বানে পরিনিবৃত্ত হইলেন।

× এস্থলে ভগবান চতুর্বিংশতি স্থানে ১মদ্যান, ১৩শ স্থানে ২য়দ্যান ও ৩য়দ্যান, ১৫শ স্থানে ৪র্থদ্যান সম্প্রাপ্ত (সমাপন্ন) হইয়াছেন, যথা—দশবিধ অন্তভে, ষাট্টিংশাকারে, অষ্টবিধ কসিনে, (কুংসভাবনায়) মেত্রী, করুণা, মুদিতায়, আনাপানে ও পরিচ্ছেদাকাশে এই চতুর্বিংশতি স্থানে ১মদ্যান সমাপন্ন (সমাপ্ত)। ষাট্টিংশাকার ও দশ অন্ত ভবীত অন্তান্ত ১৩শ স্থানে ২য়দ্যান ও ৩য়দ্যান সমাপন্ন। অষ্টবিধ কসিনে, (কুংস) উপেক্ষাত্ত্ববিহারে, আনাপানে, পরিচ্ছেদাকাশে ও চতুর্বিধ অঙ্গপভাবনায়, এই পঞ্চদশ স্থানে ৪র্থদ্যান সমাপন্ন হইয়াছেন। ইহা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ধর্ম্মধামী ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইবার সময় চতুর্বিংশতি কোটিশতসহস্র সংখ্যক সমাপত্তিতে প্রবেশ করতঃ বিদেশ গমনোক্ত ব্যক্তি যেমন জাতি, মিত্রদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমন করে, সেইরূপ ভগবান্ও সমস্ত সমাপত্তিহুত অমুভব করত নিব্বানপুরে প্রবেশ করিলেন।

\*সমনস্তর দ্বিবিধ, যথা—দ্যান সমনস্তরপরিনিব্বান (দ্যান হইতে উঠিয়া অর্থাৎ যথা নিয়মে দ্যান সমাপ্ত করিয়া ভবান্ধিত উৎপন্ন তাহার নিরোধে পরিনিব্বান। প্রত্যবেক্ষণ সমনস্তরপরিনিব্বান (দ্যান সমাপ্ত করিয়া বিতর্ক, বিচারাদি ধ্যানাঙ্গ সমূহ এবং তৎসম্প্রযুক্ত অন্তান্ত চৈতনিক ধর্ম্মসমূহের স্বলক্ষণ ও রসাদি প্রত্যবেক্ষণ করতঃ ভবান্ধিত উৎপন্ন হইলে, তাহার নিরোধে পরিনিব্বান)। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্ধ্যপ্রাবক প্রভৃতি সামান্ত পিপীলিকা পণ্ডিত সমস্ত প্রাণীকেই অব্যাকৃতহৃৎসত্য ভবান্ধিত দ্বারা কালগত হইতে হয়। যেক্টু ভবান্ধিত, চিত্তবীথিতে পশ্চিমচিহ্ন।

(ভগবা পন ঝানং সমাপজ্জিহ্বা ঝানা বুট্ঠাষ ঝানাজ্জানি পচবেক্খিহ্বা ভবান্ধিতেন অব্যাক্তেহুৎসচ্চেন পরিনিব্বায়ি।† দেবদ্রুহ্রতিষো চ বলিংহু—দেবতেরিষো বলিংহু, দেবো বুদ্ধগাঙ্খিতং গজ্জী, অকাসবিজ্জুলতা নিচ্ছ-রিংহু, ঘনিকবসং বসপীতি বৃত্তং হোতি।)

১। সী, চতুর্থজ্জানসমাপত্তিবা।

২। সী, অঃ সমনস্তরং।

১৪। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা মহাভূমিচালো অহোসি, ভিং-  
সনকো সলোমহংসো, দেবত্বভিষো চ ফলিংসুখ।

১৫। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা ব্রহ্মা সহস্পতি ইমং গাথং  
অভাসি ;—

সব্বেব নিক্খিপিস্সন্তি ভূতা লোকে সমুস্সয়ং,  
যথাঃ এতাদিসো সথা লোকে অপ্পটিপুগ্গলো।  
তথাগতো বলপ্পত্তো সম্বুদ্ধো পরিনিব্বুতোতি॥

১৬। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা সাকো দেবানমিন্দো ইমং গাথং  
অভাসি ;—

অনিচ্চা বত সঙ্খারা উপ্পাদবযধম্মিনো,  
উপ্পজ্জিত্বা নিরুজ্জন্তি তেসং বৃপসমো সুখোতি।

১৭। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা আযম্মা অমুরুদ্ধো ইমা গাথাযো  
অভাসি ;—

নাহু অস্সাসপস্সাসো, ঠিত্টিত্তস্স তাদিনো,  
অনেজো সন্তিমারত্ত যং কালমকরী মুনি।  
অসল্লীনেন চিত্তেন বেদনং অজ্জবাসযী,  
পজ্জোতস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো চেতসো অহুতি।

১৪। ভগবান্ নিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই অতি ভীষণ রোমহর্ষণকর  
মহাভূমিকম্প হইল এবং বজ্রধ্বনি শ্রুত হইল ( অকাল বিদ্রাং দৃষ্ট হইল, ঘনবৃষ্টি বর্ষিত হইল )।

১৫। ভগবান্ নিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই মহাব্রহ্মা সহস্পতি এই  
গাথা উচ্চারণ করিলেন :—যেহেতু এতাদৃশ ত্রিলোকে অপ্রতিমশাস্তা, দশবিধ জ্ঞানবলপ্রাপ্ত  
তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনিব্বাপিত হইলেন, সেই হেতু ত্রিলোকে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণীই যৌগিক  
এদেহ ত্যাগ করিবে।

১৬। ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই শক্র দেবেন্দ্র এই গাথা  
উচ্চারণ করিলেন ;—সংস্কার মাত্রই একান্ত অনিত্য। উৎপাদক এবং ব্যয়শীল। উৎপন্ন হইয়া  
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেই সংস্কার সমূহের উপসম, অসংস্কৃত নিব্বানই পরম সূত্র।

১৭। ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে পরিনিব্বানের সঙ্গে সঙ্গেই আযম্মান অমুরুদ্ধ এই  
গাথাষয় উচ্চারণ করিলেন ;—বন্ধুবর্গ, যিনি আমাদের শাস্তা, সেই তৃষ্ণাবিহীন মহামুনি বুদ্ধ  
চিরশান্তি প্রাপ্ত হইতে, চিরশান্তি লক্ষ্য করিয়া কালগত হইয়াছেন। নিব্বানেস্থিতচিত্ত ভগবানের  
এখন আর নিখাস প্রখাস বহিতেছেন না। অসঙ্কোচিত চিত্তেই তিনি যত্ন-বেদনা সঙ্ঘ করিলেন  
( বেদনানুবর্তী হইয়া এদিক ওদিক পার্শ্ব পরিবর্তনও করিলেন না )। প্রজ্জলিত অগ্নিস্কন্ধ

১৮। পরিনিব্বুতে ভগবতি সহ পরিনিব্বানা আয়স্মা আনন্দো ইমং গাথং  
অভাসি ;—

তদাসি যং ভাসনকং তদাসি, লোমহংসনং,

সব্বাকারবরূপেতে সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতেতি ।

১৯। পরিনিব্বুতে ভগবতি যে তে [তথ]২ ভিক্ষু অবীতরাগা অগ্নে-  
কচ্ছে বাহাপগ্গয়হ কন্দন্তি<sup>৩</sup> ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি :—অতিখিগ্নং  
ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিগ্নং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিখিগ্নং চক্খুমা  
লোকে অন্তরহিতোতি,৩ যে পন তে ভিক্ষু বীতরাগা তে সতা সম্পজানা  
অম্বিবাসেসন্তি অনিচ্চা সম্ভারা, তং কুতেথ লত্তাতি ।

২০। অথ খো আয়স্মা অমুরুদ্ধো ভিক্ষু আমন্তেসি :—অলং আবুসো মা  
সোচিথ মা পরিদেবিথ । নহু এতং আবুসো ভগবতা পটিকচ্ছেব অক্খাতং,  
সক্বেহেব পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ণথাভাবো, তং কুতেথ

নির্কাপণ তুলা ( তাঁহার ) চিত্ত বিমুক্ত হইল ।

১৮। ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে, পরিনিব্বান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আয়ুস্মান আনন্দ এই  
গাথা বলিলেন ;—শীলাদি সর্কগুণে সর্কশ্রেষ্ঠ সম্বুদ্ধ পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইলে, পরিনিব্বানের সঙ্গে  
সঙ্গেই অতি ভীষণ রোমহর্ষণকর ভূমিকম্প এবং বজ্রধ্বনি হইল,৪ ( অকাল বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইয়া ঘনবৃষ্টি  
বর্ষিত হইল ) ।

১৯। ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তিতে যেসকল ভিক্ষু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের  
মধ্যে বাহারা অবীতরাগ ( পৃথগজন, স্ফোতাপন্ন ও স্কন্ধাগামী ) তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন  
করিতেছিলেন, + ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, ইত্যন্তঃ গড়াগড়ি দিয়া বিলাপ করিতে-  
ছিলেন :—“অতি সহসা ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতি সত্ত্ব স্বগত পরিনির্কাপিত হইলেন,  
অতি শীঘ্র চক্ষুস্মান ত্রিলোক হইতে অন্তরহিত হইলেন ।” যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ ( অনাগামী ও অর্হৎ )  
ছিলেন, তাঁহারা স্থতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে নিশ্চল রহিলেন, কারণ সংস্কার সমূহ অনিত্য, তাহার  
বিপরীত কিরূপে ঘটিবে ?

২০। অতঃপর আয়ুস্মান অমুরুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সংবোধন করিয়া বলিলেন ;—বন্ধুগণ ! অনর্থক  
শোক করিবেন না, পরিদেবনও করিবেন না । ভগবান্ও এবিষয় পূর্বেই বলিয়াছেন যে, সকলেই  
সমস্ত প্রিয় ও আদরণীয় হইতে বিনাভাব নানাভাব অগ্নথাভাব হইতে হইবে । ( মাতাপিতা  
প্রভৃতি স্নহস্বজন হইতে পৃথক্ হইতে হইবে, মরণে তাঁহাদের সহিত পরিত্যক্ত সম্পর্ক হইতে  
হইবে, ভবান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নথাভাব ( বিরুদ্ধ সম্পর্কযুক্ত ) হইতে হইবে ) । বন্ধুবর্গ,

+ তাঁহাদের দৌর্গন্ধ ত্যাগ হয় নাই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দনাদি করিতেছেন ।

১। ব, তদাসি যং ।

২। ই, ন দিসসতে ।

৩। সী, ই, অতিখিগ্নং চক্খুং লোকে অন্তরহিতন্তি ।

আবুসো লজ্জা? যন্তং জাতং ভূতং সজ্জতং পলোকধন্যং তং বত মা পলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি। দেবতা আবুসো উজ্জায়ন্তীতি। কথম্ভূতা পন ভন্তে অমুরুদ্ধ দেবতা মনসি করোতীতি?।

২১। সম্ভাবুসো আনন্দ দেবতা আকাসে পথবিসঞ্ঞিনিযো কেসে পকিরিয় কন্দন্তি, বাহাপগগ্গহ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি। আবট্টন্তি বিবট্টন্তি :— “অতিখিল্লং ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিল্লং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিখিল্লং চক্খুমা লোকে অন্তরহিতো”তি। সম্ভাবুসো আনন্দ দেবতা পথবিয়া পথবিসঞ্ঞিনিযো কেসে পকিরিয়.....অন্তরহিতোতি। যা পন তা দেবতা বীতরাগা তা সতা সম্পজানা অধিবাসেন্তি অনিচ্চা সম্ভারা, তং কুতেথ লজ্জাতি।

২২। অথ খো আয়স্মা চ অমুরুদ্ধো আয়স্মা চ আনন্দো তং রন্তাবসেসং ধম্মিয়া কথায় বীতিনামেসুং। অথ খো আয়স্মা অমুরুদ্ধো আয়স্মন্তং আনন্দং আম-ইহার অগ্গথা কিরুপে সম্ভব হইবে? যাহার জন্ম আছে, অস্তিত্বের স্থিতি আছে, শরীর ধারণ করা আছে, তাহা কালধর্মের (মৃত্যুর) অধীন, তাহার বিনাশ না হউক, ইহা অসম্ভব। বন্ধুগণ! দেবতার আলোচনা করিতেছেন যে, আর্যেরা স্বয়ং শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, অগ্গকে কিরুপে সাহায্য দিবেন? ভন্তেঅমুরুদ্ধ! দেবতাগণ কিরুপ মনে করিতেছেন? তাঁহারা ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তিতে শোক বেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন ত?

২১। বন্ধু আনন্দ! আকাশে পৃথিবী কল্পা দেবগণ আছেন, তাঁহারা সেই কল্পিত ভূভাগে স্থিত হইয়া কেশ আলুলায়িত করিয়া কাদিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইত্যন্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন;—“অতিশীঘ্র ভগবান্ পরিনিব্বাপিত হইলেন, অতি সম্বর সুগত পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতিসম্বর চক্ষুমান লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন”। বন্ধু আনন্দ! পৃথিবীতে পৃথিবী কল্পা দেবগণ আছেন তাঁহারা সেই কল্পিত স্থানে দাঁড়াইয়া কেশ আলুলায়িত করতঃ কাদিতেছেন, মাথায় হাত দিয়া কাদিতেছেন, ছিন্নবৎ পতিত হইতেছেন, ইত্যন্ততঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতেছেন :—“অতি শীঘ্র ভগবান্ পরিনিব্বাপিত...লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।” যে সকল দেবতা বীতরাগ (অনাগামীও অর্হৎ) তাঁহারা স্মৃতিও সম্প্রজ্ঞান সহকারে অবস্থিতি করিতেছেন ( কারণ তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে ) সংস্কার সমূহ অনিত্য, তাহার অগ্গথা এস্থলে কিরুপে হইবে?

২২। অনন্তর আয়ুমান অমুরুদ্ধ ও আয়ুমান আনন্দ সেই রাত্রির অবশিষ্ট কাল ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিলেন। ( নর দেবলোকে যিনি অপ্রতিম শাস্তা, তাঁহাকে ও “যমরাজ লজ্জা বা ভয় করিলেন না, আর সাধারণ ব্যক্তিকে কি লজ্জা বা ভয় করিবে?” “ইত্যাদি মরণ বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতেই নৃধ্য উদিত হইল। ) অতঃপর আয়ুমান অমুরুদ্ধ আয়ুমান আনন্দকে

১। ব, কথম্ভূতা পন ভন্তে অমুরুদ্ধ দেবতা মনসি করোতীতি। সী, অ, কথম্ভূতা পন ভন্তে অমুরুদ্ধো সন্নক্কে সী, ই, কথম্ভূতা পন ভন্তে আবস্মা অমুরুদ্ধো দেবতা মনসি করোতীতি। ২। সী, ই, যা পন দেবতা।

\* পৃথিবী দেব ধারণে সমর্থ নাহে, তজ্জন্তু দেবতার মাটিতে স্থিত হইতে হইলেও ঈদৃশ প্রভাবে তাঁহাদিগকে স্থান নির্ধারণ পূর্বক স্থিত হইতে হয়।

স্তেসি :—গচ্ছাবুসো আনন্দ ! কুসিনারং পবিসিহা কোসিনারকানং মল্লানং আরো-  
চেহি :—পরিনিব্বুতো বাসিট্ঠা ভগবা, যস্সদানি কালং মঞ্ণেথাতি । এবস্ত-  
স্তেতি খো আয়স্মা আনন্দো আয়স্মতো অমুরুদ্ধস্স পটিস্সুত্বা পুব্বণ্হসমযং  
নিবাসেত্বা পত্তীচীবরমাদায অন্তহুতিযো কুসিনারং পাবিসি ।

২৩। তেন খো পন সময়েন কোসিনারকা, মল্লা সন্তাগারে সন্নিপতিতা  
হোন্তি তেনেব করণীয়েন । অথ খো আয়স্মা আনন্দো যেন কোসিনারকানং  
মল্লানং সন্তাগারং তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা কোসিনারকানং মল্লানং আরোচেসি ;—  
পরিনিব্বুতো বাসিট্ঠা ভগবা, যস্সদানি কালং মঞ্ণেথাতি ।

২৪। ইদমায়স্মতো আনন্দস্স বচনং সূত্বা মল্লা চ মল্লপুত্তা চ মল্লসুগিসা চ  
মল্লপজাপতিযো চ অঘাবিনো দুস্মনা চেতো দুক্কথসমপ্পিতা অপ্পেকক্ষে কেসে  
পকিরিয় কন্দন্তি, বাহাপগংগস্হ কন্দন্তি, ছিন্নপাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি :—  
অতিথিগ্গং ভগবা পরিনিব্বুতো অতিথিগ্গং সুগতো পরিনিব্বুতো, অতিথিগ্গং  
চক্খুমা লোকে অন্তরহিতোতি ।

২৫। অথ খো কোসিনারকা মল্লা পুরিসে আণাপেসুংঃ তেনহি ভণে কুসি-  
সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—বন্ধু আনন্দ ! আপনি যান, কুশীনারায় প্রবেশ করিয়া কুশীনারাবাসী  
মল্লগণকে জ্ঞাপন করুন যে, হে বাসিষ্টগণ, ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এখন আপনারা  
যাহা উচিত মনে করেন করুন ।” “সাধু ভণ্তে” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ আয়ুস্মান অমুরুদ্ধের  
আদেশে সম্মতি প্রকাশ করতঃ পূর্বাক্ষ সময়ে অন্তর্বাস পরিধান করিয়া, পাত্র চীবর গ্রহণ পূর্বক সহচর  
সঙ্গে কুশীনারায় প্রবেশ করিলেন ।

২৬। সেই সময় কুশীনারাবাসী মল্লগণ ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার কিরূপ বন্দোবস্ত  
করা কর্তব্য, তাহার পরামর্শের জন্য মন্ত্রণাসভাগৃহে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন । অনন্তর  
আয়ুস্মান আনন্দ কুশীনারাস্থ মল্লরাজাদের মন্ত্রণাসভাগৃহে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন  
করিলেন যে, “হে বাসিষ্টগণ ! ভগবান্ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এখন আপনাদের যাহা উচিত মনে  
হয় করুন ।”

২৭। আয়ুস্মান আনন্দের এই বাক্য শ্রবণে মল্লগণ, মল্লপুত্রগণ, মল্লপুত্রবধু এবং মল্ল-  
প্রজাপতিগণ হুঃখিত দুঃখনায়মান ও দৌঃখনস্তাভিভূত হইয়া কেহ কেহ কেশ আলুলায়িত করিয়া  
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ  
ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ গড়াগড়ি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন :—“অতি শীঘ্র  
ভগবান্ পরিনিব্বাপিত হইলেন, অতি সত্তর স্তুগত পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতি সহসা চক্ষুস্মান  
লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন ।”

২৮। অতঃপর কুশীনারায় মল্লরাজগণ্যবর্গ ; পুরুষদিগকে ( কর্মচারীদিগকে ) আদেশ  
করিলেন, ওহে, তাহা হইলে (তোমরা ঢোল কুপী দ্বারা ঘোষণা করাইয়া) কুশীনারায় সমস্ত স্তুগন্ধি-

নারায়ণ গন্ধমালঞ্চ সৰ্বঞ্চ তালাবচরং সন্নিপাতেথাতি ।

২৬। অথ খো কোসিনারকা মল্লা গন্ধমালঞ্চ, সৰ্বঞ্চ তালাবচরং পঞ্চ চ হুস্ময়ুগসতানি আদায় যেন উপবত্তনং মল্লানং সালবনং যেন ভগবতো সরীরং তেহুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিহা ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সঙ্করোস্তা গরুক্রোস্তা মানোস্তা পূজোস্তা চেলবিতানানি করোস্তা মণ্ডল-মালে পটিযাদেস্তা একদিবসং বীতিনামেসুং ।

২৭। অথ খো কোসিনারকানং মল্লানং এতদহোসি ;—অতিবিকালো খো অজ্জ ভগবতো সরীরং ঝাপেতুং, স্বেদানি ময়ং ভগবতো সরীরং ঝাপেসুসামাতি । অথ খো কোসিনারকা মল্লা ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সঙ্করোস্তা গরুক্রোস্তা মানোস্তা পূজোস্তা চেলবিতানানি করোস্তা মণ্ডল-মালে পটিযাদেস্তা ত্বিত্যম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, তত্বিত্যম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, চতুর্থম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, পঞ্চমম্পি দিবসং বীতিনামেসুং, ছট্ঠম্পি দিবসং বীতিনামেসুং ।

২৮। অথ খো সত্তমং দিবসং কোসিনারকানং মল্লানং এতদহোসি ;—ময়ং ভগবতো সরীরং নচ্চেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গন্ধেহি সঙ্করোস্তা গরু-দ্রব্য, মালা ও সকল প্রকার বাগ্গয়ন্ত্র একত্রিত করাও ।

২৬। অনন্তর কুশীনারার মল্লগণ স্নগন্ধি-দ্রব্য, মালা, সকলপ্রকার বাগ্গয়ন্ত্র এবং পঞ্চ শত যোড়া বস্ত্র লইয়া শালবনোপবর্তনে ভগবানের দেহসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানের দেহ নৃত্য, গীত ও বাগ্গদ্বারা এবং মালা ও স্নগন্ধি সমূহ দ্বারা সংকার, গৌরব, মান ও পূজা, করিতে লাগিলেন । বস্ত্র দ্বারা চন্দ্রাতপ সমূহ প্রস্তুত করিতে ও বস্ত্রমণ্ডপাদি স্নসজ্জিত করিতে করিতে একদিবস অতীত হইয়া গেল ।

২৭। অতঃপর তাঁহাদের এইরূপ মনে হইল ;—“ভগবানের শরীর দাহ করিবার পক্ষে অণু অত্যন্তবিকাল হইয়াছে ; আগামী কলাই ভগবানের শরীর দাহ করিব ।” অনন্তর কুশীনারার মল্লগণ ভগবানের দেহ বাগ্গয়ন্ত্র বাদনসহকারেনৃত্য, গীত ও মালাগন্ধাদি দ্বারা সংকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে এবং বস্ত্র বিতানসমূহ নির্মাণ করিতে ও বস্ত্রমণ্ডপাদি স্নসজ্জিত করিতে দ্বিতীয় দিবসও অতীত হইয়া গেল, তৃতীয় দিবসও অতীত হইল, চতুর্থ দিবসও অতিবাহিত হইল, পঞ্চম দিবসও অতিক্রান্ত হইল, ষষ্ঠ দিবসও অতীত হইয়া গেল ।

২৮। অনন্তর সপ্তম দিবসে কুশীনারার মল্লরাজ্ঞ্যবর্ণের এইরূপ স্থির হইল যে, “আমরা ভগবানের দেহ সমস্ত বাগ্গয়ন্ত্রবাদনসহকারে নৃত্য, গীত ও মালা এবং স্নগন্ধাদি দ্বারা সংকার,

করোস্তা মানোস্তা পুজোস্তা, দক্ষিণেন দক্ষিণং নগরস্ হরিহা বাহিরেন বাহিরং দক্ষিণতো নগরস্ ভগবতো সরীরং ঝাপেস্‌সামাতি ।

২৯। তেন খো পন সময়েন অট্ট মল্লপামোক্‌খা সীসং ন্‌হাতা অহতানি বখানি নিবখা :—মযং ভগবতো সরীরং উচ্চারেস্‌সামাতি, ন সঙ্কোস্তি উচ্চারেতুং ।

৩০। অথ খো কোসিনারকা মল্লা আযস্মন্তং অমুরুদ্ধং এতদবোচুং :—কো হু খো ভন্তে [ অমুরুদ্ধ ] হেতুং কো পচ্চযো, যেনিমে অট্ট মল্লপামোক্‌খা সীসং ন্‌হাতা অহতানি বখানি নিবখা মযং ভগবতো সরীরং উচ্চারেস্‌সামাতি ন সঙ্কোস্তি উচ্চারেতুস্তি ? অঞ্ঞথা খো বাসিট্ঠা তুম্‌হাকং অধিপ্পাযো, অঞ্ঞথা দেবতানং অধিপ্পাযোতি ।

৩১। কথং পন ভন্তে দেবতানং অধিপ্পাযোতি ? তুম্‌হাকং খো বাসিট্ঠা অধিপ্পাযো :—মযং ভগবতো সরীরং নচেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গঙ্কেহি সঙ্করোস্তা গরুকরোস্তা মানোস্তা পুজোস্তা, দক্ষিণেন দক্ষিণং নগরস্ হরিহা, বাহিরেন বাহিরং দক্ষিণতো নগরস্ ভগবতো সরীরং ঝাপেস্‌সামাতি, দেবতানং খো বাসিট্ঠা অধিপ্পাযো :—মযং ভগবতো সরীরং দিব্বেহি নচেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গঙ্কেহি সঙ্করোস্তা গরুকরোস্তা মানোস্তা পুজোস্তা, উত্তরেন

গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে নগরের বাহিরে বাহিরে নগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে অর্থাৎ যমকশালতরুর মূল হইতে দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়া নগরের দক্ষিণে দাহ করিব ।”

২৯। তখন রাজাপ্রমুখ আটজন শক্তি সম্পন্ন প্রধানমল্ল ভগবানের দেহ বহন মানসে স্নান করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য ভগবৎদেহ কাঁধে উঠাইবার সমস্ত চেষ্টাই তাহাদের ব্যর্থ হইল ।

৩০। অতঃপর কুশীনারাবাসী মল্লরাজ্যবর্গ আয়ুস্মান্ অমুরুদ্ধকে এইরূপ বলিলেন :—ভন্তে অমুরুদ্ধ ! ইহার হেতু কি ? ইহার প্রত্যয় কি ? যেহেতু এই মহাশক্তিশালী আটজন প্রধানমল্ল ভগবানের দেহ বহন মানসে স্নান করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান পূর্বক ভগবানের দেহ উঠাইতে গিয়া কোনমতে উঠাইতে পারিতেছেন না । বাসিট্ঠগণ ! আপনাদের অভিপ্রায় একরূপ, দেবগণের অভিপ্রায় অপরূপ হইয়াছে ।

৩১। ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় কিরূপ ? হে বাসিট্ঠগণ ! আপনাদের অভিপ্রায় যে, “আমরা ভগবানের দেহ বাগ্‌যশ্রবাদনসহকারেন্ত্য, গীত করিতে করিতে মালা এবং স্তব্ধাদি দ্বারা সংস্কার; গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে, নগরের বাহিরে বাহিরে নগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণে গিয়া ভগবানের দেহ সংস্কার করিব” । বাসিট্ঠগণ, কিন্তু দেবগণের অভিপ্রায় যে, “আমরা ভগবানের দেহ দিব্যাগ্‌যশ্রবাদনসহকারে দিব্যান্ত্য ও সঙ্গীত করিতে

উত্তরং নগরস্ হরিত্বা, উত্তরেন দ্বারেন নগরং পবেসেত্বা, মঞ্ছেন মঞ্ছাং নগরস্ হরিত্বা, পুরথিমেন দ্বারেন নিক্খমিত্বা, পুরথমতো নগরস্ মকুটবন্ধনং নাম মল্লানং চেতিষং, এথ ভগবতো সরীরং ঝাপেসসামাতি। যথা ভন্তে দেবতানং অধিপ্পাযো, তথা হোতুতি।

৩২। তেন খো পন সমযেন কুসিনারা, যাব সঙ্কিসমলসংকটীরা জঙ্ঘুমন্তেন ওধিনা মন্দারবপুপ্ফেহি সম্বতা হোতিং। অথ খো দেবতা চ কোসিনারকা চ মল্লা ভগবতো সরীরং দিব্বেহি চ মানুসকেহি চ নচ্ছেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গঞ্জেহি স্করোন্তা গরুকরোন্তা মানোন্তা পুজোন্তা উত্তরেন উত্তরং নগরস্ হরিত্বা উত্তরেন দ্বারেন নগরং পবেসেত্বা মঞ্ছেন মঞ্ছাং নগরস্ হরিত্বা

করিতে এবং দিব্যমাল্য ও স্নগন্ধাদি দ্বারা সংকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে যমকশাল তরুর মূল হইতে উত্তরে উত্তরে নগরের উত্তরদিকে নিয়া, উত্তরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া, নগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করিব এবং পূর্বদ্বার দিয়া, নগর হইতে বাহির করতঃ নগরের পূর্বপার্শ্বে মুকুটবন্ধন নামক, যে মল্লরাজাদের প্রসাধন মঙ্গলশালা (অভিষেক মণ্ডপ) আছে, সেই স্থলেই ভগবানের দেহ সংকার করিব। ভন্তে, দেবগণের অভিপ্রায় অনুসারেই কার্য হউক।

৩২। তখন কুশীনারার গৃহসঙ্কি সমল ও জঙ্ঘালপূর্ণ স্থান সমূহ পর্য্যন্ত দিব্যমন্দারপুষ্প পতিত হইয়া জাত্তপ্রমাণ উচ্চ হইয়া আচ্ছাদিত হইল; ( উপরে দেবগণের বাত্বয়সমূহ স্বরতান-লয়ে বাজিয়া উঠিল এবং দেবগণের নৃত্য স্ত সঙ্গীত হইতে লাগিল, নীচে মানবদের বাত্বয়সমূহ বাজিতে লাগিল এবং মানবগণের নৃত্য ও সঙ্গীত হইতে আরম্ভ হইল। মানবদের অন্তরে অন্তরে দেবগণের ও দেবগণের অন্তরে অন্তরে মানবগণের বাত্বয়সমূহ বাজিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত হইতে লাগিল [প্রজ্ঞাশীল ভাবুকগণ, একবার কল্পনানৈবে দর্শন করুন, তখন কি দৃশ্য হইয়াছিল] অনন্তর দেবগণ ও কুশীনারার মল্লগণ ভগবানের শরীর দিব্য ও মাহুযিক বাত্বয়সমূহ বাদনসহকারে নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে এবং দিব্য ও পার্থিব মাল্য ও স্নগন্ধাদি দ্বারা সংকার, গৌরব, মান ও পূজা করিতে করিতে (যমকশাল তরুর মূল হইতে) উত্তরে নগরের উত্তর পার্শ্বে নিয়া, উত্তরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করাইয়া নগরের মধ্যস্থলে আনয়ন করিলেন। (এইরূপ মহাসমারোহের সহিত ভগবানের দেহ যখন নগরের মধ্যে আন হইতে ছিল, তখন সেনাপতি বহুল মল্লের স্ত্রী মল্লিকাদেবী স্বীয় মহালতা আভরণ খুলিয়া পরিষ্কার করতঃ গন্ধোদকে ধৌত করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বারের নিকট ভগবানের দেহ আনীত হইলে বলিলেন, “বৎসগণ, একটু নামাও শান্ত্যাকে পূজা করিব।” তৎপর নামাইলে মল্লিকাদেবী স্বয়ং চারিকোটিটাকা মূল্যের মহালতা আভরণ ভগবানের দেহে পরিধান করাইয়া

+ মহোপাসিকা বিশাখাও এই মল্লিকাদেবী এই দুই স্ত্রী এবং দেবদানী নামক চোরের গৃহে মহালতা আভরণ ছিল।

১। ব, কোসিনারকা মল্লা। ২। গী, হোন্তি। ৩। গী, অ, মনুসকেহি চ।



পুরথিমেন দ্বারেন নিক্খমিস্থা পুরথিমতো নগরস্স মকুটবন্ধনং নাম মল্লানং চেতিয়ং—এখ, ভগবতো সরীরং নিক্খিপিংসু ।

৩৩। অথ খো কোসিনারকা মল্লা আয়স্মন্তং আনন্দং এতদবোচুং :—কথং ময়ং ভস্তুে আনন্দ তথাগতস্স সরীরে পটিপজ্জামাতি ? যথা খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি, এবং তথাগতস্স সরীরে পটিপজ্জিতবন্তি ।

৩৪। কথং পন ভস্তুে আনন্দ রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তীতি ? রঞ্ঞ্ঞো বাসিট্ঠা চক্কবত্তিস্স সরীরং অহতেন বথেন বেঠেস্ন্তি, অহতেন বথেন বেঠেস্ন্তা বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেস্ন্তি । বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেস্ন্তা অহতেন বথেন বেঠেস্ন্তি, এতেন উপায়েন পঞ্চহি যুগসতেহি রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরং বেঠেস্ন্তা আয়সাযং তেলদোগিয়া পক্খিপিত্বা অঞ্ঞ্ঞস্সা আয়সায দোগিয়া পটিকুজ্জেত্বা, সৰ্বগন্ধানং চিতকং করিত্বা রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরং ঝাপেস্ন্তি, চাতুমহাপথে রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স থূপং করোস্ন্তি । এবং খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি, যথা খো বাসিট্ঠা রঞ্ঞ্ঞো চক্কবত্তিস্স সরীরে পটিপজ্জন্তি

দিলেন । তাহা মন্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত পরিহিত হইল । ভগবানের স্বৰ্ণ—বর্ণ দেহ সপ্ত-রত্নময় আভরণ পরিহিত হওয়ায় অপূৰ্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন । তিনি তাহা দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে প্রার্থনা করিলেন ;—“ভস্তুে, যাবৎ আমি সংসারাবস্থে সংসরণ করি, তাবৎকাল আমার পৃথক অলঙ্কারের আবশ্যক না হউক, নিত্য মহালতা আভরণ পরিহিত সদৃশ আমার শরীর হউক ” । ) অতঃপর ভগবানের দেহ উঠাইয়া পূৰ্ব্ব দ্বারে নগর হইতে বাহির হইয়া, নগরের পূৰ্ব্বপার্শ্বে মকুটবন্ধন নামক মল্লরাজাদের যে প্রসাধন মঙ্গল শালা আছে, তথায় নিয়া স্থাপন করিলেন ।

৩৩। অনন্তর কুশীনারার মল্লরাজগণ আয়ুস্মান আনন্দকে এইরূপ বলিলেন :—ভস্তুে আনন্দ, আমরা তথাগতের শরীরের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করি ? হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর শরীরের প্রতি যে রূপ ব্যবস্থা করা হয়, তথাগতের শরীরের প্রতিও সে রূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত ।

৩৪। ভস্তুে আনন্দ, রাজচক্রবর্তীর দেহের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করা হয় ? হে বাশিষ্ঠগণ, রাজচক্রবর্তীর দেহ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সূধুনিত কাপাস দ্বারা বেষ্টন করা হইয়া থাকে, পুনঃ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনের পর, সূধুনিত কাপাসের দ্বারা বেষ্টন করা হয় । এইরূপে পঞ্চশত যুগবার ( উভয় বস্ত্র দ্বারা ) রাজচক্রবর্তীর দেহ বেষ্টন করতঃ স্বর্ণময় তৈলপূর্ণ পাত্রে তাহা স্থাপন করা হয় এবং অপর স্বর্ণময় পাত্রদ্বারা তাহা আবৃত করা হইয়া থাকে । তৎপর সকল প্রকার স্বেদনাময়ী দ্বারা চিতা রচনা করতঃ রাজচক্রবর্তীর দেহ দাহ এবং চারি মহাপথের ( রাজপথের ) মিলন স্থানে রাজচক্রবর্তীর স্তুপ রচনা করা হয় । হে বাশিষ্ঠগণ ! রাজচক্রবর্তীর দেহের এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে । রাজচক্রবর্তীর দেহের প্রতি যেই ব্যবস্থা, তথাগতের শরীরের প্রতিও সেইরূপ ব্যবস্থা বিধেয় । চারি মহাপথের মিলন

এবং তথাগতস্স সরীরে পটিপজ্জিতবং । চাতুমহাপথে তথাগতস্স থুপো কাতবেৱা । তথ যে মালাং বা গন্ধং বা চুন্নকং বা, আরোপেস্সসন্তি বা, অভিবাদেস্সসন্তি বা, চিত্তং বা পসাদেস্সসন্তি, তেসন্তুং ভবিস্সতি দীঘরত্তং হিতায় সুখায়াতি ।

৩৫। অথ থো কোসিনারকা মল্লা পুরিসে আণাপেস্সুং, তেনহি ভণে মল্লানং বিহতং কপ্পাসং সন্নিপাতেথাতি ।

৩৬। অথ থো কোসিনারকা মল্লা ভগবতো সরীরং অহতেন বথেন বেঠেস্সুং, অহতেন বথেন বেঠেস্সা বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেস্সুং, বিহতেন কপ্পাসেন বেঠেস্সা অহতেন বথেন বেঠেস্সুং, এতেন উপায়েন পঞ্চহি যুগসতেহি ভগবতো সরীরং বেঠেস্সা আযসায তেলদোণিয়া পক্খিপিত্তা অঞ্ণ্ড্রিস্সা দোণিয়া পটিকুজ্জিত্তা সৰ্বগন্ধানং চিতকং করিত্তা ভগবতো সরীরং চিতকং আরোপেস্সুং ।

৩৭। তেন থো পন সময়েন আযস্সা মহাকস্সপোণ পাবায কুসিনারং, অন্ধানমগগল্পটিপম্মো হোতি মহতা ভিক্খুসজ্জেন সদ্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্খুসতেহি, অথ থো আযস্সা মহাকস্সপো মগ্গা ওকস্স অঞ্ণ্ড্রতরস্সিং রুক্খমূলে নিসীদি ।

স্থানে তথাগতের স্তূপ রচনা করা কর্তব্য । তথায় যাহারা মালা বা সুগন্ধি অথবা চন্দনাদির চূর্ণ প্রদান করিবেন কিংবা অভিবাদন করিবেন । অথবা তদর্শনে চিত্তপ্রসন্ন করিবেন, তাঁহাদের সেই কাজ বহুদিনের জগু হিত সুখদায়ক হইবে ।

৩৫। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজ্যবর্গ পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন :—“ওহে, তাহা হইলে, তোমরা মল্লদিগের স্বধুনিত কার্পাস সংগ্রহ করিয়া এস্থলে আনয়ন কর” ।

৩৬। অনন্তর কুশীনারার মল্লরাজ্যবর্গ ভগবানের দেহ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্র দ্বারা আবেষ্টন করতঃ তৎপর স্বধুনিত কার্পাস দ্বারা বেষ্টন করিলেন । পুনঃ সূক্ষ্ম নূতনবস্ত্রদ্বারা তাহা বেষ্টন করতঃ পুনঃ স্বধুনিত কার্পাস দ্বারা আবেষ্টন করিলেন । এই উপায়ে পঞ্চশত যুগবার ( উভয় বস্ত্র দ্বারা ) ভগবানের দেহ আবেষ্টন করতঃ স্বর্ণময় তৈলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন করিয়া, অপর স্বর্ণময় পাত্রদ্বারা তাহা আবৃত করিলেন এবং সর্ববিধ সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা ( উত্তর দক্ষিণে ১২০ হাত, পূর্ব পশ্চিমে ১২০ হাত ) চিতা রচনা করতঃ ( তৈলপূর্ণ স্বর্ণময় আধার সহ ) ভগবানের দেহ চিতার উপর আরোপিত করিলেন ।

৩৭। সেই সময় আয়ুস্মান মহাকণ্ঠপ+মহাভিক্কুসজ্জ সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশীনারায় আগমন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চশত ভিক্ষু ছিলেন । অতঃপর আয়ুস্মান মহাকণ্ঠপ রাজপথ ত্যাগ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন ।\*

+ ভগবান বুদ্ধের অশীতি মহাপ্রাণকের মধ্যে অষ্টভয় মহাপ্রাণক । পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । \* পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১। গী, ই, গন্ধং । ২। গী ই, আরোপেস্সসন্তি । ৩। ব, অহতেন বথেন বেঠেস্সা । ৪। গী, অ, কুসিনারাকং ।

৩৮। তেন খো পন সময়েন অঞঞতরো আজীবকো কুসিনারাষ মন্দারব-  
পুপ্ফং গহেহ্বা পাবং অন্ধানমগ্গপ্পাটিপন্নো হোতি। আদসসা খো আয়স্মা  
মহাকস্সপো [তং], আজীবকং দূরতোব আগচ্ছন্তং, দিস্সা তং আজীবকং  
এতদবোচঃ—অপাবুসো, অমহাকং সখারং জানাসীতি? আম আবুসো জানামি।  
অজ্জ সত্তাহপরিনিব্বুতো সমণো গোতমো। ততো মে ইদং মন্দারবপুপ্ফং  
গহিতন্তি।

৩৮। তেমন সময়ে আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক সন্ন্যাসী কুশীনারা হইতে দিব্য মন্দার-  
পুষ্প লইয়া (রৌদ্রের তাপ নিবারণার্থে ছত্রের আয় মাথার উপর ধরিয়া) পাবা অভিমুখে  
গমন করিতে ছিলেন। আয়ুষ্মান মহাকশপ সেই আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীকে দূর হইতেই  
আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই (আসন হইতে উঠিয়া শাস্তা যেইদিকে আছেন, সেই  
দিকে কৃতাজ্জলি হইয়া) সেই আজীবক সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীকে এইরূপ বলিলেনঃ—বন্ধো,  
আপনি আমাদের শাস্তাকে জানেন? হাঁ বন্ধো, জানি, অজ্ঞ সপ্তাহ হইল শ্রমণ গোতম  
পরিনির্বাণিত হইয়াছেন। আমার এই মন্দারপুষ্প তাঁহার পরিনিব্বান স্থান হইতেই গৃহীত  
হইয়াছে।

\*আয়ুষ্মান মহাকশপের সঙ্গে যে পঞ্চশত ভিক্ষু আসিতেছিলেন, তন্মধ্যে কেহ পূর্বে  
ভগবানকে দেখিয়া থাকিলেও অনেকে দেখেন নাই। তাঁহারা সকলেই ভগবানকে দেখিতে  
মহোৎসাহের সহিত আগমন করিতেছিলেন। কুশীনারা পৌছিয়া ভগবান্ পরিনির্বাণিত  
হইয়াছেন বলিয়া হঠাৎ শ্রবণ করিলে অনেকে শোকাভূত হইয়া মহাকান্নাকাটি করিতে থাকিবেন।  
মহাজনসমাগমের মধ্যে পাজ্জটীবরাদি কোথায় পতিত হইবে, তার ঠিক থাকিবে না। আরও  
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আয়ুষ্মান মহাকশপের পাণ্ডুলিকসহচরগণ আদিয়া জীলোকের  
আয় কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহারা সাধারণ ব্যক্তিদিগকে কি আর সাহস দিবেন? অর্দ্ধপথে  
অরণ্যের মধ্যে ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তি সংবাদ শুনিয়া রোদন করিলেও কোন ক্ষতি নাই, তখন  
তাঁহাদিগকে উপদেশাদি দেওয়ারও সুবিধা হইবে এবং কুশীনারা পৌছিতে পৌছিতে তাঁহাদের  
শোকবেগ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে। তথায় পৌছিয়া তাঁহারা স্থস্থিরভাবে ভগবান্কে  
বন্দনাদি করিতে পারিবেন। সেইহেতু ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তি সংবাদ শুনাইতে পথে  
অরণ্যস্থ বৃক্ষমূলে আয়ুষ্মান মহাকশপ সহচরগণের সহিত উপবেশন করিলেন। তিনি ভগবানের  
পরিনিব্বান ভাব জ্ঞাত থাকিয়াও আজীবন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীকে দিব্যমন্দার পুষ্প মাথার উপর  
ছত্রাকারে ধরিয়া আসিতে দেখিয়া শাস্তার প্রতি মহাসম্মম বশতঃ আসন হইতে উঠিয়া সন্ন্যাসীর  
সম্মুখবর্তী হইলেন এবং শাস্তার দেহ যেইদিকে রহিয়াছেন ঠিক সেইদিকে কৃতাজ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসা  
করিলেন, “বন্ধো! আপনি আমাদের শাস্তকে জানেন?”

৩৯। তথ্য যে তে ভিক্ষু অবীতরাগা অপ্পেক্ষে বাহা পগগয়্হ কন্দন্তি ছিন্ন-  
পাতং পপতন্তি আবট্টন্তি বিবট্টন্তি :—অতিখিগ্গং ভগবা পরিনিব্বুতো, অতিখিগ্গং  
সুগতো পরিনিব্বুতো অতিখিগ্গং চক্কুমা লোকে অন্তরহিতোতি। যে পন তে ভিক্ষু-  
বীতরাগা, তে সতা সম্পজানা অধিবাসেস্তি :—অনিচ্চা সম্ভারা, তং কুতেথ লত্তাতি ?

৪০। তেন খো পন সময়েন সুভদো নাম বুড্ঢ, পব্বজিতো\* তসং পরিসাযং  
নিগিম্মো হোতি। অথ খো সুভদো বুড্ঢপব্বজিতো তে ভিক্ষু এতদবোচ :—  
অলং আবুসো মা সোচিথ, মা পরিদেবিথ। সুমুত্তা ময়ং তেন মহাসমণেন।  
উপদুত্তো চ হোম ইদং বো কল্পতি, ইদং বো ন কল্পতীতি। ইদানি পন ময়ং যং  
ইচ্ছিস্সাম তং করিস্সাম, যং ন ইচ্ছিস্সাম ন তং করিস্সামাতি।

৩৯। ( তচ্ছবণে ) সেইস্থানে যে সকল ভিক্ষু অবীতরাগ ( পৃথগজন, শ্রোতাপন্ন ও  
সকুদাগামী ) ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ  
ছিন্নবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ইত্যন্তঃ লুটাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—“অতি শীঘ্র ভগবান্  
পরিনির্বাণিত হইলেন, অতি সম্ভব সুগত পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলেন, অতি সহসা চক্কুমান লোক  
হইতে অন্তর্হিত হইলেন।” যে সকল ভিক্ষু বীতরাগ ( অনাগামীও অর্হং ) ছিলেন, তাঁহারা  
স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞান সহকারে অবস্থিত রহিলেন, “যেহেতু সংস্কারসমূহ অনিত্য, এস্থলে তার অগ্রথা  
কিরূপে হইবে ?”

৪০। সেই সময় সুভদ্র নামক জনৈক বুদ্ধপ্রব্রজিত \* সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিল। অনন্তর  
সে সেই শোকাভিভূত ভিক্ষুদিগকে সন্বেদন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিল ;—বন্ধুগণ,  
ভালই হইয়াছে, তোমরা শোক করিও না, বিলাপও করিও না। আমরা সেই মহাশ্রমণ হইতে  
মুক্ত হইয়াছি। “ইহা তোমাদের উপযুক্ত, ইহা তোমাদের অল্পযুক্ত” ইত্যাদি বাক্যবাণে আমরা  
উপক্রমিত হইতাম। এখন আমরা যাহা ইচ্ছা করিব, তাহাই করিতে পারিব, যাহা ইচ্ছা হইবেনা  
তাহা করিব না।+

\* বুদ্ধপ্রব্রজিত সুভদ্র—বিনয় পিটকের অন্তর্গত “খঙ্ককে আতুমা বথুত্তে” উক্ত সুভদ্র।  
সে জাতিতে নাপিত ছিল। বুদ্ধকালে প্রব্রজিত হওয়ায় ধর্ম বিনয় শিক্ষা করিতে পারে নাই।  
তাহার দুইটি স্নদর্শন ছেলেও প্রব্রজিত হইয়াছিল, তাহারা অতি স্বকণ্ঠ ছিল। একদা ভগবান্  
সাড়ে বারশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে কুশীনারা হইতে আতুমাদেশে আসিতেছেন শুনিয়া সুভদ্র নিজের  
ছেলে শ্রামণের দুইটিকে ক্ষুরভাণ্ড দিয়া লোকের ঘরে ঘরে পাঠাইল, তখন তাহারা গান করতঃ  
লোকদিগকে খেউরি করিয়া চাউল, তৈল, লবণাদি প্রচুর পরিমাণে পাইল। যেহেতু তাহারা  
স্নদর্শন ও স্বকণ্ঠ ছিল বলিয়া যাহাদের আবশ্যক নাই তাহারাও খেউরি করাইয়া প্রচুর পরিমাণে  
চাউলাদি দিয়াছিল। ভগবান্ আতুমায় আসিলে সুভদ্র লোকের কাষিক সাহায্য গ্রহণ করতঃ

৪১। অথ খো আযম্মা মহাকস্সপো ভিক্খু আমন্তেসি :—অলং আব্বসো না সোচিথ, মা পরিদেবিত্থ, নম্ম এতং আব্বসো ভগবতা পটিক্কেব অক্খাতং :—

৪১। অনন্তর আযুম্মান মহাকশপ ভিক্ষুদিগকে সন্ধান করিয়া বলিলেন ;—বন্ধুবর্গ, বুখা শোক করিও না, বিলাপও করিও না। বন্ধুবর্গ, এবিষয় কি ভগবান্ পূর্বেই বলেন নাই? সমস্ত

শতসহস্র ব্যয়ে স্বয়ং ভোজ্যাণ্ড+ ও মধুগোলক তৈয়ার করিয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণকে খাওয়াইতে প্রার্থনা করিল। ভগবান্ উক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্বক “অকপ্পিষ সমাদান” শিক্ষাপদও “খুরভাণ্ড পরিহরণ” শিক্ষাপদ, এই দুই শিক্ষাপদ স্থাপন করেন। তখন ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে বলিলেন ;—ভিক্ষুগণ! তোমরা বহুকল্পকোটিকাল এইরূপ ভোজন অন্বেষণ করিতে করিতেই অতিবাহিত করিয়াছ, মুক্ত হইতে পার নাই। এই খাণ্ড তোমাদের অল্পপয়ুস্ক ( অকপ্পিষং ), যেহেতু তাহা অগ্রায়রূপে সংগৃহীত ও প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পরিভোগ করিলে তোমাদিগকে শতসহস্র জন্ম অপায় দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অতএব “ইহা গ্রহণ করিও না, চলিয়া আইস” বলিয়া ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে গ্রামে ভিক্ষা করিতে প্রবেশ করিলেন। সুভদ্র দর্শের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া অন্তরে বড়ই আঘাত পাইল। সে ভাবিল “ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া লোককে বলিয়া থাকেন, আমার ইহা অগ্রায় হইলে আমার নিকট কাহাকেও পাঠাইয়া আমাকে নিষেধ করিলে, আমার এই সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইত না। এই তৈয়ারী খাবার বেশীদিন রাগিলেও সা তদিনের অধিকাল থাকিবে না, পচিয়া যাইবে। অথচ ইহা থাকিলে আমার যাবজ্জীবন সুখেই চলিত। আমার যথাসর্ব্বস্ব বুখা নষ্ট হইল। ভগবান্ আমার হিতকামী নহেন, এই ভাবিয়া ভগবানের প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু ভগবান্ রাজপুত্র বলিয়া এযাবৎ কিছু বলিতে বা করিতে পারে নাই, আজ ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া মনের আক্রোশে ঐরূপ বলিল।

+ [ আযুম্মান মহাকশপ বুদ্ধ প্রব্রজিত সুভদ্রের উক্তি শ্রবণে হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা পাইলেন, মাখায় বজ্রপতনের গায় বোধ হইল, তাহাতে তাঁহার মহাধর্ম্মসংবেগ উৎপন্ন হইল :—“ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন আজ সপ্তাহমাত্র, এখনও তাঁহার সুবর্ণবর্ণশরীর ধরণী পৃষ্ঠে বিজ্ঞমান রহিয়াছেন। ভগবান্ কর্তৃক কষ্টে স্থাপিত শাসনে এত শীঘ্র পাপ কণ্টক উৎপন্ন হইল, এই পাপ বন্ধিত হইয়া আরও এইরূপ পাপসহায় পাইলে শাসন নষ্ট হইয়া যাইবে”। আরও এই দুঃখিনীত বুদ্ধকে যদি এখন কষায় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিই, তবে হয়তঃ লোকে বলিবে “শ্রমণ গৌতমের শিষ্যেরা তাঁহার দেহ বিজ্ঞমানে ও বিবাদ করিতেছে” ইত্যাদি বলিয়া দোষারোপ করিবে। এখন এই বিষয়ে নিরব থাকাই উচিত। “ভগবানের দেশিত ধর্ম্ম অসংগৃহীত পুষ্পরাশির গায় রহিয়াছে। বাতাসে অসংগৃহীত পুষ্প যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ এবম্বিধ পাপ ব্যক্তির দ্বারা ভবিষ্যতে দিনের দুই একটি শিক্ষাপদ বা স্ত্রের দুই একটি প্রমোত্তর অথবা অভিধর্ম্মের

+ ভোজ্যাণ্ড নাম ভুজ্জিষাপাতকযাণ্ড। তথসন্নিবন্ধুগণিত বজ্জমস পুষ্পক কলরগাদি ব্যক্তিগি খাদনীয় নাম বন্ধুগণকথিত, কীলিত্ত কামানঃ সীস বন্ধনযোগ্যহোতি ব্রহ্মকল্যা।

সবেহেব পিষেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো অঞ্ঞথাভাবো, তং কুতেথ আবুসো লত্তা ? যন্তং জাতং ভূতং সম্বাতং পলোকধম্মং, তং তথাগতস্সাপি সরীরং মা পলুজ্জীতি নেতং ঠানং বিজ্জতীতি ।

৪২। তেন খো পন সময়েন চত্তারো মল্লপামোক্খা সীসং ন্হাতা অহতানি বথানি নিবথা ময়ং ভগবতো চিতকং আলিম্পেস্সামাতি । ন সন্ধোন্তি আলিম্পেতুং ।

৪৩। অথ খো কোসিনারকা মল্লা আয়স্মন্তং অনুরুদ্ধং এতদবোচুং :—কো নু খো ভন্তে অনুরুদ্ধ হেতু, কোপচ্চযো, যেনিমে চত্তারো মল্লপামোক্খা সীসং

প্রিয় ও আদরণীয় বস্তু হইতে বিনাভাব, নানভাব, অগ্ৰথাভাব, হইতে হইবে। বন্ধুবর্গ! তাহার অগ্ৰথা এখানে কিরূপে সম্ভব হইবে? যাহা জাত, ভূত, সংস্কৃত, তাহা নশ্বর। তদ্ব্যতীত তথাগতের শরীর বিনাশ না হউক এরূপ কারণ কোনমতেই হইতে পারে না।

৪২। সেই সময় মল্লরাজদের মধ্যে চারিজন প্রধান ব্যক্তি ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগ মানষে জ্ঞান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, ভগবানের চিতায় অগ্নি সংযোগের সমস্ত চেষ্টাই তাঁহাদের ব্যর্থ হইল।

৪৩। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজবর্গ আয়ুস্মান অনুরুদ্ধকে এইরূপ বলিলেন;—ভন্তে অনুরুদ্ধ, ইহার হেতু কি, প্রত্যয় কি? যেহেতু এই চারিজন প্রধানমল্লরাজা জ্ঞানপূর্বক নববস্ত্র দুই একটা ( ভূমন্তরানি ) অংশ বিলোপ হইতে পারে। এইরূপে মূল নষ্ট হইলে, আমরা মূলহার\* পিসাচের গায় দৃষ্ট হইব। অতএব, ধর্ম বিনয় সংগ্রহ করিব। তাহা হইলে দৃঢ় সত্যায় গ্রথিত পুষ্পরাশির গায় এই ধর্ম বিনয় নিশ্চল হইবে”।

“এই উদ্দেশ্যেই ভগবান আমাকে তিনগাবুত\* পথ প্রত্যুদগমন করিয়া তিনটা উপদেশে উপসম্পাদা প্রদান করিয়াছিলেন ও তিনি আমার সঙ্গে চীবর বিনিময় করিয়াছিলেন এবং হস্ত উদ্ধে উঠাইয়া আমাকে চন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করিয়াছিলেন। তিনবার তাঁহার সমস্ত শাসন আমার উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাদৃশভিক্ষু বিজ্ঞান থাকিতে এইরূপ পাপব্যক্তি শাসনে বর্দ্ধিত না হউক। অধর্ম ও অবিনয় বিস্তার লাভ না করিতে, ধর্ম ও বিনয় প্রতিবাহিত হইবার পূর্বেই এবং অদম্য ও অবিনয় বাদী বলবৎ না হইতে, ধর্ম ও বিনয়বাদী দুর্বল না হইতেই ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ করিব। তৎপর ভিক্ষুগণ স্বীয় স্বীয় শিষ্যবর্গকে উপযুক্তোত্তমযুক্ত ( কল্পিয়াকল্পিয়ং ) বিষয় শিক্ষা দিলে এই পাপী আপনাপনিই নিগৃহীত হইবে, শাসন সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত হইবে।” তিনি ধর্মবিনয় সংগ্রহ করিবার দৃঢ়সংকল্প করিলেন বটে, কিন্তু তাহা সম্প্রতি কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া রোদনপরায়ণ ভিক্ষুদিগকে সাঙ্ঘনা দিয়া ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কুশীনারাভিমুখে রওনা হইলেন।।

\* [ বুদ্ধ পিসাচ বুদ্ধের শাখাপ্রশাখা বিনষ্ট হইলে কাণ্ড আশ্রয় করে। কাণ্ড নষ্ট হইলে মূল, মূলও নষ্ট হইলে আশ্রয়বিহীন-হইয়া বিচরণ করে। তখন পিসাচ স্বীয় পুত্রকন্ডার রন্ধার জন্ত গাছের শিকড় পুত্রকন্ডার হস্তে দিয়া থাকে। যতদিন উহা তাহাদের হাতে থাকে, ততদিন জঙ্গলরা সেইখানে লোকের অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু যখন শিকড় যে কোন প্রকারে নষ্ট হয়, তখন আর অদৃশ্যভাবে থাকিতে পারে না। তাহাদের বীভৎস আকার ও ক্রুশিত আহ্বানাদি লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। ] \*গাবুত—চারি ভাগের এক ভাগ যোজন বা এক কোশ।

নহাতা অহতানি বন্ধানি নিবন্ধা ময়ং ভগবতো চিতকং আলিম্পেস্সামাতি । ন সঙ্কোস্তি আলিম্পেতুস্তি ? অঞ্ঞথা খো বাসিট্ঠা দেবতানং অধিপ্পাযোতি ।

৪৪। কথং পন ভস্তু দেবতানং অধিপ্পাযোতি ? দেবতানং খো বাসিট্ঠা অধিপ্পাযো :—অয়ং আযম্মা মহাকস্সপো পাবায় কুসিনারং অন্ধানমগগ্গপ্পটিপল্লো মহতা ভিক্কুসাজ্জেন সন্ধিঃ পঞ্চমত্তেহি ভিক্কুসতেহি ন তাব ভগবতো চিতকো পঞ্জলিস্সতি যাবায়ম্মা মহাকস্সপো ভগবতো পাদে সিরসা ন বন্দিস্সতীতি, । যথা ভস্তু দেবতানং অধিপ্পাযো তথা হোতুতি ।

৪৫। অথ খো আযম্মা মহাকস্সপো যেন কুসিনারা মুকুটবন্ধনং নাম মল্পানং চেতিয়ং যেন ভগবতো চিতকো তেহুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একংসং চীবরং কহা অঞ্জলিংপণামেত্বা তিক্কথত্তুং চিতকং পদক্কখিণং কহা [ পাদতো বিবরিত্তা ], ভগবতো পাদে সিরসা বন্দি । তানিপি খো পঞ্চভিক্কুসতানি একংসং চীবরং কহা অঞ্জলিম্পণামেত্বা তিক্কথত্তুং চিতকং পদক্কখিণং কহা ভগবতো পাদে সিরসা বন্দিংসু ।

পরিধান করিয়া ভগবানের চিতায় অগ্নিসংযোগের বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও অগ্নি জ্বালাইতে সক্ষম হইতেছেন না। হে বাশিষ্ঠগণ! দেবগণের অভিপ্রায় অন্তরূপ।

৪৪। ভস্তু, দেবগণের অভিপ্রায় কিরূপ? হে বাশিষ্ঠগণ! দেবগণের অভিপ্রায় যে, “আয়ুয়ান মহাকশপ মহাভিক্কুসজ্জ সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশীনারা আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে পঞ্চশত ভিক্কুও আছেন। যতক্ষণ আয়ুয়ান মহাকশপ আসিয়া ভগবানের পদে মস্তক স্থাপন পূর্বক বন্দনা না করেন, ততক্ষণ ভগবানের চিতা প্রজ্জলিত না হয়।” ভস্তু, দেবগণের যাহা অভিপ্রায় তাহাই হউক।

( এই বলিয়া সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া পথপানে তাকাইয়া রহিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন ;— “তিনি কেমন ভিক্কু? যিনি আসিয়া পাদ বন্দনা না করিলে চিতা প্রজ্জলিত হইবে না। এইরূপ ভিক্কু বর্তমান থাকিলে ভগবানের পরিনিব্বান প্রাপ্তিতে শাসনের কি ক্ষতি হইবে?” ইত্যাদি আলোচনা করিতে করিতে কেহ স্বগন্ধি মালাদি লইয়া তাঁহাকে আগুবাড়াইয়া আনিতে গেলেন, কেহ তাঁহার আগমন পথ সজ্জিত করিতে লাগিলেন। )

৪৫। অতঃপর আয়ুয়ান মহাকশপ যেখানে কুশীনারা মুকুটবন্ধন নামক মল্পরাজাদের অভিষেক-মণ্ডপ+ এবং যেখানে ভগবানের চিতা স্ফুজিত, সেইখানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া চীবর একাংশ করতঃ বন্ধাঙ্কলি হইয়া প্রণাম করিলেন এবং করজোড়ে চিত্তা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের উন্মুক্ত পাদদ্বয়ে মস্তক সংলগ্ন করিয়া বন্দনা করিলেন। ( আয়ুয়ান মহাকশপ করজোড়ে চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের পাদদ্বয়ের সমীপবর্তী

১। গী, ন সন্ধা সিরসা বন্দিস্সতীতি।

২। ব, ন দি সতি। + তাহা চিত্রিত বলিয়া পাণ্ডিতে চৈত্য় (চেতিং) নামে উক্ত হইয়াছে।

৪৬। বন্দিতে চ পনাষস্মতা মহাকস্‌সপেন তেহিপি, পঞ্চহি ভিক্‌খুসতেহি, সম্যমেব ভগবতো চিত্তকো পজ্জলি।

৪৭। ঝায়মানস্‌স খো পনং ভগবতো সরীরস্‌স, যং অহোসি ছবীতি বা চম্মস্তি বা মংসস্তি বা নহাক্‌রুতি বা লসিকাতি বা তস্‌স নেব ছারিকা পঞ্‌ঞা-যিথ, ন মসি, সরীরানেব অবসিস্‌সিংসু। সেযথাপি নাম সন্নিস্‌স বা তেলস্‌স বা ঝায়মানস্‌স নেব ছারিকা পঞ্‌ঞাযতি ন মসি, ৩ এবমেব ভগবতো সরীরস্‌স ঝায়মানস্‌স যং অহোসি ছবীতি বা চম্মস্তি বা মংসস্তি নহাক্‌রুতি বা লসিকাতি বা তস্‌স নেব ছারিকা পঞ্‌ঞাযিথ ন মসি, সরীরানেব অবসিস্‌সিংসু। তেসঞ্চ পঞ্চল্লং ছুস্‌সযুগ সতানং ছেব ছুস্‌সানি ন ডয্‌হিংসু যঞ্চ সব্ব, অন্তন্তুরিমং যঞ্চ বাহিরং

হইয়া অভিজ্ঞাপাদক চতুর্থদ্যান মগ্ন হইলেন এবং তাহা সমাপ্ত করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, “ভগবানের পাদদ্বয় বাহির হইয়া আমার মস্তকে আসিয়া স্থিত হউক।” তখন মেঘের অন্তরাল হইতে পূর্ণচন্দ্র বাহির হওয়ার ত্রায় সহস্র অরপ্রতিমগুণিত, চক্রলক্ষণ ও তিষ্ঠিত দশবলের পাদদ্বয় কার্পাসপটলের সহিত সহস্রবস্ত্রবেষ্টন, স্বর্ণময় তৈলপূর্ণাধার এবং চন্দন-চিতা ভেদ করিয়া বাহির হইলেন। অমনি তিনি বিকশিত রক্তপদ্ম সদৃশহস্ত প্রসারিত করিয়া স্তূৰ্ণ-বর্ণ শাস্তার পাদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিলেন। মহাজনগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া একসঙ্গে মহাধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং স্তূৰ্ণ মাল্যাদি দ্বারা পূজা করতঃ যথাক্রমে বন্দনা করিলেন।) সেই পঞ্চশত ভিক্ষু ও চীবর একাংশ করতঃ করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং তিনবার করজোড়ে চিতা প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের পদে মস্তক সংলগ্ন করিয়া বন্দনা করিলেন। (এইরূপে আয়ুস্মান মহাকশ্যপ ও মহাজনগণ এবং সেই পঞ্চশত ভিক্ষুদিগ দ্বারা বন্দিত হইলে ভগবানের পাদদ্বয় যথাস্থানে গিয়া স্থিত হইলেন। ভগবানের পাদদ্বয় বাহির হইবার সময় ও প্রবেশ করিবার সময় একটুও কার্পাস-অংশ বা বস্ত্র-তন্তু অথবা একবিন্দু তৈল বাহির হয় নাই, চন্দনাদি কাষ্ঠ ও যথাস্থানে ছিল, কিছুই নড়চড় হয় নাই। চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইয়া অন্তর্মিত হওয়ার ত্রায় ভগবানের পাদদ্বয় অন্তর্হিত হইলে, সমাগত জনমণ্ডলী ও অবীতরাগ ভিক্ষুমণ্ডলী মহা কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। পরিনিব্বান কাল হইতেও তখনকার সময় অধিকতর কারুণ্যপূর্ণ হইয়াছিল।)

৪৬। আয়ুস্মান মহাকশ্যপও সেই পঞ্চশত ভিক্ষু কর্তৃক বন্দনা করা শেষ হইলে ভগবানের চিতা আপনা-আপনিই জলিয়া উঠিল।

৪৭। দন্ধ হইবার সময় ভগবানের শরীরে যে বর্ণ বা চর্ম্ম বা মাংস বা স্নায়ু বা লসিকা ছিল তাহার ভস্ম, মসী কিছুই দৃষ্ট হইল না, অস্থি সমূহই অবশিষ্ট রহিল। যেমন ঘৃত বা তৈল দন্ধ হইবার সময় ভস্ম, মসী কিছুই দেখা যায় না, সেইরূপ ভগবানের শরীরে যে বর্ণ বা চর্ম্ম, বা মাংস বা স্নায়ু বা লসিকা ছিল তাহা দন্ধ হইতে ভস্ম, মসী কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল

১। সী, ই, ভেহি চ। ২। সী, ই, ঝায়মানস্‌স পন। ৩। ব, ন মসি। ৪। ব, ন ডয্‌হিংসু যঞ্চ সব্ব।

সী, ই, ডয্‌হিংসু যঞ্চ সব্ব।



৪৮। দড়টে চ, খো পন ভগবতো সরীরে অন্তলিক্খা উদকধারা পাতু-  
ভবিষা ভগবতো চিতকং নিব্বাপেসি, উদকং সালতোপি, অন্তলুমিষা ভগবতো  
চিতকং নিব্বাপেসি, কোসিনারকাপি মল্লা সব্বগন্ধোদকেন ভগবতো চিতকং  
নিব্বাপেসুং।

অস্থিসমূহ ( স্তন পুষ্পের মকুল সদৃশ, দ্ব্যুতসং সদৃশ ও স্বর্ণ-বর্ণ হইয়া ) অবশিষ্ট রহিল।

[ দীর্ঘায় বুদ্ধগণের দেহাঙ্গি স্বর্ণ-খণ্ডের গায় একবদ্ধ ( অখণ্ডিতভাবে ) ছিলেন। কিন্তু ইনি অল্পকালের মধ্যে পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইতেছেন বলিয়া মনে করিলেন, “আমার শাসন সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে নাই, আমার পরিনিব্বানের পর সরিষা-প্রমাণ অস্থিধাতুও লোকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় বাসস্থানে নিয়া চৈত্যা নিধান করিলে এবং তদর্শনে মহাজনগণ চিত্ত প্রসন্ন করিলে স্বর্গ পরায়ণ হইতে পারিবে” এইহেতু শরীরস্থ অস্থিসমূহ বিকীর্ণ হইতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবানের অস্থিসমূহের মধ্যে চারিটি ছেদনদন্ত, দুই অক্ষ ও একটি উষ্ণীষ এই সাতটি অস্থিধাতু ব্যতীত অবশিষ্ট অস্থিধাতুসমূহ বিপ্রকীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্বক্ষুদ্রধাতু সরিষার বীজ-প্রমাণ, মধ্যম ধাতু মধ্যে ভগ্ন তণ্ডুল প্রমাণ, বড় ধাতুগুলি মধ্যে ভগ্ন মুগ-দল প্রমাণ হইয়াছিলেন।] সেই পঞ্চশত জোড়া বস্ত্রের মধ্যে দুইখানা মাত্র বস্ত্র দণ্ড হইল না; “যাহা সর্ব অভ্যন্তরীণ এবং যাহা সর্ববহিঃস্থ”। (চিতা দণ্ড হইবার সময় চিতা পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত শালবৃক্ষ সমূহের শাখান্তরে বিটপান্তরে ও পত্রান্তরে অগ্নিশিখা প্রবেশ করিলেও পত্র শাখা এবং পুষ্পসমূহ স্নানও হইল না। পিপীলিকা, পক্ষী এবং মর্কট প্রভৃতি প্রাণী অগ্নিশিখান্তরে বিচরণ করিতেছিল ও বসিয়া রহিয়াছিল।)

৪৮। ভগবানের দেহ দণ্ড হইয়া গেলে পর অন্তরীক্ষ হইতে, চিতা পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত শালবৃক্ষ সমূহের কাণ্ড, বিটপান্তর হইতে ও পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে জল-ধারা নির্গতোদগত হইয়া ভগবানের চিতানল নির্বাপিত করিবার সময় কুশীনারার মল্লরাজগণও সর্ববিধ স্তগন্ধ জল সেচন করতঃ সম্পূর্ণ নির্বাপণ করিয়া দিলেন।

[ অনন্তর কুশীনারার মল্লরাজগণ শাস্ত্রাগার ( মন্দির ভাগ ) চতুর্ভূতীয় + স্তগন্ধিতে সৌরভময় করিয়া লাজ প্রভৃতি পঞ্চবিধ পুষ্প বিকীর্ণ করাইলেন এবং স্বর্ণ তারকা দি খচিত বস্ত্র-বিতান বাঁধাইয়া স্তগন্ধ মালা, রত্ন দামাদি দ্বারা স্তগন্ধিত করাইলেন। শাস্ত্রাগার হইতে মুকুট-বন্ধন নামক অভিষেক-মণ্ডপ পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার করাইয়া দুই পার্শ্বে বিচিত্র মাদুর টাকাইলেন, পূর্ণকুম্ভ সহ কদলী বৃক্ষ স্থানে স্থানে স্থাপন করাইয়া উপরিভাগে রত্ন খচিত বস্ত্র-বিতান বাঁধাইলেন। স্তগন্ধি মালা ও রত্ন দামাদি স্ফুলাইয়া পঞ্চবর্ণ ধ্বজা পতাকা ও রত্ন-পতাকা উঠাইলেন এবং আলোক মালায় স্তগন্ধিত করিলেন। তৎপর ভগবানের অস্থি ধাতুসমূহ স্বর্ণময় দ্রোণীতে পূর্ণ করতঃ অলঙ্কৃত হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপন পূর্বক বাজ যন্ত্রাদি বাদন সহকারে, স্তগন্ধি মালা ও স্তগন্ধাদি দ্বারা

১। সী ই, দড়টে। ব, ই, উদকসালতোপি। সী, অ, উদকসালকে। + তগর, কুম্ভ, বনপুষ্প ও তমাল-পত্র সমূহ পিষিয়া। \*সাধু কীলিতস্তি স পরহিত সাধনট্টে সাধু তেনঃ কীলিতঃ উলর পুঞ্ঞপস্বনতো। সম্পরাধিকখা-বিরাধিকঃ কীল বিহারন্তি অখো। স্ব পরার্থ সাধনার্থে সাধু। তদ্রূপ মহোৎসব।

৪৯। অথ খো কোসিনারকা মল্লা ভগবতো সরীরানি সত্তাহং সন্থাগারে সত্তিপঞ্জরং করিহা, ধমুপাকারং পরিকুখিপাপেহা, নচেহি গীতেহি বাদিতেহি মালেহি গঙ্কেহি সঙ্করিস্স গরু, করিস্স মানেস্স পুজ্জেস্স।

৫০। অস্সোসি খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অর্থ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহি-পুত্তো কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসি :—ভগবাপি খত্তিযো অহম্পি খত্তিযো। অহম্পি অরহামি ভগবতো সরীরানং ভাগং, অহম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামীতি।

পূজা করিতে করিতে আত্ম-পর-হিতসাধন মহোৎসব ( সাধুকীলিতং কীলস্তা\* ) করিয়া নগরে আনয়ন করিলেন এবং শাস্ত্রাগারে শরভরূপ পাদক-পালকে স্থাপন করতঃ তদুপরি খেতচ্ছত্র ধারণ করাইলেন। চতুর্দিকে শক্তি হস্তে সৈনিক নিয়োজিত করিলেন। শাস্ত্রাগারের চারিভিতে যোজন প্রমাণ স্থান ব্যাপিয়া প্রথমতঃ হস্ত্যারোহী তৎপর অশ্বরোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈনিক পর পর সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করিলেন এবং ধনুকের প্রাকার রচনা করিলেন। এক্রপভাবে স্থাপনের কারণ তাঁহারা পূর্ব সপ্তাহে অধিকাংশ সময় সমাগত ভিক্ষুদিগের সেবা স্বাক্ষর করিতে ও খাণ্ড ভোজ্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। আগামী সপ্তাহে তাঁহারা সাধু ক্রিয়ায় ( আত্ম-পর-হিতসাধনজনক মহোৎসবে ) রত থাকিতে মনস্থ করিয়া “তাঁহাদের প্রমত্তাবস্থায় বুদ্ধাঙ্গি কেহ অপহরণ করে” এই আশঙ্কায় তাঁহারা এক্রপভাবে স্থাপন করিলেন। সেইহেতু উক্ত হইয়াছে।)

৪৯। অতঃপর কুশীনারার মল্লরাজগণ ভগবানের অস্থি ধাতুসমূহ শক্তিহস্তে সৈনিক নিয়োজিত ও ধনু প্রাকারে পরিকল্পিত শাস্ত্রাগারে স্থাপন করতঃ সপ্তাহকাল বাণ্যযন্ত্র বাদন সহযোগে নৃত্য, গীত ও মালা এবং সুগন্ধাদি দ্বারা সংকার, গৌরব, মান ও পূজা করিলেন।

৫০। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহী-পুত্র অজাতশত্রু শ্রবণ করিলেন যে, “ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন।”

( মগধরাজের অমাত্যগণ ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া চিন্তা করিলেন, “শাস্ত্রা ত পরিনিব্বাপিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে ত আর ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। সাধারণ শ্রদ্ধাবানদের মধ্যে ( পোথুজ্জনিকসঙ্ঘ ) আমাদের রাজার সদৃশ আর নাই। যদি তিনি এই সংবাদ শোনেন, তবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, তিনি মারা যাইবেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।” তখন অমাত্যেরা তিনটা স্বর্ণময় দ্রোণী আনাইয়া চতুর্মুখ্রে সেই তিনটা পূর্ণ করিলেন এবং রাজ-সমীপে গিয়া বলিলেন :—মহারাজ, আমরা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা নিবারণ কল্পে আপনাকে দুইধান দুকূল পরিধান করিয়া অল্পক্ষণ এই দ্রোণীতে উপবেশন

৫১। অস্‌সোম্মং খো বেসালিকা লিচ্ছবী :—ভগবা কির কুসিনারাযং পরি-  
নিব্বুতোতি। অথ খো বেসালিকা লিচ্ছবী কোসিনারকানং মল্লানং দূতং  
করিতে হইবে। রাজা হিতাকাঙ্ক্ষী অমাত্যের নির্দেশানুযায়ী তাহাতে বসিলেন। তখন জনৈক  
অমাত্য স্বীয় আভরণাদি খুলিয়া আলুলায়িত কেশে শাস্তা যেই দিকে পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইয়াছেন  
সেই দিগাভিমুখী হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন :—দেব, মরণ হইতে মুক্ত কেহই নাই,  
আপনার আয়ুবর্দ্ধক, চৈত্যান্ধান, পুণ্যক্ষেত্র, রাজ্য্যাভিষেক পরম মঙ্গল আনয়নকারী গেই ভগবান্ শাস্তা  
কুশীনারায় মহাপরিনিব্বানে নিব্বৃত্ত হইয়াছেন। তচ্ছবণে রাজা সংজ্ঞা হারাইলেন। দ্রোণস্থ চতুর্মধুর  
উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। অমাত্যগণ রাজাকে উঠাইয়া দ্বিতীয় দ্রোণীতে শোয়াইলেন। তাহাতে তাঁহার  
জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! কি বলিলে? অমাত্যেরা উত্তর দিলেন,  
মহারাজ, ভগবান্ মহাপরিনিব্বানে পরিমিব্বৃত্ত হইয়াছেন। তাহা শুনিয়া রাজা পুনরপি মূচ্ছিত  
হইলেন। দ্রোণীস্থ চতুর্মধুর উচ্চ হইয়া উঠিলে, রাজাকে তথা হইতে উঠাইয়া তৃতীয় দ্রোণীতে  
শোয়াইলেন। তাহাতে তাঁহার সংজ্ঞা প্রাপ্তি ঘটিলে রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বলিলে  
বৎসগণ?” অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, মহারাজ, শাস্তা কুশীনারায় “পরিনিব্বান” লাভ করিয়াছেন।  
তাহা শুনিয়া রাজা আবার মুচ্ছা গেলেন, দ্রোণীস্থ চতুর্মধুর উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে রাজাকে তথা হইতে  
উঠাইয়া স্নান করাইয়া মাথায় শীতল বারি সেচন করিতে লাগিলেন। এবার রাজার সংজ্ঞা লাভ  
হইলে তিনি বক্ষে করাঘাত পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং উন্নতের ত্রায় রাজবাড়ী হইতে  
বাহির হইয়া গেলেন। তৎপর সহচরীগণের সহিত জীবকাম্রবনে গিয়া ভগবান্ যেখানে বসিয়া  
তাঁহাকে ধর্ম্মামৃত পান করাইয়াছিলেন, সেইস্থানের দিকে অবলোকন করিয়া করজোড়ে বলিতে  
লাগিলেন :—“হে সর্ব্বজ্ঞ, হে ভগবন্, আপনি এইস্থানে বসিয়াই এই নরাদমকে স্তমধুর কণ্ঠে ধর্ম্ম-সুধা  
বিলাইয়া এই অধমের শোক-শল্য উৎপাটন করিয়াছিলেন, তখন এই অভাগা আপনার শরণাপন্ন  
হইয়াছিল। আপনি আজ এই কুলাঙ্কারকে প্রত্যুত্তরও দিতেছেন না” বলিয়া পুনঃ পুনঃ  
বিলাপ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ;—“হে ভগবন্ অত্রাণ্ দিন এমন সময়ে শুনিতে পাইতাম  
আপনি ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু আপনার অনন্তরূপ, অমুপযুক্ত একি  
কথা শুনিতেছি,” ইত্যাদি বলিয়া ঘাইটটা গাথায় ভগবানের গুণরাশি স্মরণ করিয়া ভাবিলেন :—  
“আমার শুধু রোদন, পরিদেবনে কি হইবে? যা’তে ভগবানের অস্থিধাতু আনিতে পারি তাহাই  
করিতে হইবে”। তদ্বৈত উক্ত হইতেছে।)

অনন্তর মগধরাজ বৈদেহী-পুত্র অজাতশত্রু কুশীনারায় মল্লরাজগণের নিকট পত্র লিখিয়া দূত  
পাঠাইলেন ;—“ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমি ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের  
অংশ পাইবার অধিকারী। আমি ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্মাণ এবং পূজা  
করিব”। (দূতের হস্তে পত্র পাঠাইয়া ভাবিলেন ;—“যদি তাঁহারা বুদ্ধাশ্রি দেন ভালই, না দিলে  
আহরণ উপায়েই আহরণ করিব” বলিয়া স্বয়ং চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া কুশীনারা যাত্রা করিলেন।)

৫১। বৈশালীবাসী লিচ্ছবিগণ শুনিতে পাইলেন যে, “ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে  
পরিমিব্বৃত্ত হইয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা মল্লরাজগণের নিকট পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইলেন ;—

পাহেসুং :—ভগবাপি খত্তিয়ো মযম্পি খত্তিয়া । মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি ।

৫২। অস্সোসুং খো কপিলবথবা, সক্যা :—ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি । অথ খো কপিলবথবা সক্যা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং :—ভগবা অমহাকং ঐতিসেট্টো । মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং মযম্পি ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি ।

৫৩। অস্সোসুং খো অল্লকল্পকা বুলযো :—ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি । অথ খো অল্লকল্পকা বুলযো কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং :—ভগবাপি খত্তিয়ো মযম্পি খত্তিয়া । মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি ।

৫৪। অস্সোসুং খো রামগামকা কোলিয়া, ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি । অথ কো রামগামকা কোলিয়া কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং :—ভগবাপি খত্তিয়ো মযম্পি খত্তিয়া, মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামাতি ।

৫৫। অস্সোসি খো বেঠদীপকো ব্রাহ্মণো :—ভগবা কির কুসিনারাযং “ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের অংশ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী । আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব ।”

৫২। অতঃপর কপিলবস্তবাসী শাক্যগণ শ্রবণ করিলেন যে :—“ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন ।” তখন তাঁহারাও কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণের নিকট দূতযোগে পত্র লিখিলেন যে, “ভগবান্ আমাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠ, আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী । আমরা ভগবানের দেহাবশেষ সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব ।”

৫৩। অল্লকল্পবাসী বুলয়গণ শুনিলেন যে, “ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন । অতঃপর তাঁহারা কুশীনারাবাসী মল্লরাজগণ—সমীপে দূতযোগে পত্র পাঠাইলেন, “ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয় । আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী । আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব ।”

৫৪। রামগ্রামের কোলিয়গণ শ্রবণ করিলেন যে, “ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন ।” তাঁহারা কুশীনারায় মল্লরাজগণের নিকট দূত দ্বারা পত্র পাঠাইলেন যে, “ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয় । অতএব, আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী । আমরা ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব ।”

৫৫। বেঠদীপবাসী ব্রাহ্মণ শুনিতে পাইলেন যে, :—“ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে

পরিনিব্বুতোতি। অথ খো বেঠদীপকো ব্রাহ্মণো কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসিঃ—ভগবাপি খত্তিযো অহমস্মি ব্রাহ্মণো, অহম্পি অরহামি ভগবতো সরীরানং ভাগং। অহম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামীতি।

৫৬। অস্সোম্মুং খো পাবেয্যকা মল্লা ভগবা কির কুসিনারাযং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো পাবেয্যকা মল্লা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুংঃ—ভগবাপি খত্তিযো মযম্পি খত্তিযা। মযম্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং ভাগং, মযম্পি ভগবতো সরীরানং থূপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামীতি।

৫৭। এবং বুদ্ধে কোসিনারকা মল্লা তে সজ্জে গণে এতদবোচুংঃ—ভগবা অম্মহাকং গামক্খেত্তে পরিনিব্বুতো, ন মযং দস্সাম ভগবতো সরীরানং ভাগন্তি।

পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন।” অনন্তর তিনি কুশীনারার মল্লরাজগণের নিকট দূত দ্বারা পত্র লিখিলেন যে, “ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ভগবানের দেহাবশেষসমূহের অংশ পাইবার অধিকারী। আমি ভগবানের দেহাবশেষ সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব।”

৫৬। পাবাদেশস্থ মল্লগণ শ্রবণ করিলেন যেঃ—“ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন।” অনন্তর তাঁহারা কুশীনারার মল্লরাজগণের নিকট দূত দ্বারা লিখিয়া পাঠাইলেন যে “ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব, আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরাও ভগবানের দেহাবশেষ সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব।”

( তাঁহারা সকলেই প্রথমে পত্রসহ দূত পাঠাইয়া ভাবিলেন, “যদি দেন ভাল, না দিলে আহরণ উপায়েই আহরণ করিব” বলিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া কুশীনারাভিমুখে রওনা হইলেন। প্রায় একসঙ্গে চতুরঙ্গিণী সেনাসহ সপ্ত দেশবাসী ( রাজা ) আসিয়া কুশীনারা নগর ঘেরাও করতঃ মল্লরাজাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেনঃ—“হয়ত ভগবানের দেহাবশেষের অংশ দিন, না হয় যুদ্ধ করুন”।)

৫৭। ( সপ্তনগরবাসী কর্তৃক ) এইরূপ উক্ত হইলে, কুশীনারা মল্লরাজগণ সেই সমাগত জনসমূহ ও জনগণকে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেনঃ—“ভগবান্ আমাদের গ্রামক্ষেত্রে ( গ্রামস্থ ভূমিতে ) পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন; আমরা ভগবানের দেহাবশেষের অংশ কাহাকেও দিব না ( কারণ—আমরা ত ভগবান্কে আমাদের দেশে আসিতে সংবাদ দিই নাই, গিয়াও আনি নাই। শাস্তা স্বয়ং আসিয়া আমাদের কাছে সংবাদ দিয়া ডাকাইয়াছিলেন। আপনাদের গ্রামক্ষেত্রে কোন মহারত্ন উৎপন্ন হইলে তাহা যেমন আপনারা কাহাকেও দেন না, সেইরূপ সदैব লোকে বুদ্ধরত্ন সদৃশ কোন রত্নই হইতে পারে না, এইরূপ উত্তম রত্ন লাভ করিয়া আমরাও কাহাকে দিব না। মনে করিবেন না যে, শুধু আপনারা মাতৃস্তন হইতে ক্ষীর পান করিয়াছেন, আমরা মাতৃ-স্তন্যপান করিয়াছি। আপনারা পুরুষ, আমরা কি পুরুষ নহি? হউক দেখা যাবে কাহার কতদূর শক্তি” এইরূপে পরস্পরের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ হইয়া মহামান-গর্জন আরম্ভ

৫৮। এবং বুড়ে দোণে ব্রাহ্মণে\* তে সজ্জগণে এতদবোচ :—

সুগন্ত ভোন্তো মম একবাক্যং,  
অম্‌হাকং বুন্ধো অহু খন্তিবাদো।  
নহি সাধুযং উত্তমপুগ্‌গলস্‌স  
সরীরভাগেঃ সিয়া সম্পহারো।  
সক্‌বেব ভোন্তো সহিতা সমগ্‌গা  
সম্মোদমানা করোমট্‌ঠভাগে।  
বিথারিতা হোন্ত দিসাম্ম থুপা  
বহুজনা চক্‌খুমতো পসন্নোতি।

৫৯। তেনহি ব্রাহ্মণ ত্‌ঞেব ভগবতো সরীরানি অট্‌ঠধা সমং সুবিভক্তং  
বিভজাহীতি। এবং ভোতি থো দোণে ব্রাহ্মণে তেসং সজ্জানং গণানং পটি-  
হইল।) [ যুদ্ধ হইলে কুশীনারাবাসীদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী, যেহেতু বুদ্ধাশ্বি পূজা করিতে আগত  
দেবগণ তাঁহাদেরই পক্ষাবলম্বী ছিলেন।]

৫৮। এইরূপ বাদাম্মবাদ ( হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম ) হইলে, দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ\*  
রণোন্নত সেই জনসজ্জ জনগণকে এইরূপ বলিলেন ;—

হে রাজগুবর্গ! আমার একটিমাত্র বাক্য শ্রবণ করুন ; আমাদের বুদ্ধ সতত ক্ষান্তিবাদীই  
ছিলেন। ( বুদ্ধ প্রাপ্তির পূর্বে পারমী পূর্ণ করিবার সময়ও ক্ষান্তিবাদী তাপসকালে, ধর্ম্মপাল  
কুমার কালে, ছদ্মস্তা হস্তীরাজকালে, ভূরিদত্ত নাগরাজকালে, চম্পেয়া নাগরাজকালে, সম্ভপাল  
নাগরাজকালে, মহাকপিকালে, এবং আরও অগ্‌ত্যা বহু জাতকে পরের প্রতি কোপ না করিয়া  
সতত ক্ষমাই করিয়াছেন। ক্ষান্তিরই প্রশংসা করিয়াছেন। এখন বুদ্ধ লাভের পরের ত কথা  
নাই। সর্ব্বপ্রকারে আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিপরায়েই ছিলেন ) এইরূপ উত্তম পুরুষের শারীরিক  
অস্থিধাতু—বিভাগ জন্ত সম্প্রহার হওয়া সাধু ( উচিত ) নহে।

ভদন্ত রাজগুবর্গ, আপনারা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে একমত হইয়া ( কায়মনোবাক্যে ) সম্মিলিত হউন।  
ভগবানের দেহাবশেষ (অস্থিধাতু) সমূহ সমান অংশে আটভাগ করিয়া লউন। ভগবানের স্তূপ চতুর্দ্দিকে  
বিস্তৃত হউক। চক্ষুমান বুদ্ধের প্রতি বহুজন স্প্রসন্ন ; কেহই তাঁহার অস্থিধাতু পাইবার অযোগ্য  
নহেন। ( ইত্যাদি বহুপ্রকারে বুঝাইয়া সংঘত করিলেন। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বলিলেন ;—)

৫৯। ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আপনিই ভগবানের দেহাবশেষ সমান আটভাগে বিভাগ করিয়া  
দিউ। “আচ্ছা ভদন্তগণ” বলিয়া দ্রোণ ব্রাহ্মণ সেই ( নানাস্থান হইতে আগত ) জনসজ্জের  
আদেশে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ভগবানের অস্থিধাতু সমূহ সমান আট অংশে বিভাগ করিয়া সেই  
জনসজ্জকে এইরূপ বলিলেন :—

১। ব, বাচ। ২। ব, অম্‌হাকং। ৩। সী, সাধাযং। ৪। সী, ই, ভজ্জ। ৫। সী ই, বহুজ্জনো  
চক্‌খুমতো পসন্নোতি। \*পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ৬। ব, বিভজাহীতি।

সম্মুখাঃ ভগবতো সরীরানি অট্টঠাঃ সমং সুবিভক্তং বিভজিষ্য তে সজ্জ গণে  
এতদবোচ :—ইমং মে ভাস্তো তুহং, দদন্তুঃ অহম্পি তুহসস থুপঞ্চ মহঞ্চ করিস্সামীতি ।  
অদংসু খো তে দোণসস্স ব্রাহ্মণসস্স তুহং ।

( দ্রোণ ব্রাহ্মণ রাজাদের আদেশে সম্মত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে শাস্ত্রাগারে গিয়া যখন স্বর্ণ-পাত্র উন্মোচন করাইলেন, তখন রাজারা স্বর্ণপাত্রে ভগবানের স্বর্ণ-বর্ণ অস্থিধাতু সমূহ দেখিয়াই রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন ; —“হে ভগবন্, হে সর্বজ্ঞ, পূর্বে আমরা আপনার স্বাত্ত্বিংশ মহাপুরুষ-লক্ষণ প্রতিমণ্ডিত যড়বর্ণ বুদ্ধ-রশ্মিখচিত অশীতি অন্তব্যঞ্জন সমুজ্জলিত প্রভায়ুক্ত স্বর্ণ-বর্ণ শরীর দেখিতাম, এখন স্বর্ণ-বর্ণ অস্থিধাতু সমূহই অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইহা আপনার পক্ষে উপযুক্ত নহে” ইত্যাদি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রমত্তাবস্থা দেখিয়া ভগবানের দক্ষিণ দন্তটি লইয়া স্বীয় পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন । তৎপর সমস্ত অস্থিধাতু সমান আট অংশে বিভাগ করিলেন । সমস্ত অস্থিধাতু প্রকৃত নালিতে ঝোলনালি হইয়াছিল । প্রত্যেক নগরবাসী ছই নালি + করিয়া পাইলেন । ব্রাহ্মণ অস্থিধাতু সমূহ বিভাগ করিবার সময় শত্রু দেবেশ্ব “সদেব লোকের সন্দেহ ছেদন জ্ঞাত চতুঃসত্য কথার প্রত্যয় ভূত ভগবানের দক্ষিণ দন্ত কে গ্রহণ করিল” তাহা দিব্যচক্ষে অবলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ব্রাহ্মণ স্বীয় পাগড়ীর মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন । ব্রাহ্মণ ইহার যথোপযুক্ত সংকার করিতে পারিবেন না দেখিয়া স্বয়ং তাহা স্বর্ণময় করণ্ডে ( পাত্রে ) লইয়া দেবলোকে চূড়ামণি চৈত্যে স্থাপন করিলেন । ব্রাহ্মণ বুদ্ধাশ্রিবিভাগ কার্য সমাপনান্তে নিজের লুক্কায়িত দন্ত না পাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে রাখিয়াছিলেন বলিয়া “দন্তটি কে নিল বা কোথায় গেল” বলিয়া কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে সাহস করিলেন না । পূর্বে প্রার্থিক হয় নাই বলিয়া এখন বুদ্ধাশ্রির অংশ চাইতেও পারিলেন না । অগত্যা চিন্তা করিলেন “যদ্বারা আমি বুদ্ধাশ্রি সমূহ বিভাগ করিলাম, সেই স্বর্ণময় তুণটি অস্থিধাতু সদৃশ হইয়াছে ! অতএব, তাহাই তাঁহাদের নিকট যাক্ষা করিব ।” অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই জনসজ্জকে সন্তোষান করিয়া বলিলেন :—) ভদন্ত রাজহুবর্ণ ! এই তুণটি আমাকে প্রদান করুন “আমিও এই তুণের স্তূপ নির্মাণ এবং পূজা করিব” । তাঁহারা দ্রোণ ব্রাহ্মণকে তুণটি প্রদান করিলেন ।

\*দ্রোণ ব্রাহ্মণ—ইনি উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইয়াছিলেন । জম্বুদ্বীপের প্রায় রাজহুবর্ণ তাঁহার শিষ্য । একদা ভগবান্ মহাপথ দিয়া যাইবার সময় দ্রোণ ব্রাহ্মণ তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিলেন । তিনি ভগবানের পদ-চিহ্ন দেখিয়া ব্যথিত ছিলেন, এই পদ-চিহ্ন ঐহার তিনি নিশ্চয় সর্বজ্ঞ বুদ্ধ । ঐহার পদ-চিহ্ন তিনি বৃক্ষ-মূলে বসিয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণও গিয়া উপবেশন করেন । তৎপর ভগবান্ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলে ভগবানের প্রতি ব্রাহ্মণের গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় । সম্ভ্রান্ত বুদ্ধের পরিনিব্বান স্থানে তাঁহার অস্থি-ধাতুর জ্ঞাত চতুরঙ্গি-সেনাসহ সপ্ত নগরের রাজাপণ আসিয়া বিবাদ করতঃ যুদ্ধারম্ভ করিতেছেন শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, “ইহা উচিত হইবেনা, আমি গিয়া বিবাদ উপসম করিব” । তৎপর দ্রোণ ব্রাহ্মণ গিয়া উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া বি অধ্যায় সংখ্যক বাক্য বলিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার সেই বাক্য শুনিতে পান নাই । শেষে তাঁহার কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া এক তাঁহাকে দেখিয়া সকলে ক্রমশঃ নীরবতা অবলম্বন করিলেন । তখন তিনি বলিতে লাগিলেন “হনন্ত ভোন্তো মম এক বাক্য” ইত্যাদি ।

১। সী, অ, পটিমহুগ্ধা । ২। সী, ই, কুন্ত । ৩। এক নালি ঝোল সের—

৬০। অসসোসুং খো পিঙ্গলিবনিষা, মোরিষা :—ভগবা কিয় কুসিনারায়ং পরিনিব্বুতোতি। অথ খো পিঙ্গলিবনিষা মোরিষা কোসিনারকানং মল্লানং দূতং পাহেসুং :—ভগবাপি খত্তিষো মযস্পি খত্তিষা। মযস্পি অরহাম ভগবতো সরীরানং [ভাগং, মযস্পি ভগবতো সরীরানং]২ থুপঞ্চ মহঞ্চ করিসসামাতি। নখি ভগবতো সরীরানং ভাগো, বিভত্তানি ভগবতো সরীরানি, ইতো অঙ্গারং হরথাতি। তে ততো অঙ্গারং হরিংসু৩।

৬০। পিঙ্গলিবনিয় মোর্ধ্যগণ শ্রবণ করিলেন যে, “ভগবান্ কুশীনারায় পরিনিব্বানে পরিনিব্বৃত্ত হইয়াছেন”। অনন্তর তাঁহারা কুশীনারায় মল্লরাজাদের নিকট দূত দ্বারা পত্র পাঠাইলেন যে, “ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়। অতএব, আমরাও ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের অংশ পাইবার অধিকারী। আমরাও ভগবানের অস্থিধাতু সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিব।”

(তাঁহারা প্রথমে দূত পাঠাইয়া রাজা অজাতশত্রু প্রভৃতির দ্বারা চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া কুশীনারায় সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা উত্তর পাইলেন যে;—)

ভগবানের দেহাবশেষ আর নাই। তাঁহার অস্থি ধাতুসমূহ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে (শ্মশান হইতে) আপনারা অঙ্গার লইয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা তথা হইতে অঙ্গার লইয়া গেলেন।

[কুশীনারা হইতে রাজগৃহের ব্যবধান পঞ্চবিংশতি যোজন।\* রাজা অজাতশত্রু কুশীনারা হইতে রাজগৃহ পর্য্যন্ত প্রস্থে আট উসভ+পরিমাণ করিয়া রাস্তা সমতল করাইলেন। মল্লরাজগণ যেভাবে মুকুটবন্ধনাগার হইতে শাস্ত্রাগারে বুদ্ধাস্থিসমূহ লইয়া যাইবার সময় পূজা সংকার করিয়াছিলেন, রাজা অজাতশত্রুও সেইভাবেই মহাসমারোহের সহিত পূজা করিতে করিতে বুদ্ধাস্থিসমূহ রাজগৃহে আনিতে লাগিলেন। পথে মহাজনগণের কষ্ট না হয় মত পথের দুইধারে সর্বত্র দোকান সাজাইয়া রাখাইলেন। স্বীয় রাজ্যের লোকদিগকে সন্নিপাতিত করাইয়া মহাসমারোহে সাধুক্রিয়ার সহিত বুদ্ধাস্থি আনাইবার সময়, যেখানে যেখানে স্তবর্ণ-বর্ণ পুষ্প দেখিতে পাইতেন সেই সেইস্থানে চতুর্দিকে শক্তিদারী পুরুষ নিয়োজিত করিয়া বুদ্ধাস্থি স্থাপন পূর্বক পূজা করিতেন। পুষ্পসমূহ স্নান হইলেই পুনঃ যাত্রা করিতেন। স্থান বিশেষে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া সাধুক্রিয়ায় রত থাকিতেন। এইরূপভাবে বুদ্ধাস্থিসমূহ রাজগৃহে পৌছিতে সাত বৎসর সাত মাস সাত দিন সময় আবশ্যক করিয়াছিল।

মিথ্যা দৃষ্টিকেরা বলিতে লাগিল, “শ্রমণ গৌতমের পরিনিব্বানের পর হইতে আমাদের বলাপূর্বক সাধুক্রিয়ায় যোগ দেওয়াইতেছেন, তদ্বারা আমরা উপকৃত হইতেছি, আমাদের কৰ্ম্মান্তও নষ্ট হইতেছে।” প্রদূষিত মনে ঐরূপ বলিয়া ছিয়াশী সহস্র লোক মরণান্তে অপায়ে উৎপন্ন হইল।

১। সী, ই, পিপ্পলি। ২। সী, ব দিসসতে। + একনাগি বোল দেয়। ৩। ব আহরিত্ব। একউসভ—  
বিশ বক্ট বা ১২০ হাত। \* গারি কোশে এক যোজন।



৬১। অথ খো রাজা মাগধো অজাতসত্তু বেদেহিপুত্তো রাজগহে ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। বেসালিকাপি লিচ্ছবী বেসালিয়াং ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। কাপিলবত্ত্বাপি সক্যা কপিলবত্ত্বাশ্চিং ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। অল্লকল্পকাপি বুল্লযো অল্লকল্পে ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। রামগামকাপি কোলিয়া রামগামে ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। বেঠদীপকোপি ব্রাহ্মণো বেঠদীপে ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। পাবেয়্যাকাপি মল্লা পাবায়াং ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। কোসিনারকাপি মল্লা কুসিনারায়াং ভগবতো সরীরানং থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। দোণোপি ব্রাহ্মণো তুহুসুস থুপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। পিগ্গলি বনিয়াপি মোরিয়া

কীণাশ্বব ভিক্কুরা তাহা জাত হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্র সমীপে গিয়া সহসা বুদ্ধাঙ্ঘি রাজগৃহ নগরে পৌছাইবার উপায় করিতে অহরোধ করিলেন।

তচ্ছবণে দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন :—ভগ্নে, পৃথগজনের মধ্যে অজাতশত্রুর মত বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আর কেহই নাই। তিনি আমার কথাও রক্ষা করিবেন না। তবে মার-বিভীষিকা সদৃশ বিভীষিকা দর্শাইব, মহাশব্দ শুনাইব, লোকের সদ্দিগরমির ভাব ও আহায়ে অরুচি জন্মাইব, তখন আপনারা রাজাকে বলিবেন যে ;—অমহুগ্গণ কুপিত হইয়াছে, “মহারাজ, সত্ত্বর বুদ্ধাঙ্ঘিসমূহ আহরণ করুন।”

অনন্তর দেবরাজ ঐরূপ ঘটাইলে স্ববিরগণ রাজ-সমীপে গিয়া বলিলেন ;—“মহারাজ, অমহুগ্গণ কুপিত হইয়াছে, সত্ত্বর ভগবানের ধাতুসমূহ আনাইয়া লউন।” তখন রাজা বলিলেন, “ভগ্নে, এখনও আমার চিন্ত সন্তুষ্ট হইতেছে না।” তবুও মহারাজ, আনাইয়া লউন। তৎপর সাতদিনে ধাতুসমূহ আনাইয়া সুরম্য স্তূপে নিধান করতঃ পূজা করিতে লাগিলেন।

অগ্গান্ত নগরবাসীরাও যথাশক্তি, যথাবল সমারোহের সহিত স্বীয় স্বীয় নগরে বুদ্ধাঙ্ঘিসমূহ নিয়া সুরম্য চৈত্রে নিধান করতঃ পূজা করিতে লাগিলেন, তদ্ব্যেত উক্ত হইতেছে :—]

৬১। অতঃপর মগধরাজ বৈদেহী-পুত্র অজাতশত্রু রাজগৃহে ভগবানের দেহাবশেষের (অস্থি ধাতুসমূহের) স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। বৈশালীবাসী লিচ্ছবীরাজগণ বৈশালী নগরে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। কপিলবত্ত্ববাসী শাক্যরাজগণ কপিলবত্ত্বতে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। অল্লকল্পবাসী বুল্লয়রাজগণ অল্লকল্পে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। রামগ্রামের কোলিয়রাজগণ ভগবানের অস্থিধাতুসমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। বেঠদীপের ব্রাহ্মণরাজাও বেঠদীপে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। পাবানগরের মল্লরাজগণ পাবানগরে ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। কুশীনারার মল্লরাজগণ কুশীনারায় ভগবানের দেহাবশেষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। জ্রোণ ব্রাহ্মণ তুষের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন। পিগ্গলিবনের মৌধ্যরাজগণ পিগ্গলিবনে অজার সমূহের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিলেন।

পিপ্লিলিবনে অজ্ঞারানং ধূপঞ্চ মহঞ্চ অকংসু। ইতি অট্ট সরীরথুপা, নবমো-  
তুস্বথুপো [দসমো অজ্ঞারথুপো]২ এবমেতং ভূতপুস্বস্তি।

এইরূপে আটটি ভগবানের দেহাবশেষের (অস্থিধাতুর) স্তূপ, নবম তুষের স্তূপ, দশম অজ্ঞার-স্তূপ  
নির্মিত হইল। এইরূপভাবে ভগবানের ধাতুসমূহ বিভাগ এবং দশ স্তূপ পূর্বে জম্বুদ্বীপে  
নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া পরবর্তী সঙ্গীতিকারকেরা (২য় ও ৩য় সঙ্গীতিকারকেরা)  
বলিয়াছেন।

[বুদ্ধাস্থিসমূহ এইরূপে স্তূপে নিধাহিত হইলে, আয়ুস্মান মহাকণ্ঠপ স্ববির দেখিলেন যে,  
বুদ্ধাস্থিসমূহ এইভাবে থাকিলে ভবিষ্যতে অন্তরায় ঘটিবে। তৎপর তিনি রাজা অজাতশত্রু সমীপে  
গিয়া বলিলেন;—“মহারাজ, একস্থানেই ধাতুসমূহ নিধান করা আবশ্যক”। রাজা বলিলেন;—ভস্মে,  
নিধান করিতে পারিব, কিন্তু বুদ্ধাস্থি সমূহ কিপ্রকারে পাইব? “মহারাজ, ভগবানের ধাতুসমূহ  
আহরণের ভার আমার, আপনার নহে”।

“সাধুভস্মে”, ধাতুসমূহ আপনি আহরণ করুন, আমি নিধান করিব। তৎপর আয়ুস্মান মহাকণ্ঠপ  
লিচ্ছবী প্রভৃতি রাজকুল পূজা করিতে পারেন মত বুদ্ধাস্থি তাঁহাদের হস্তে দিয়া, রামগ্রামে নিধাহিত  
বুদ্ধাস্থি ব্যতীত, অগ্ন্যন্ত স্থানে নিধাহিত সমস্ত বুদ্ধাস্থি আহরণ করিলেন। রামগ্রামের বুদ্ধাস্থি  
নাগেরা অধিকার করিয়াছিল। আয়ুস্মান মহাকণ্ঠপ স্ববির দিব্যজ্ঞানে অবগত হইলেন যে, সেই  
বুদ্ধাস্থি সমূহের কোন অন্তরায় হইতে পারিবে না। স্বদূর ভবিষ্যতে লঙ্কাদ্বীপে মহাবিহারস্থ  
মহাচৈত্যে সেই সমুদয় নিধাহিত হইবেনা, এইহেতু তাহা আহরণ করিলেন না।

অতএব, তাহা ব্যতীত অপরাপর সপ্তস্থানের বুদ্ধাস্থিসমূহ ঋদ্ধি প্রভাবে শংগ্রহ করতঃ রাজগৃহ  
নগরের প্রাচীনদক্ষিণ দিকে (অগ্নিকোণে) দাঁড়াইয়া অধিষ্ঠান করিলেন;—“এইস্থানে যে পার্শ্বাণ  
আছে, তাহা অন্তর্হিত হউক, মাটি বিগুহ্ব হউক এবং যতদূর খনিত হউক না কেন কখনও জল না  
উঠুক।” তৎপর রাজা অজাতশত্রু সেইস্থান খনন করাইলেন এবং খনিত মাটি দ্বারা ইষ্টক  
নির্মাণ করাইয়া বুদ্ধ নির্দেশিত অশীতি সংখ্যক মহাস্থবিরের স্তূপ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন।  
“এখানে রাজা কি করাইতেছেন” বলিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হইত যে, “মহাশ্রাবকগণের  
স্তূপ হইতেছে”। স্মৃতরাং সেখানে বুদ্ধাস্থিসমূহের নিধানের বিষয় কেহই জানিতে পারিলেন না।

খনিতস্থান অশীতি হস্ত গভীর হইলে, নীচে লৌহ ঢালাই করাইয়া তদুপরি লঙ্কাদ্বীপস্থ ধূপারাম  
চৈত্য-গৃহপ্রমাণ তাম্র-লৌহময় + গৃহ নির্মাণ করাইলেন। এক প্রমাণের আটটি করিয়া ক্রমশঃ  
একটি হইতে একটি বড় করতঃ ৮ × ৮ = ৬৪ চৌষটিটি হরিচন্দনময় করণ্ড ও আটটি হরিচন্দনময় স্তূপ  
তৈয়ার করাইলেন। তৎপর বুদ্ধাস্থি সমূহ আটভাগ করতঃ আটটি সর্বচ্ছোট করণ্ডে স্থাপন  
করিলেন। তৎপর সেইগুলি তদপেক্ষা বড় করণ্ডে স্থাপন করিলেন। অতঃপর তদপেক্ষা বড়  
হরিচন্দনের করণ্ডে স্থাপন করিলেন। এইরূপে বুদ্ধাস্থির আটটি করণ্ড ক্রমে সাতটি করণ্ডের

মধ্যবর্তী হইল। তৎপর সেইগুলি হরিচন্দনময় আটটি স্তূপে রক্ষিত হইল। সেই সমুদয় স্তূপ আবার লোহিত চন্দনময় আটটি করণ্ডে, তৎপর লোহিত চন্দনময় স্তূপে স্থাপিত হইল। তৎপর ক্রমে দস্তময়-করণ্ডে, দস্তময় স্তূপে, সর্ব্বরত্নময় করণ্ডে, সর্ব্বরত্নময় স্তূপে, স্বর্ণময় করণ্ডে, স্বর্ণময় স্তূপে, রজতময় করণ্ডে, রজতময় স্তূপে, স্বর্ণময় করণ্ডে, স্বর্ণময় স্তূপে, মণিময় করণ্ডে, মণিময় স্তূপে, লোহিতকময় করণ্ডে, লোহিতকময় স্তূপে, মসারগল্লময় করণ্ডে, মসারগল্লময় স্তূপে, স্ফটিকময় করণ্ডে, স্ফটিকময় স্তূপে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের উপর স্ফটিকময় চৈত্যা নির্মাণ করাইলেন; তাহা “থুপারাম” চৈত্যা-প্রমাণ বড় হইয়াছিল। তদুপরি সর্ব্বরত্নময় গৃহ নির্মাণ করাইলেন। তদুপরি স্বর্ণময়, তদুপরি রজতময় গৃহ নির্মাণ করাইলেন। তাহার উপরই পূর্ব্বোক্ত তাম্রলৌহময় গৃহ রহিল।

তথায় সর্ব্বরত্নময় বালুকা ছড়াইয়া সহস্র সংখ্যক জলজ ও স্থলজ পুষ্প সাজাইয়া দিলেন। তৎপর ৫৫০টি জাতক, অশীতি মহাস্থবির, শুদ্ধোদন মহারাজা, মহামায়া দেবী, সপ্ত সহজাত, এ-সমস্তও স্বর্ণদ্বারা গঠন করাইলেন। তৎপর পঞ্চশত স্বর্ণরৌপ্যময় ঘট স্থাপন করিলেন। পঞ্চশত স্বর্ণময়, পঞ্চশত রৌপ্যময় প্রদীপ সাজাইয়া স্নগন্ধি তৈলে পূর্ণ করতঃ কাপড়ের বস্তিকা ( সলিতা ) দিয়া জ্বলাইয়া দিলেন।

তখন আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ অধিষ্ঠান করিলেন যে, “এই মালা জ্ঞান না হউক, স্নগন্ধি অন্তর্হিত না হউক, দীপ সমূহও নির্ঝাপিত না হউক”, এবং স্বর্ণপাতে লিখাইয়া স্থাপন করিলেন যে, “অনাগতে প্রিয় দশীকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অশোক নামে ধর্ম্মরাজা হইবেন, তিনিই এই বুদ্ধাঙ্ঘ্রিসমূহ বিস্তারিত করিবেন।” তৎপর রাজা অজাতশত্রু সর্ব্বপ্রসাধন দ্বারা পূজা করতঃ প্রথম হইতে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইলেন। তিনি তথায় তাম্রলৌহদ্বার বন্ধ করতঃ দরজার শিকলে চাবি ও মুদ্রা বাঁধিয়া তথায় মহা একথণ্ড মণিরত্ন স্থাপন পূর্ব্বক লিখাইয়া রাখিলেন যে, “অনাগতে দরিদ্র রাজা এই মণিখণ্ড লইয়া ( তদ্বারা ) বুদ্ধাঙ্ঘ্রি সমূহের সংকার করুক।”

তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বকর্মা কে ডাকিয়া বলিলেন ;—“তাত অজাতশত্রু কর্ত্ত্বক বুদ্ধাঙ্ঘ্রি নিধাহিত হইয়াছে, এখন তুমি গিয়া তৎসমুদয় রক্ষার সুব্যবস্থা কর।” দেবেজের আদেশে বিশ্বকর্মা আসিয়া “বাড় সজ্জাট যন্ত্র” যোজিত করিলেন। স্ফটিকবর্ণের খড়্গ হস্তে কাষ্ঠমূর্ত্তি সকল বুদ্ধাঙ্ঘ্রি গৃহের চতুর্দিকে বায়ুবেগে ঘূর্ণমানযন্ত্র যুক্ত করিয়া এক আগিতে আবদ্ধ করিলেন। বুদ্ধাঙ্ঘ্রি গৃহের চতুর্দিকে ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরের ত্রায় পাষাণ দ্বারা পরিক্ষিপ্ত করতঃ উপরভাগ এক মহাপাষণ দ্বারা আচ্ছাদিত করাইলেন। তৎপর মাটি চাপা দিয়া তদুপরি সমতল করতঃ এক পাষাণ স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করাইলেন। এইরূপে বুদ্ধাঙ্ঘ্রি সমূহ নিধাহিত হইলে, আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ পরিনিব্বানে পরিনিবৃত্ত হইলেন। রাজা অজাতশত্রু ও আয়ুষ্মণে কর্মাভ্যায়ী গতি প্রাপ্ত হইলেন। কর্ম্মচারিগণও ক্রমে কালগত হইলেন।

ভগবানের পরিনিব্বানের ২১৮ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র কুমার প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অশোক নামে রাজা হইলেন। তিনি নিগ্রোধ শ্রামণের দ্বারা বুদ্ধ-শাসনে প্রসন্ন হইয়া ধার্মিক-ধর্ম-রাজা হইলেন। তৎপর ৮৪ সহস্র বিহার করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তে, বুদ্ধাঙ্ঘি কোথায় পাইব? ভিক্ষুগণ উত্তর দিলেন;—মহারাজ বুদ্ধাঙ্ঘি সমূহ নিধাহিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় যে রহিয়াছে তাহা সঠিক জানি না। রাজা, রাজগৃহের চৈত্যা ভাঙাইলেন, কিন্তু তথায় বুদ্ধাঙ্ঘি পাইলেন না। তৎপর তাহা পুনঃ মেরামত করাইয়া ভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক, উপাসিকা, এই চতুর্পরিষদ সমভিব্যাহারে বৈশালীতে গেলেন। তথায়ও না পাইয়া কপিলবস্তুরে গেলেন। সেখানেও পাওয়া গেল না। তৎপর রামগ্রামে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানকার চৈত্যা ভাঙিতে পারিলেন না। ভাঙিবার অস্ত্রাদি টুকুরা টুকুরা হইয়া যাইতে লাগিল। যেহেতু তাহা নাগ কনক অধিকৃত ছিল। সেখানেও অসমর্থ হইয়া অন্নকল্প, বেঠদ্বীপ, পাবা, কুশীনারা, সর্বত্র চৈত্যা ভাঙাইলেন বটে কিন্তু বুদ্ধাঙ্ঘি পাইলেন না। তৎপর সেই সমুদয় পুনঃ মেরামত করাইয়া দিলেন এবং রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ চতুর্পরিষদ সন্নিপাতিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; “আপনাদের মধ্যে কেহই কি শোনেন নাই কোথায় বুদ্ধাঙ্ঘি নিধাহিত আছে?” তত্রৈক ১২০ বৎসর বয়স্ক মহাস্থবির বলিলেন; কোথায় বুদ্ধাঙ্ঘি নিধান করা হইয়াছে তাহা শুনি নাই। আমার যখন সাত বৎসর মাত্র বয়স তখন আমার প্রাচারা (পিতামহ) মহাস্থবির মহোদয় আমার দ্বারা ফুল বাস্তি গ্রহণ করাইয়া আমাকে বলিলেন যে “এস শ্রামণের, অমুক গাছের নীচে এক পাষাণ স্তূপ আছে, তথায় যাই” তখন সেখানে গিয়া পূজা করতঃ তিনি বলিলেন যে, “এই স্থানটি মনে রাখা আবশ্যক” মহারাজ, আমি এই পর্য্যন্ত জানি।

রাজচক্রবর্তী অশোক, মহাস্থবিরের নির্দেশিত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করাইয়া খনন করাইলে পাষাণ স্তূপ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর তাহাও অপসারিত করাইলে স্তূপময় ভূমি প্রাপ্ত হইলেন, ক্রমে পাষাণ সমূহও অপসারিত হইলে সপ্ত বস্ত্রময় বালুকা ও ফটিক বর্ণের অসিহস্তে বায়ু-বেগে ঘূর্ণয়মান কাষ্ঠ মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাইলেন। তখন মহারাজ যক্ষ-বৈদ্যগণকে আহ্বান করাইয়া তন্ত্র মন্ত্রাদিযোগে বলি (পূজা) কর্ম করিলেন, কিন্তু তাহা কোন মতে রোধ করিতে পারিলেন না, এবং তাহাদের আগন্ত নির্ণীত হইল না।

তৎপর মহারাজ দেবগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন;—“আমি এস্থান হইতে বুদ্ধাঙ্ঘি সমূহ লইয়া ৮৪ সহস্র বিহারে নিধান করতঃ সৎকার করিব। দেবগণ, অন্তরায় করিবেন না”। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জ্ঞাত হইয়া বিশ্বকর্মা-কে ডাকিয়া বলিলেন;—“তাত, ধর্ম্মরাজ অশোক বুদ্ধাঙ্ঘিসমূহ উঠাইতে বুদ্ধাঙ্ঘি-গৃহ-প্রাক্ষণে অবতরণ করিয়াছেন, এখন তুমি গিয়া কাষ্ঠমূর্ত্তি সমূহ অপসারিত কর।” অনন্তর বিশ্বকর্মা “পঞ্চচূড় গামারক” বেশে ধর্ম্মবর্ণহস্তে রাজার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—“মহারাজ, ইহাদিগকে নিপাত করিব কি?” “হাঁ তাত, কর” রাজা এই রূপ বলিলে তিনি সঙ্কী-স্থল লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন; তখন সমস্তই বিপ্রকীর্ণ হইয়া গেল। তৎপর রাজা স্বয়ং দরজার শিকলেস্থিত চাবি ও মূদ্রা গ্রহণ করিলেন এবং মণি-

খণ্ডে দেখিতে পাইলেন। “অনাগতে দরিদ্র রাজা এই গণিখণ্ড গ্রহণ করিয়া, বুদ্ধাঙ্গি সমূহের সংকার করুক” পুনঃ ইহা পাঠ করিয়া রাগত স্বরে বলিলেন;—“আমার মত রাজাকে দরিদ্র বলা উচিত হয় নাই।”

অতঃপর পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে দরজা খুলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন; “অহো কি আশ্চর্য, ২১৮ বৎসরের অধিককাল পূর্বে প্রজ্জলিত প্রদীপসমূহ সেইভাবে জ্বলিতেছে, নীলোৎপলসমূহ যেন এখনই আনিয়া পূজা করা হইয়াছে, ছড়ানো ফুল গুলিও যেন এই মুহূর্ত্তে আনিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে”। তখন রাজচক্রবর্তী তথায় স্থাপিত স্বর্ণপাত থানা হস্তে লইয়া এইরূপ পড়িতে লাগিলেন;—“অনাগতে কুমার প্রিয়দর্শী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অশোক নামে ধর্ম-রাজা হইবেন। তিনিই এই বুদ্ধাঙ্গি সমূহ বিস্মারিত করিবেন।” তখন তিনি পরম প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন “অহো আমি আর্ধ্য মহাকণ্ঠপ হৃদীর কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছি।”

তখন তিনি পরিচায়কবুদ্ধাঙ্গি মাত্র তথায় রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত বুদ্ধাঙ্গি গ্রহণ করতঃ ধাতু গৃহ পূর্বের গ্রায় বদ্ধ করিলেন এবং সমস্তই পূর্ববৎ করাইয়া উপরে পাষণ চৈত্য স্থাপন করাইলেন।

তৎপর ৮৪ সহস্র বিহারে স্তূপ নির্মাণ করাইয়া, বুদ্ধাঙ্গি সমূহ মহাসমারোহ সহকারে পূজা করতঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন\*। তৎপর ধর্মরাজ অশোক মহাহৃদয়বিরগণকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; “ভগ্নে! আমি সম্বুদ্ধ-শাসনের দায়াদ ত?” তখন সজ্জহৃদীর উত্তর করিলেন; মহারাজ! আপনার গ্রায় চতুঃপ্রত্যয় দায়ক ভগবানের জীবদ্দশায় ও কেহ ছিলেন না। ত্যাগের গুণে আপনি প্রধান বটে, কিন্তু সম্বুদ্ধ শাসনের দায়াদ নহেন, আপনি শাসনের বর্হিত। “ভগ্নে, আমি ছিয়ানব্বই কোটিসংখ্যক ধন ব্যয়ে ৮৪ সহস্র বিহারও স্তূপ নির্মাণ করিয়া ও যদি শাসনের দায়াদ না হইলাম, তবে কে আর দায়াদ হইবে?”

মহারাজ, যিনি স্বীয় পুত্র এবং কণ্ঠাকে শাসনে প্ররজিত করাইয়া দেন, তিনিই সম্বুদ্ধশাসনের দায়াদ। তচ্ছবণে যুবরাজ “মহীন্দ্র কুমার” এবং জৈষ্ঠ তনয়া “সজ্জমিত্রা” করজোড়ে পিতৃ-দেবকে নিবেদন করিলেন; “পিতঃ, আপনার অল্পমতি পাইলে আমরা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করিব”। তখন রাজচক্রবর্তী ধর্মশোক সন্মুখে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদ লাভের অল্পমতি প্রদান করিলেন এবং মহাসমারোহে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করাইলেন। তখন মহাহৃদয়বিরগণ বলিলেন;—“মহারাজ! এখনই আপনি সম্বুদ্ধ-শাসনের দায়াদ হইলেন”।

যুবরাজ মহীন্দ্র ও রাজ-নন্দনী সজ্জমিত্রা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিয়া লঙ্কাদ্বীপে গিয়া যে ভগবানের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কাদ্বীপে দেবানন্দ্রিয় প্রিয়তিষ্ঠা মহারাজের দ্বারা লঙ্কাদ্বীপে যে সমৃদয় স্তূপ রচনা করাইয়াছিলেন তাহা অতাববি অক্ষুণ্ণভাবেই রহিয়াছে। সজ্জমিত্রা যে মূল মহাবোধিতকর দক্ষিণশাখা লঙ্কাদ্বীপস্থ অমুরাধাপুরে নিয়া রোপণ করিয়াছিলেন তাহা অতাববিও বর্তমান আছে। রাজচক্রবর্তী ধর্মশোকের সময় যে+ তৃতীয় মহাসঙ্গীতি হইয়াছিল তখন সঙ্গীতি কারকেরা মহাধাতু নিধানের বিষয় উল্লেখ করিয়া

\*ধর্মপ্রাণ রাজা ধর্মশোক বুদ্ধ-ধর্মের স্ত্রী কি করিয়াছিলেন এবং তৎকালে বুদ্ধ-ধর্মের কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা সদাশয় ভারত গর্ভমন্ডের প্রবর্তক বিভাগের সৌজন্যে যে সমস্ত পুরাতন আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ।

বলিয়াছেন ;—“এবমেতং ভূত পুঙ্খমুত্তমং জম্বুদ্বীপের মধ্যে পূর্বে এইরূপে বুদ্ধাঙ্কিসমূহনিধান ও পূজা করা হইয়াছিল। তৎপর লঙ্কাদ্বীপে মহাস্থবিরগণ বলিয়াছেন ;—

১। অট্টদোণং, চক্খুমতো সরীরং

সন্তদোণং জম্বুদ্বীপে মহেত্তি,

একঞ্চদোণং পুরিসবরুত্তমসুস

রামগামে নাগরাজা মহেত্তি ।

১। চক্খ্যান বুদ্ধের শরীরাবশেষ আট দ্রোণ+হইয়াছিল ; তন্মধ্যে সাত দ্রোণ জম্বুদ্বীপে পূজিত হইতেছেন ; পুরুষশ্রেষ্ঠের এক দ্রোণ অস্থিতাত্ত রামগ্রামে নাগ-রাজা পূজা করিতেছেন ।

২। একাহি দাঠা তিদিবেহি পূজিতা

একা পুন গন্ধারপুরে মহীয়তি,

কালিঙ্গরঞেঞা বিজিতে পুনেকং

একং পুন নাগ রাজা মহেত্তি ।

২। ত্রিদিববাসী কর্তৃক তথাগতের দক্ষিণ দন্তটি পূজিত হইতেছেন, গন্ধাব রাজ্যে একটি দন্ত পূজা পাইতেছেন, পুন কলিঙ্গ-রাজার রাজ্যে একটি এবং অত্র একটি নাগ লোকে নাগ-রাজা পূজা করিতেছেন ।

৩। তম্বেসেব তেজেন অযং বহুস্করা

আযাগসেট্টেহি মহী অলঙ্কতা,

এবং ইমং চক্খুমতো সরীরং

সুসক্কতং সক্কতসক্কতেহি ।

৩। এই বহুস্করা তাঁহারই তেজোবলে অনায়াসলব্ধ ফলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই চক্খ্যানের শরীরাবশেষ এইরূপে মহামাণ্ডগণ কর্তৃক স্তম্ভরূপে ভক্তিভরে পূজিত হইতেছেন

৪। দেবিন্দনাগিন্দনরিন্দপূজিতো

মহুসুসং সেট্টেহি তথৈব পূজিতো,

তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্তাঃ

বুদ্ধো হবে কল্পসতেহি ছল্লভোত্তি ।

৪। দেবেন্দ্র, নাগেন্দ্র, নরেন্দ্র পূজিত বুদ্ধাঙ্কি শ্রেষ্ঠ মানবকর্তৃক ও সেইরূপ ভাবে পূজিত হইতেছেন। সকলে অন্ধাভরে কৃতাজ্জলি হইয়া বুদ্ধাঙ্কিকে বন্দনা করুন, বহু কল্পে বুদ্ধোৎপত্তি ছল্লভ। (নান কল্পে চারি অসংখ্য এক লক্ষ কল্পব্যাপী দানাদি দশ পারমি পূর্ণ করিলেই বুদ্ধ হইতে পারেন)

১। সী. ই, অট্টদোণা। ২। সী. ই, মহেত্তি। ৩। ব, মহুসিসুস। ৪। ব, লভিত্তা। ৫। সী. ই, বুদ্ধা হবে কল্প সতেহি ছল্লভোত্তি।

৫। চত্বালীস সমাদম্বা কেসা লোমা চ সব্বসো  
দেবা হরিংসু একেকং চক্রবালপরম্পরাতি, ।  
মহাপরিনিব্বানসূত্রং নিট্ঠিতং ।

৫। তথাগতের চল্লিশটি দম্বের মধ্যে অবশিষ্ট দম্ব এবং কেশ ও লোম ধাতু সমূহ  
চক্রবাল পরম্পরা দেবগণ, এক এক চক্রবালে এক এক থানা নিয়া স্থাপন করতঃ পূজা করিতেছেন ।

মহাপরিনিব্বান সূত্র সমাপ্ত ।

## পরিশিষ্ট

দীঘনিকাযট্টকথা ও তদ্‌টীকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

মহাপরিনিক্‌বান স্তম্ভঃ—পূজনীয়ভাবে তো বুদ্ধ সম্পদঞ্চ পহাযপবত্তত্তা মহন্তঞ্চ তংপরিনিক্‌বান-  
ক্‌পাতি মহাপরিনিক্‌বানং। সবাঁসনপ্লহানতো মহন্তঃ কিলেসক্‌থং নিস্‌সায়পবত্তং পরিনিক্‌বানন্তিপি  
মহাপরিনিক্‌বানং। মহতাকালেন মহতা বা গুণ রাসিনা সামিতং পরিনিক্‌বানন্তিপি মহাপরিনিক্‌বানং।  
মহন্ত ভাবায ধাতুনং বহুভাবায পরিনিক্‌বানন্তিপি মহাপরিনিক্‌বানং। মহতো লোকতো নিস্‌সটং  
পরিনিক্‌বানন্তিপি মহাপরিনিক্‌বানং। সবলোকাসাধারণত্তা বুদ্ধানং সীলাদি গুণেহি মহতো বুদ্ধস্‌স  
ভগবতো পরিনিক্‌বানন্তিপি মহাপরিনিক্‌বানং। মহতি সাসনে পতিট্টিতে পরিনিক্‌বানন্তিপি মহা-  
পরিনিক্‌বানন্তি বুদ্ধস্‌স ভগবতো পরিনিক্‌বানং বুদ্ধতি। তল্লটিসংযুক্তং স্তম্ভং মহাপরিনিক্‌বান স্তম্ভং।

প্রথম দেখা যা'ক পরিনিক্‌বান কি ?

পরি—নি উপসর্গের সহিত বান শব্দের সমাসে পরিনিক্‌বান পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বান তৃষ্ণারই  
নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হইতে ভবান্তরে  
সিঞ্জন বা বন্ধন করায় বলিয়া বান নামে অভিহিত হয়। অথবা বাণ অর্থ তীর। লোভ,  
ষেষ, মোহ সংখ্যাত ক্লেষ তীর জনিত দুঃখ নাই বলিয়াও নিক্‌বাণ। “নি” উপসর্গে তৃষ্ণার  
অভাব এবং “পরি” উপসর্গে সর্বতোভাবে অভাব, এবম্বিধ অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ  
যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করিলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা-বন্ধন বা ত্রয়ীসংখ্যাত তীর নিরবশেষ বিনষ্ট  
কৃত হয়, তাহাই পরিনিক্‌বান। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সর্ববিধ দুঃখের নিরোধ বা পরিনিবৃত্তিই  
পরিনিক্‌বান\*।

নিক্‌বান শাস্তি লক্ষণ ও দুঃখের উপশমতাই ইহার স্বভাব, অচ্যুতি ইহার রস বা কৃত্য।  
নিবৃত্তির পর তথা হইতে চ্যুত হইয়া কোথাও পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। অধিকন্তু  
চ্যুত হইবার মত কোন অবস্থা অবশিষ্ট ও থাকে না। বর্ণ আকার ও মনাদিরূপে আরম্ভন করিবার  
যোগ্য বলিয়া পঞ্চক্‌ষের নাম নিমিত্ত। বেদনাদি নামের কোন বর্ণ বা আকার নাই উহা  
মনন মাত্র। নিক্‌বানে ইহাদের কিছুই নাই। তদ্ব্যতীত প্রত্যাশস্থান বা জ্ঞানগম্য অনিমিত্ততা।  
অসংখ্যতহেতু আসন্ন কারণ না থাকায় ইহার কোন পদ স্থান নাই।

পদমচ্চুতমচ্চন্তমসম্ভ্রতমহন্তরং

নিক্‌বানমিতি ভাসন্তি বানমূত্তা মহেসয়া।

তৃষ্ণামুক্ত বুদ্ধাদি মহাবিগণ অচ্যুত অত্যন্ত অকার্য্যকারণ সঙ্গাত অহন্তর শাস্তিপদকে “নিক্‌বান”  
নামে অভিহিত করেন।

\* খন্ডাদি ভেদে তেজুমক ধম্মে ছেট্টুপরিয়ায বসেন বিননতো সংসিক্কনতো বান সম্মাতায তণ্‌হায নিক্‌খন্তত্তা  
বিসম্বাতিক্কম বসেন অত্তীত্তত্তা নিক্‌বানং।)



একই “নিব্বান” নির্বাণিতের অবস্থা ভেদে, সুখ প্রাপ্তির পর্যায় বিশেষে “সোপাদিশেষ নিব্বান” ও “অন্তপাদিশেষ নিব্বান” এই দুই নামে অভিহিত হয়। অতীত জন্মের তৃষ্ণা ও অবিচারূপ হস্ত দ্বারা বর্তমান স্বল্পপঞ্চক দৃঢ়রূপে আদান বা গ্রহণ করায় বলিয়া ইহাদের নাম উপাদি। এই উপাদান বিদ্যমান থাকিতে সমুদয় ক্লেশ বিধ্বংস করিয়া যাহারা অর্হং হইয়াছেন তাঁহারা সোপাদিশেষ নিব্বানে নির্বাণিত। ভগবান্ সঙ্ঘোদি লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই “নিব্বানে” নির্বৃত্ত হন। ঐরূপে নিব্বানদর্শী জীবমুক্তের মৃত্যুর পর পঞ্চস্কন্ধের কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তখনই তিনি “অন্তপাদিশেষ নিব্বানে” নির্বৃত্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভের পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে কুশীনারায় তাঁহার এই পরিনিব্বান হয়। এই অবস্থা অনির্বচনীয়। ভগবান্ একদা ইহার বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন :—

বিপ্রং প্রাণসম নিরোধেন তপ্‌হাকথ্য বিমুক্তিনো,

পজ্জাতস্‌মেব নিব্বানং বিমোক্ষো হোতি চেতসো।

প্রজ্জলিত অগ্নিস্বক্ক নির্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত জীবমুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিন্তের বিমোক্ষ হয়। স্বকীয় অনাদি সংসার প্রবাহের অবসান তখনই হয়। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রদীপ্ত ভাস্কর আচার্য্য নাগার্জ্জন এই ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া করিয়া বলিয়াছেন :—

অপ্রতীতম্‌ অসম্প্রাক্তম্‌ অন্তর্জিহ্মম্‌ অশাশ্বতম্‌ ;

অনিকল্পম্‌ অন্বপন্নম্‌ এব নিব্বাণং উচ্যতে।

চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিন্তাসন্ততির যে অবস্থা হয়, তাহা প্রতীতির অতীত। কোন প্রকারে লভ্য নহে। কোন শাস্বত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভঙ্গুর অবস্থার শাস্বত-ভাব প্রাপ্তিও নহে। ইহার বিনাশ নাই, যেহেতু উৎপত্তি নাই। এই সকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে “অন্তপাদিশেষ নিব্বান” কহে।

নিব্বান সম্বন্ধে ধ্রুব-সুখ-শুভ অবস্থাত্মক দৃষ্ট হয়। জ্ঞানিগণ সকল পদার্থকেই সংখত ও অসংখত ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহা কার্য্য-কারণ...সদ্বন্ধ-সম্বন্ধে তাহা সংখত। হেতু প্রত্যয় যাহাকে সংস্করণ করে নাই তাহা অসংখত, ইহাই নিব্বান। ভগবান্ সংখত ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন ;—“হে ভিক্ষুগণ, ইহার উৎপত্তি-বিনাশ এবং উভয়ের মধ্যে স্থিতির অগ্রথাবস্থা দেখা যায়।” কারণসম্বৃত কার্য্যমাত্রই পরিবর্তনশীল। তথা উত্থান হইতে পতন পর্য্যন্ত পরিণাম স্বভাব। বহুবিধ হেতু ও প্রত্যয় সহযোগে জীব জন্মগ্রহণ করে, তাই মরে। আবার জন্ম হইতে মৃত্যুর মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া জরা-ব্যাধিগ্রস্ত হয়। স্মৃতরাঃ পঞ্চস্কন্ধ-রূপ জীব বা সংসার দুঃখময়।

নিব্বান কারণ সম্বৃত নহে। তজ্জন্ম ইহার উৎপত্তি নাই। অন্বপন্ন পদার্থের বিনাশ কোথায়? স্মৃতরাঃ ইহা অপরিণামশীল ও অবিনশ্বর। সদাকালিক বা কালাতীত বলিয়া ইহা ধ্রুব। সংসার ইহার বিপরীত। নিব্বান ধ্রুব বলিয়া শুভ। ধ্রুব ও শুভ বস্তু একান্তই সুখঃ বলিতে হইবে। সুখও আবার দ্বিবিধ, “বেদয়িত” অর্থাৎ বিদনীয় সুখ ও “বৃপসম” অর্থাৎ উপসম সুখ। বেদয়িত সুখ ক্ষণিক। উপসম সুখ অনন্ত কালের জন্ম। কাম্য বস্তুর সম্পূর্ণ

জনিত স্বথ বিন্দনীয়। বিন্দনীয় স্বথের অন্তরে অন্তরে দুঃখের সজ্জাত অপরিহার্য। নিব্বান মনোময়, উভয় স্বথের অন্তর্গত। সোপাদিশেষ অবস্থায় নিরোধ সমাপতিতে নিব্বান বিন্দনীয়। অল্পপাদিশেষ অবস্থাই উপসম স্বথ। উপসম স্বথ স্বথ-দুঃখাতীত। নিব্বানের স্বথ সংজ্ঞায় কাহারও যেন মনে না হয় ইহারও পরিণাম আছে। স্বথ দুঃখের উপসমই স্বথ। এই অনির্বচনীয় অবস্থাটা স্বথ সংজ্ঞায় না হইলে প্রকাশ করিবার মত অগ্র ভাষা মিলে না। তদ্ব্যতীত ভগবান্ সিংহনাদে দেশনা করিলেন—“নিব্বানং পরমং স্বথং”। এমন শাস্তি স্বথময় নিব্বান কোথায়? দিব্যালোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি জড় পদার্থ যেমন কক্ষচ্যুত না হইয়া অনন্ত-আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছে, তদ্রূপ নিব্বান কোন স্থানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। আবার চেতনের পরিণাম লক্ষণও ইহাতে স্থান পায় নাই। পূর্ব পশ্চিমা দিশা দ্বারা ইহার স্থিতি নির্ণয় করা চলে না, স্থান ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া ইহা অবিগ্ৰহমান অবস্থাও নহে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—তেজস্বাতুর গতি নিরন্তর আছে। অথচ সাধারণে তাহা দেখিতে পায় না। বাহার প্রয়োজন আছে, সে আলো হইতে ইহার সাহায্য নিয়া স্বকীয় সাধন করিতেছে। তদ্রূপ নিব্বান সাধারণের অল্পপলভ্য হইলেও অথবা আধার আধেয় সম্বন্ধ দ্বারা নির্দেশ করা না গেলেও আরম্ভবীৰ্য্য যোগী ইহার সাক্ষাৎকার করিতে পারেন। কাজেই ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

নিব্বান দিক দেশের অন্তর্গত নহে বলিয়া একান্ত শূণ্য নহে। যদি একান্ত শূণ্য হইত তাহা হইলে দুঃখময় আপন সংসারের নিঃসরণ বা অবসান কখনও হইত না। শূণ্য শব্দ হইতে দুই প্রকার প্রতীতি জন্মে। ঘট শূণ্য বলিতে আমরা বাহ্য বৃষ্টি, পট শূণ্যতার জ্ঞান তাহা হইতে ভিন্ন। প্রথমের দ্বারা জলাদি আধেয়্যের অভাব বুঝায় ঘটের অবিগ্ৰহমানতা নহে। দ্বিতীয়ে সর্বশূণ্যতা বুঝা যায়। নিব্বান ও তদ্রূপ সর্বশূণ্যতা নহে। জ্ঞানিগণ বলেন “অথি নিব্বুতি ন নিব্বুতো পুমা” নিব্বুত্তি চিরদিনই আছে, ছিল ও থাকিবে কিন্তু নির্বাপিত কোন পুরুষ ছিলনা বর্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না। ইহাই নিব্বানের শূণ্যতা বা বৌদ্ধ ধর্মের শূণ্যবাদ। অতএব শূণ্যতারূপে নিব্বান নিত্য বিরাজমান। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই শূণ্যবাদের নাম দিয়াছেন The flower of Indian thought অর্থাৎ ভারতীয় চিন্তাধারার ইহাই প্রস্ফুটিত কুসুম।

অপরোক্ষাভূতি ব্যতীত ইহা দুর্বোধ্য। জলপানে তৃষ্ণার নিব্বুত্তি হয়। বস্তুক্ষণ পর্যন্ত ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না জন্মে ততক্ষণ কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না। এমন পরমশাস্তি, স্বথময় নিব্বান লাভ করিতে হইলে সকলকে দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়ও দুঃখ-নিরোধ আর্ধ্য-সত্য সম্যকরূপে বুঝিয়া অষ্টাঙ্গিক মার্গাভিযায়ী চলিতে হইবে। তাহা ব্যতীত দুঃখ-বহুল স্বকীয় সংসার দুঃখের কখনও অবসান হইবে না। এই স্বত্রের প্রত্যেক অধ্যায়ে নিব্বান প্রাপ্তির উপায় পুনঃ পুনঃ দেখিত হইয়াছে।

১। পরম পূজনীয় ভাবে বুদ্ধ সম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রবর্তিত হওয়ায় উহা মহা, মহা যে পরিনিব্বান এই অর্থে মহাপরিনিব্বান। (২) বাসনা পরিত্যাগ হেতু মহাক্ষেপক্ষয় নিশ্চিত

প্রবর্তিত মহাপরিনিব্বান বলিয়াও মহাপরিনিব্বান। (৩) মহা বা দীর্ঘ সময়ে এবং মহাশ্রমাদি দ্বারা লব্ধ পরিনিব্বান বলিয়া ও মহাপরিনিব্বান। (৪) ধাতু সমূহের মহনীয় হেতু এবং বিপুলতার জ্ঞাত পরিনিব্বান বলিয়া ও মহাপরিনিব্বান। (৫) মহৎ লোক (সংসার) হইতে নির্গত বলিয়া ও মহাপরিনিব্বান। (৬) সর্বলোকসাধারণ বুদ্ধগণের শীলাদি গুণদ্বারা মহান বুদ্ধ ভগবানের পরিনিব্বান বলিয়া মহাপরিনিব্বান। (৭) মহতি বুদ্ধ-শাসন (ধর্মরাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার পরিনিব্বান হইয়াছে বলিয়া মহাপরিনিব্বান, এই অর্থে সম্যকসম্বুদ্ধের অল্পপাদিশেষ নিব্বান বলিয়া উক্ত হইতেছে। অর্থাৎ সম্যক সম্বুদ্ধের অল্পপাদিশেষ নিব্বান লাভকে মহাপরিনিব্বান কহে এতৎ স্বত্বজিয় সূত্র মহাপরিনিব্বান সূত্র।

**সূত্রঃ**—সূত্র, চতুর্মহাসত্যের সূচনা করে বলিয়াই সূত্র। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—“চতুসচ্চ বিনিমুক্তো ধম্মো নাম নখি” চারি আর্ষ্য-সত্যবর্জিত কোন ধর্মই নাই, হইতেই পারে না!

অথবা—“অথানং সূচনতো সূবৃত্ততো সবণতো চ সূদনতো ;

সূতানা সূত্র স-ভাগতো চ সূত্রস্তি অকথাং ।

আত্মার্থ পরার্থাদি ভেদে লৌকিক লোকোত্তর অর্থের সূচনা করে বলিয়া সূত্র। শ্রোতাদের অভিপ্রায় (অধ্যায়) অনুসারে সূত্র উক্ত বলিয়া সূত্র। বপিত শস্ত্রের গায় শ্রবণে সূত্র প্রসূত হয় বলিয়া সূত্র। ধেনু—স্ত্রের গায় অমৃত নিঃসৃত হয় বলিয়া সূত্র। তদ্বারা রক্ষিত হয় বলিয়া সূত্র। সূত্র ধরের সূত্র যেমন প্রমাণ জ্ঞাপক বিজ্ঞগণেরও ইহা তদ্রূপ বলিয়া সূত্র। সূত্রায় গ্রথিত পুষ্পরাশি যেমন বাতাসে বিকীর্ণ করিতে পারে না, সেইরূপ সূত্রে সংগৃহীত অর্থও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না বলিয়াই সূত্র। দেবাদিদেব মহাপ্রভু ভগবান্ সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনিব্বান প্রতिसংযুক্ত সূত্র বলিয়া মহাপরিনিব্বান সূত্র।

পঠমভাগবারং ( প্রথম অধ্যায় )

**এবং মে সূত্রঃ**—সন্ধি বন্ধ করিলে এবং সূত্রঃ ; বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে এবম্ ময়া শ্রুতম, এইরূপ আমি কতক বা মৎ কতক শ্রুত, আমি এইরূপ শুনিয়াছি। প্রত্যেক সূত্রারম্ভে এইরূপ কেন দেখিতে পাই ?

এই মহাপরিনিব্বান সূত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ( ৪০ নং প্যারাগ্রাফে ) আয়ুত্থান মহাকল্প বুদ্ধ প্রবর্তিত সূত্রের ভাষিত উক্তি শ্রবণে ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলেন। তৎপর ভগবানের পরিনিব্বানে যে সপ্তশতসহস্র ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন, আয়ুত্থান মহাকল্প তাঁহাদিগের নিকট সূত্রের ভাষিত উক্তি প্রকাশ করিয়া অধর্ম বাদী বলবৎ না হইতেই, ধর্ম বিনয় সঙ্গায়ন করিতে প্রস্তাব করেন। সকলেই ধর্ম, বিনয় সঙ্গায়নে মত প্রকাশ করিলে, তখনই সকলের নির্দেশানুযায়ী সপ্তশতসহস্র ভিক্ষুর মধ্য হইতে ঋহাকে ভগবান্ ধর্ম, অর্থ, ব্যাকরণাদিতে অভিজ্ঞ বলিয়া প্রসংসা করিয়াছিলেন, সেই আনন্দ সহ, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত ষড়্ভাজ্ঞ সম্পন্ন, ভগবান্ কতক অগ্র বলিয়া নির্দেশিত পঞ্চশত ভিক্ষু সঙ্গীতির জ্ঞাত নির্বাচিত হইলেন।

সাতদিন বাবং সাধু ক্রিয়ার সহিত বুদ্ধাঙ্গি পূজার পর, সেই পঞ্চশত ভিক্ষু রাজগৃহের নিকে যাজ্ঞ করেন। বর্ষাবাসের পূর্বে তাঁহারা রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া রাজা অজাত শত্রুকে সঙ্গীতির বিষয় জ্ঞাপন করেন। তচ্ছবণে রাজা বলিলেন, “আমার রাজ্যজ্ঞা আপনাদের ধর্মাজ্ঞার পরিণত হউক।” তৎপর রাজা অজাতশত্রু ভিক্ষুদের নির্দেশ মত, বেভার পর্বত পার্শ্বে সপ্তপর্ণি গুহার দ্বারস্থ হ্রবিষ্ঠীর্ণ ময়দানে, ব্রহ্ম-বিমান-সদৃশ সভামণ্ডপ স্তম্ভত করাইয়া, মধ্যস্থলে ভগবানের আসন-তুল্য পূর্বাভিমুখী করিয়া ধর্মাসন স্থাপন করতঃ সম্মুখে গজদন্ত খচিত ব্যঞ্জন স্থাপন করিলেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষু বসিবার আসন সমূহ করাইলেন।

আয়ুস্মান আনন্দ সঙ্গীতির পূর্ব দিন ভিক্ষুদিগ কতৃক “সেখ সক্রমীয়াবস্থায় আপনার সঙ্গীতিতে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে” বলিয়া উক্ত হইলে, তিনি সমস্ত ব্রাহ্মি “কায়গতাহমুতি” ভাবনা করিয়াও অর্হং ফল প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে হস্ত পদাদি ধুইয়া শয়ন করিতেছেন ঠিক এমন সময়ে ( অনিবার অশায়িতাবস্থায় ) অর্হং ফল প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপর দিন যথা সময়ে ভিক্ষুগণ সভা-মণ্ডপে গিয়া স্বীয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলে, আয়ুস্মান আনন্দের আসন শূন্য দেখিয়া “তিনি কোথায়” বলা মাত্রেই আয়ুস্মান আনন্দ মৃত্তিকাত্যস্তর দিয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি ধর্ম সঙ্গায়নের জন্ত নির্বাচিত হইয়া ধর্মাসনে উপবেশন করিলেন। তখন কোন কোন দেবতার সন্দেহ ভক্তনের জন্ত আয়ুস্মান আনন্দ প্রত্যেক স্ত্রের প্রথমেই ভগবানের প্রমুখ্যং শ্রবণ করিয়াছি, ইহা আমার বাক্য নহে, ভগবানেরই ; তাহা প্রকাশ করিতে “এবং মে স্তুতং” করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন।

বিনয় সত্ব-শাসনের আয়ু। বিনয়ের স্থিতিতেই শাসনের স্থায়ীত্বকাল নির্ভর করে বলিয়া প্রথমে সর্ব সম্মতিক্রমে আয়ুস্মান উপালী+বিনয় সংগ্রহ করেন। তিনি প্রত্যেক বিষয় প্রকাশের পূর্বে “তেন খো পন সমঘেন বুদ্ধো ভগবা” ইত্যাদি করিয়া আরম্ভ করিয়াছেন।

গিঞ্জাকুটে—গৃধ্র সকল এই পর্বতের কূটে বাস করিত বলিয়া অথবা গৃধ্র-সদৃশ এই পর্বতের কূট বলিয়া গৃধ্রকূট। সেই গৃধ্রকূট পর্বতে। রাজগৃহের পঞ্চ পর্বত যথা—বেভার, পণ্ডব, বেপুল্ল গিঞ্জাকূট, ইসিগিলি এই পঞ্চ পর্বতেই রাজগৃহ দুর্গ হইয়াছিল।

সতিসম্বোদ্ধাঙ্গং ভাবেসসম্ভি—স্বতিসম্বোধাঙ্গ চারি প্রকারে উৎপাদন করতঃ বহিত করিবে। সম্যক দৃষ্টি আদি ধর্মসামগ্রীর ( বোধির ) অঙ্গ বলিয়া বোধাঙ্গ ( বোদ্ধাঙ্গ ) “বোদ্ধানক” সত্ত্বের ( বোধ্যসত্ত্বের, ভবিষ্যতে যিনি বোধ লাভ করিবেন বা বুঝিবেন তাঁহার ) অঙ্গ। প্রশস্ত স্বন্দর বোধাঙ্গ বলিয়া সম্বোধাঙ্গ। স্মৃতিই বা স্মৃতি সঙ্ঘাত সম্বোধাঙ্গ স্মৃতিসম্বোধাঙ্গ। উপট্ঠান লক্ষণো অর্থাৎ কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম সমূহের অন্তর্ভ, দুঃখ, অনিত্য ও অনাস্ব্যভাব স্বলক্ষণ সঙ্ঘাত আরম্ভে (আলম্বনে) উপস্থান (উপস্থিতি) স্মৃতিসম্বোধাঙ্গ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—  
“অথি ভিক্ষবে সতিসম্বোদ্ধাঙ্গট্ঠানিষা ধম্মা, তথ যোনিসো মনসিকারো বহুলীকারো অবমাহারো

অহংসম্ বা সতিসম্বোধ্যসম্ উল্লাসম্, উল্লাসম্ বা সতিসম্বোধ্যসম্ ভিযোভাবাষ বেপ্প্লাষ ভাবনাষ পারিপূরিষা সংবত্ততীতি” ভিক্ষুগণ, স্মৃতিসম্বোধ্যক স্থানীয় ধর্মসমূহ † আছে, তাহাতে জ্ঞান পূর্বক মনোযোগী হইলে \* পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অহংপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যক উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যক বর্দ্ধিত হয়, বিপুল ভাব প্রাপ্ত হয়, বর্দ্ধিত হইয়া ( ভাবনাষ ) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ চারিটি কারণ স্মৃতিসম্বোধ্যকের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা— স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারীতা ( গমন, স্থিতি, উপবেশনাদিতে কায় যখন যে ভাবে প্রণিহিত হয়, তখন সেই অবস্থার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী ও সম্প্রজ্ঞানকারী হওয়া, স্মৃতি-শক্তি বিহীন ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সেবন ও সতত স্মৃতি-সম্বোধ্যক উৎপাদনের চেষ্টা। এই চারি প্রকারে উৎপন্ন স্মৃতিসম্বোধ্যক অর্হত্ত্ব মার্গলাভে ভাবনায় (বর্দ্ধিত হইয়া) পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

**ধর্মবিচয় সম্বোধ্যকং ভাবেসসম্ভি**—ধর্মবিচয়সম্বোধ্যক ছয় প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। ধর্ম সমূহের বিচয় ধর্ম-বিচয়, তাহাই সম্বোধ্যক ধর্মবিচয়সম্বোধ্যক।—“পবিচষ লক্খণো” আর্ধ্য সত্য সমূহের পীড়নাদি প্রকারতঃ বিচয়, উপপরীক্ষা ধর্ম-বিচয়সম্বোধ্যক। ভগবান্ বলিয়াছেন;—ভিক্ষুগণ! কুশল ধর্মও আছে, অকুশল ধর্মও আছে.....কৃষ্ণ ধর্ম ও শুক্ল ধর্ম, সপ্রতি-ভাগ ধর্ম সমূহও আছে, তাহাতে জ্ঞান পূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অহংপন্ন ধর্মবিচয়সম্বোধ্যক উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন ধর্মবিচয়সম্বোধ্যক বর্দ্ধিত হয়, বিপুলতা প্রাপ্ত হয়, ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ ছয়টি কারণ ধর্ম-বিচয়সম্বোধ্যকের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—আচার্য্যগণের নিকট কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতঃ তাহা জানিয়া লওয়া, শরীর ও পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা করণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি-পরিবর্জ্জন, প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির সেবন, প্রজ্ঞা উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টাস্থিত থাকা। “মহাসতিপট্টান” সূত্রে গম্ভীর প্রজ্ঞা প্রভেদ প্রত্যবেক্ষণ সহ সাত প্রকার উক্ত হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন ধর্মবিচয়সম্বোধ্যক অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

**বিরিষসম্বোধ্যকং ভাবেসসম্ভি**—বীর্যসম্বোধ্যক নয় প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। বীর্যই সম্বোধ্যক বীর্যসম্বোধ্যক। “পগ্গহলক্খণো” অহংপন্ন কুশল উৎপাদনাদি-বশে চিত্তের প্রগ্রহণ লক্ষণ বীর্যসম্বোধ্যক। ভগবান্ বলিয়াছেন, ভিক্ষুগণ! আরম্ভধাতু, নিষ্ক্রমণ ধাতু, পরাক্রম ধাতু আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনো-যোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অহংপন্ন বীর্যসম্বোধ্যক উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বীর্যসম্বোধ্যক বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ নয়টি কারণ বীর্যসম্বোধ্যক উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—অপায়ভয় প্রত্যবেক্ষণ, গমন বীধি (নিব্বান গামী প্রতিপদার সহিত বিদর্শন আর্ধ্যমার্গ

† বাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম তাহা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম বলিয়া যথাযথভাবে হৃদয়াক্রম করা।

\* কায় অন্তঃ, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত অনিত্য, ধর্মসমূহ যে অনাত্ম তাহা স্বলক্ষণ সম্ব্যাত আলম্বনে উপস্থিতি

এবং সপ্তবিধি পরম্পরা) প্রত্যবেক্ষণ, শিওপাতের অপচায়িতা, দায়াদ-মহত্ব ও সত্রস্বচাৰী-মহত্ব প্রত্যবেক্ষণ, আলস্ত পরায়ণ ব্যক্তি-পরিবৰ্দ্ধন, আরক্তবীৰ্য্যবান ব্যক্তি-সেবন, বীৰ্য্যসম্বোধ্যক উৎপাদনের জন্ত সতত চেষ্টা। “মহাসতিপট্টান” সূত্রে আনিশংস সন্দর্শন ও জাতির মহত্ব প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন বীৰ্য্যসম্বোধ্যক অর্হত্ব মার্গ লাভে ( বর্দ্ধিত হইয়া )পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

**প্রীতিসম্বোধ্যক্ ভাবেসুসন্ধি**—প্রীতিসম্বোধ্যক দশ প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। প্রীতিই সম্বোধ্যক প্রীতিসম্বোধ্যক। ফরগলকথণে—ক্ষুরণ, বিক্ষারিকৃত (ক্ষুণ্ণি) লক্ষণ প্রীতিসম্বোধ্যক। ভগবান বলিয়াছেন;—ভিক্ষুগণ, প্রীতিসম্বোধ্যক স্থানীয় ধর্ম + সমূহ আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অতুংপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যক উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যক বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ দশটি কারণ প্রীতিসম্বোধ্যকের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—বুদ্ধামসুতি (বুদ্ধামসুতি) ধর্মামসুতি, সজ্ঞামসুতি, শীলামসুতি, ত্যাগামসুতি, দেবতামসুতি, উপশমামসুতি, বুদ্ধাদির প্রতি অগ্রসর, কঠিনহৃদয় ব্যক্তি-পরিবৰ্দ্ধন, ত্রিরসের প্রতি প্রসন্ন ব্যক্তির সেবন এবং প্রীতিসম্বোধ্যক উৎপাদনের জন্ত সতত চেষ্টা। “মহাসতিপট্টান” সূত্রে “পসাদনিষমুত্তম” প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন প্রীতিসম্বোধ্যক অর্হত্ব মার্গ লাভে ভাবনপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

**পশুসন্ধিসম্বোধ্যক্ ভাবেসুসন্ধি**—প্রশুসন্ধিসম্বোধ্যক উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। উপসমলকথণে—কায়চিত্তেরদরদ, পরিদাহের উপশমলক্ষণ প্রশুসন্ধি (প্রশাস্তি) সম্বোধ্যক। ভগবান বলিয়াছেন;—ভিক্ষুগণ, কায় প্রশুসন্ধি আছে, চিত্ত প্রশুসন্ধি ও আছে, তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে, অতুংপন্ন প্রশুসন্ধিসম্বোধ্যক উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন প্রশুসন্ধিসম্বোধ্যক বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ সাতটি কারণ প্রশুসন্ধিসম্বোধ্যকের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা—উপযুক্ত ভোজন পরিভোগ, ঋতু অনুযায়ী শয়নাসন পরিভোগ, চঙ্ক্রমণাদিতে (ইরিয়াপথে) সুখামুভব, স্বীয় এবং পরের কর্মফল প্রত্যবেক্ষণ করতঃ মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন, পর-পীড়ক ব্যক্তি-পরিবৰ্দ্ধন, হস্ত পদাদিসংযত, প্রশান্ত ব্যক্তির সেবন এবং প্রশুসন্ধিসম্বোধ্যক উৎপাদনের জন্ত সতত চেষ্টা। এইরূপে উৎপন্ন প্রশুসন্ধিসম্বোধ্যক অর্হত্ব মার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

**সমাধিসম্বোধ্যক্ ভাবেসুসন্ধি**—সমাধিসম্বোধ্যক দশ প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। অবিক্খপলকথণে—বিক্ষেপবিধ্বংসলক্ষণ ( চিত্তের অব্যগ্রাবস্থা ) সমাধি। সমাধিই সম্বোধ্যক সমাধিসম্বোধ্যক। ভগবান বলিয়াছেন;—ভিক্ষুগণ! শমথনিমিত্ত \* অব্যগ্র নিমিত্ত ‡ আছে; তাহাতে জ্ঞানপূর্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা

+ পঞ্চবিধ প্রীতিই প্রীতিসম্বোধ্যকস্থানীয় ধর্ম। ৩০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

\* শমথই শমথ নিমিত্ত। ‡ অবিক্খপার্থে অব্যগ্র নিমিত্ত।

সেবন করিলে অহুংপন্ন সমাধিসম্বোধ্যজ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন সমাধিসম্বোধ্যজ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ দশটি কারণ সমাধিসম্বোধ্যজ উৎপাদনের সহায়তা করে, যথা—শরীর ও পরিচ্ছদাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, প্রকাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা, নিমিত্ত-হুশলতা, সময়ে চিন্তের প্রগ্রহণতা (যেই সময়ে চিন্তে অতি শিথিলতা জন্মে তখন ধর্মবিচয়, বীৰ্য্য ও প্রীতি-সম্বোধ্যজ উৎপাদন করতঃ তাহার প্রগ্রহণ) সময়ে চিন্তের নিগ্রহণতা (যেই সময়ে আরক্ত বীৰ্য্য হেতু চিন্তে ঔদ্ধত্য জন্মে, তখন প্রশ্রুতি, সমাধি ও উপেকাসম্বোধ্যজ উৎপাদন করতঃ তাহার নিগ্রহ) সময়ে চিন্তের সম্প্রহংসনতা (যেই সময়ে চিন্তে দুর্ব্বলপ্রজ্ঞা বশতঃ বা উপশমমুখ অধিগম হেতু নিরাস্বাদ জন্মে, তখন অষ্টবিধ সংবেগ-বস্ত্র (জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও অপায়-দুঃখ, অতীতের আবর্ত জনিত দুঃখ অনাগতের আবর্ত জনিত দুঃখ এবং বর্তমানের আহার অশেষণ জনিত দুঃখ) ও রত্নত্রয়ের গুণাহুস্মরণ দ্বারা সংবেগ ও প্রসন্নতা জন্মান, সময়ে চিন্তের অজ্ঞান-পেক্ষণতা (যেই সময়ে সম্যক প্রতিপত্তি লাভ হেতু চিন্তা অলীন, অমুদ্রত, অনিরাশ্বাদ রূপে আরম্ভণে (আলম্বনে) প্রবর্তিত হয়, তখন নিয়মিত গামী অশ্বের সারথীর জ্ঞায় উপেক্ষা ভাব অবলম্বন করা অর্থাৎ প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসন ব্যাপারে লিপ্ত না হওয়া) অসমাহিত ব্যক্তি পরিবর্জন ও সমাহিত ব্যক্তির সেবন এবং সমাধিসম্বোধ্যজ উৎপাদনের জন্ত সতত চেষ্টাষিত হওয়া। “মহাসতিপট্টান” সূত্রে ধ্যানবিমোক্ষ প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হইয়াছে। এইরূপে সমাধিসম্বোধ্যজ উৎপাদন করিয়া বর্দ্ধিত করিলে অর্হন্ত মার্গ লাভে :ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

**উপেক্ষাসম্বোধ্যজাঙ্গং ভাবেসুসম্ভি—**উপেক্ষা সম্বোধ্যজ পাঁচ প্রকারে উৎপাদন করতঃ বর্দ্ধিত করিবে। পটিসম্মানলক্খণে—লীন ও ঔদ্ধত্য রহিত অধিচিন্ত প্রবর্তিত হইলে প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসনে অব্যাপৃততা (অজ্ঞানপেক্ষনং) অধি উপেক্ষণ ভাব উপেক্ষাসম্বোধ্যজ। ভগবান্ বলিয়াছেন ;—ভিক্ষুগণ ! উপেক্ষা সম্বোধ্যজ স্থানীয় ধর্মসমূহ \* আছে ; তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মনোযোগী হইলে, পুনঃ পুনঃ মনোযোগী হইলে, তাহা সেবন করিলে অহুংপন্ন উপেক্ষাসম্বোধ্যজ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন উপেক্ষাসম্বোধ্যজ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ পাঁচটি কারণ উপেক্ষা-সম্বোধ্যজ উৎপাদনের সহায়তা করে, যথা—সত্ত্ব মধ্যাহুতা, সংস্কার মধ্যাহুতা, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তি-পরিবর্জন, সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি উদাসীন ব্যক্তির সেবন এবং সতত উপেক্ষা সম্বোধ্যজ উৎপাদনের চেষ্টা।

তন্মধ্যে দুই কারণে সত্ত্ব মধ্যাহুতা জন্মে, যথা—“তুমি স্বীয় কর্ম্মাহুযায়ী আসিয়া (জন্মিয়া) স্বীয় কর্ম্মাহুযায়ীই চলিয়া যাইবে, সেও স্বীয় কর্ম্মাহুযায়ী আসিয়াছে, স্বীয় কর্ম্মাহুযায়ী চলিয়া যাইবে, তুমি কাহার প্রতি মমতায়ুক্ত হইতেছ ? এইরূপ (কর্ম্মসূক্ততা) সকলে নিজ কর্ম্মের বিপাকভোগী সত্ত্বা বলিয়া প্রত্যবেক্ষণ এবং পরমার্থতঃ সত্ত্ব নাই, তুমি কাহার প্রতি মমতা পরায়ণ হইতেছ ? এইরূপ নিঃসত্ত্ব প্রত্যবেক্ষণে।

\* উপেক্ষাই উপেক্ষাসম্বোধ্যজ স্থানীয় ধর্ম।

হই কারণে সংস্কার মধ্যস্থতা জন্মে, যথা—এই বস্ত্র ক্রমশঃ বর্ণ-বিকার এবং জীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পাশোষাকারে পড়িয়া থাকিবে, তখন লাঠীর আগায় করিয়া ইহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তাহার আমি প্রকৃত অধিকারী হইতাম, তবে ইহার কখনও এইরূপ অবস্থা ঘটতে দিতাম না, এই রূপে অস্বামীতা প্রত্যবেক্ষণে এবং এই বস্ত্র চিরস্থায়ী নহে, কিছুদিন মাত্র থাকিবে, এইরূপ ( তাবকালিক ) কিছুদিনের জন্ত বলিয়া প্রত্যবেক্ষণে। বস্ত্র যেমন; পাত্রাদি সমস্ত বস্তুর অবস্থাই তদ্রূপ। এইরূপ প্রত্যবেক্ষণে বাহ্যিক কোন জিনিষের প্রতি অত্যাধিক আসক্তি জন্মিতে পারে না, তখন সংস্কার মধ্যস্থতা জন্মে।

সত্ত্ব ও সংস্কার কেলায়ন ( মামক বা মমতাসম্পন্ন ) পুন্দরল পরিবৰ্জনতা—যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্র কন্যাদির ( প্রব্রজিত হইলে স্বীয় অন্তর্বাসীও সহাধ্যায়ী প্রভৃতির ) প্রতি অত্যাধিক মমতা পরায়ণ, স্বহস্তেই তাহাদের যাবতীয় কেশ ছেদনাদি কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, মুহূর্ত্তকাল না দেখিলে “এ কোথায় গেল, সে কোথায় গেল” বলিয়া ভ্রান্ত মূগের গ্রায় এদিক ওদিক অবলোকন করে এবং কেহ কোথায়ও নিতে চাইলে দেয় না, বলে যে, “তোমরা তাহাদিগকে নিয়া হস্তঃ কষ্ট দিবে, আমার সামান্য কাজ পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা কণাই না” ইত্যাদি আপত্তি করিয়া কোথায়ও যাইতে দেয় না তাহাকে সত্ত্ব কেলায়ন ( সত্ত্বের প্রতি মমতাপরায়ণ ) বলা হয়। যে আপন বস্ত্র, লাঠী, পাত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যাধিক হয়, অগ্ৰকে স্পর্শ করিতেও দেয় না, অলক্ষণের জন্ত কেহ যাক্সা করিলে, বলে যে,—“ইহা নষ্ট হইবে বলিয়া আমি নিজে ব্যবহার করি না, তোমাকে আর কি দিব” ? এইরূপ হইলে তাহাকে সংস্কার কেলায়ন বলা হয়। এইরূপে যে উভয়ের প্রতি আসক্ত সেইরূপ ব্যক্তির পরিবৰ্জন ( সংসর্গ ত্যাগ )।

যিনি উক্ত উভয়ের প্রতি উদাসীন তাঁহার সেবন এবং শয়ন, আসন, গমন ও চণ্ডক্রমণে সতত উপেক্ষাসম্বোধ্যজ্ঞ উৎপাদনের চেষ্টা করিলে উপেক্ষাসম্বোধ্যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ও অর্হত্ব মার্গ প্রাপ্তিতেই উপেক্ষা সম্বোধ্যজ্ঞ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শীলবন্তেহি সত্ৰঙ্গচাৰীহি সাধারণ ভোগীতি—শীলবান সত্ৰঙ্গচারিগণের সহিত সাধারণ ভোগী। স্থূল ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণে কোন ভাল খাবারাদি পাইলে তাহাও একা পরিভোগ করেন না, আরও লাভের আশায় গৃহীকেও দেন না, তাহা গ্রহণ সময়েই সাত্ত্বিকের মত মনে করিয়া গ্রহণ করতঃ ঘণ্টা-রবে ভিক্ষুসম্মেলকে একত্রিত করিয়া সমান অংশে পরিভোগ করেন। ধর্ম্মতঃ লব্ধ দ্রব্য সাত্ত্বিক দ্রব্যের মত দেখিয়া থাকেন। এইরূপ হইলে সারগীয় ধর্ম্ম পূরণ করা হয়। দুঃশীলভিক্ষু এই সারগীয় ধর্ম্ম পূরণ করিতে পারে না, যেহেতু স্থূলভিক্ষু তাহার জিনিষ গ্রহণ করেন না। স্থূলভিক্ষুগণ এই ব্রত অখণ্ডভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন।

মাতা, পিতা, আচার্য, উপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করিয়া দান করিলেও সারগীয় ধর্ম্ম পূরণ হইবে না। কেননা তাহাদিগকে দিয়া স্বীয় পোষ্য পালনই করিতেছেন। সারগীয় ধর্ম্ম পোষ্য মুক্তেরই পালনীয়।



আগন্তুক, যাত্ৰিক, নবপ্রব্রজিত, যোগী এবং যোগীর স্ত্রজ্বাকারীকে উদ্দেশ্য করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদিগকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য মহাস্থবির প্রমুখকে যথোচিতভাবে গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। অল্প অল্প দিলেও সারগীয় ধর্ম পূরণ হইবে না। যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে পুনঃ ভিক্ষায় গিয়া যাহা পাইবেন তাহা হইতেও উত্তম জিনিষ মহাস্থবির প্রভৃতিকে দিতে হইবে। তৎপর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বয়ং পরিভোগ করিতে পারেন। দুঃশীলকে না দিলেও ক্ষতি হইবে না। এভাবে ষাটশ বৎসর যাবৎ অখণ্ডরূপে ব্রত পালন করিলে সারগীয় ধর্ম পরিপূর্ণ হয়। যেইদিন ষাটশ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেইদিন যদি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভোজন-শালায় রাখিয়া তিনি স্নান করিতে যান, এদিকে মহাস্থবির সারগীয় ধর্ম পূরণকারীর পাত্র দেখিয়া সমস্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলেন, ব্রত-পূরক আসিয়া যদি শূণ্যপাত্র দেখিয়া দুঃখিত হন, তাহা হইলে, তাঁহার ব্রত ভঙ্গ হইবে। “তীর্থীয় পরিবাসের” ন্যায় একবার ভঙ্গ হইলে পুনঃ ষাটশ বৎসর পূর্ণ করিতে হয়। আর যদি ব্রত-পূরক শূণ্যপাত্র দেখিয়া “অহো, আমার সত্রস্ত্রচারী আমার পাত্রগত খাদ্য নিজের মত মনে করিয়াছেন” বলিয়া আনন্দিত হন, তবে তাঁহার ব্রত পূর্ণ হইবে। সুশিক্ষিত পরিষদে এই সারগীয় ধর্ম পালন সহজসাধ্য, যেহেতু যেই ভিক্ষু অল্প হইতে খাদ্যাদি পান, তিনি সারগীয় ধর্ম পালনকারীর পাত্র হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করেন না। গ্রহণ করিলেও প্রমাণ মত গ্রহণ করেন।

সারগীয় ধর্ম পূরিত ভিক্ষুর ঈর্ষ্যা মাৎসর্য থাকে না। তিনি দেব-মানবের শ্রিয় হন। তাঁহার দানকালীন দানীয় দ্রব্য কখনও নিঃশেষ হইবে না। সমস্ত প্রত্যয় তাঁহার সুলভ হইবে, দ্রব্য বিভাগ স্থানে অগ্র দ্রব্য তাঁহার লাভ হইবে, মহা দুর্ভিক্ষেও দেবগণ তাঁহার পিণ্ড পাতাদি যোগাইবেন।

লঙ্কাদ্বীপে সেনগিরির তিষ্ঠাস্থবির মহাগিরি গ্রাম আশ্রয় করিয়া বাস করিবার সময় একদা পঞ্চাশজন মহাস্থবির নাগদ্বীপে চৈত্য বন্দনার্থ যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভোজন-বেলায় মহাগিরি গ্রামে পৌছিয়া তথায় ভিক্ষায় সংগ্রহার্থ প্রবেশ করেন, কিন্তু কিছুই না পাইয়া রিক্ত পাত্রে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় তিষ্ঠাস্থবির ভিক্ষায় সংগ্রহার্থ গ্রামে যাইতেছিলেন। তিনি মহাস্থবিরগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগ্নে, কিছু পাইয়াছেন ত? তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন;—বন্ধো বিচরণ করিয়াছি। তিষ্ঠাস্থবির “তাঁহারা কিছুই পান নাই বুঝিয়া” বলিলেন; ভগ্নে, যতক্ষণ আমি না ফিরি ততক্ষণ অহুগ্রহ পূর্বক এখানে অপেক্ষা করিবেন। তখন মহাস্থবিরগণ বলিলেন, বন্ধো, আমরা পঞ্চাশ জনে পাত্র ভিক্ষান পরিমাণও পাই নাই, আপনি কি অহুরোধ করিতেছেন? স্থবির বলিলেন, “ভগ্নে, আগন্তুকদের পথ ঘাট ভাল জানা নাই কিনা? আপনারা দয়া করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি,” বলিয়া তিনি গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামে মহোপাসিকা সেইদিন ক্ষীরান্ন পাক করিয়া স্থবিরের আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্থবির গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে, তিনি ক্ষীরান্ন দ্বারা পাত্রপূর্ণ করিয়া দিলেন। স্থবির তাহা

সইয়া মহাস্থবিরগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং “ভস্তু, গ্রহণ করুন” বলিয়া সজ্জস্থবিরকে নিবেদন করিলেন। সজ্জস্থবির “আমরা এতগুলি ভিক্ষু একমুষ্টি অন্নও পাইলাম না, ইনি কিরূপে এত সহসা পাত্র পূর্ণ করিয়া আনিলেন?” ভাবিয়া সন্নীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিস্থস্থবির তাঁহার দৃষ্টিপাতের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন;—ভস্তু, আমি ধর্মতঃই লাভ করিয়াছি, আপনারা নিঃসন্দেহে পরিভোগ করুন। তৎপর সকলকে উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইলেন এবং নিজেও পরিপূর্ণভাবে আহার করিলেন। খাওয়া শেষে মহাস্থবিরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন;—বন্ধো, কখন লোকোত্তর ধর্ম লাভ করিয়াছেন? তদুত্তরে স্থবির বলিলেন;—ভস্তু, আমি লোকোত্তর ধর্ম লাভ করি নাই। বন্ধো, ধ্যানত লাভ করিয়াছেন? ভস্তু, ধ্যান লাভও আমার ঘটে নাই। বন্ধো, ইহাত ঐশীশক্তি (পাটিহারিষং)। ভস্তু, আমি সারণীয় ধর্ম পূর্ণ করিয়াছি। তদবধি শত সহস্র ভিক্ষুকে খাওয়াইলেও আমার পাত্রস্থ দ্রব্য নিঃশেষ হয় না। তচ্ছবণে মহাস্থবিরগণ একযোগে সাধু বাদ দিয়া বলিলেন;—সৎপুরুষ, আপনি অতি উত্তম কাৰ্য্যই করিয়াছেন। ততোধিক সাধু আপনার সত্যবাদিতায়।

এই স্থবির চেতিয় পর্বতে গিরিভণ্ড মহাপূজার সময় দান-স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—এই দানযজ্ঞের মধ্যে বরভাণ্ড (শ্রেষ্ঠ দ্রব্য) কি আছে? অমাত্যেরা বলিলেন দুইখানা মূল্যবান বস্ত্র ভস্তু। তাহা হইলে সেই দুইখানা আমার প্রাপ্য হইবে। তখন অমাত্যেরা রাজাকে বলিলেন “জৈনক যুবক ভিক্ষু এইরূপ বলিতেছেন।” রাজা বলিলেন; যুবকদের ঐরূপ ভাবই হইয়া থাকে। মহামূল্যবান বস্ত্র, মহাস্থবিরদেরই উপযুক্ত; বস্ত্র দুইখানা মহাস্থবিরদিগের মধ্যে কাহাকেও দেওয়া যাউক। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মহাস্থবিরদিগকে দিতে গেলে অল্প বস্ত্র হস্তে উঠে, এই বস্ত্র দুইখানা দানীয় দ্রব্যের নীচে পড়িয়া যায়। মহারাজ বার বার চেষ্টা করিয়াও সেই বস্ত্র দুইখানা মহাস্থবিরগণকে দিতে পারিলেন না। তৎপর স্থবিরের সম্মুখে আসা মাত্রেই সেই বস্ত্র দুইখানা হস্তে উঠিল। মহারাজ তাঁহাকে সেই বস্ত্রদ্বয় দিয়া অমাত্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন তাঁহাকে বসাইয়া অত্যাগ্ৰ ভিক্ষুসম্মকে দান দিয়া বিদায় দিলেন। তৎপর মহারাজা তাঁহাকে প্রণাম করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন; ভস্তু, এই ধর্ম কখন লাভ করিলেন? স্থবির ঘৃণাকরেও অবিদ্যমান বিষয় না বলিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার নিকট লোকোত্তর ধর্ম নাই। ভস্তু, পূর্বেই ত বলিয়াছিলেন “ইহা আপনারই প্রাপ্য।” হাঁ মহারাজ? আমি সারণীয় ধর্ম-পুরুষ। তৎপ্রভাবে দ্রব্য বিভাগ স্থানে বরদ্রব্য আমার প্রাপ্য হইয়া থাকে। তচ্ছবণে রাজা সাধু বাদ দিয়া প্রণাম করতঃ চলিয়া গেলেন।

সারণীয় ধর্ম-পুরুষকে মহাহুভিক্ষের সময়ে দেবগণ পিণ্ডপাতাদি যোগাইয়া থাকেন। অর্থ-কথা পাঠে জানা যায় যে, লঙ্কাদীপে নাগ থেরী নামী জৈনক ভিক্ষুগী ভাতর গ্রামে বাস করিতেন। একদা মহাভয় উৎপন্ন হইলে গ্রামবাসীরা থেরীকে না বলিয়াই পলায়ন করে। প্রত্যুষ-সময়ে থেরী

কাহারও সাড়া শব্দ না শুনিয়া ভিক্ষুগণিকে বলিলেন, তোমরা গ্রামে গিয়া দেখত, গ্রাম কেন নিরব নিস্তব্ধ? ভিক্ষুগণ গ্রামে কেহই নাই দেখিয়া থেরীকে তাহা জানাইলেন। তখন থেরী বলিলেন;—তোমরা চিন্তা করিও না, যথা নিয়মে প্রামাণ্য ধর্ম করিতে থাক।

থেরী ভোজন-বেলায় পাত্র চাঁবর লইয়া একাদশজন ভিক্ষুগীর সহিত গ্রাম-দ্বারস্থ বটবৃক্ষ-মূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃক্ষস্থ দেবতা দ্বাদশজন ভিক্ষুগীকে পিণ্ডপাত দিয়া বলিলেন;—আর্যো! অগ্ন্যত্র যাইবেন না, আপনারা প্রত্যহ এখানে আসিবেন।

থেরীর নাগহুবির নামে এক কনিষ্ঠ সহোদর ভিক্ষু ছিলেন। তিনি ভাবিলেন “এখানে মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে অগ্ন্যত্র গিয়া বাস করিব।” তৎপর তিনি এগারজন ভিক্ষুর সহিত অগ্ন্যত্র যাইতেছিলেন। তখন ভগ্নী থেরীর কথা মনে পড়াতে তাঁহাকে দেখিবার মানসে ভাতর গ্রামে প্রবেশ করেন। হুবিরগণ আসিয়াছেন শুনিয়া থেরী তাঁহাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন;—আর্যগণ, কি হইয়াছে? হুবির সেই বিষয় বলিলে, থেরী তাঁহাদিগকে বলিলেন;—অন্ত এখানকার বিহারে বাস করুন; আগামী কল্য যাইবেন। তখন হুবিরগণ বিহারে আসিলেন।

তৎপর দিন থেরী বৃক্ষমূলে গিয়া দেবতার প্রদত্ত পিণ্ডপাত গ্রহণ করতঃ বিহারে আসিয়া হুবিরকে বলিলেন;—তাত, এই পিণ্ডপাত আপনারা ভোজন করুন। তখন হুবির বলিলেন “ইহা কি উপযুক্ত হইবে? তাত, এই অন্ন ধর্মতঃই লাভ হইয়াছে, নিঃসন্দেহে ভোজন করুন। থেরী তবুও কি ইহা আমাদের উপযুক্ত হইবে? তখন থেরী পাত্র উদ্ধদিকে উৎক্ষেপ করিলেন, পাত্র আকাশেশ্বিত রহিল। তখন হুবির বলিলেন, সপ্ততাল উদ্ধেশ্বিত হইলেও এই পিণ্ডপাত ভিক্ষুগীর হস্তগত, ভয় চিরদিন থাকে না, ভয় উপশম হইলে, আর্থা—বংশীয়েরা আলোচনা করিবেন যে, “পিণ্ডপাতিক ভিক্ষুগীর ভাত খাইয়া জীবিত রহিয়াছেন, তাহা আমার চিন্তে অসহ্য হইবে। “থেরিগণ! আপনারা অগ্রমত্ত হইয়া বাস করুন” বলিয়া অনাহারেই চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

বৃক্ষ-দেবতা চিন্তা করিতেছিলেন, “হুবির যদি ভিক্ষুগীর হস্ত হইতে পিণ্ডপাত লইয়া ভোজন করেন, তবে তিনি দুঃশীল, স্ততরাং তাহাকে ফিরাইব না। ভিক্ষুগীর প্রদত্ত পিণ্ডপাত গ্রহণ না করিলে বুঝিবাযে তিনি অতি বিপুল শীলসম্পন্ন, তাঁহাকে এখানে বাস করাইব।” হুবির না খাইয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া বৃক্ষ-দেবতা হুবিরের শীলগুণে বিমুগ্ধ হইলেন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ করতঃ “ভস্তু পাত্র দিন” বলিয়া হুবিরের হস্ত হইতে পাত্র লইয়া হুবিরগণকে বৃক্ষ-মূলে আনিয়া বসাইলেন। তৎপর দ্বাদশজন\* ভিক্ষুকে ভোজন করাইয়া তথায় থাকিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। বৃক্ষ-দেবতা দ্বাদশ ভিক্ষু এবং ঐ সংখ্যক ভিক্ষুগীকে সাত বৎসর যাবৎ পিণ্ডপাতাদি দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। নাগথেরী ছিলেন সারগীয় ধর্ম-পূরিকা। তন্মত্রে দেবতা তাঁহার পিণ্ডপাতাদি দিয়া সেবা করিয়াছিলেন। এবং তদ্বারা ২৩ জনভিক্ষু ও ভিক্ষুগী সাতবৎসর যাবৎ সুরক্ষিত হইয়া ছিলেন।

**ইতি সীলং**—সীল এই প্রকার। সীলের অর্থ সীলন বা সমাধান। সূক্ষ্মতর দ্বারা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কৰ্মের সূক্ষ্মত্ব। অথবা সীল অর্থ উপধারক অর্থাৎ কুশল ধর্ম সমূহের প্রতিষ্ঠা বা আধার। সীলে স্থিত হইলেই যাবতীয় কুশল প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী যেমন সমস্ত বস্তুর আশ্রয়, সীল ও তদ্রূপ যাবতীয় কুশলের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সীল প্রতিপালন দ্বারা কায় বিশুদ্ধ করতঃ সমাধি করিলে যোগীর মহাকল মহানিশংস লাভ হইয়া থাকে। দুঃসীলের সম্যকসমাধি লাভ ঘটেই না। সীল সাধারণতঃ দুই প্রকারে বুঝিয়া নিতে হইবে। “কিং সীলং” ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—প্রাণী-হত্যা, অদত্তাদান, ব্যভিচার, অনৃতবাদ, পিশুনবাদ, পরুষবাদ, সম্প্রলাপাদি ত্যাগোৎসাহীর যে চেতনা তাহাই সীল। পুনঃ বলা হইয়াছে—যে চৈতন্য দ্বারা অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যা দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া বিগতাভিধ্যা, অব্যাপাদ, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া বিহার করা হইয়া থাকে সেই চৈতন্যই সীল। অতএব সীল বলিতে “পানাতিপাতা বেরমণী” প্রভৃতি কতগুলি পদসম্বন্ধিত বাক্যকে মাত্র বুঝায় না। তদ্ভাবোভাবিত হইবার যে চেতনা বা তদ্ভাবোভাবিত হইয়া বিহরণের যে চৈতন্য উহাই সীল। পানাতিপাতা বেরমণী প্রভৃতি এইগুলি নীতি বাক্য মাত্র।

এই সীল আবার চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে :—ভগবান্ যাহা করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন তাহা চারিভাগে। ঐ চারিভাগে যে চেতনা ও চৈতন্য উহা চারিভাগে সীল। আর যাহা অকর্তব্য বলিয়া বারণ করিয়াছেন তাহা চারিভাগে। এতদ্বিধে যে চেতনা ও চৈতন্য তাহা চারিভাগে সীল। কর্তব্যে বিচরণকারীকে জ্ঞান করে এইজন্ত চারিভাগে ও অকর্তব্যে বারিতকে জ্ঞান করে এইজন্ত চারিভাগে বলা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে প্রাতিমোক্ষ x সংবরসীল, ইন্দ্রিয়-সংবরসীল, আজীবপারিশুদ্ধি সীল এবং প্রত্যয়সম্বন্ধিত সীল ভেদে মার্গের সম্ভারভূত লৌকিক পারিশুদ্ধি সীলকেই সীল বলা হইয়াছে।

**প্রাতিমোক্ষ-সংবর সীল**—এই শাসনস্থ আর্ধ্য-শ্রাবক [ ভিক্ষু ] কর্তৃক প্রাতিমোক্ষে উক্তশিক্ষাপদ সমূহ দ্বারা সংবৃত হইয়া বিহার, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পালন, কায়িক ও বাচনিক সর্বপ্রকার দুঃসীলতা ও দুঃসীলবিকা পরিবর্জন রূপ আচার এবং বেস্তা গোচর, যুবতীকুমারী গোচরাদি অগোচর সমূহ পরিবর্জন রূপ গোচর সম্পন্ন বিহার, অণুমাত্র পাপে ও ভয়দর্শী, শিক্ষাপদ সমূহে যাহা শিক্ষা করিতে হইবে তাহা স্তম্ভরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষা প্রাতিমোক্ষ-সংবর সীল।

**ইন্দ্রিয়-সংবর সীল**—প্রাতিমোক্ষ-সংবরস্থিত ভিক্ষুর ষড় ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতা। চক্ষু বিজ্ঞানে স্ত্রী পুরুষাদি রূপে কলুষ উৎপত্তিজনক শুভ নিমিত্ত ও তাহাদের হস্ত পদাদির শোভা, হাস্ত, আলাপ, অবলোকন, বিলোকন প্রভৃতি অসুব্যঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া “যং তথ ভূতং” কেশ লোমাদি অশুভ বশে দর্শন। চক্ষু ইন্দ্রিয়ে অসংযত ব্যবহারে লোভ বা আসক্তি, দৌর্দমন্য

x প্রাতিমোক্ষ—যে তাহা পালন করে তাহাকে জগদাদি দ্বংস হইতে মোচন করে বলিয়া সীল সমূহের নাম প্রাতিমোক্ষ।

এবং অকুশল ধর্মসমূহ অকুসরণ করিতে পারে মনে করিয়া তাহাতে সংযম প্রাপ্তি। তথা শ্রোত্র-বিজ্ঞানে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, জিহ্বা-বিজ্ঞানে, কায়-বিজ্ঞানে, মনো-বিজ্ঞানে সংবর প্রাপ্তি ইন্দ্রিয়-সংবর শীল।

**আজীব পারিশুদ্ধি শীল**—আজীব-হেতু, আজীব-কারণে প্রজ্ঞাপ্ত বহুবিধ শিক্ষা-পদ\* অতিক্রমের জন্ত কুহনা, লপনা, নৈমিত্তিকতা+, নিম্পীড়নতা+, লাভ দ্বারা লাভ অন্বেষণতা+, এবং গণনা, শাস্তি, স্বত্বায়ন ও চিকিৎসা প্রভৃতি ব্রহ্মজাল সূত্রে উক্ত আর্ধ্য-শ্রাবকের অকরণীয় ব্যবসা দ্বারা মিথ্যা উপায়ে জীবিকা নির্বাহ না করিয়া ধর্মতঃ জীবন যাত্রা নির্বাহ করা।

**চতুপ্রত্যয় সন্নিশ্চিত শীল** (পচষ সন্নিসৃত শীল\*)—এই শাসনস্থ আর্ধ্য-শ্রাবক (ভিক্ষু শ্রামণের) অন্তর্ভাস ও বহির্ভাসাদি পরিধান সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, শীত ও উষ্ণ নিবারণার্থ ও ডাঁশ, মশা, বায়ু, আতাপ, সরীসৃপ, বৃশ্চিকাদির সংস্পর্শ (আক্রমণ) নিবারণ কল্পে বিশেষতঃ লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনার্থ আমি চীবর [বস্ত্র] পরিধান করিতেছি, পঞ্চ কামগুণ উৎপাদন জন্ত নহে।

পিণ্ডপাত [আহার] পরিভোগ সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, আমি যে আহার করিতেছি—ইহা ক্রিয়া করণের জন্ত, শক্তি প্রদর্শনের জন্ত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মণ্ডনের এবং সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের জন্ত নহে। এই চাতুর্মহাভৌতিক শরীরের স্থিতির জন্ত, জীবন যাপনের জন্ত, ক্ষুধা নিবারণ জন্ত ও ব্রহ্মচর্যের অমুগ্রহার্য এবং পুরাতন ক্ষুধা-বেদনা বিনাশার্থ ইহা এই পিণ্ডপাত আহার করিতেছি। ইহার দ্বারা নূতন বেদনা [অতিরিক্ত ভোজন জনিত রোগ] উৎপাদন করিব না। ইহার দ্বারা জীবন যাত্রা ও নির্বাহ হইবে (গমন, দাঁড়ান, শয়ন, উপবেশনের অন্তরায় হইবে না) অনবজ্ঞ (নির্দোষ) স্তম্ভ বিহারও হইবে+।

শয্যা এবং আসন গ্রহণ সময়ে জ্ঞানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, কেবল শীত ও উষ্ণ নিবারণ কল্পে, ডাঁশ, মশা, বায়ু, আতাপ, সরীসৃপ বৃশ্চিকাদির সংস্পর্শ নিবারণার্থে, ঋতু জনিত কষ্ট

\* বহুবিধ শিক্ষাপদ, যথা—১। পাপেচ্ছার বশবস্তী হইয়া অর্থাৎ লাভ সংকারাদি লাভের আশায় লৌকিক লোকান্তর ধ্যান, মার্গ, ফল, নিব্বান, স্বর্গ, বলাদি নিজে লাভ না করিয়াও তাহা লাভ করিয়াছে বলিয়া কায়, বাক্য দ্বারা লোকের নিকট মিথ্যা প্রকাশ করিলে ভিক্ষুর পারাজিকা হয়। ২। লাভ সংকারের জন্ত স্ত্রী পুরুষের মিলিত হইবার সংবাদ বহন করিলে বা বিবাহের ঘটকের কার্য করিলে ভিক্ষুর সজ্জাদিশেষ হয়। ৩। লাভ সংকার লাভের আশায় “যিনি তোমাদের বিহারে বাস করেন তিনি অর্হৎ” এইরূপ কাহাকেও বলিলে, তিনি যদি বুঝেন তবে কথকের “খুল্লচয়াপত্তি” হয়। ৪। স্তম্ভাবস্থায় স্বয়ং যাজ্ঞা করিয়া উত্তম আহার ভোজন করিলে ভিক্ষুর “পচিভিন্নাপত্তি” হয়। ৫। স্তম্ভাবস্থায় ভিক্ষুগণের নিকট হইতে যাজ্ঞা করিয়া উত্তম আহার পরিগ্রহণ করিলে ভিক্ষুর “পটিদেশণীয়াপত্তি” হয়। ৬। স্তম্ভাবস্থায় সূপ (দাল ব্যঞ্জন) বা ভাত স্বয়ং যাজ্ঞা করিয়া খাইলে ভিক্ষুর “দুহকটাপত্তি” হয়।

+ এই সমুদয়ের বিতৃত্যর্থ বিতৃদ্ধি মার্গে আজীব পারিশুদ্ধি শীল বর্ণনায় দর্শন করুন।

± এই চারি বিষয় কাম স্থানমুরক্তি পরিবর্তনের জন্তই কথিত হইয়াছে।

+ এই বিষয় সমূহে আত্মকান্তি যোগ পরিত্যাগের হেতু উক্ত হইয়াছে।

+ ইহাতে মধ্যম প্রতি পদার অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনোদন জন্ত এবং কর্মস্থানের বিবেকের বা একাগ্রতা সাধন জন্তই আমি শয্যা ও আসন পরিভোগ করিতেছি, শুধু আসন বা নিদ্রাভিত্ত হইয়া বৃথা সময় ক্ষেপন জন্ত নহে।

গিলান-প্রত্যয় ( রোগোপশমের ভৈষজ্য সম্ভার ) ব্যবহার সময়ে জানতঃ প্রত্যবেক্ষণ করে যে, কেবল মাত্র উৎপন্ন রোগজনিত বেদনার উপশমের জন্ত এবং অব্যাপন্ন পরমতা লাভের জন্তই আমি এই রোগোপশমের ভৈষজ্য সম্ভার সেবন করিতেছি, অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

**ইতি সমাধি**—সমাধি এই প্রকার, এই পরিমাণ। সমাধি কি? কোন অর্থে সমাধি? তাহার লক্ষণ, রস, প্রতাপস্থান, পদস্থান কি? সমাধি কত প্রকার? তাহার সংক্লেপ ও বিশুদ্ধি কি? কি প্রকারে ভাবনা করা উচিত? সমাধি ভাবনায় ফল কি? ইত্যাদি বিষয়-গুলি যথাযথ রূপে জানা দরকার। পাঠকগণ বিশুদ্ধি মার্গ নামক গ্রন্থের সমাধি নির্দেশ হইতে জানিতে পারিবেন। এস্থলে সমাধি অর্থে মার্গ ফলের সম্ভার ভূত চিন্তের একাগ্রতা। সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্মান্ত, সমাগাজীব, সম্যকব্যায়াম ও সম্যকশ্রুতি এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিন্তের একাগ্রতা। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যান ভেদে তাহা চতুর্বিধ। ( সম্যক সমাধি বর্ণনা দ্রষ্টব্য )

**ইতি পঞ্জা**—পঞ্জা এই প্রকার ও এই পরিমাণ। পঞ্জা বহুবিধ। এস্থলে মাত্র কুশল চিত্ত সম্প্রযুক্ত বিদর্শন জ্ঞানই পঞ্জা নামে উক্ত হইয়াছে। সংজ্ঞান সংজ্ঞা, বিজ্ঞান বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান প্রজ্ঞা। সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান হইতে প্রকৃষ্টরূপে জানে এইজন্ত উহার নাম পঞ্জা। সংজ্ঞা, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা এই পদগুলির মূল জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা। উপসর্গ যোগে তাহাদের অর্থাবগতির বৈশিষ্ট্য ঘটিয়াছে।

একটি চক্ষু বেদয়িত বিষয়ের ব্রহ্ম দীর্ঘাদি আকার বশে, লাল, নীল পীতাদি বর্ণ বশে নামকরণ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা সংজ্ঞা। বিজ্ঞান উহাও জানে, ততোধিক অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মবশে বিষয়টির লক্ষণত্রয় ও জানে, কিন্তু উপরিমার্গ-জ্ঞান লাভ করাইতে পারে না। প্রজ্ঞা বিষয়টির অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা লক্ষণ যেমন জানে উহাকে বাড়াইয়া মার্গজ্ঞান প্রদানেও সমর্থ। উপমা দিতে হইলে প্রজ্ঞাকে ঠিক জহরী বলিয়াই বলিতে হয়। এক খণ্ড মণিতে শিশু ও গ্রাম্য যুবকের জ্ঞান যেমন অপরিপূর্ণ, এক হইতে অপরের জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও উহাদের কাহারও জ্ঞান মণি বিষয়ে পূর্ণ নহে। কিন্তু জহরীর জ্ঞান মণি বিষয়ে সর্বতোপূর্ণ। সে জানে ইহা কোন কোন ধাতু হইতে সমুদ্ভূত, কোথায় ইহার জন্ম, মূল্য কি, কতদিন পূর্বে হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছে, এইরূপে সবই জানে! বিবিধাকারে সংস্কার বা যাবতীয় বস্তুর দর্শন বা বিচার করা অর্থে বিদর্শন। বিদর্শন জ্ঞান যত প্রকার প্রজ্ঞাও তত প্রকার। বিদর্শন জ্ঞানই পঞ্জা। ইহা দশ প্রকার, যথা—সংমর্শন-জ্ঞান, উদয়-বায়-জ্ঞান, ভঙ্গ-জ্ঞান, ভয়-জ্ঞান, আদীনব-জ্ঞান, নির্বেদ-জ্ঞান, মুমুক্ষা-জ্ঞান, প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান, সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান, অহলোম-

১। **সংমর্শন-জ্ঞান**—সংস্কার মাত্রেই বা ধ্যেয়বস্ত্র মাত্রেই অনিত্য, দুঃখ, অনাস্ব এই ত্রিলক্ষণ যুক্ত। এই লক্ষণত্রয় জ্ঞানতঃ গ্রহণপূর্বক পুনঃ পুনঃ দর্শন বা বিচার করিলে তাহা হইতে যোগীর যে প্রথম জ্ঞান জন্মে তাহাই সংমর্শন-জ্ঞান।

২। **উদয়-ব্যয়-জ্ঞান**—সংমর্শন জ্ঞানের পরিণতিতে সংস্কার জাতীয় সর্বধর্মই উৎপত্তি ও বিনাশশীল বলিয়া বিচার বা দর্শন উদয়-ব্যয়-জ্ঞান।

৩। **ভঙ্গ-জ্ঞান**—উদয়-ব্যয়-জ্ঞানের পরিণতিতে যে সংস্কার জাতীয় সর্বধর্মেরই বিনাশ নিশ্চয় এইরূপ দর্শন বা বিচার ভঙ্গ জ্ঞান।

৪। **ভয়-জ্ঞান**—ভঙ্গ-জ্ঞানের ফলে ভয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিদর্শন ভাবনাকারী যোগী ভঙ্গ-জ্ঞানের সাহায্যে কাম, রূপ ও অরূপ এই ত্রিলোকের ক্ষণ ভঙ্গুরতা উপলব্ধি করিয়া ত্রিভবকে ভীতির চক্ষে দেখেন। ত্রিলোকের কোথাও স্থিতি বা নিরাপদ দেখিতে পান না।

৫। **আদীনব-জ্ঞান**—ভয়-জ্ঞানে সংস্কার জাতীয় সর্বধর্মের অনিত্য, দুঃখ ও অনাস্ববশে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিবার ফলে আদীনব-জ্ঞান জন্মে। ইহার ফলে যোগী দেখিতে পান যে, সংস্কার জাতীয় সর্বধর্ম দোষ বা উপদ্রবপূর্ণ।

৬। **নির্বেদ-জ্ঞান**—আদীনব-জ্ঞানের পরিণতিতে নির্বেদ-জ্ঞান জন্মে। ইহার দ্বারা যোগীর মনে তীব্র উদাসীনতার সঞ্চার হয়। ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও তাঁহার চিন্তা রমিত হয় না।

৭। **মুমুক্ষা-জ্ঞান**—নির্বেদ-জ্ঞানের পরিণতিতে মুমুক্ষা- ( মুক্তি কাম্যতা ) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যোগীর চিন্তা ভয়সঙ্কুল ও বিপজ্জনক ত্রিভব হইতে মুক্ত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

৮। **প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান**—মুমুক্ষা-জ্ঞানের পরিণতিতে প্রতিসংখ্যা-জ্ঞান ( মুক্তির কৌশল-জ্ঞান ) উৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা যোগী মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেন।

৯। **সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান**—প্রতিসংখ্যা-জ্ঞানের পরিণতিতে সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন যোগী সংস্কার নামীয় সর্বধর্মের, সমস্ত ত্রিলোকের প্রতি নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্ত হন।

১০। **অমূলোম-জ্ঞান**—সংস্কারোপেক্ষা-জ্ঞানের পরিণতিতে অমূলোম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান উদয়-ব্যয়-জ্ঞান হইতে ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত আট প্রকার জ্ঞানের অমূলক; এমন কি তদুর্দ্ধ সপ্তত্রিংশ বোধি পক্ষীয় ধর্ম আয়ত্ত করিবার অমূলক। এই জ্ঞান লৌকিক বিদর্শন-জ্ঞানের চরম অবস্থা এই জ্ঞানের উদয়ে যোগী লোকোত্তর শ্রোতাপত্তি মার্গ-জ্ঞানের সমীপে উপস্থিত হন।

•

পূর্বোক্ত দশবিধ লৌকিক বিদর্শন-জ্ঞান যেন স্তরে স্তরে সোপানে আরোহণ করিবার ভাবে সজ্জিত এবং এই সোপানের সর্বোচ্চ স্তরের পরেই লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞান স্তর আরম্ভ। লোকোত্তর মার্গ-জ্ঞানের আটটি শ্রেণী, যথা—শ্রোতাপত্তি-মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, সঙ্কদাগামী-মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, অনাগামী মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান, অর্হন্ত মার্গ-জ্ঞান ও ফল-জ্ঞান। লোকোত্তর এই জ্ঞান-মার্গ

নির্ব্বানের অবস্থা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নির্ব্বানই ইহার শেষ গন্তব্য স্থান। এই মার্গের চরম সীমায় উপনীত হইলে জীবের জন্ম-মৃত্যুর শেষ কারণ সমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়। যেখানে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়-সংযোগ, প্রিয়-বিয়োগ, ইচ্ছিত-অপ্রাপ্তি ও অনিচ্ছিত-প্রাপ্তি জনিত কোন দুঃখই নাই, যেখানে আছে কেবল চির শান্তি, চির সুখ, সেই পরিনির্ব্বান লাভ হয়! তদ্ব্যতীত সূত্রে উক্ত হইয়াছে, “সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি।”

**শীলপরিভাবিতো সমাধি মহাপ্ফলো হোতি মহানিসংসো**—যেই লোকোত্তর কুশলের পদস্থান ভূত চতুর্পারিভুজি শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মার্গসমাধি ও ফলসমাধি উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গসমাধি শীল সম্ভাবিত ( শীল দ্বারা পরিভাবিত, পরিবর্দ্ধিত ) হইলেই আশ্রয় ফলে মহাফল, সংসার দুঃখ উপশমে মহানিশংসজ্ঞক হয় এবং ফল সমাধিও সর্ব্বপ্রকারে শীল দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে প্রতিপ্রশ্রদ্ধি ত্যাগে মহাফল ও নিবৃত্তি স্বেচ্ছাপত্তিতে মহা-নিশংসজ্ঞক হয়।

**সমাধিপরিভাবিতা পঞ্ণো মহাপ্ফল। হোতি মহানিসংসা**—যেই লোকোত্তর কুশলের পদস্থানভূত পাদক ধ্যান সমাধি এবং উত্থানগামী সমাধিতে থাকিয়া মার্গপ্রজ্ঞা ও ফলপ্রজ্ঞা উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গ-ফল-প্রজ্ঞা পূর্ব্বোক্ত সমাধি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলেই বোধাঙ্গ, মার্গাঙ্গ, ধ্যানাঙ্গ প্রভেদ হেতুতে মহাফল এবং সর্ব্ব দাক্ষিণ্যে ব্যক্তি বিভাগ হেতুতে মহানিশংস ( সফল ) দায়ক হয়।

**পঞ্ণোপরিভাবিতং চিত্তং সম্মদেব আসবেহি বিমুচ্চতি**—যেই বিদর্শন প্রজ্ঞায় বা সমাধি বিদর্শন প্রজ্ঞায় থাকিয়া ( স্থিত হইয়া ) মার্গচিত্ত ও ফলচিত্ত উৎপাদন করিতে হয়, সেই মার্গ-ফল-চিত্ত প্রজ্ঞা দ্বারা বর্দ্ধিত হইলে আশ্রব সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। **আশ্রব চারি প্রকার**—কামাশ্রব, ভবাশ্রব, দৃষ্টাশ্রব ও অবিজ্ঞাশ্রব। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়, মনাদি হইতে ব্রণের পৃষ্ণ ধারা শ্রবণের ত্রায় বিষয়ে ক্লেণ-ধারা শ্রাবিত হয় বলিয়া উহাকে আশ্রব বলে। ধর্ম্মতঃ গোত্রভূ এবং অবকাশবশে ভবাগ্র পর্য্যন্ত শ্রাবিত বা প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়াও আশ্রব বলা হয়। অবিজ্ঞাদির পূর্ব্বকোটি অজ্ঞাত বলিয়া চির বাসিতার্থে চির পরিবাসিত মদিরাদি আশ্রবের মত বলিয়াও আশ্রব বলা যাইতে পারে। কামরাগ কামাশ্রব, রূপারূপ ভবাদিতে ছন্দরাগ ভবাশ্রব, দ্বাষষ্টিবিধা মিথ্যা দৃষ্টি দৃষ্টাশ্রব, দুঃখাদি চতুর্সত্যে, পূর্ব্বাস্তে, অপরাস্তে, পূর্ব্বাপরাস্তে, ও প্রতীত্য-সমুৎপাদ এই অষ্টস্থানে যে অজ্ঞানতা তাহা অবিজ্ঞাশ্রব।

**সম্মুলহো কালং করোতি**—দুঃশীল শীলভঙ্গকারী মরণ শয্যায় শায়িত হইলে দুঃশীলতার দ্বারা কৃত কর্ম্ম সকল মনে উদিত হয় এবং যাহাদের সাহায্যে ও যেই সমুদয় উপকরণ দ্বারা সেই অকুশল কর্ম্মসমূহ কৃত হইয়াছিল, সেই কর্ম্ম নিমিত্তগুলি ও চক্ষু আদি ষড়্ ইন্দ্রিয়ে অল্পভূত হয়। তখন সেই কর্ম্মের দ্বারা যেখানে উৎপন্ন হইবে, সেইখানে উপলভ্য ও উপভোগ্য গতিনিমিত্ত চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ে অল্পভূত হইতে থাকে। স্তবরাং সে চক্ষু উন্নীলন করিলে স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা স্বসম্পত্তি সমূহ দেখে, চক্ষু মুদিত করিলে চতুর্দিক্ অপায় ( গতি নিমিত্ত ) দেখিতে থাকে।



শত শত শক্তিশেল মাধায় পতিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। তখন সে কাদিতে কাদিতে বিমর্ষ মনে ইহলোক ত্যাগ করে, বা সেই দুঃখ অসহ্য বোধে মুচ্ছিত হইয়াই দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

**অসম্মূলহো কালং কল্পোতি**—স্থূল ব্যক্তি মরণ শয্যায় শায়িত হইলে, স্থূলতার দ্বারা কৃতকর্ম সকল মনে উদিত হয় এবং ষাঁহাদের সাহায্যে ও যেই সমুদয় ফল বাস্তি প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা সেই কুশল কর্ম সকল কৃত হইয়াছিল সেই কর্ম নিমিত্ত চক্ষু আদি বড় ইঞ্জিয়ে অল্পভূত হয়, তখন সেই কুশল কর্ম প্রভাবে যেখানে উৎপন্ন হইবে তথায় উপলভ্য ও উপভোগ্য গতি নিমিত্ত দেখিতে থাকে। স্তুরাং তিনি চক্ষু উন্মূলন করিয়া পার্থিব স্বসম্পত্তি দেখিলে ও চক্ষু নিম্নীলন করিলে দেব অশ্বরাদি দিব্যবিমান, কল্পতরু প্রভৃতি স্তুগতি নিমিত্ত দেখিয়া পুলোকিত হয়। তিনি তখন সহাস্যবদনে, প্রফুল্লহৃদয়ে, সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করেন। গৃহীগণের পক্ষে পঞ্চশীল নিত্য পালনীয়। উপোসথ দিবসে অষ্টশীল এবং সাধাপক্ষে দশশীল পালন করা উচিত। ষাঁহারা উক্ত শীল পালন করেন তাঁহারা শীলবান বা স্থূলীল। ষাঁহারা পালন করে না তাহারা দুঃশীল। এই সূত্র ভগবান্ পাটলী গ্রামের উপাসকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেও গৃহী প্রব্রজিত সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

**পঞ্চশীল**, যথা—প্রাণাতিপাতবিরতি, অদত্তাদানবিরতি, ব্যভিচারবিরতি, মিথ্যা, পিণ্ডন, পরুষ, সম্প্রলাপ এই চতুর্বিধ মিথ্যালাপবিরতি, সুরাঠৈমরেষ্য মাদকদ্রব্য সেবন রূপ প্রমাদ কারণ-বিরতি। **অষ্টশীল বা উপোসথশীল**, যথা—প্রাণাতিপাতবিরতি অদত্তাদানবিরতি, অত্রন্ধ-চর্ধ্য-বিরতি, মিথ্যা, পিণ্ডন, পরুষ, সম্প্রলাপ এই চতুর্বিধ মিথ্যালাপবিরতি, সুরাঠৈমরেষ্য মাদক দ্রব্য সেবনরূপ প্রমাদ-কারণবিরতি। বিকালভোজনবিরতি, নৃত্য-গীত, বাগ্ প্রমত্তচিত্তে দর্শন, মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূষণ-কারণ হইতে বিরতি, উচ্চাসন মহাসনে শয়ন হইতে বিরতি। **দশশীল** যথা—প্রাণাতিপাতবিরতি, অদত্তাদানবিরতি, অত্রন্ধচর্ধ্যবিরতি, মিথ্যা, পিণ্ডন, পরুষ, সম্প্রলাপ এই চতুর্বিধ মিথ্যালাপবিরতি, সুরাঠৈমরেষ্য মাদকদ্রব্য সেবনরূপ প্রমাদ-কারণবিরতি, বিকালভোজনবিরতি, নৃত্য-গীত, বাগ্ প্রমত্তচিত্তে দর্শন বিরতি, মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ কারণ হইতে বিরতি, উচ্চাসন মহাসনে শয়ন হইতে বিরতি, সোনা, রূপ। অর্থাৎ যেই দেশে যেই প্রকারের টাকা, পয়সা, নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে তাহা প্রতিগ্রহণবিরতি। এই শীল প্রতি পালনেরও ভঙ্গ করার ফল সূত্রে ২৮ ও ২৯ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

চুতিম ভাণবাং ( দ্বিতীয় অধ্যায় )

**দুঃখস্ অরিষ সচ্চস্**—দুঃখ আর্ধ্য সত্যের। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভ জনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চোপাদানস্কন্ধই দুঃখ, ইহাকে বলে দুঃখ আর্ধ্য-সত্য। ইহা বুদ্ধাদি আর্ধ্যগণের সত্য। ইহাকে অসত্য বলিবার যো নাই। **অনল্পবোধো**—সম্যাকরূপে না বুঝায়। **অপ্লতিবেধো**—স্রোতাপত্তি আদি মার্গজ্ঞানে প্রতিবেধ না করায়। **সঙ্ক্যাবিতং**—ভব হইতে ভবান্তরে সঙ্ক্যাবন

করিয়াছি। সংসন্নিভং—ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভবনেতি সমুহতা—ভব হইতে ভবান্তরে নয়ন সমর্থ তৃষ্ণারচ্ছ স্রষ্ট হত হইয়াছে। দুঃখসমুদয়স্ অরিষ সচ্চস্—দুঃখ সমুদয় আৰ্য্য-সত্যের। যথা—এই যে পুনরুৎপাদনশীল, নন্দিরাগ সংযুক্ত, তত্র তত্রাভিনন্দিনী তৃষ্ণা, কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ( শাস্ত-দৃষ্টি ) বিভবতৃষ্ণা ( উচ্ছেদ-দৃষ্টি ) ভেদে তৃষ্ণাত্ময় দুঃখ-সমুদয় আৰ্য্য-সত্য। সেই দুঃখ-সমুদয় আৰ্য্য-সত্যের।

দুঃখনিরোধস্ অরিষ সচ্চস্—দুঃখ নিরোধ আৰ্য্য সত্যের। যথা—বাহা সেই তৃষ্ণার অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি, অনালয়। ইহাকে বলে দুঃখ নিরোধ আৰ্য্য-সত্য। সেই দুঃখ নিরোধ আৰ্য্য সত্যের।

দুঃখনিরোধগামিনিষা পটিপদাষ অরিষ সচ্চস্—দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা আৰ্য্য-সত্যের। যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কৰ্ম্মাঙ্ক, সম্যগাজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি এই আৰ্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদা ( দুঃখ নিরোধের উপায় ) আৰ্য্য-সত্য। সেই দুঃখ নিরোধ উপায় আৰ্য্য-সত্যের।

ওরন্তাগিষানং—“হেঁঠাভাগিষানং, কামভবেষেব পটিসঙ্গি গাহাপকানংতি অথো”। ওরঃ বলে কাম ধাতুকে। কামলোকে জন্মগ্রহণ করায় বলিয়া বা নিম্নস্থ তিন মার্গ দ্বারা তাজ্য বলিয়া “ওরঃ ভাগিষানি”। কামরাগ ও ব্যাপাদ সংযোজন ( বন্ধন ) সমাপত্তি বা মার্গ দ্বারা ত্যাগ + না হইলে রূপ ও অরূপ লোকে উৎপন্ন হইতে পারে না।। সংকায়দৃষ্টি ( অহংজ্ঞান ) : বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ সংযোজন তথায় উৎপন্ন সবকেও কামলোক : প্রাপ্ত করায়। এইহেতু সেই পাঁচটা সংযোজন ওরন্তাগিয়।

সংযোজন (বন্ধন) দশবিধ, যথা—চক্ষে মনোহর রূপ দেখিয়া কামান্বাদ বশে গ্রহণ করিলে বা অভিনন্দিত হইলে কামরাগ সংযোজন, কুৎসিত রূপ দেখিয়া রাগ করিলে প্রতিঘ সংযোজন, আমি ভিন্ন ইহা আর কেহ পরিভোগ করিতে সক্ষম নহে এই ভাব উদয় হইলে মান সংযোজন, এই রূপ নিত্য, ধ্রুব, শাস্ত বলিয়া মনে করিলে দৃষ্টি সংযোজন, এইরূপই কি সত্ত্ব, নাকি সত্ত্বেরই রূপ ইত্যাদি রূপে সন্দেহাশ্রিত হইলে বিচিকিৎসা সংযোজন, সম্পত্তিভাবে এই মনোহর রূপ স্ফলভ মনে করিয়া ভব কামনা করিলে ভবরাগ সংযোজন। ভবিষ্যতে এই প্রকার শীল এই প্রকার ব্রত পালন করিয়া ইহা লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া শীলব্রত গ্রহণ করিলে শীলব্রত-পরামর্শ সংযোজন, এই মনোহর রূপ আর কেহ লাভ না করুক বলিয়া ঈর্ষ্যা করিলে ঈর্ষ্যা ( ইস্সা ) সংযোজন, স্বীয় লব্ধ বিষয় পরের সাধারণ ভাব সঙ্ক করিতে না পারিলে ( কার্পণ্যতা জন্মিলে ) মাৎসর্য্য ( মচ্ছরিষ্যং ) সংযোজন এবং অজ্ঞানতা হেতু অবিজ্ঞা ( অবিজ্ঞা ) সংযোজন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্রোতাপত্তিমার্গ জ্ঞানোদয়ে—দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত-পরামর্শ, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য এই পঞ্চবিধ সংযোজন ত্যাগ হয়, আর উৎপন্ন হইতে পারে না। কামরাগ ও প্রতিঘ এই দুই সংযোজনের মহৎ অংশ সন্ধদাগামী মার্গ-জ্ঞানোদয়ে বিদূরিত হয়; অনাগামী মার্গ-জ্ঞানোদয়ে সেই দুইটা সংযোজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হয়, পরেও আর উৎপন্ন হইতে পারে না। মান,

ভবরাগ ও অবিজ্ঞ। এই সংযোজনত্রয় অর্হত্ত্ব মার্গ-জ্ঞানোদয়ে ত্যাগ হয়, ভবিষ্যতেও আর উৎপন্ন হয় না। ( সংযোজন ত্যাগের উপায় মজ্জিম পন্থাসের মহামালুঙ্ক্য সূত্র দেখুন )

**অনাবত্তিধম্মা**—প্রতিসন্ধিবশে অনাগমনশীল (স্বভাব)। **রাগদোস মহানং তত্ত্বতা** রাগ-দ্বেষ-মোহ-তত্ত্বতা। দ্বিবিধতত্ত্বতা, যথা—কদাচিৎ উৎপন্ন এবং অতীত ভাবে উৎপন্ন। সন্ধদাগামী ব্যক্তির রাগ, দ্বেষ, মোহ সাধারণ ব্যক্তির ত্রায় সর্বদা উৎপন্ন হয় না, কখন কখন উৎপন্ন হইলেও তীব্রভাবে উৎপন্ন হয় না। **ইমং লোকং**—এই কামাবচর লোকে। এই উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে :—কেহ মনুষ্যালোকে সন্ধদাগামী ফল প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি না ঘটিলেও পুনঃ মনুষ্যালোকে উৎপন্ন হইয়া তিনি নিশ্চয় অর্হত্ত্ব ফল লাভ করিবেন। আর যদি কেহ দেবলোকে সন্ধদাগামী ফল লাভ করিয়া থাকেন, তবে মনুষ্যালোকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি না ঘটিলেও পুনঃ দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া তিনি অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হইবেন।

**অবিনিপাত ধম্মো**—চতুর্বিধ অপায়ে (নিরয়, পণ্ড্যোনি, প্রেত ও অসুরকায়) অবিনিপাত স্বভাব অর্থাৎ অপতনশীল। স্রোতাপন্ন ( নিব্বানগামী স্রোতরূপ আর্ধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রথম পতিত ব্যক্তি ) নিরয়, পণ্ড, প্রেত ও অসুর যোনিতে উৎপন্ন হইবেন না। **নিষত্তো**—ধর্ম নিয়মে নিয়ত। **সম্বোধি পরায়নো**-মার্গত্রয়রূপ সম্বোধি লাভ অবশ্যজ্ঞাবী। স্রোতাপন্ন তিনভাগে বিভক্ত, যথা—**একবীজি স্রোতাপন্ন** ( যাহারা একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করতঃ পরিনির্বাণিত হন)। **কুলংকুল স্রোতাপন্ন** ( যাহারা দ্বিতীয়বার হইতে ষষ্ঠবার পর্যন্ত কাম স্বগতি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোন জন্মে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করতঃ পরিনির্বাণিত হইয়া থাকেন )। **সত্তক্খত্তু পরম স্রোতাপন্ন** ( যাহারা সপ্তমবার পর্যন্ত কাম স্বগতিতে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করতঃ পরিনির্বাণিত হন )।

**অনাগামী**—এই মনুষ্যালোকে আর আগমন অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবেন না। এখান হইতে চ্যুত হওয়ার পর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া তথায় অর্হত্ত্ব লাভ করতঃ পরিনির্বাণিত হইবেন। **অর্হত্ত্ব** ইহজন্মে পরিনির্বাণিত হইবেন।

**অভিজ্ঞা**—অভিজ্ঞা, তাহা ছয় প্রকার, যথা—পূর্ক নিবাসে অভিজ্ঞান, দিব্য চক্ষু অভিজ্ঞান, পরচিত্তাচারে অভিজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান, দিব্যশ্রুতি জ্ঞান ও আশ্রব-ক্ষয়জ্ঞান। **বিহেসা**—তেসং তেসং ঞ্ণগতিং ঞ্ণাপ্পপত্তিং ঞ্ণানাতিসম্পরাযং ওলোকেন্তসস কায কিলমথোব এস আনন্দ তথাগতসূসাতি দীপেতি” পরলোকগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমুক স্রোতাপন্ন, অমুক সন্ধদাগামী ইত্যাদি তাহাদের জ্ঞানাদিগম, তৎপর পরলোকে অমুক সম্বোধি পরায়ণ, অমুক একবারমাত্র ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখাস্ত সাধন করিবে ইত্যাদি বশে জ্ঞান সহিত উৎপত্তি জ্ঞানচক্ষে দর্শন করা তথাগতের শুধু কায়িক কষ্ট করা মাত্র, তাহাতে বিণেয়গণের কোন উপকার নাই। চিত্ত খেদ ত তথাগতের হইতেই পায় না।

ধম্মাদাসং—ধর্মময় আদর্শ। অবেচচন্দ্রসাদেন—বুদ্ধগুণ সমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হওয়ার অচল, অচ্যুত প্রসাদে। ইতিপি সো ভগবা অরহং—“সো ভগবা ইতিপি অরহং” সেই ভগবান্ এইহেতু অর্হং। কোনহেতু অর্হং?

আরকত্তা হত ণাচ কিলেসারীন সো মুনি,

হত সংসার চক্রারো পচ্ছাদীনচারহো।

ন রহো করোতি পাপানি অরহং তেন বৃচ্চতীতি ॥

সেই মুনি (ভগবান্) ক্লেশ অরি হইতে স্নদুরেস্থিত এবং মার্গজ্ঞান দ্বারা সমস্ত অরিকে হনন করিয়াছেন, সংসার-চক্রের অর (সংযোগ কাঠ) সমূহ ছেদন করিয়াছেন, ও প্রত্যয়ার্থ এবং গোপনেও কোন পাপ করেন না বলিয়া তিনি অর্হং (অরহং)।

যস্মা রাগাদি সম্মাতা সকেপি অরযো হতা,

পঞ্ঞাসথেন নাথেন তস্মাপি অরহং মতোতি।

লোকনাথ (ভগবান্) জ্ঞানাত্মের দ্বারা (বোধি তরুমূলে) রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি অরিকে হনন করিয়াছেন, সেই হেতুই তিনি অর্হং (অরহং)।

অরা সংসার চক্রস্ হতাঞ্ঞাসিনা যতো,

লোকনাথেন তেনেস অরহস্তি পবৃচ্চতি।

লোকনাথ (ভগবান্) জ্ঞানরূপ অসিদ্ধারা সংসারচক্রের অর (সংযোগকাঠ) সমূহ যখন হনন করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি অর্হং নামে অভিহিত।

অগ্র দক্ষিনার্হ বলিয়া অর্থাৎ চীবর, পিণ্ডপাত, শয্যা/সনাদি ভৈষজ্য প্রত্যয় দানের ও গ্রহণে “অরহতি” উপযুক্ত বলিয়া তিনি অর্হং। ত্রিলোকে ভগবান্ বুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন দেবমানব নাই। তিনিই একমাত্র অগ্র পূজালাভের যোগ্য। সেইহেতু উক্ত হইয়াছে;—ভগবান্ বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হইলে যে কোন প্রভাবশালী দেবমানবগণ অগ্ৰ পূজা করেন না। মহাব্রহ্মা সহস্রপতি সিনেরু পর্বত-প্রমাণ রত্ন-দাম দিয়া ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন। দেবগণের মধ্যে দেবেন্দ্র, অশ্বরেন্দ্র, নাগেন্দ্র, মানবগণের মধ্যে মহারাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ, শাক্যরাজা, মল্লরাজা, লিচ্ছবীরাজা প্রভৃতি রাজগুবর্গ যথাশক্তি পূজা করিয়াছিলেন। ভগবানের পরিনিব্বানের ২১৮ বৎসর পরেও রাজচক্রবর্তী ধর্ম্মাশোক ২৬কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপে ৮৪০০০ চুরাশি সহস্র বিহার, স্তূপ নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। স্নদন্ত, বিশাখা প্রভৃতি আর্ধ্য-শ্রাবক, শ্রাবিকা এবং সাধারণ মানবের কথা কি আর বলিবার আছে। অতএব প্রত্যয়ার্থ বলিয়া তিনি অর্হং। তাই উক্ত হইয়াছে;— পূজাবিসেসং সহপচ্চযেহি, যস্মা অয়ং অরহতি লোকনাথো।

অথাঙ্কুরূপং অরহস্তি লোকে, তস্মাজ্জিনো অরহতি নামেতং ॥

কোন কোন পণ্ডিতমানিগণ অকীর্্তি ভয়ে গোপনে পাপ কার্য করেন, তথাগত তেমন করেন না। “রহো” অর্থাৎ গোপনেও পাপ কর্ষ করেন না বলিয়া তিনি অর্হং। তাই উক্ত হইয়াছে:—

যস্মা নথি রহো নাম পাপ কস্মেসু তাদিনো।

রহাভাবেন তেনেস অরহং ইতি বিস্মতোতি ॥

তথাগত বুদ্ধ গোপনেও কোন পাপ কার্য করেন না, এই অগোপনতার জ্ঞাত্তি তিনি অর্হং বলিয়া জগতে বিস্তৃত।

**সম্মাসম্বুদ্ধো**—“সো ভগবণ ইতিপি সম্মাসম্বুদ্ধো” সেই ভগবান্ “সম্মা সামঞ্চ সৰ্ব্বধম্মে অভিসম্বুদ্ধোতি সম্মাসম্বুদ্ধো” সম্যক প্রকারে স্বয়ং গুরুর উপদেশ বিনা সমস্ত বিষয় স্বরস লক্ষণ প্রতি বেদবশে, স্বয়ম্ভুজ্ঞানে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ। তাই উক্ত হইয়াছে :—“সযং অভিঞ্ঞায কমুদিসেযান্তি” ? আমি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়াছি, কাহাকে আচার্য্য বলিয়া উদ্দেশ করিব ? আরও বলিয়াছেন ;—

অভিঞ্ঞেযাং অভিঞ্ঞাতং ভাবেতব্বঞ্চ ভাবিতং,

পহাতব্বং পহীনং মে তস্মা বুদ্ধোন্নি ব্রাহ্মণাতি।

ব্রাহ্মণ, আমি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, যাহা বর্জিত করিবার তাহা বর্জিত করিয়াছি এবং যাহা ত্যাগ করিবার তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি সেইহেতু আমি বুদ্ধ। অপিচ চক্ষুঃ দুঃখ সত্য, সেই দুঃখ উৎপত্তির মূল কারণ উৎপাদিকা পূর্ব্বতৃষ্ণাই সমুদয় সত্য। দুঃখ ও সমুদয় সত্যের অপ্রবর্ত্তি নিরোধ সত্য। নিরোধ সত্যকে জানিবার উপায় মার্গ সত্য। তিনি প্রত্যেকটি সত্যকে পৃথক পৃথক ভাবে সম্যকরূপে স্বয়ং জানিয়াছেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ। এইভাবে শ্রোত্র-ব্রাণ-জিহ্বা-কায়-মনকেও জানিয়াছেন। সেইরূপ রূপাদি ৬ আয়তন, চক্ষু-বিজ্ঞানাদি ৬ বিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শাদি ৬ স্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শ-জাত বেদনাদি ৬ বেদনা, রূপ-সংজ্ঞাদি ৬ সংজ্ঞা, রূপ-সংকেতনাদি ৬ চেতনা, রূপ-তৃষ্ণাদি ৬ তৃষ্ণাকায়, রূপ-বিতর্কাদি ৬ বিতর্ক, রূপ-বিচারাদি ৬ বিচার, রূপ-সঙ্কাদি পঞ্চসঙ্ক, দশ ক্লেশ, ১০ অহঙ্কৃতি, উর্দ্ধুমাতকাদি \* ১০ সংজ্ঞা, কেশাদি দ্বাত্রিংশাকার, ১২ আয়তন, ১৮ ধাতু, কাম ভবাদি ২ ভব, ১ম ধ্যানাদি ৪ ধ্যান, মৈত্রী করুণাদি ৪ অপ্রেময়, চারি অরূপ সমাপত্তি, প্রতি লোমবশে জরা মরণাদি, অহুলোম বশে অবিজ্ঞাদি প্রতীত্য-সমুৎপাদাঙ্গ সমূহ যোজনা করিতে হইবে। যেমন জরা-মরণ দুঃখ সত্য, জাতি সমুদয় সত্য, এই দুই সত্যের অভাব নিরোধ সত্য, নিরোধ জানিবার উপায় মার্গসত্য। এইরূপে একেকটি পদ উদ্ধার করিয়া সমস্ত ধর্ম্ম স্বয়ং সম্যকভাবে জানিয়াছেন বলিয়া তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ। অথবা বুধ ধাতুর জাগরণ ও বিকাশন অর্থ করিলে, সর্বাসন সম্মোহ নিব্রা হইতে স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছিলেন বলিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ। দিনকর-কিরণ-সমাগমে পরমরুচির ত্রীসৌভাগ্য-প্রাপ্ত বিকশিত পদ্মতুল্য অগ্র মার্গজ্ঞান-সমাগমে অপরিসীম গুণগনালঙ্কৃত সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানপদ্ম স্বয়ং সম্যকরূপে বিকশিত হইয়াছিল বলিয়া ও সম্যক সম্বুদ্ধ।

**বিজ্জাচরণ সম্পন্নো**—বিজ্ঞাচরণ সম্পন্ন। সেই ভগবান্ ত্রিবিজ্ঞা বা ঐষ্টবিজ্ঞা এবং পঞ্চদশ চরণ সম্পন্ন বলিয়া বিজ্ঞাচরণ সম্পন্ন। **ত্রিবিজ্ঞা**—( অষ্টট্ট স্ত্রে ) জাতিস্মর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোন স্থানে কিরূপ হইয়া জন্মিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে জ্ঞান ও সন্ধ্যগুণের মরণ এবং জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৃষ্ণাকর জ্ঞান।

**অষ্টবিদ্যা**—( ভয়ভেরব স্ত্রে )—বিদর্শন-জ্ঞান, মনোময় ঋদ্ধি অর্থাৎ চিত্তাভ্যাসী রূপধারণ, নানাপ্রকার ঐশীশক্তি, দিব্য শ্রোত্র, পবের চিত্তাচার জ্ঞাত হওয়া, পূর্ব জন্ম স্মরণ করিবার জ্ঞান, চ্যুতি উৎপত্তি বিষয়ে জ্ঞান, তৃষ্ণাক্ষয় জ্ঞান।

**পঞ্চদশ চরণ**, যথা—প্রাতিমোক সংবরণীল পালন, ইন্দ্রিয় সমূহে গুণ্ণহারতা বা চক্ষুবাণি ইন্দ্রিয় রক্ষণজ্ঞান, ভোজন বিষয়ক জ্ঞান, জাগরণ শীলতা ও শ্রদ্ধা, পাপ করিতে লজ্জা, পাপকর্মে ভয় শীলতা, বহুশ্রুতি, বীৰ্য্য, স্মৃতি, প্রজ্ঞা এই সাতটি সন্ধর্ষ এবং চারিটি রূপাবচর-ধ্যানসহ এই পনের প্রকার চরণ দ্বারা নিব্বানের অভিমুখে গমন করেন তদ্ব্যেত এই সমুদয় চরণ বা আচরণ নামে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ এই দ্বিবিদ্যা ও অষ্টবিদ্যা এবং পঞ্চদশ প্রকার চরণ গুণের দ্বারা অলঙ্কৃত বলিয়া বিদ্যাচরণ সম্পন্ন নামে খ্যাত। যেইদিন বোধিমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন সেইদিনই তাঁহার বিদ্যা সম্পদা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন শিষ্যমণ্ডলীকে সদাচারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তখন চরণ সম্পদ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাই তাঁহার শিষ্যগণ সুপ্রতিপন্ন, দুঃপ্রতিপন্ন নহেন। যাহারা দুঃপ্রতিপন্ন তাহারা আত্মপীড়নকারী তৈথিকগণের দ্বায় কেবল দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, নিব্বানসার লাভ করিতে পারে না।

**সুগতো**—সুগত, সেই ভগবান্ “সোভণ গমনস্তা সুন্দরং ঠানং গতস্তা সম্মাগতস্তা সম্মা চ গদস্তা সুগতো” শোভন গমন হেতু, সুন্দর স্থানে ( নিব্বান ) গমনহেতু ও সম্যক প্রকারে গিয়াছেন বলিয়া এবং যুক্তস্থানে যুক্তবাক্য, কালোপযোগী, সুস্থানে সুবাক্য বলেন বলিয়াই সুগত। গমনকেই গত বলা হইয়াছে। ভগবান্ আৰ্য্যমার্গ দ্বারা ক্ষেমদিকে অসন্নিদ্ধ হৃদয়ে ( অসঙ্কমানো ) গত, শোভন গমনহেতু সুগত। সুন্দর অমৃত নিব্বান গত বলিয়া সুগত। শ্রোতাপত্তিমার্গ দ্বারা...সকুদাগামী মার্গ দ্বারা...অনাগামী ও অর্হত মার্গদ্বারা যেই কলুষসমূহ ত্যাগ হয়, তাহা আর পুনরাগমন করে না বলিয়া ( সম্যক গত বলিয়া ) সুগত। অথবা দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে প্রার্থনা করার পর হইতে বোধিক্রম মূলে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত সমগ্রিংশ পারমী পূর্ণ করতঃ সমস্ত প্রাণীর হিত-সুখ-কামনা করিয়া কাম-সুখ এবং আত্মনিগ্রহ এই উভয় অস্তে না যাইয়া সুন্দরভাবে আগত বলিয়া সুগত। তথাগত সময় বুঝিয়া ধর্ম দেশনা করিতেন। যেইবাক্য অপরের হিত সুখাবহ নহে তাহা তিনি বলিতেন না, সময়োপযোগী নিব্বান গমনযোগ্য সুন্দর বাক্য বলিতেন বলিয়া তিনি সুগত।

**লোকবিদু**—লোকজ্ঞ, সেই ভগবান্ “সকথাপি বিদিত লোকস্তা পন লোকবিদু” সর্বপ্রকারে লোকের বিষয় বিদিত বলিয়া লোকবিদু বা লোকজ্ঞ। সেই ভগবান্ পঞ্চসঙ্ক লোক সম্বন্ধে জ্ঞানেন, সঙ্কলোকোৎপত্তিরহেতু ও তৃষ্ণাদির সমুদয় সম্বন্ধে জ্ঞানেন, তাহার নিরোধ এবং নিরোধের উপায় ও সর্বতোভাবে অবগত আছেন বলিয়া লোকবিদু। তাই উক্ত হইয়াছে :—

গমনেন ন পত্তবো লোকসুসন্তো কুদাচনং.

ন চ অল্পহা লোকন্তং দুক্খা অথি পমোচনং।

তস্মা হবে লোকবিদু হমেধো,

লোকন্তগু বৃসিতব্রহ্মচরিয়ো।

লোকস্ স অন্তঃ সমিতাবিঞ্ছা ;

নাসীসতি লোকমিমং পরঞ্চাতি ॥

পদব্রজে গমন করিয়া কখনও লোকের অন্ত করিতে পারে না অর্থাৎ যেখানে স্বর্গগণের জন্ম, জরা, মৃত্যু নাই, সেই জন্ম, জরা, মৃত্যু, উৎপত্তিরহিত নিব্বানলোক পদব্রজে যাইয়া জ্ঞাত হইতে, দর্শন করিতে, লাভ করিতে পারে না কিন্তু সংস্কার লোকের অবসানভূত নিব্বান প্রাপ্ত না হইলে দুঃখ রাশির অবসানও হয় না ।

(অপিচ আমি স্বসংজ্ঞায়ুক্ত ব্যামপ্রমাণ কলেবরে অর্থাৎ পঞ্চদ্বন্ধে লোক, লোকসমুদয়, লোকনিরোধ এবং লোক নিরোধের উপায় দেখাইতেছি ।) সংস্কার লোক, সত্ত্বলোক ( প্রাণীজগত ) অবকাশলোক, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেক চক্রবালের প্রত্যেক বিষয়েব তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া ভগবান্ জানিয়াছেন বলিয়া তিনি লোকবিদ+লোকজ্ঞ ।

সেইহেতু লোকবিদ, স্তম্বেশ, লোকন্তগ, ত্রক্ষচর্য্যের পর্য্যবসান প্রাপ্ত লোকান্ত সম্যকরূপে অবগত হইয়া ইহলোক এবং পরলোক আকাঙ্ক্ষা করেন না ।

**অনুত্তরো**—অনুত্তর । গুণে ভগবান্ হইতে উত্তর বা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই বলিয়া তিনি অনুত্তর । শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি-বিমুক্তিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি গুণে সেই ভগবান্-সদৃশ আর কেহ ছিলেন না বলিয়া বুদ্ধ অনুত্তর । উপককে বলিয়াছিলেন ;—“ন মে আচরিষো অথি সদিসো মে ন বিজ্জতি” । আমার অধিগত নিব্বান ধর্ম্মের কোন শিক্ষক নাই, আমার সদৃশ ব্যক্তিও বিद्यমান নাই । দেব মহুত্তলোকে আমার প্রতিদ্বন্দিতাচরণ করে আমাকে পরাস্ত করিবে এমনও কেহ নাই । “অহংহি অরহা লোকে অহং সখা অনুত্তরো, একোম্হি সম্মাসম্বুদ্ধো সীতি ভূতোস্মি নিব্বুতো ।” আমিই অর্হৎ, আমি অনুত্তর শাস্তা, আমি সম্যকহেতু নিয়মে চতুরার্য্য সত্যধর্ম্ম বুঝিয়া সম্যকসম্বুদ্ধ হইয়াছি । আমার সমস্ত কলুষাগ্নি বিকীর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি শীতলীভূত এবং পরিনিবৃত্ত । আমি অন্ধভূত জগতে অমৃত-দুন্দুভি বাজাইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্তনের জন্য কালীপুরে যাইতেছি । তচ্ছবণে উপক বলিয়াছিলেন ;—বন্ধো, যেভাবে আপনার পরিচয় দিতেছেন এতে আপনাকেই অনন্ত জিন মনে হয় । তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন ;—“মাদিসাবে জিনা হোন্তি যে পত্তা আসবক্খং, জিতামে পাপকা ধম্মা তস্মাহমুপক জিনোতি” উপক, আমার মত যাহাদের আশ্রব-ক্ষয় হইয়াছে তাঁহারা ই জিন । সমস্ত পাপ ধর্ম্মকে আমি জয় করিয়াছি তদ্ধেতু আমিই জিন । এইহেতু ভগবান্ অনুত্তর ।

**পুন্নিসদস্ম সারথি**—দম্য পুরুষগণের সারথি । ভগবান্ হৃদ্যন্তকে দমন করিতে সমর্থ । সে জন্ত তিনি তির্থ্যগ-পুরুষ ও মহুত্ত এবং অমহুত্ত পুরুষকে দমন করিয়াছিলেন । তির্থ্যগ-পুরুষের মধ্যে-অপলোল নাগরাজ, চুলোদর, মহোদর, অগ্নিসিখ, ধুমসিখ, আরবাল নাগরাজ, ধনপাল হস্তী প্রভৃতিকে দমন করিয়া শরণে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । মানবের মধ্যে—সচ্চক নিগঠ-পুত্ত, অষট্ঠমানব, পোক্খরসতি, সোণদণ্ড, কুটদন্ত প্রভৃতিকে ও । অমহুত্ত পুরুষের মধ্যে—আলবক, স্খচিলোম, থরলোমযক্ষ, শক্ দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার দ্বারা দমিত হইয়াছিলেন ।

সুতরাং তিনি দুর্দান্ত, অবিনীত সত্ত্বগণকে দাস্ত-শাস্ত করিয়া নিবানানিধী করিয়াছিলেন। ভগবান্ কাহাকেও মৃদুতার দ্বারা, কাহাকেও পরুষতার দ্বারা, কাহাকেও মৃদুতা পরুষতার দ্বারা দমিত করিয়াছিলেন। অপিচ তিনি বিস্তৃত শীলাদি সম্পন্ন ও প্রথম ধ্যানাভিলাষী এবং শ্রোতা-পন্নাদি সত্ত্বগণকে তদুত্তর মার্গ প্রতিপদ দেশনা করিয়া দমিতদিগকে ও অর্হৎ মার্গ, ফল লাভ করাইয়া সুদমিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি পুরুষদমনকারী সারথি। অথবা সুদক্ষ হস্তী দমনকারী একক্কেণে একদিকে গিয়াই হস্তী দমন করিতে সমর্থ, ভগবান্ কিন্তু একপার্থ্যকে থাকিয়া একক্কেণে দশ দিকে গিয়া পুরুষদিগকে দমন করিতে সমর্থ, এই হেতু তিনি অতুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি।

**সম্প্রদেব মনুসমানঃ**—দেব মানবগণের শাস্তা। সেই ভগবান্ ইহপারলৌকিক পরমার্থ দ্বারা অন্তঃশাসন করেন বলিয়া শাস্তা। শকট-চালক যেমন ভয়ের স্থান হইতে সাবধানে শকট পার করাইয়া নেয়, তেমনি ভগবান্ ও সত্ত্বগণকে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণ কান্ডার পার করাইয়া দেন। এখানে শ্রেষ্ঠার্থে দেবমানবগণ কথিত হইয়াছে, ভগবান্ ( পশু ) জাতিকেও অন্তঃশাসন করিয়াছেন। মণ্ডুক, পারিলেয়ক, মর্কট দেব-পুত্র প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। এক সময়ে ভগবান্ গগ্গরী পুষ্করী তীরে চম্পানগরবাসীকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। তখন একটি মণ্ডুক ( বেড় ) ও ভগবানের স্তম্ভুর স্বর শুনিতেন। এমন সময় এক জন রাখাল-বালক ও আসিয়া ভগবানের ধর্ম শুনিতে থাকে, কিন্তু তার লাঠী মণ্ডুকের মাথার উপর পতিত হইয়াছিল। মণ্ডুক তখনই মরিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে দ্বাদশ যোজন কনক-বিমানে উৎপন্ন হইয়াছিল। স্তম্ভ-প্রবুদ্ধের দ্বারা তথায় তিনি অপ্সরাগণে পরিবৃত্ত নিজকে দেখিয়া “কোন কক্ষে এখানে উৎপন্ন হইলাম” চিন্তা করতঃ ভগবানের স্বরে বিমুগ্ধতা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিলেন না। তখন তিনি বিমানসহ ভগবৎ সমীপে আসিয়া পদে প্রণতঃ হইলেন। ভগবান্ জানিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কো মে বন্দতি পাদানি ইন্ধিয়া যস্মা জলং,

অভিক্ষেপ্তেন বগ্নেন সৰ্বা ওভাসয়ং দিসং ?

ঋদ্ধি, যশে, জাজ্জল্যমান অতিশয় কমনীয় বর্ণে সকলদিক উদ্ভাসিত করিয়া কে আমার পদে বন্দনা করিতেছে ? তদুত্তরে দেবপুত্র বলিলেন :—

মণ্ডুকোহং পুরে আসিঃ উদকে বারি গোচরো,

তব ধম্মং স্তম্ভস্ অবাধি বচ্ছ পালকো।

ভগবন্, আমি পূর্ব জন্মে জলচর উদক-মণ্ডুক ছিলাম। আপনার ধর্ম শ্রবণের সময় বৎসপালক আমাকে বধ করিয়াছিল। তচ্ছ্রবণে ভগবান্ তাঁহাকে ধর্ম দেশনা করিলেন, সেই ধর্ম দেশনায় চুরাশি সহস্র প্রাণীর ধর্ম্যভিসময় ( মার্গফল লাভ ) হইয়াছিল। দেব-পুত্র ও শ্রোতাপত্তিকল প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে নিম্নোক্ত গাথা বলিয়া প্রশংসা করিলেন।

মুহুন্তং চিত্তপ্লাসাদস্ ইন্ধিং পস্ যসঞ্চ মে,

আহুভবং চ মে পস্ বগ্নং পস্ জুতিঞ্চ মে।



যে চ তে দীঘমক্কানং ধম্মং অন্সোল্লং গোতম,

পত্তা তে অচলং ঠানং বথ গম্ভা ন সোচরে ।

সভাসদগণ, মুহূর্ত্তকাল চিন্তাপ্রসন্নতার ফলে আমার যে দিব্য ঞ্জি, দিব্য যশঃ, মহতী শক্তি ও কমনীয় বর্ণলাভ হইয়াছে তাহা আপনারা দেখুন। ভগবান্, বাঁহারা দীর্ঘকাল আপনার ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেখানে গেলে শোক করিতে হয় না; সেই অচল স্থান (নিব্বান) লাভ করিয়াছেন। ইত্যাদি কারণে ভগবান্ দেব মানবগণের শাস্তা।

**বুদ্ধো**—বুদ্ধ। সেই ভগবান্ সকল ধর্ম্ম স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। অপরকে বুঝাইতে সমর্থ বলিয়া বুদ্ধ। সমস্ত ক্রেশ নিদ্রা ক্ষয় করিয়া প্রবুদ্ধ, আগ্রহত বলিয়া বুদ্ধ। নানা গুণে বিকশিত বলিয়া বুদ্ধ। এক শত আট প্রকার তৃষ্ণা সমূলে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ। আধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ-পথে গমন করিয়া রাগ-দ্বেষ-মোহের ক্ষয় সাধন করিয়াছেন বলিয়া বুদ্ধ।

**ভগবঃ**—ভগবান্। “ভগবাতি ইদং পনস্ গুণ বিসিট্ঠ সব সত্ত্বত্তম গরু গারবাধি বচনং”। গুণ বিশিষ্ট সমস্ত সত্তার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরুর গৌরবাধিবচন ভগবান্। তদ্ব্যতীত পুরাণে উক্ত হইয়াছে।

ভগবাতি বচনং সেট্ঠং ভগবাতি বচন মুত্তমং ;

গরু গারব যুত্তো সো ভগবা তেন বৃচ্চতীতি ।

ভগবা এই বাক্যটি শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। তিনি গুরু অর্থাৎ গভীর গৌরবযুক্ত সে জন্ত ভগবা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রী শাক্য-সিংহকে ভগবান্ এই সংজ্ঞা তাঁহার পিতা, মাতা, কিশা জাতীবর্গের মধ্যে কেহ অথবা দেবেন্দ্র, ব্রহ্মেন্দ্র কেহই দেন নাই। বোধিমগ্নে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ হওয়াতে এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার নৈমিগিক নাম +। ভগবান্ শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্ত এই গাথা উক্ত হইয়াছে।

ভগী ভজী ভাগি বিভত্তবা ইতি,

অকাসি ভগ্গন্তি গরুতি ভাগ্যবা ।

বহুহি এগায়েহি স্তভাধিতত্তনো ;

ভবন্তগো সো ভগবাতি বৃচ্চতীতি ॥

যিনি জ্ঞানাদি ষড়ৈখর্য্যযুক্ত বলিয়া ভগী বা বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন প্রতিমণ্ডিত বলিয়া ভগী, নিব্বানগত চিত্ত বলিয়া ভজী, চীবরাদি চারি প্রত্যয়ের এবং ধর্ম্ম-অর্থ ও বিমুক্তির অংশী বলিয়া ভাগী, কুশলাকুশল ধর্ম্ম সমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতে সমর্থ বলিয়া বিভত্তবান, কামরাগাদি পাপ স্বভাব ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া ভগ্নবান, সমস্ত সত্তার শ্রেষ্ঠ ও উত্তম গুরু বলিয়া ভাগ্যবান, লোকোত্তর স্থখের উৎপাদক এবং কায়িকাদি অনেক বিষয় ভাবনাকারী বলিয়া ভাবিতাত্মা, ভবসমূহের অন্তে গমন করিয়াছেন বলিয়া ভবন্তগ, তিনিই ভগবান্ বলিয়া কথিত হন।

+ নাম চতুর্নিধ, বখা—আবস্তিকং—বচ্ছো, দম্মো, বলিবদ্দো। লিঙ্গিকং—দত্তি, হতী, সিথি, করী। নেমিত্তকং—ডেবিস্সো, ছলত্তিকং। অধিচ্চসমুদ্বল্লং নাম লোকিয় বোহারেন বাদিচ্ছকং তি বৃত্তং হোতি।

ভগ্নরাগো ভগ্ন দোসো ভগ্ন মোহো অনাসবো ।

ভগ্নাস পাপকা ধম্মা ভগবা তেন বৃচ্চতীতি ।

যিনি রাগ, ঘেব, মোহ ভগ্ন করিয়া আস্রববিহীন হইয়াছেন, ঐহার পাপধর্ম সমূলে নির্মূল হইয়াছে তিনিই ভগবান্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বা সেরূপ নিম্পাপ মহাত্মাই ভগবান্ নামে কথিত হন। ঐহার তথাগত বুদ্ধের এই নয়টি গুণ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন তাঁহার বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা কোন মার, দেবব্রহ্মায়ও ভ্রাস করিতে পারেন না।

**ধম্মে অবেচছপ্পাসাদেন সমস্সাগতো হোতি**—ধর্মের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিচলিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়। **ভগবতা**—ভগবান্ কর্তৃক। **স্বাক্ষাতো-ধম্মো**—স্বব্যাখ্যাত ধর্ম। ভগবান্ কর্তৃক ধর্ম অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত। “স্বাক্ষাতো ধম্মো” ইহার দ্বারা পরিয়ত্তি ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপিটক বুদ্ধবাক্যই নির্দেশিত হইতেছে। “সন্দিট্টিকো... পচ্ছত্তং বেদিতবো বিঞ্ঞা হীতি” এতদ্বারা নব লোকোত্তর ধর্ম অর্থাৎ শ্রোতাপত্তি আদি চারিমাগ ও চারিফল এবং নিব্বান উক্ত হইতেছে। লোকোত্তর ধর্ম পটিবেধ ধর্ম নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। তের প্রকার “ধুতান্ধ” ব্রত, চৌদ্ধ প্রকার “খঙ্কক” ব্রত বিরাশি প্রকার মহাব্রত “পটিপত্তি” ধর্ম নামে অভিহিত। ভগবান্ বুদ্ধ আদি, মধ্য ও অন্তে কলাণ ফলপ্রদ, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত, কেবল পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ শাসনব্রহ্মচর্য্য ও মাগ ব্রহ্মচর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন+। তদ্ব্যতীত তাঁহার পরিয়ত্তি ধর্ম স্বব্যাখ্যাত। যথা উক্ত হইয়াছে,—“সুপঞ্ঞাত্তা থো পন তেন ভগবতা সাবকানাং নিব্বানগামিনি পটিপদা, সংসন্দতি নিব্বানঞ্চ পটিপদাচ।...অরিয়মগ্গো চেথ অন্তহম্মং অরুপগম্ম মজ্জিমা পটিপদা ভূতোব, মজ্জিম পটিপদাতি অক্সাতত্তা স্বাক্ষাতো”। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রাবকদের জ্ঞাত নিব্বানগামিনী প্রতিপদা অতিসুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, নিব্বান এবং প্রতিপদা সমতুল হয়। গঙ্গার জলের সহিত যমূনার জল মিশ্রিত হইলে যেমন একই রূপ হয়, তেমনভাবে ভগবান্ শ্রাবকদের জ্ঞাত নিব্বানগামিনী প্রতিপদা নির্দেশ করিয়াছেন। নিব্বান এবং প্রতিপদা সমতুল। এস্থলে আর্ধ্যমাগ কামসুখ ও আত্মনিগ্রহ এই দুই অন্ত বজ্জিত মধ্যমা প্রতিপদাই, মধ্যমা প্রতিপদা অবলম্বনে ধর্ম সুদেশিত হইয়াছে বলিয়া স্বব্যাখ্যাত নামে কথিত।

**সন্দিট্টিকো**—সদৃষ্টিক, স্বয়ং দর্শনীয়। এই আর্ধ্যমাগ কামরাগাদি বিহীন অবস্থায় স্বয়ং দ্রষ্টব্য। এইহেতু জ্ঞানেক ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ, কামাসক্ত, কামাভিতূত ও কাম পরিগৃহীত চিত্ত ব্যক্তি আত্মদুঃখ ও পরদুঃখ এই উভয় দুঃখ উৎপাদন করে এবং নিজেও দুঃখ দৌর্দ্যনশ্র ভোগ করে। কামরাগ ত্যাগ করিলে আত্মদুঃখ ও পরদুঃখ এই উভয় দুঃখ উৎপাদিত হয় না, স্বয়ং ও দুঃখ, দৌর্দ্যনশ্র ভোগ করে না। ব্রাহ্মণ, একারণেও আমার ধর্ম স্বয়ং দ্রষ্টব্য। অথবা নববিধ লোকোত্তর ধর্ম যেই যেই উপায়ে বোধগম্য হয়, সেই সেই উপায় লাভ করিতে হইলে

+ ভগবান্ সনিন্দাসে শ্রোতাদের অভিশ্রাস্তমুখারী হেতু উপাহরণ প্রদর্শন করিয়া শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বিষয়ক, সার্থ, সবাঞ্ছন, ধর্মোপদেশ করিতেন। আদি, মধ্য, অন্ত, সার্থ, সবাঞ্ছন প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিভূজিমার্গে দর্শন করুন।

পরের কথার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভরশীল হওতঃ প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞানের দ্বারা স্বয়ং দ্রষ্টব্য। অথবা প্রশস্ত দৃষ্টি বলিয়া সন্দৃষ্টি। সন্দৃষ্টি দ্বারা কলুষসমূহ ত্যাগ করিয়া লোকোত্তর ধর্ম লাভ করা যায় বলিয়া সন্দৃষ্টিক। যেমন রথে অয় করে বলিয়া রথিক। অথবা দৃষ্টি অর্থ দর্শন। দৃষ্টিই সন্দৃষ্টি (সম্যক দর্শন)। সন্দৃষ্টির যোগ্য বলিয়া সন্দৃষ্টিক। যেমন বস্ত্রের যোগ্য বলিয়া “বস্ত্রিকো”। লোকোত্তর ধর্ম ভাবনাভিসময় বশে এবং সাক্ষাৎকার অভিসময়বশে দৃষ্ট হইলেই সংসারভয় নিবৃত্তি হয়।

**অকালিকো**—অকালিক। এই ধর্মের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট কাল নাই বলিয়া অকাল, অকাল স্বভাবযুক্ত বলিয়া অকালিক। পাঁচ সাতদিন পরে ফল দিবে বলিয়া নিয়ম নাই। কার্য্যারম্ভের পরই ফলদায়ক বলিয়া অকালিক। ন কালিক হেতু অকালিক।

**এহিপসুসিকো**—এস দেখ। এই নববিধ লোকোত্তর ধর্ম “এস দেখ” এই বিধির উপযুক্ত হেতু ‘আসিয়া দেখ’ বলিয়া আহ্বান করিবার উপযুক্ত। কারণ এই ধর্মের বিত্তমানতা ও পরিশুদ্ধতা আছে। কোন দরিদ্র ব্যক্তি খালি মুষ্টিতে স্বর্ণ রৌপ্য আছে বলিয়া অপরকে “আসিয়া দেখ” একথা বলিতে সাহস করে না। কাহাকেও প্রফুল্ল করিতে বিত্তমান অশুচি পঁচা পদার্থ দেখাইবার, জ্ঞাতও আসিয়া দেখ একথা বলিতে পারে না, বরঞ্চ সেই দুর্গন্ধ পদার্থ তৃণাদির দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কারণ জিনিষ অশুচিও পঁচা বলিয়া। এই ধর্ম সেরূপ নহে, ইহা মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাস্বর ও পঙ্কু কবলে স্থাপিত জাতিমণির ন্যায় পরিশুদ্ধ। তদ্ব্যতীত বিত্তমানতা ও পরিশুদ্ধতা আছে বলিয়া এই ধর্ম আসিয়া দেখ বলিয়া সকলকে ডাকিবার উপযুক্ত। এইহেতু নব লোকোত্তর ধর্ম “এসপশ্চিক” নামে কথিত হয়।

**ঔপনষিকো**—ঔপনায়িক। আর্ধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনা বলে চিত্তে উপনয়ন বা আগমন করে বলিয়া ঔপনায়িক। চিত্তে উপনীত হয় বলিয়া উপনয়ন অথবা নিব্বানে গমনের উপযোগী আর্ধ্যমার্গ উপনয়ন করে বলিয়া ঔপনায়িক।

**পচ্চত্তং বেদিতত্তো বিএওএওহি**—বিজ্ঞদিগ কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য। উদ্ঘাটিতজ্ঞ (উদাহরণে বৃত্তিতে সমর্থ) প্রভৃতি বিজ্ঞদিগ কর্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাতব্য “আমা কর্তৃক মার্গ লক্ষ, ফললক্ষ, নিরোধ সাক্ষাৎকৃত”। গুরু মার্গ ভাবনা করিলে শিষ্যের কলুষ ত্যাগ হইবে না, তিনি ফল সমাপত্তিতে রত হইলে শিষ্যের সুখবিহার হইবে না। গুরু নিব্বান সাক্ষাৎ করিলেও শিষ্য মুক্ত হইবে না। শিষ্যকেও নিব্বান সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পরের শিরঃমুকুট নিজের মাথায় আসে না। স্বীয় চিত্ত দ্বারাই দ্রষ্টব্য। বিজ্ঞদিগ কর্তৃক অহুভবিতব্য। এই ধর্ম অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। এই ধর্ম সন্দৃষ্টিক, অকালিক, এসপশ্চিক বলিয়া বিজ্ঞদিগ কর্তৃক প্রত্যক্ষিতব্য, তাই হুব্যাখ্যাত। যাহা এসপশ্চিক তাহা ঔপনায়িক হয় বলিয়া হুব্যাখ্যাত। যাহারা ধর্মের এই ছয়টি গুণ ষাষথরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্মের প্রতি অচলা প্রক্কার সকার হয়। সেই প্রক্কা কেহই হ্রাস করিতে পারে না।

সংজ্ঞা অবেচনপ্রসাদেন সমঙ্গাগতো হোতি—সংজ্ঞের গুণসমূহ যথাযথরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতি অবিলম্বিত প্রসাদ সম্পন্ন হয়। **সুপতিপন্নো**—সুপ্রতিপন্ন। **ভগবতো সাবকসংজ্ঞা**—ভগবানের শ্রাবকসংজ্ঞা। উপদেশ অমূল্যসন স্তম্বরূপে শ্রবণ করে বলিয়াই শ্রাবক ( শিষ্য )। শ্রাবকদিগের সঙ্ঘ বা সমূহ এই অর্থে শ্রাবকসংজ্ঞা। সম্যক প্রতিপদা, অনির্বত্তি প্রতিপদা, অমূল্যোম প্রতিপদা, অবিরুদ্ধ বা অমূল্য প্রতিপদা ও ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপদা এই পঞ্চ প্রতিপদায় স্তম্বরূপে প্রতিপন্ন বলিয়া সুপ্রতিপন্ন। শ্রোতাপত্তিমার্গ ও ফললাভী ব্যক্তি। শীল, দৃষ্টি ও শ্রামণ্যতায় ( সামঞ্জস্যতায় ) সজ্জাতভাব প্রাপ্ত শ্রাবকসমূহ। **উজ্জুপতিপন্নো**—ঋজু প্রতিপন্ন। ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ উজ্জু ( ঋজু ) পথ প্রতিপন্ন। মধ্যমা প্রতিপদা দ্বারা কাম-সুখ-ভোগ ও আত্মনিগ্রহ অন্তর্দ্বয় এড়াইয়া কাম-বাক্য-মনের বক্ততা ত্যাগ করেন বলিয়া উজ্জু মার্গ প্রতিপন্ন। সঙ্কদাগামী মার্গ ও ফললাভী পুঙ্গল। **এগামপতিপন্নো**—গ্রাম্যপ্রতিপন্ন। ভগবানের শ্রাবকসংজ্ঞা গ্রাম্য বা নিব্বান প্রতিপন্ন। আর্ধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গই নিব্বান লাভের যথার্থ মার্গ, অল্প কোন মার্গ অবলম্বনে নিব্বান লাভ অসম্ভব। অতএব যাহারা এই গ্রাম্য মার্গ অবলম্বনে নিব্বানান্ভিমুখে চলিয়াছেন তাঁহারা গ্রাম্য প্রতিপন্ন। অনাগামী মার্গ ও ফললাভী পুঙ্গল। **সামীচিপতিপন্নো**—সমীচীন প্রতিপন্ন। যাহা প্রাপ্ত হইলে প্রণাম দাঁড়ান আদি স্বামীর প্রতি করণীয় বিষয়ের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় সেই আর্ধ্য মার্গ সংখ্যাত মধ্যমা প্রতিপদা প্রতিপন্ন। ভগবানের শ্রাবকসংজ্ঞা সমীচীন প্রতিপন্ন। অর্হৎ মার্গ ও ফললাভী পুঙ্গল। এই চারি ( শ্রেণীর ) পুরুষ যুগলই, পুঙ্গল ( একেক ) বশে অষ্ট পুরুষ ( আট শ্রেণীতে বিভক্ত )। শ্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, সঙ্কদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ। ইহারা ভগবানের শ্রাবকসংজ্ঞা। **আহুনেষ্যো**—আহুনেয়। ভগবানের শ্রাবকসংজ্ঞা আহুতি অর্থাৎ চীবর, পিণ্ড, শয্যাসন ও ঔষধ প্রত্যয় দানরূপে গ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া আহুনেয়, দূর হইতে ও আনিয়া দেওয়ার যোগ্য। তাঁহাদিগকে দিলে মহাফল হয় বলিয়া আহুনেয়। অথবা দূর হইতে ও আসিয়া সমস্ত সম্পত্তি আভতি দিবার যোগ্য বলিয়া আহবনীয়। দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতিরও আহবনের যোগ্য বলিয়া আহবনীয়। যেমন ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অগ্নি আহবনীয়, তাহাতে আহুতি দিলে মহাফল লাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের মত। যদি আভতিতে মহাফল হয় বলিয়া আহবনীয়, তবে সঙ্ঘই আহবনীয়, যেহেতু সঙ্ঘ আহুতি দিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে—। তাই উক্ত হইয়াছে।

যো চ বস্‌সতং জন্তু অগ্‌গি পরিচরে বনে,

একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে;

সী য়েব পূজনা সেযো য়েঞ্চ বস্‌সতং হুত্তন্তি।

যে ব্যক্তি শত বৎসর ব্যাপী বনে বাস করিয়া অগ্নি-পরিচর্যা করে, তাহার শত বৎসরের আহুতি অপেক্ষা ভাবিত-চিত্ত শুদ্ধ মুক্ত পুরুষের মুহূর্ত্তকাল পূজা করাই উত্তম। **পাহুনেষ্যো**—পাহুনেয়। এস্থলে পাহুনে অর্থ দূর দেশ হইতে আগত প্রিয় জ্ঞাতি মিত্রের সংকারের জন্য সজ্জিত সামগ্রী। সেই পাহুনে দানের ও গ্রহণের যোগ্য বলিয়া ভগবানের শ্রাবকসংজ্ঞা পাহুনেয়। সঙ্ঘ সদৃশ

আর পাহনক নাই। অথবা সজ্জকে সৰ্ব্বাণ্ণে আনিয়া আহতি দেওয়ার যোগ্য বলিয়া পাহবনীয়। যেহেতু সজ্জ পূৰ্ব্বকার যোগ্য। সৰ্ব্বপ্রকারে আহবনের উপযুক্ত বলিয়া পাহবনীয়। সেই হেতু ও পাহনেন্ন বলিয়া উক্ত হয়। **দক্ষিণেণেচ্যো**—দাক্ষিণেয়। পরলোক বিশ্বাস করিয়া প্রদত্ত দানকে দক্ষিণা বলে। সেই দক্ষিণা গ্রহণের যোগ্য বলিয়া সজ্জ দাক্ষিণেয়। সজ্জ অন্ন-পানীয়-বান-বস্ত্র-মালা-গন্ধ-বিলেপন-শয্যা-আবাস ও প্রদীপ এই দশবিধ দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য। তাঁহাদিগকে সেই দক্ষিণা দানে মহাফল হয় বলিয়া সজ্জ দাক্ষিণেয়। **অঞ্জলীকরনীচো**—অঞ্জলিকরণীয়। উভয় হস্ত কপালে জোড় করিয়া স্থাপন পূৰ্ব্বক নমস্কার করিবার যোগ্য বলিয়া সজ্জ অঞ্জলিকরণীয়। **অমৃত্তরং পুণ্ড্রং**—পুণ্ড্রক্ষেত্রং **লোকসুস**—সৰ্বলোকের অমৃত্তর, অসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র। যেমন রাজার ধাত্ত ক্ষেত্র, রাজার শস্ত্র ক্ষেত্র, সেইরূপ পুণ্যফল উৎপাদনের পক্ষে সজ্জই উৰ্ব্বর ক্ষেত্র তুল্য। তদ্বৎ উক্ত হইয়াছে ;—

খেতুপমা অরহন্তো দায়কা কসসকুপমা,

বীজুপমাং দেযাধম্মং এথ নিব্বত্ততে ফলং ।

উৰ্ব্বর ক্ষেত্র তুল্য ভিক্ষুসজ্জ, স্তূপক কৃষক তুল্য শ্রদ্ধাবান দায়ক ও পরিপুষ্ট বীজসদৃশ দানীয় বস্তু, এই ত্রিবিধ বস্তুর সংযোগে অপ্রমাণ পুণ্যফল উৎপন্ন হয়। তাই ভগবানের শ্রাবকসজ্জ অমৃত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র।

বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জের গুণ রাশি যখন যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন কামরাগ, ঘেঘ ও মোহে চিত্ত ক্লিষ্ট হয় না। তাঁহাদের গুণ সমূহ স্মরণে চিত্ত সরল হইয়া থাকে। রাগ ঘেঘাদির অভাবে নীবরণ সমূহ (ধ্যানের প্রতিবন্ধক কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-সিদ্ধ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) বিকলিত হইয়া চিত্ত কৰ্ম্মস্থানাভিমুখে নমিত হয়। তখন বুদ্ধত্ব, ধৰ্ম্ম বা সজ্জের গুণ রাশির প্রতি বিতর্ক-বিচার আরম্ভ হয়। বিতর্ক ও বিচার করিতে করিতে প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতি প্রফুল্ল মনে প্রীতিপদ-স্থানীয় প্রস্রিকি দ্বারা কায় ও চিত্তের ব্যাথা, কম্প (দরথ) উপশম হয়। ব্যাথা বা কম্প উপশমে কার্যিক চৈতন্যিক সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন ত্রিরত্নের যে কোন গুণ অবলম্বনে চিত্তসমাধিস্থ হয় এবং ক্রমে একযোগে ধ্যানাঙ্গ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ত্রিরত্নের গুণ সমূহ নানাপ্রকার ও গভীর হেতু “অগ্ননং” (অর্পণা) প্রাপ্ত না হইয়া উপচার ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন যোগী বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম ও সজ্জের গৌরব প্রকাশ করে। তদ্বারা তাঁহার শ্রদ্ধা, স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও পুণ্য বদ্ধিত হইতে থাকে। তখন তিনি প্রমোদে উৎফুল্ল হন। ভয় ভৈরব দুঃখাদি ক্ষম হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয় তিনি যেন বুদ্ধ, ধৰ্ম্ম, সজ্জের সহিতই বাস করিতেছেন। যোগীর দেহও তখন চৈতন্য-গৃহের গ্রায় পূজার্ত। ত্রিরত্নের গুণসমূহ অধিগত হওয়ার চিত্ত রমিত হয়। ব্যতিক্রম যোগ্য বস্তু সম্মুখে উপস্থিত হইলেও শাস্তা বা সজ্জ সম্মুখে আছেন মনে করিয়া পাপাহুষ্ঠানে লজ্জিত ও ভীত হন। তখন নিব্বান প্রাপ্তি (অহং প্রাপ্তি) না ঘটিলেও দেহান্তে তিনি স্বগতি পরায়ণ হইয়া থাকেন।

**তথাগতসু**—তথাগতের। ভগবান্ বুদ্ধ আট কারণে তথাগত, যথা—তথা আগত বলিয়া তিনি তথাগত; সৰ্বলোকের হিতসাধন কল্পে পূৰ্ব্ববর্তী বুদ্ধগণের গ্রায় অপরিমিত গুণ

সমন্বিত হইয়া আগমন করিয়াছেন বলিয়া ভগবানের অপর নাম তথাগত। যেমন পূর্ব বুদ্ধগণ দান, শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীৰ্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা এবং দশ পরমার্থ পারমিতা পরিপূর্ণ করতঃ বুদ্ধ রূপে আগত হইয়াছিলেন ; তদ্রূপ ইনিও সেই পারমিতা সমূহ পূর্ণ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ যেমন ধন, স্ত্রী, পুত্র, অঙ্গ ও জীবন এই পঞ্চ মহাপরিত্যাগ করিয়া জ্ঞাতিহিত, লোকহিত, এবং বুদ্ধির পরিপকত। সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং সপ্ত ত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম ভাবনা করিয়া বুদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন ইনিও তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বুদ্ধের অপর নাম তথাগত।

**তথাগত বলিয়া তথাগত—**পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ মাতৃগর্ভ হইতে জন্ম মাট্রেই উত্তর দিকে সাত পা গমন করিয়াছিলেন এবং “অগ্গোহমস্মি সেট্টোহমস্মি” অগ্রও শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়াছি বলিয়া বীর বাণ্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই ভগবান্ও তদ্রূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তথাগত। পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের গ্রায় ভগবান্ও নৈষ্কম্যের দ্বারা কাম ত্যাগ, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ ত্যাগ, আলোক সংজ্ঞার দ্বারা তন্দ্রালশ্র ত্যাগ, একাগ্রতার দ্বারা ঔদ্ধত্যাহুশোচনা ত্যাগ, ধর্ম বিচার দ্বারা সন্দেহ ত্যাগ এবং ধর্মামোদের দ্বারা অরতি আদি বহুবিধ পাপ ত্যাগ করিয়া আগত বলিয়া তিনি তথাগত। তথলক্ষণে আগত বলিয়া তথাগত—পৃথিবী ধাতুর কর্কশ লক্ষণ, আপ ধাতুর দ্রবণ লক্ষণ, তেজ ধাতুর উষ্ণতা লক্ষণ, বায়ু ধাতুর উপস্থম্বন বা প্রবহন লক্ষণ, আকাশ ধাতুর শূন্যতা লক্ষণ, রূপের রূপণ বা বিরূপ ধারণ লক্ষণ, বেদনার অল্পভবন লক্ষণ, সংজ্ঞার সঞ্জনন, সংস্কারের অভিসংস্করণ, বিজ্ঞানের বিজ্ঞানন লক্ষণ, তদ্রূপ আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, পচয়াকার ( উপকারক ধর্ম ) স্থিতি, বীৰ্য, ঋদ্ধি, বল, বোধাঙ্গ, আৰ্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, সপ্ত বিশুদ্ধি প্রভৃতি সকল ধর্ম ও স্বভাবের যথাযথ লক্ষণ, রস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া ত্রীশ্রীভগবানকে তথাগত বলা হয়। ভগবান্ যেই চতুরার্য্য সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন উহা তথ লক্ষণ যুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ স্বভাব সম্পন্ন। উহার কখনও অগ্রথা হয় না। তাই কথিত হইয়াছে ;—

তথানি সচ্চানি সমস্ত চক্খুনা,

তথা ইদম্পচ্চযতা চ সব্বসো ।

অনঞ্ঞ নেযা নযতো বিভাবিতা ;

তথাগতো তেন জিনো তথাগতো ॥

তথাদর্শী বলিয়া তথাগতো, তথাবাদী বলিয়া তথাগতো ও তথাকারী বলিয়া তথাগত এবং শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতির গুণে সর্বলোককে অভিভূত করিয়া থাকেন বলিয়া তথাগত। গাথায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে ;—

যতো চ ধর্মঃ তথমেব ভাসতি,

করোতি বা তস্মৈরূপ মত্তনো ।

গুণেহি লোকং অভিভূযা রীয়তি ;

তথাগতো তেনপি লোক নাযকোতি ॥

ভগবান্ “তথাআগতোতি—তথাগতো, তথাগতোতি—তথাগতো, তথলক্খণং আগতোতি—তথাগতো, তথ ধম্মে যথাবতো অভিসম্বুদ্ধোতি—তথাগতো, তথদসুসিতায—তথাগতো, তথবাদিতায—তথাগতো তথ কারীতায—তথাগতো, অভি ভবনট্টঠেন তথাগতোতি”।

সন্তো—স্মৃতি সম্পন্ন। সম্পজ্ঞানো—প্রকৃষ্টরূপে জানে বলিয়া সম্পজ্ঞান, সম্প্রজ্ঞান। সংজ্ঞা ও বিজ্ঞান হইতে বিশিষ্টতমরূপে জানা। মধুরকজ্জাতো বিম্বাতি—“সজ্জাতথক্কাভাবো সজ্জাতগরুভাবো স্মলে উত্তাসিতপুরিসোবিষ” স্মলে ত্রস্ত লোকের হ্রায় অচল, স্তব্ধ।

### ভাণবারং ততিগং ( তৃতীয় অধ্যায় )

৩। চত্তারো ইন্ধি পাদা—চতুর্বিধ ঋদ্ধি-পাদ। “ইজ্জতি অধিট্ঠানাদিকং এতাযাতি ইন্ধি। ইন্ধি বিধঞ্ঞাণং। পতিট্ঠানাট্টঠেন পাদো। ইন্ধিষা পাদো “ইন্ধিপাদো” এতদ্ধারা সঙ্কল্প ( অধিষ্ঠানাদি ) সিদ্ধ, সমুদ্ধ হয় বলিয়া ঋদ্ধি। প্রতিষ্ঠানার্থে পাদ; ঋদ্ধির পাদ। ঋদ্ধি অর্থ অসাধারণ, অলৌকিক শক্তি, যথা—নানাবিধ ঋদ্ধি, দিব্য-শ্রোত্র, পরচিত্ত-জ্ঞান, অতীত জন্ম পরম্পরার স্মৃতি, সত্ত্বগণের চ্যুতি ও জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ( দিব্য চক্ষু ), এবং আশ্রব-ক্ষয়-জ্ঞান। প্রথমোক্ত পাঁচটি অভিজ্ঞা লৌকীয়, মহদগত চিত্তের অবস্থা। শেষোক্ত অভিজ্ঞা লোকোত্তর, অহস্তর চিত্তের অবস্থা। ঋদ্ধি-পাদ—অলৌকিক শক্তি লাভের উপায়। এই উপায় চেতনাজাত, তাহা চতুর্বিধ, যথা—হ্রদঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত অভিলাষ, বীৰ্য্য-ঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চেষ্টা, চিত্তঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চিন্তা, বীমংসঋদ্ধি-পাদ—ঐশী শক্তি লাভের একান্ত অহুসঙ্কান বা প্রজ্ঞা। ইহারা প্রত্যেকে অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট, এই চৈতসিক চতুষ্টয় যখন চতুর্থ ধ্যান বলে পরিপুষ্ট লাভ করে, তখনই চিত্ত অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ঋদ্ধি কাম লৌকীয় হ্রদ, বীৰ্য্য, চিত্ত এবং বীমংস অর্থাৎ প্রজ্ঞায় লাভ হয় না। নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের জন্য ইহাদিগকে অধিপতি অবস্থায় গঠন করিতে হয়। এই গঠন কার্য্য চতুর্থ ধ্যানে দক্ষতা লাভেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন হ্রদকে অধিপতি করিয়া প্রতিলক্ক সমাধি হ্রদ সমাধি বলিয়া কথিত হয়। বীৰ্য্য, চিত্ত, বীমংসকে অধিপতি করিয়া প্রতিলক্ক সমাধি বীমংসসমাধি বলিয়া কথিত হয়, ইহাও তদ্রূপ। অপিচ উপচার ধ্যান পাদ, প্রথম ধ্যান ঋদ্ধি। স উপচার প্রথম ধ্যান পাদ দ্বিতীয় ধ্যান ঋদ্ধি। পূর্বভাগে পাদ, অপর ভাগে ঋদ্ধি। বিশুদ্ধি মার্গ ও বিভজ্জ অর্থকথা দ্রষ্টব্য। অভিধর্মে উত্তর চুলিক বারে আছে :—চতুর্বিধ ঋদ্ধি-পাদ, যথা—হ্রদ, বীৰ্য্য, চিত্ত ও বীমংস ঋদ্ধি-পাদ। তন্মধ্যে হ্রদ ঋদ্ধি-পাদ কি প্রকার? “ইদং ভিক্ষু যস্মিৎ সময়ে লোকুত্তরং ঝানং ভাবেতি নিয্যানিকং অপচবগামিং দিট্ঠিগতানং পহানায় পঠমায় ভূমিষা পল্লিষা বিবিচ্ছেব কামেহি……পঠমং ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি দুক্খা পটিপদং দদ্ধাভিঞ্ঞং। যো তস্মিৎ সময়ে ছন্দো ছন্দিকতা কন্তুকম্যতা কুসলো ধম্মহন্দো। অযং বুদ্ধতি ছন্দিকিপাদো। অব-সেসা ধম্মা ছন্দিকি পাদ সম্পযুত্তাতি। ইমে পন লোকুত্তর বসেনেব আগতা” অর্থাৎ এই শাসনস্থ

ভিক্ষু যখন পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করতঃ সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ্ঞ প্রীতি, স্নেহ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত দুঃখ প্রতিপদা দক্ষাভিজ্ঞ প্রথম ধ্যানে উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিগত সমূহ ত্যাগের জন্ত, প্রথম ভূমি প্রাপ্তির মানসে অপচয়গামী নির্ঘাণিক লোকোত্তর ধ্যান ভাবনা করে, তখন যে তাহার চন্দ্র, চন্দ্রাঙ্গুগমন কর্তৃকাম্য কুশল ধর্ম চন্দ্র উৎপন্ন হয়, উহাকেই চন্দ্র ঋদ্ধি-পাদ বলে। অবশিষ্ট ধর্ম সমূহ চন্দ্র ঋদ্ধি-পাদ সম্প্রযুক্ত। ইহা লোকোত্তরভাবে উক্ত হইয়াছে।

আয়ুস্মান রট্ঠপাল চন্দ্রকে ধুর করিয়া লোকোত্তর ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রব্রজিত হইবার সময়ে মাতা পিতা হইতে অল্পমতি না পাওয়ায় সপ্তাহ যাবৎ নিরাশ্রু উপবাস ছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা ছেলে মারা যাইতেছে দেখিয়া অগত্যা প্রব্রজ্যার অল্পমতি দিয়াছিলেন। আয়ুস্মান সোণবীর্ষকে ধুর করিয়াই লোকোত্তর ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবনায় যুক্ত হইয়া চণ্ডক্রমণ করিবার সময় পা ফাটিয়া গেলেও আরদ্ধবীর্ষ্য হেতু চণ্ডক্রমে ক্ষান্ত হন নাই। আয়ুস্মান সম্বৃত চিত্তকে ধুর করিয়া লোকোত্তর ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন চিত্ত থাকিলে কি না হয়? চিত্তকেই পূর্বগামী করিয়াছিলেন। আয়ুস্মান মোঘ রাজ বীমংসকে ধুর করিয়া লোকোত্তর ধর্ম লাভ করিয়াছিলেন। জ্ঞানী-হৃদয় যতদিন প্রকৃত তথ্যের সাক্ষাৎকার করিতে পারেনা, ততদিন তৃষিত চাতকের মত নানাদিক দিয়া তাহা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাবরী ঋষির জনৈক শিষ্য তপস্বী মোঘরাজ গুরু নির্দেশিত পন্থায় আকিঞ্চনায়তন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিলেন। এই ব্রহ্মের আয়ু অতি দীর্ঘ। তিনি দেখিলেন,—এই অবস্থায় যষ্টিসহস্র কল্পকাল যদি ও জরা ব্যাধির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তথাপি আয়ুক্ষয় হইলে পুনঃজন্ম জরার অধীন হইতে হইবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই ব্রহ্ম সায়ুজ্য যদিও হৃদীয় উপশান্তি, তবুও অনন্তকালের পক্ষে ইহা নিতান্ত অল্প; কয়েককণ মাত্র। কাজেই ইহা জীবনের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না।

এই চিন্তা করিয়া মোঘরাজ অনন্তকালের শান্তি-গবেষণা মানসে ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহার পাণ্ডিত্যভিমান ত্যাগের জন্ত এবং তাঁহার জ্ঞানের ও পরিপক্বতা লাভের জন্ত কোনও উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বারে ও ভগবান্ নীরব রহিলেন। তৃতীয়বারে মোঘরাজ বলিলেন;—

অয়ং লোকো পর লোকো ব্রহ্মলোকো সদেবকো,

দিট্ঠন্তে নাভিজানাতি গোতমস্ যসস্নিনো।

ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, সদেবক—অর্থাৎ সদেবলোক সমারক সত্রক্ষক সশ্রমণ ব্রাহ্মণ প্রজার মধ্যে কেহই যশস্বী গোতমের দৃষ্ট (অভিপ্রায়, লক্ষ) বিষয় জানেন না।

এবং অতিকল্প দসুসাবিং অখিপঞ্ছেন আগমং ;

কথং লোকং অবেক্ষন্তং মচ্চু রাজা ন পসসতীতি ?

এইরূপ শ্রেষ্ঠ দর্শনবিদ সমীপে প্রস্ফাটিক হইয়া আগমন করিয়াছি। লোককে কিরূপভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলে যুত্যা-রাজ দর্শন পায় না অর্থাৎ যুত্যা-কে অতিক্রম করিতে পারে? এবার ভগবান্ নির্দেশ দিলেন :—



\* স্ফুঞ্জোত্তো লোকং অবেক্ষস্ব মোঘরাজা সদা সত্যো,

অন্তাহুদিট্ঠিঃ উচ্চ এবং মচ্ছুতরো সিয়া।

এবং লোকং অবেক্ষস্ব মচ্ছু রাজা ন পস্‌সতীতি।\*

মোঘরাজ, সর্বদা স্মৃতির সহিত লোককে শূণ্যরূপে প্রত্যবেক্ষণ কর এবং আত্মাহুদী সন্মুপাটন কর। তাহা হইলেই মৃত্যু জয়ী হইবে। জরা, মৃত্যু মারকে অতিক্রম করিতে পারিবে। লোককে এইরূপভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলে মৃত্যুরাজ দর্শন পাইবে না। জরা, মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে।

গাথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সম্যকরূপে বুঝিয়া ব্রাহ্মণের চিত্ত আশ্রয় সমূহ হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিমুক্ত হইল। অর্হত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অজিন, জটা, বাকচীর, দণ্ড, কমণ্ডলু কেশ, দাড়ি, গোঁপ অস্ত্রহিত হইল; ভণ্ড কষায়বস্ত্র সজ্জাটি-পাত্র-চীবরধারী হইয়া করজোড়ে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন;—ভন্তে ভগবন্, আপনি আমার শাস্তা, আমি আপনার শিষ্য। যেমন চারিজন অমাত্য-পুত্র রাজ-সমীপে উচ্চপদ প্রার্থিক হইয়া বাস করিবার সময় একজন দিবারাত্র রাজার ইচ্ছানুযায়ী সেবা শুশ্রূষা করিয়া তুষ্ট করতঃ উচ্চ পদ লাভ করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করিল, প্রত্যহ কে সেবা শুশ্রূষা করিবে? কোন আবশ্যকীয় কাজ উৎপন্ন হইলে পরাক্রমের সহিত তাহা সম্পাদন করতঃ রাজাকে তুষ্ট করিব। তৎপর প্রত্যন্তে বিদ্রোহ উৎপন্ন হইলে, রাজাকর্তৃক সে প্রেরিত হইয়া মহা পরাক্রমের সহিত তথায় শান্তি বিধান করতঃ রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইল। তৃতীয় ব্যক্তি মনে করিল, প্রত্যহ সেবা করা এবং সংগ্রামে অস্ত্রাঘাত সহ করা কষ্ট কর। আমি মন্ত্র বলে রাজাকে তুষ্ট করিব। তাহার ক্ষেত্র-বিজ্ঞার পরিচয় থাকায় মন্ত্র-সংবিধান দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়া উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইল। চতুর্থ ব্যক্তি ভাবিল, সেবাদিতে কি হইবে? রাজা অভিজাতকেই উচ্চপদ দিয়া থাকেন। যদি সেভাবে দেন, তবে আমি নিশ্চয়ই পাইব। অভিজাত্যের দ্বারা সেও উচ্চ পদ লাভ করিল।

সেইরূপ কেহ ছন্দঃশক্তি-পাদ দ্বারা, কেহ বীৰ্য্যশক্তি-পাদ দ্বারা, কেহ চিত্তশক্তি-পাদ দ্বারা কেহ সুপরিশুদ্ধ বীমংসশক্তি-পাদ দ্বারা লোকোত্তর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেহেতু পুনঃ পুনঃ ছন্দ উৎপাদন পুনঃ পুনঃ সেবা-সদৃশ, পরাক্রমই বীৰ্য্য, চিন্তন মন্ত্র-সংবিধান-সদৃশ এবং অভিজাতই প্রজ্ঞা-সদৃশ। সমস্ত ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। সম্বোধন বিনোদনোত্তর কিন্তু চিত্ত শক্তি-পাদকে অভিজাত সম্পত্তি এবং বীমংসশক্তি-পাদকে মন্ত্র-বল-সদৃশ বলিয়া বোঝনা করিয়াছেন। যাহারা এই চতুর্বিধ শক্তি-পাদ ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা ইচ্ছা করিলে কল্পকাল বা কল্পাবশেষ কাঁচিয়া থাকিতে পারেন।

**মারো পাপিমা**—“এখ মারোতি সন্তে অনথে নিয়োজেস্তো মারেতীতি মারো” সত্ত্বগণকে অনথে নিয়োজিত করিয়া মারে বলিয়াই এস্থলে মার বলা হইয়াছে। পাপধর্ম সমগ্রাগত বলিয়া তাঁহাকে পাপিমা বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ, অস্তক, নমুচি, প্রমত্ত বন্ধু তাঁহারই নাম। পঞ্চমার, যথা—

\* শূন্যতাবশে লোক দর্শনের অর্থাৎ এই গাথার বিত্বার্থ পরিশিষ্টের শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

ক্লেমায়া, অভিসংস্কার বা ভোগ চেতনামার ( পুঞ্ঞাভিসংস্কারা অপুঞ্ঞাভিসংস্কারা ও আনেজ্জাভিসংস্কারা ) । বশবর্তী স্বর্গবাসী দেব-পুত্রগণ এই মারজয় আর্ধ্যমার্গের উৎপত্তি ক্রমে পরাস্ত হয়) ক্লেমায়া ও মৃত্যুমার (এই মারজয় পরিনিব্বান প্রাপ্তির সময় অন্তিম চিন্তাক্রমে অভিভূত বা পরাস্ত হয়) এই পাঁচ প্রকার মারকে পঞ্চমার বলে ।

**ষষ্ঠা তং মারেন পরিস্ফুটতিতচিত্তো**—এস্থলে “তং” নিপাতমাত্র । মার কর্তৃক অভিভূত হইয়া সাধারণ ব্যক্তি যেমন বুঝিতে অসমর্থ হয় সেইরূপ আয়ুমান আনন্দও বুঝিতে পারিলেন না । তাঁহাদের দ্বাদশ “বিপল্লাস” ( বিপরীত সজ্জা ) ত্যাগ হয় নাই, তাঁহারা ই মার কর্তৃক অভিভূত হইয়া পড়েন । আয়ুমান আনন্দের এখনও চারিটি “বিপল্লাস” (অশুভে শুভ বলিয়া সংজ্ঞা বিপল্লাস ও চিত্ত বিপল্লাস, দুঃখে সুখ বলিয়া সংজ্ঞা বিপল্লাস ও চিত্ত বিপল্লাস) ত্যাগ হয় নাই । তদ্ব্যতীত তিনি মারের ভীষণরূপ দেখিয়া ; বিকট শব্দ শুনিয়া ভগবানের ভাষিত বিষয়ের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না । ভগবান্ তাহা জ্ঞাত থাকিয়াও কেন তিনবার বলিলেন ? পরে আয়ুমান আনন্দ শোকাতুর হইয়া ভগবানকে কল্লকাল অবস্থান করিবার জন্ত যখন প্রার্থনা করিবেন তখন তাঁহার দোষারোপ করিয়া শোক অপনোদনের জন্ত । **কপ্পং**—আয়ুক্ষল । তখন মানবদের পূর্ণ আয়ু যত ততকাল । **কপ্পাবসেসং**—“অপ্লং বা ভিষোতি বৃত্ত বস্ সসততো অতিরেকং বা” কম বা বেশী, তখনকার পরিপূর্ণ আয়ু শতবৎসর হইতেও বেশী ।

মহাশিব স্বর্ষির প্রমুখ কোন কোন মহাস্বর্ষিগণ বলেন যে ; বুদ্ধগণের অস্থানে (বিনা কারণে গর্জন (সিংহনাদ) হইতে পারেনা । বেলুব গ্রামে উৎপন্ন মারস্তিক বেদনা যেমন সমাপত্তির দ্বারা দশ মাসের জন্ত বিদূরিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ সেই সমাপত্তি সমাপন্ন হইয়া দশ দশ মাসের জন্ত মারস্তিক বেদনা বিদূরিত ( বিক্খম্ভেজ্জা ) করিয়া এই ভদ্র কল্পের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারিতেন । কেন ভগবান্ অবস্থিতি করিলেন না ? শরীর ধারণ করিলেই খণ্ডিত পলিতভাবে অভিভূত হইতে হয় । বুদ্ধগণ পলিত ভাব প্রাপ্ত না হইয়া আয়ুর পঞ্চমাংশেই বহু জনের শ্রিয় আদরণীয় অবস্থায় পরিনিব্বান প্রাপ্ত হন । বুদ্ধাশুভুদ্ধ এবং মহাশ্রাবকগণ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে একা শাখা পল্লব বিহীন বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় থাকিতে হয় । বুদ্ধ-পরিষদ তরুণ শ্রমণ পরিবৃত্ত হইলে শোভা পায় না । সেই হেতুই অবস্থিতি করেন নাই । কিন্তু অর্থ কথায় আয়ুক্ষলই ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অর্থাৎ বুদ্ধ যখন উৎপন্ন হন তখন লোকের পরিপূর্ণ আয়ু যত ততকাল আয়ুক্ষল । কল্পাবশেষ পরিপূর্ণ আয়ু হইতে বেশীও অবস্থান করিতে পারেন ।

**বাহুসস্তুতা**—ত্রিপিটক বৃদ্ধবাক্য বশে বহুশ্রুত এবং পটিবোধ বহুশ্রুত । **ধম্মাধরা**—পরিষত্তি ( ত্রিপিটক ) ও পটিবোধ ধর্মধারী । **ধম্মানুধম্ম পটিপল্লা**—আর্য্য ধর্মের অনুধর্মভূত বিদর্শন ধর্ম প্রতিপন্ন । **সকং আচরিসকং**—স্বীয় আচার্য্য ( সম্যকসম্বুদ্ধের ) বাদ । **অক্কচরিসং**—শিক্ষাত্রয় ( অধিশীল, অধিচিহ্ন, অধিপ্রজ্ঞা-শিক্ষা ) সংগৃহীত সমস্ত শাসন ব্রহ্মচর্য্য । **অপ্পোসস্তু-কো ভং পাপিম হোহি**—হে পাপমতিমার, তুমি যে সম্বোধিলাভের অন্তিম সপ্তাহ হইতে

“ভস্বে ভগবন্, এখন আপনি পরিনির্বাণিত হউন, স্তুগত, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হউন” বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিতেছ, এখন হইতে তুমি নিশ্চেষ্ট হও, আমার পরিনির্বাণের জন্ত আর চেষ্টা করিতে হইবে না।

**সো ইমং পথবিং কম্পতি**—ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তিনি তাহা পরীক্ষা করিতে এই পৃথিবী কম্পিত করেন। দিব্য সম্পত্তি পরিভোগে শ্রমত্ব দেবরাজ ইন্দ্রের সংবেগ উৎপাদন করিতে আয়ুর্মান মহামোগ্গলায়ন \* স্ববির ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছিলেন। মহানাগ স্ববিরের ভাগিনা সজ্জ রক্ষিত শ্রামণের ঋদ্ধি শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহা পরীক্ষা করিতে বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে;—সজ্জ রক্ষিত সাত বৎসর বয়সে প্রব্রজিত হইবার সময় কেশ ছেদন করিতেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিলেন;—প্রব্রজিত দিবসেই অর্হৎ হইয়া কেহ বৈজয়ন্ত প্রাসাদ কম্পিত করিয়াছেন কি? কেহই কম্পিত করেন নাই দেখিয়া তিনি অভিজ্ঞা বলে বৈজয়ন্ত প্রাসাদোপরে দাঁড়াইলেন এবং পদ দ্বারা প্রহার করিয়াও সামান্য মাত্র কাঁপাইতে পারিলেন না। তাঁহার অসমর্থতা দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ হাসিয়া বলিলেন;—পুত্র সজ্জরক্ষিত, তুমি ভূমিষ্ট হইয়াছ যে এখনও তোমার মস্তকের মাতৃ-জঠরের গন্ধ যায় নাই। তুমি সেই দুর্গন্ধ নিয়া প্রাসাদ কাঁপাইতে চাহিতেছ। স্প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ কিরূপে কম্পিত করিতে পারিবে? শ্রামণের ভাবিলেন, এই দেবতারা আমাকে উপহাস করিতেছেন, কিন্তু আমি যে আচার্য্য পাই নাই। “আচার্য্য সামুদ্রিক মহানাগ স্ববির কোথায়”? তখন দিব্যজ্ঞানে জানিলেন যে, তিনি ঋদ্ধি-প্রভাবে মহাসমুদ্রের মধ্যে উদক-লেন করিয়া দিবা বিহারে বসিয়া আছেন। শ্রামণের তন্মুহূর্ত্তেই তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম করতঃ দাঁড়াইলে স্ববির বলিলেন;—তাত সজ্জরক্ষিত, তুমি শিক্ষিত না হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তদ্বৎ প্রাসাদ কাঁপাইতে পার নাই। ভস্বে, আচার্য্যের উপদেশ পাই নাই যে। স্ববির বলিলেন;—তাত সজ্জরক্ষিত, তুমি প্রাসাদ কম্পিত করিতে না পারিলে কে আর পারিবে? তাত, জলের উপর শুষ্ক গোময়-পিণ্ড ভাসিতে এবং লুচি প্রভৃতি পিষ্টক তৈলে পাক করিতে দেখিয়াছ কি? এই উপমাতেই বুঝিয়া নাও। “ভস্বে, ইহাই যথেষ্ট” বলিয়া প্রাসাদের স্থিত স্থান উদক-রাশি হউক বলিয়া অধিষ্ঠান করতঃ পুনঃ প্রাসাদাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে পুনঃ আসিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন;—শ্রামণের একবার লজ্জা পাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আবার যে আসিতেছেন। দেবরাজ বলিলেন;—ওরূপ বলিও না, এবার তিনি আচার্য্যের উপদেশ পাইয়াছেন, এখন মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রাসাদ কম্পিত করিবেন।

**মহামোগ্গলায়ন**—ভগবান্ বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক। তিনি কোপিত গ্রামের মহাধনাঢ্য যোগগামী ব্রাহ্মণীয় পুত্র। শারিপুত্রের সঙ্গে তিনি সল্লয় পরিব্রাজকের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। তাহার নিকট মোক্ষ ধর্ম পাইতে না পারিয়া ভগবানের স্মরণাপন্ন হন। লিপ্ত হইয়া সাতদিনের মধ্যেই অর্হৎ হইয়া দ্বিতীয় শ্রাবকের স্থান লাভ করেন। তিনি ঋদ্ধি বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

শ্রামণের উপস্থিত হইয়া পদাঙ্কুটেই প্রাসাদে প্রহার করিলেন, তখন প্রাসাদ চতুর্দিকে ঘুরিয়া উন্নত অবনত হইতে লাগিল। দেবগণ ভয়ে ভীত হইয়া “ভস্মে, প্রাসাদ স্থিত হইতে দিন, স্থিত হইতে দিন বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রামণের প্রাসাদ যথাস্থানে স্থিত করিয়া প্রাসাদের চূড়ায় দাঁড়াইয়া প্রীতি-ভরে বলিলেন ;

অজ্জবাহং পবজিতো অজ্জ পত্তাসবক্খং.

অজ্জ কম্পেমি পাসাদং অহো বুদ্ধসুস্কারতা।

অহো ধম্মসুস্কারতা অহো সজ্জসুস্কারতাতি ॥

আমি অণ্ডই প্রব্রজিত হইয়া আজই আশ্রবক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, আজই আমি প্রাসাদ কম্পিত করিলাম। অহো বুদ্ধের মহিমা! অহো ধর্মের মহিমা!! অহো সজ্জের মহিমা!!!

**অট্ট বিমোক্ষা**—অট্টিবিধ বিমোক্ষ। যোগীর চিত্ত প্রত্যানীক ধর্ম সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া আলম্বনে অভিরতি বশে মুক্ত রত বলিয়া বিমোক্ষ। অধিমোচনার্থে বিমোক্ষ। বালক যেমন নিরাশঙ্কভাবে পিতৃ-অঙ্কে শায়িত থাকে সেইরূপ অনিগ্রহভাবে নিরাশঙ্ক হইয়া আলম্বনে নিয়োজিত থাকা। এইরূপ অর্থ ১ম বিমোক্ষ হইতে ৭ম বিমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। অষ্টম বিমোক্ষে নহে। অষ্টম বিমোক্ষাবস্থায় চতুর্বিধ অরূপস্বক্কের (সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা, বিজ্ঞানের) একটুও বিদ্যমান থাকে না। যথা পরিচ্ছিন্নকালেই নিরুদ্ধ হয়। আর্ধ্য ব্যক্তিরাই তাহা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ। আর্ধ্য ফলের মধ্যে ইহা শেষ ফল এবং ইহজন্মেই নিব্বান প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া তাহাই উত্তম বিমোক্ষ। ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ৩য় বিমোক্ষ শুভতেই অধিমুক্ত হয়। তদ্বারা সুবিশুদ্ধ নীলাদি বর্ণ কসিন (কুংস) ধ্যান নিদ্বিষ্ট হইয়াছে। সেই ধ্যান সমূহে “অপ্লনার” (অর্পণার) মধ্যে শুভ বলিয়া আভোগ নাই বটে, কিন্তু যোগী শুভ কসিন (কুংস) ভাবনা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করায় তাহা শুভতেই অধিমুক্ত বলিয়া বলা যাইতে পারে। প্রতি-নন্দিদা মার্গে যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা ৭৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মাঘী পূর্ণিমা দিবসে ভগবান্ বৈশালীস্থ চাপাল—চৈত্যোন্মত্তিমান ও সম্প্রজ্ঞান অবস্থায় স্বীয় আয়ুসংস্কার বিসর্জন করেন। তৎপর আয়ুর্মান আনন্দ শোকাভিভূত হইলে, তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া বৈশালীর মহাবনে কুটাগার শালায় আগমন করেন। তথায় ভিক্ষু-সম্ম সমবেত করাইয়া যে সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্মের\* অবতারণা করেন সূত্রে কেবল তাহাদের নাম মাত্রই উল্লেখ হইয়াছে। যেহেতু অশ্রান্ত বহু সূত্রে এইগুলি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এইগুলি বুদ্ধ-ধর্মের মূল তত্ত্ব, যতই উহাদের অর্থ গবেষণা এবং ভাবনা করা যাইবে ততই মানস রত্ন কোষে পরম হৃদয় রত্ন সঞ্চিত হইবে। সেই সমুদয় ভগবান্ কর্তৃক অভিজ্ঞানেই হৃদে দ্রষ্ট। সেইগুলির শুধু নাম মাত্র জানিলে কাজ হইবে না। সূচাক্রমে জানিবার জন্য পালি ভাষার অভিজ্ঞতা লাভই অত্যাৱশ্য। আমি যথাসাধ্য চয়ন করিয়া এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু গভীরতম বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় ভাব পরিস্ফুট হয় না। সপ্তত্রিংশ বোধি-পক্ষীয় ধর্মের মধ্যে প্রথমতঃ।

\*যে সকল চিত্ত-চৈতন্যের উৎকর্ষ-সাধন বোধি-জ্ঞান লাভের গক্ষে অপরিহার্য, তাহারাই বোধি-পক্ষীয় ধর্ম।

**১। চত্বারো সতিপট্টানং**—চতুর্বিধ স্মৃত্যুপস্থান। আলম্বনের যথার্থ স্বভাব নির্ধারণের জন্ত চিত্ত তন্মধ্যে অল্পপ্রবেশ করা এবং সেই নির্ধারিত যথা স্বভাবে স্মৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অত্রান্ত ভাবে পর্যবেক্ষণ করার নামই স্মৃতি-প্র-স্থান। “প-ঠা-তীতি পট্টানং। অথবা সরণট্টে সতি উপট্টানট্টে পট্টানং। সতি চ সা পট্টানং চাতি সতিপট্টানং”। স্মৃতি-প্র-স্থান যথাভূত স্বভাবে জ্ঞানার্জন ও সেই জ্ঞানে স্মৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থা। এক “স্মৃতি” চৈতন্যিক কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্ম, ( সংজ্ঞা ও সংস্কার ) এই চারি আলম্বন-ভেদে চতুর্ধা হইয়াছে। ইহা যেমন লৌকিকস্বভাব স্মৃতি-সঙ্কল্প, লৌকিক জীবনের শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্দমনস্ত ত্যাগ করাইয়া বিশুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ তেমনি জ্ঞান-মার্গ এবং নিব্বান প্রত্যক্ষ করাইতেও সমর্থ। বুদ্ধদের ইহা গমন মার্গ। তৎসম্বন্ধে ৪৩—৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

**২। চত্বারো সম্মপ্পাধানা**—চতুর্বিধ সম্যক-প্রধান। এখানে “সম্যক” শব্দ দ্বারা চেষ্টার অসাধারণতা বুঝাইতেছে। এক সম্যক-প্রধান ( চেষ্টা ) সংবরণ, প্রহাণ, ভাবনা, অহুরক্ষণ কৃত্য ভেদে চতুর্বিধ হইয়াছে। যথাঃ—(১) অকৃত পূর্ব কায়িক বাচনিক ও মানসিক পাপ না করিবার জন্ত প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উত্তোগ। (২) কৃতপূর্ব পাপ চিন্তা পরিত্যাগের জন্ত প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা ও মহা উত্তোগ। (৩) অজ্ঞাত সন্ধর্ম জানিবার জন্ত ও অকৃতপূর্ব সংকর্ম করিবার জন্ত প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা এবং মহা উত্তোগ। (৪) জ্ঞাত অধিকৃত সন্ধর্ম না তুলিবার, না হারাইবার জন্ত প্রবল ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উত্তোগ।

**৩। চত্বারো ইন্ধিপাদা**—চতুর্বিধ ঐন্ধিপাদ। ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

**৪। পঞ্চেন্দ্রিয়ানি**—পঞ্চেন্দ্রিয়, যথা—শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

**৫। পঞ্চবলানি**—পঞ্চবল, যথা—শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞাবল।

“ইন্দ্রিয়” প্রতিপক্ষ ধর্মকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রিয় বা আধিপত্য করে বলিয়া ইন্দ্রিয়। বল প্রতিপক্ষ ধর্মের আক্রমণে অটল থাকে। শ্রদ্ধা যখন ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার সঙ্গে যেন ইহাকে সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হয়। আবার শ্রদ্ধা যখন বল প্রাপ্ত হয়, তখন অশ্রদ্ধার আক্রমণে অকম্পিত থাকে; অশ্রদ্ধা আত্ম-পরাজিত হয়। ইন্দ্রিয় হইতে বল অধিক শক্তিশালী। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অশ্রদ্ধাকে পরাভূত করিয়া সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতন্যিকের প্রসন্নতা আনয়ন করিয়া থাকে। “বীৰ্য্য” কৌশিষ্ঠ-পর্যাবে, “স্মৃতি” আলম্বনকে নিত্য উপস্থিত রাখিতে, “সমাধি” চিত্তের নিশ্চল অবস্থানে, “প্রজ্ঞা” মোহধ্বংসে, সম্প্রযুক্ত চিত্ত চৈতন্যিকের উপরই ইন্দ্রিয় বা আধিপত্য করে। শ্রদ্ধা বল অশ্রদ্ধায়, বীৰ্য্য বল কৌশিষ্ঠে, স্মৃতি বল প্রমাদে, সমাধি বল ঔদ্ধত্যে, প্রজ্ঞা বল অবিজ্ঞায় কম্পিত হয় না।

সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার শুধু প্রয়োজন নহে, অল্পশীলনে তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ে পরিপুষ্ট এবং শক্তিশালী করাও দরকার। ইহাদের ইন্দ্রিয়ে ও শক্তিশাল্যে উচ্চাশা নির্ধারণের শক্তি লাভ হয়; আপন দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও হইয়া থাকে। আবার কাহারও নিকট আধিপত্য বা শক্তি সঞ্চিত হইলে, তাঁহার প্রত্যবেক্ষণ করা উচিত

যে, “আমি কাহার দ্বারা আধিপত্য করিতেছি এবং কোন বলে বলীয়ান হইয়াছি ? কি শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্বত্তি, সমাধি না প্রজ্ঞায়। ইহা ছাড়া অগ্ন আধিপত্য বা শক্তি প্রকৃত আধিপত্য বা শক্তিই নহে। লোকের নিকট এই পক্ষেজিয় ও পঞ্চবলের সমতা থাকা সর্বতোভাবে ভাল। ন্যূনাধিক্য ভাল নহে। যেমন শ্রদ্ধা বলবৎ হইয়া প্রজ্ঞা না থাকিলে দুঃশীলের প্রতিও প্রসন্ন হইয়া পড়ে। আবার প্রজ্ঞা বলবৎ হইয়া যদি শ্রদ্ধা না থাকে তবে তিনি (কেরাটিক) বহু বৃদ্ধেন ও বলেন বটে কিন্তু তদ্বারা সংকার্য্য সার্থিত হয় না। অগ্নাগ্ন গুলি ও তদ্রূপ বুঝিয়া নিতে হইবে।

**শ্রদ্ধা**—কর্ম ও কর্মফলাদিতে বিশ্বাস, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস নহে। যুক্তি-সঙ্গত বিশ্বাস বা পরোক্ষ-জ্ঞান। চিত্তের নির্মলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধার লক্ষণ। যেমন স্বচ্ছ সলিলে চন্দ্র-সূর্যের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়, তেমনি শ্রদ্ধা-নির্মল চিত্তেই কর্ম, কর্ম-ফল ও বুদ্ধাদি শ্রদ্ধেয় বস্তু গৃহীত হয়; পঞ্চ নীবরণ (কাম-ছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা) নিবৃত্ত থাকে। হস্ত-হীন ব্যক্তি যেমন রত্নাদি দর্শন করিলেও গ্রহণ করিতে পারে না, বিত্তহীন যেমন ভোগ হুখে বঞ্চিত, বীজহীন যেমন ফসল লাভ করিতে অক্ষম, তেমনি শ্রদ্ধা না থাকিলে দান-শীল-ভাবনাদি স্বকর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে না। শ্রদ্ধা দ্বারাই পুণ্য-কর্মাদি গৃহীত, কৃত ও ফলিত হয়। এজগৎ শ্রদ্ধা হস্ত-বিত্ত-বীজ-সদৃশ। তদ্ব্যতীত উক্ত হইয়াছে :—শ্রদ্ধা রূপ বিড়ই লোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শ্রদ্ধার দ্বারাই পাথের বাঁধা হয়, শ্রদ্ধার সহিত কাজ করিলেই মহাফল লাভ হয়। শ্রদ্ধা চতুর্বিধ, ১৬ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

**বীৰ্য্য**—অধ্যবসায়। কার্য্যারম্ভ ইহার স্বভাব; বাধার পর বাধা অতিক্রম ইহার কৃত্য;—এই হেতু অগ্ন নাম পরাক্রম। চিত্তের ক্রমিক গতি রক্ষা করে বলিয়া ইহা উৎসাহ, বিরুদ্ধ শক্তি প্রতিহত করে বলিয়া স্বাম, চিত্ত-সমুত্তি ধারণ করে বলিয়া ধীতি। প্রগ্রহ ও উপশান্তন ইহার লক্ষণ। আর্ধ্য-আষ্টাঙ্গিক মার্গে ইহা সম্যক-ব্যায়াম, সপ্ত সন্ধ্যোধ্যাঙ্গে বীৰ্য্য-সন্ধ্যোধ্যাঙ্গ ঋদ্ধি-পাদে বীৰ্য্য ঋদ্ধি-পাদ। এই বীৰ্য্য-চৈতন্যসকই জলে পতিত শাবকের উদ্ধারার্থে কাঠ-বিড়ালকে স্বীয় লালসুল সাহায্যে নদীর জল সেচনে রত করিয়াছিল। শাক্য-মুনির চিত্তে এই বীৰ্য্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উদ্গীত হইয়াছিল :—

ইহাসনে শুভ্রতু মে শরীরং ত্রগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু

অপ্রাপ্য বোধিঃ বহু কল্প ভুলভাং নৈবাসনাং কায়মতশ্চলিয়াতে।

“এই আসনে আমার শরীর শুধে শুথুক, ত্বক, অস্থি, মাংস, প্রলয় হয় হউক, বহু কল্প ছিন্নভ অপ্রাপ্য বোধি না পাইয়া কায় এই আসন ত্যাগ করিবে না”। এই দৃঢ়তার সূক্ষ্ম বর্ষ পরিধান করতঃ তিনি ধ্যান মগ্ন হইয়া বুদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। যেই বীৰ্য্য অকুশল পথ প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-তনয় সুশিক্ষিত জ্যোতিপালকে (অহিংসকে) অকুলিমাল রূপে ভয়ানক দহ্য করিয়াছিল, সেই বীৰ্য্য আবার কুশল-পথ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অরহন্তে উন্নয়িত করিয়া ছিল। বীৰ্য্য দশপারমিতার অগ্নতম। বীৰ্য্য উৎপত্তির হেতু ১৮২।১৮৩ পৃষ্ঠায় বীৰ্য্য-সন্ধ্যোধ্যাঙ্গ উৎপত্তির কারণ দ্রষ্টব্য।

**স্মৃতি**—যদ্বারা কুশল আলম্বন স্মরণ করা হয় তাহাই স্মৃতি। কুবিষয় মনে উঠা স্মৃতি নহে, তাহা অকুশল চিন্তোৎপত্তি, দৃষ্টি। স্মৃতি বলিতে সম্যক-স্মৃতিই বুঝায়। তাহা কুশল অবস্থাকে সতত জাগ্রত রাখে। কুশল অপরিভ্যাগ উহার লক্ষণ। অবিস্মৃত সতর্কতা ইহার কৃত্য। তাহা সর্ববিধ কুশল কর্মে বিद्यমান থাকে। স্মৃতি-হীন চিত্ত কর্ণধার হীন ভরণীর ত্রায় দুর্দশাপন্ন। ভগবান্ স্মৃতিকে সর্ববিধ কুশল উদ্দেশ্য-সিদ্ধিদাত্রী বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার অন্ম নাম অগ্রমাদ। স্মৃতি উৎপত্তির হেতু ১৮১।১৮২ পৃষ্ঠায় স্মৃতিসম্বোধ্যজ উৎপত্তির কারণ দ্রষ্টব্য।

**সমাধি**—চিত্তের একাগ্রতা। চিত্তের বিক্ষেপ বিধ্বংস ইহার লক্ষণ। নিশ্চল অবস্থান ইহার কার্য। ধ্যান ভেদে তাহা চতুর্বিধ, যথা—১। সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ প্রীতি, স্তব্ধ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত ১ম ধ্যান। ২। বিতর্ক বিচার বর্জিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ, চিত্তের একোদি ভাব সহিত অবিতর্ক, অবিচার, সমাধিজাত প্রীতি, স্তব্ধ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত ২য় ধ্যান। ৩। প্রীতি-বিরাগ উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল সম্প্রজ্ঞান (সম্প্রজ্ঞান) বিহারে কায়িক স্তব্ধভব করা, আর্ধ্যগণ ষাঁহাকে উপেক্ষক স্মৃতিমান স্তব্ধ বিহারী বলিয়া নির্দেশ করেন, সেরূপ ৩য় ধ্যান। ৪। পূর্ব হইতেই কায়িক স্তব্ধ দুঃখ ত্যাগ করিয়া এবং মানসিক স্তব্ধ দুঃখ ও পরিহার করতঃ অদুঃখ অস্তব্ধ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি পারিশুদ্ধি ৪র্থ ধ্যান। অসমাহিত ব্যক্তি সংসারে কোন উন্নতিই লাভ করিতে পারে না। সমাহিত ব্যক্তি অধ্যবসায়ের সহিত যেই কার্য আরম্ভ করুক না কেন তাহা সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। শাক্য-মুনি এইরূপ সমাহিত চিত্তেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞান আরম্ভ করিয়াছিলেন। সমাধি উৎপাদনের হেতু ১৮৩।১৮৪ পৃষ্ঠায় সমাধি সম্বোধ্যজ উৎপাদনের কারণ দ্রষ্টব্য।

**প্রজ্ঞা**—আলম্বনের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা যখন মোহকে পরাজিত করিয়া আলম্বনের যথার্থ স্বভাব উদঘাটিত করিবার উপযোগী শক্তি ধারণ করে, তখন ইহা প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। যখন অবিচার আক্রমণে কম্পিত হয় না তখন প্রজ্ঞা বল। এই প্রজ্ঞা আষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক-দৃষ্টি, সম্বোধ্যজ ধর্ম-বিচয়, কুশল-মূলে অমোহ, ভাবনা কর্মে সম্প্রজ্ঞান, সমাধিতে বিদর্শন, ঋদ্ধি-পাদে বীমংস, প্রতীত্য-সমুৎপাদে বিত্তা নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রজ্ঞা সম্বন্ধে ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞা দশ পারমিতার অগ্রতম। প্রজ্ঞা সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রজ্ঞাবানের নিকট সকলেই অবনত হইতে হয়। প্রজ্ঞা লাভের হেতু ১৮২ পৃষ্ঠায় ধর্ম-বিচয় সম্বোধ্যজ উৎপাদনের হেতু দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞা আলম্বনের যথার্থ অর্থার্থ স্বভাব ভেদ করিয়া বিষয়টি প্রকাশিত করতঃ স্পষ্ট কুপথ নির্দেশ করে এবং নিব্বানের পথ উদ্ভাসিত করিয়া প্রদর্শন করে। স্মৃতি প্রকাশিত বিষয়টিকে দৌবারিকের ত্রায় পাহারা দেয় এবং স্তম্ভের ত্রায় প্রোথিত থাকিয়া চিত্তকে স্থিত রাখে ও পথভ্রংশ হইতে রক্ষা করিয়া নিব্বানের দিকে অগ্রসর করায়। প্রজ্ঞা চিত্তকে তৎ-প্রতি নমিত করে। সমাধি চিত্তকে সেই একই লক্ষ্যে নিবিষ্ট রাখে। বীৰ্য্য তাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া থাকে।

৬। **সত্ত্ব বোধোদয়**—সবোধি লাভের সাতটি অঙ্গ। বুঝে বা বোধ করে বলিয়া বোধি। আরও বিদর্শক হইতে যোগবচন যেই স্মৃতি আদি ধর্ম সামগ্রীর দ্বারা সত্য সমূহ বুঝে, প্রতিবিদ্ধ করে, কলুষ নির্মূলে হইতে জাগ্রত হয়, কলুষ ( ক্লেশ ) সঙ্কোচের অভাব হেতু মার্গ ফল প্রাপ্তিতে বিকশিত হয় সেই ধর্ম সামগ্রী বোধি। তাহার অঙ্গ, কারণ ভূত বলিয়া বোধ্যঙ্গ। তাহা ধর্মবশে সপ্তবিধ, যথা—স্মৃতিই সুন্দর বোধ্যঙ্গ বা সুন্দর বোধির অঙ্গ বলিয়া স্মৃতি-সম্বোধ্যঙ্গ। ধর্মের বিচার করে, পরীক্ষা করে এই অর্থে ধর্মবিচয় ( বিদর্শনের প্রজ্ঞা ) সম্বোধ্যঙ্গ। বীর্ঘ্যসম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতিসম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রুতি ( প্রশান্তি ) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধিসম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসম্বোধ্যঙ্গ। প্রথম অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ১৮১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

**অরিষো অট্টষ্টিকো মগ্গোগো**—আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা—সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সম্বল্ল, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্মান্ত, সমাগাজীব, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যক-স্মৃতি, সম্যক-সমাধি। ইহাই দুঃখ নিরোধের ( নিব্বান লাভের ) উপায়।

**সম্যক-দৃষ্টি**—খাটি বা অত্রান্ত সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞান লৌকিক লোকোত্তর ভেদে প্রথমতঃ দ্বিবিধ। স্বীয় কর্ম-বিপাক ভোগী সব ভিন্ন আমি অত্র কিছু নই এই জ্ঞান ( কস্ম-স্বসকতা এণানো ) এবং সত্যাত্মলৌকিক জ্ঞান লৌকিক সম্যক-দৃষ্টি, মার্গ ও ফল সম্প্রযুক্ত প্রজ্ঞা লোকোত্তর সম্যক-দৃষ্টি। সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথগজ্ঞান, সেথ ও অসেথ ভেদে ত্রিবিধ। আবার পৃথগজ্ঞানের মধ্যে কেহ নিজকে সত্যাত্মলৌকিক স্বীয় কর্মফল ভোগী সব জানিয়াও কর্মফল বিশ্বাসী আত্মবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ নিজকে সত্যাত্মলৌকিক স্বীয় কর্মফল ভোগী সব জানিয়া কর্মফল বিশ্বাসী অনাত্মবাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এই হিসাবে পৃথগজ্ঞান দ্বিবিধ। **সেথ**—স্রোতাপত্তিমার্গস্থ হইতে অর্হৎ মার্গস্থ পর্য্যন্ত সপ্তধা বিভক্ত। **অসেথ**—অর্হৎ-ফলস্থ ব্যক্তি।

সাধারণতঃ দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞানকে সম্যক-দৃষ্টি বলা হয়। তাহা প্রথমে নানাভাবে উৎপন্ন হইয়া চতুরার্য্য সত্য প্রতিবেদক্ষেপে একই জ্ঞানে পরিণত হয়।

যখন আর্য্য-শ্রাবক অকুশল+ কি, অকুশলের মূল কি এবং কুশল কি ও কুশলের মূল কি তাহা সম্যক রূপে বুঝিয়া থাকেন, তখন তিনি সর্বপ্রকারে কামাত্মশয় ত্যাগ করিয়া প্রতিঘ ( ক্রোধ ) অত্মশয় বিনোদন পূর্বক অস্মী মানাত্মশয়ের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করেন এবং অবিত্তা পরিহার করতঃ বিত্তা উৎপাদন করিয়া ইহ জন্মেই দুঃখান্তকারী হইয়া থাকেন। এইরূপেই আর্য্যব্যক্তি সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন\* হইয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি ( জ্ঞান ) ঋজুগত, তিনি ধর্মে অচলা প্রসাদ সম্পন্ন; তিনিই প্রকৃত পক্ষে এই সন্ধর্ষে আগত।

+ অকুশল—প্রাণী হতা, চুরি, পরসী গমনাদি নীতিবিরুদ্ধ কামাচার, মিথ্যা, পিণ্ডন, পক্ষ, সম্প্রলাপ (অনর্থদ্বন্দ্ব গল্প গুজব ঠাটাবিক্রম) অভিঘা ( লোভ ) ব্যাপাদ ও মিথ্যা-দৃষ্টি। অকুশলমূল—লোভ, দ্বेष ও মোহ। কুশল—প্রাণী হত্যা বিরতি, চৌর্য্য বিরতি, ব্যভিচার বিরতি, মিথ্যা কথা, পিণ্ডন বাক্য, পক্ষ বাক্য সম্প্রলাপ বিরতি এবং অনভিঘা, অব্যাপাদ ও সম্যক-দৃষ্টি। কুশল মূল—অলোভ, অদ্বेष ও অমোহ।



অথবা যখন আৰ্য্য-শ্রাবক আহার\*, দুঃখ, জরা মরণ, জন্ম, ভব, উপাদান, তৃষ্ণা, বেদনা, স্পর্শ, ষড়ায়তন, নামরূপ, বিজ্ঞান, সংস্কার, অবিজ্ঞা এবং আসব (আশ্রব) এই সমুদয়ের যে কোনটী বিশেষ ভাবে জানেন এবং তাহাদের উৎপত্তি ও নিরোধ এবং নিরোধের উপায় সুবিদিত হন, তখনই সেই আৰ্য্য-শ্রাবক কামাহুশয় ত্যাগ করিয়া প্রতিঘাহুশয় বিনোদন পূর্বক অশ্মিতাদৃষ্টি সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকেন, এবং অবিজ্ঞা ত্যাগ করতঃ বিজ্ঞা উৎপাদন পূর্বক ইহ জন্মেই দুঃখাস্ত করেন। এইরূপেই আৰ্য্য ব্যক্তি সম্যক-দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার দৃষ্টি ঋজুগত, তিনি অচলা প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া এই সদ্ধর্ম প্রাপ্ত হন।

**সম্যক-সঙ্কল্প**—সদ বা উত্তম সঙ্কল্প। ইহা ত্রিবিধ, যথা—নৈষ্কম্য সঙ্কল্প, অব্যাপদ সঙ্কল্প, ও অবিহিংসা সঙ্কল্প। পঞ্চকামগুণ (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ) পরিভোগ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বিরাগতা বা নৈষ্কম্য প্রাপ্তির সঙ্কল্পের নাম নৈষ্কম্য-সঙ্কল্প। ব্যাপাদ-সঙ্কল্প বিরত হইয়া মৈত্রী সঙ্কল্প পরতা অব্যাপদ সঙ্কল্প। বিহিংসা প্রতিবিরত হইয়া করুণা সম্পন্ন হওয়া, আত্মস্থ অশ্মমুক্তি সঙ্কল্প প্রাপ্তির নাম অবিহিংসা সঙ্কল্প। এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য সাধন বশে মার্গাঙ্গ পূর্ণ করতঃ মার্গক্ষেপে একমাত্র কুশল সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক-সঙ্কল্প।

**সম্যক-বাক্য**—সত্য বা অবিরুদ্ধ বাক্য। ইহা চতুর্বিধ বাচনিক পাপের নিবৃত্তি, যথা—(১) মৃণাবাদ বিরত হওয়া অর্থাৎ সভাস্থলে, বিচারালয়ে, লোক সাঙ্কাতে আত্ম-হেতু, পর-হেতু, টাকা পয়সাদি আমিষ-হেতু সজ্ঞানে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা না বলা। সত্যবাদী, সত্যসন্ধ, স্থির প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাস্ত এবং অবিষমবাদী হওয়া। (২) পিশুন বাক্য বিরত হইয়া সন্ধি-কর্ত্তা হওয়া অর্থাৎ এখানে কোন কথা শুনিয়া এঁদের ভেদের জ্ঞাত অথচ না বলা; অথচ কোন কথা শুনিয়া এঁদের ভেদের জ্ঞাত এঁদেরকে না বলা। বিবাদ-ভিন্ন লোকের মধ্যে সন্ধিকর্ত্তা বিবাদ অতুৎপাদক, সমগ্রারাম, সমগ্ররত, সমগ্র নন্দী হওয়া ও সমগ্র করণী বাক্য বলা বা ভাষিত হওয়া। (৩) পুরুষ বাক্য বিরত হওয়া অর্থাৎ কর্ণ সুখকর, নির্দোষ, প্রেমণীয়, হৃদয়ঙ্গম সদর্থপূর্ণ, বহুজন-কান্ত, বহুজন-প্রিয় বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া। (৪) শূণ্য গর্ত বাক্য, অসদ প্রস্তাব, ঠাট্টা বিক্রপ বা সম্প্রলাপ বিরত হইয়া কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী হওয়া এবং নিধানবতী, অর্থ সংহিত, পরিমিত বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া। এই চারি প্রকারে কার্য সাধন করিয়া মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষেপে একমাত্র অকুশল বাক্য বিরতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক-বাক্য।

**সম্যক-কর্মান্ত**—সৎ বা পবিত্র কর্মকারী হওয়া। ইহা ত্রিবিধ কায়িক পাপ হইতে বিরত হইয়া ত্রিবিধ কায়িক স্কর্ম করতঃ কায়ার পবিত্রতা সম্পাদন করা, যথা—প্রাণী হত্যা হইতে বিরত হইয়া নিহিত দণ্ড, নিহিত শস্ত্র, লঙ্কা, দয়ালু, সর্বপ্রাণ ভূতের প্রতি হিতাহুস্কম্পী

\*বিভিন্ন সঙ্কণের বিভিন্ন জন্ত চতুর্বিধ আহার আছে, যথা—ফল বা ফল প্রাস আহার, স্পর্শাহার, মনোসংকেতনাহার, ও বিজ্ঞানাহার। তৃষ্ণার সমুদ্রে আহার সমুদ্র, তৃষ্ণার নিরোধেই আহারের নিরোধ হইয়া থাকে। আহার নিরোধের উপায় আৰ্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ ভাবে জরা মরণাদি বিষয়ে ও যুক্তি নিতে হইবে।

হইয়া বাস করা। (২) অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হওয়া অর্থাৎ গ্রামে বা অরণ্যে পরাধিকৃত বস্তু চৌর্য্য চিন্তে গ্রহণ না করিয়া দত্ত দায়ী, দত্ত প্রতিকাজ্ঞী, অচোর, স্চীভূতায় হইয়া বিচরণ করা। (৩) কাম সমূহে মিথ্যাচার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মাতৃরক্ষিতা, পিতৃরক্ষিতা, ভ্রাতৃরক্ষিতা, ভগ্নী, জ্ঞাতী, ও ধর্ম্মরক্ষিতা, সন্ধ্যামীকা, স্বরক্ষিতা এবং সপরিদণ্ডাদি জীর প্রতি কামাচার ত্যাগ করিয়া আপন জীতে যথাসময়ে রমিত হওয়া। এই ত্রিবিধ ভাবে কার্য্য সম্পাদন বশে মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষেপে একমাত্র অকুশল কর্ম্ম বিরতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক কর্ম্মান্ত।

**সম্যগাজীব—**অনবত্ত বা সঙ্জীবিকা। কায়িক বাচনিক পাপে লিপ্ত না হইয়া অর্থাৎ প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও মিথ্যা, পিণ্ডন, পক্ষ, সম্প্রলাপ দ্বারা এবং কুহনা, লণনা, নৈমিত্তিকতা, নিম্পীড়নতা, লাভ দ্বারা লাভ অশ্বেষণ ( কুশীদ ব্যবহার ) দ্বারা ও পঞ্চ নিষিদ্ধ ব্যবসা ( অস্ত্র, সত্ত্ব অর্থাৎ মদ্য, মাংস মৎস্য, মত্ত ও বিষ বাণিজ্য ) দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না করিয়া ধর্ম্মতঃ অহিংস, অচোর, অবঞ্চন, অমায়াবী হইয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করা। ইহা ও প্রথমে নানা ভাবে কার্য্য সাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করিলে মার্গক্ষেপে এক অকুশল জীবিকা বিরতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাই সম্যগাজীব।

**সম্যক-ব্যায়াম—**একান্ত অনবত্ত সং চেষ্টা। ইহা চতুর্বিধ, যথা—(১) অল্পংপন্ন অকুশলের অল্পংপত্তির চেষ্টা অর্থাৎ অকৃত পূর্ব্ব কায়িক বাচনিক ও মানসিক পাপ কর্ম্ম সমূহ অল্পংপাদন জগ্গ হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা, প্রবলা চেষ্টা, মহা উত্তোগ পোষণ ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। (২) উৎপন্ন অকুশলের বিনাশের জগ্গ হৃদয়ে প্রবলা ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উত্তোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিন্তকে উৎসাহিত করা ও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। (৩) অল্পংপন্ন কুশলের উৎপাদন জগ্গ হৃদয়ে প্রবলা চেষ্টা, বলবতী ইচ্ছা, মহা উত্তোগ পোষণ করিয়া তৎবিষয়ে চিন্তকে উৎসাহিত করাও স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। (৪) উৎপন্ন কুশলের স্থিতির জগ্গ, অভ্রান্তির জগ্গ, বৃদ্ধির, বিবৃদ্ধির জগ্গ, তৎ ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্তির জগ্গ প্রবলা ইচ্ছা, বলবতী চেষ্টা, মহা উত্তোগ পোষণ করিয়া তৎ বিষয়ে চিন্তকে উৎসাহিত করা এবং স্থির প্রতিজ্ঞ হওয়া। ইহা প্রথমে চতুর্বিধ হইয়া মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করতঃ মার্গক্ষেপে এক কুশল বীর্ঘ্যই উৎপন্ন হয়; তাহাই সম্যক ব্যায়াম।

**সম্যক-স্মৃতি—**নিরবত্ত বা সংস্মৃতি। ইহা কয়ে কয়ানুদর্শন, বেদনা সমূহে বেদনানুদর্শন, চিন্তে চিন্তানুদর্শন ও ধর্ম্ম সমূহে ধর্ম্মানুদর্শন ভেদে প্রথমে চতুর্বিধ হইয়া কার্য্য সাধন করতঃ মার্গাঙ্গ পরিপূর্ণ করে। তৎপন্ন মার্গক্ষেপে এক সং স্মৃতিই উৎপন্ন হয়। তাহাই সম্যক-স্মৃতি। ইহাদের প্রত্যেকের অর্থ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩নং প্যারা গ্রাফের অল্পবাদ ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

**সম্যক-সমাধি—**সম্যক-দৃষ্টি, সম্যক-সঙ্কল্প, সম্যক-বাক্য, সম্যক-কর্ম্মান্ত, সম্যক-ব্যায়াম, সম্যগাজীব, সম্যক-স্মৃতি, এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিন্তের একাগ্রতা। ইহা প্রথমাদি ধ্যানভেদে চতুর্বিধ, যথা—কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম সমূহ হইতে বিবিধ হইয়া ( পঞ্চনীবরণ ত্যাগ করতঃ )

সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ্ঞ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সম্প্রযুক্ত প্রথম ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা । (২) বিতর্ক বিচার বর্জিত, আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একোদিভাব সহিত অবিতর্ক, অবিচার, সমাধি জাত প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা । (৩) প্রীতি বিরাগ (বর্জিত) উপেক্ষা একাগ্রতা সহিত স্মৃতিশীল সম্প্রজ্ঞান (সম্প্রজ্ঞান) বিহারে কায়িক সুখানুভব করা, আর্হাণ গাংহাকে উপেক্ষক স্মৃতিশীল সুখ বিহারী বলিয়া নির্দেশ করেন, সেইরূপ তৃতীয় ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা । (৪) পূর্ব হইতেই কায়িক সুখ হুঃখ ত্যাগ করিয়া, মানসিক সুখ হুঃখ ও পরিহার করতঃ অহুঃখ অসুখ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি পারিশুদ্ধি চতুর্থ ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করা । এই ধ্যান সমূহ পূর্ব ভাগে সমাপত্তি বশে নানাবিধ এবং মার্গক্ষেপে ও শ্রোতাপত্তি আদি মার্গ বশে নানাবিধ । ধ্যান সমূহ পূর্ব ভাগে লৌকিক অপর ভাগে লোকোত্তর । এই পূর্ব ভাগে লৌকিক অপর ভাগে লোকোত্তর চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক-সমাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

### ভাণবারং চতুর্থং (চতুর্থ অধ্যায়)

**চক্খুমা**—“পঞ্চহি চক্খুহি চক্খুমা” বুদ্ধচক্খু, ধর্মচক্খু, দিব্যচক্খু, মাংসচক্খু, সমস্তচক্খু এই পঞ্চবিধ চক্ষে চক্খুমান বুদ্ধ । **বুদ্ধ চক্খু**—চক্খুমান ব্যক্তি পদ্ম বা পুণ্ডরীক বনে গিয়া যেমন দেখিতে পান যে পদ্ম বা পুণ্ডরীক গুলি উদকে জাত ও বর্জিত হইয়া কোনটি জলের অভ্যন্তরে, কোনটি জলের সম সম ভাবে, কোনটি জলের উপরে জলের সহিত অলিপ্তভাবে রহিয়াছে, সেইরূপ ভগবান্ বুদ্ধচক্ষে চক্রবাল অবলোকন করিলে দেখিতে পাইতেন প্রাণীদিগের মধ্যে কাহার প্রজ্ঞাচক্ষে স্বল্প পাপ রজ্জ, কাহার প্রজ্ঞাচক্ষে অধিক পাপ রজ্জ রহিয়াছে, কে তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কে মুদ্বিদ্ভিয়, কে স্বাকার, কে দ্বাকার, কে স্থবিজ্ঞাপক, কে দুর্বিজ্ঞাপক, কে পরলোক বস্তু ভয় দর্শী হইয়া বিহার করিতেছেন । ভগবান্ জানিতেন এই ব্যক্তি রাগ চরিত, এ দ্বেষ চরিত, এ মোহ চরিত, এ বিতর্ক চরিত, এ ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, জ্ঞানবান । ভগবান্ লোকের চরিত্রানুযায়ী অর্থাৎ রাগ চরিতকে অন্তঃ কণ্ঠ-স্থান, দ্বেষ চরিতকে মৈত্রীভাবনা, বিতর্ক চরিতকে আনাপাণ-স্মৃতি, শ্রদ্ধা চরিতকে প্রসাদনীয় নিমিত্ত, জ্ঞান চরিত্রকে বিদর্শন নিমিত্ত (অনিত্য হুঃখ, অনাস্বাদ্যকার) শিক্ষা দিয়া এবং মোহ চরিত্রকে উদ্দেশ্য প্রসাদির সময় যথা সময় ধর্ম মীমাংসা ও গুরু সেবায় নিযুক্ত করিয়া ভব হুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া পরম সুখের ভাগী করিয়া দিতেন । তাই মহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন ;—

সেলে যথা পবতমুদ্বনিট্ঠিতো, যথাপি পস্বে জনতং সমন্ততো ।

তথুপমং ধম্মময়ং সুমেধ, পাসাদমাক্কম্হ সমন্তচক্খু ।

সোকাবতিগ্গং জনতমপেতসোকো, অবেক্খস্হ জাতিজরাভিভূতং ।

পঞ্চ নীবরণ—কাসজল, ব্যাপাদ, জ্ঞান-মিহ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও মিথ্যা-দৃষ্টি ।

\* অর্থঃ বুদ্ধচিহ্ন সম্বাসমাধি—অর্থঃ পূর্বভাগে লৌকিকো, অপরভাগে লোকোত্তরো সম্বাসমাধি বুদ্ধচিহ্ন ।

শৈল-পর্বত-শিখরে পাড়াইয়া চক্ষুমান ব্যক্তি যেমন চতুর্দিক দর্শন করেন, হে স্বমেধ, সমস্তচক্ষু, অপেতশোক, আপনিও সেইরূপ ধর্মময় প্রাসাদে আরোহণ করতঃ জন্ম জরাভিকৃত শোকগ্রস্ত জনতাকে প্রত্যবেক্ষণ করুন। ভগবান্ এইরূপ বৃক্ষচক্ষে চক্ষুমান ছিলেন।

**ধর্ম্যচক্ষু—প্রজ্ঞাচক্ষু।** ভগবান্ মহাপ্রজ্ঞ, পৃথুপ্রজ্ঞ, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞ, প্রতিসঙ্গিতা প্রাপ্ত, চতুর্দিশারদ প্রাপ্ত, দশবলধারী, পুরুষসিংহ, অনন্তজ্ঞান, অনন্ততেজ, অনন্তবশঃ সম্পন্ন, আঢ্য, মহাধনী, নেতা, বিনেতা, প্রজ্ঞাপেতা, দর্শী, প্রসাদেতা। ভগবান্ অমৃতপন্ন মার্গের উৎপাদনকারী অসঞ্জাত পথের সজ্ঞাতা, অকথিত পথের কথক, মার্গজ্ঞ, মার্গবিদ, মার্গপ্রাপ্ত শিষ্যে পরিবৃত হইয়া বিহারী, তিনি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছেন, তিনি চক্ষুভূত, জ্ঞানভূত, ধর্মভূত, ব্রহ্মভূত, বক্তা, প্রবক্তা, অর্থ-নির্নেতা, অমৃত-দাতা, ধর্ম-স্বামী তথাগত, সেই ভগবানের প্রজ্ঞায় অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত, অস্পর্শিত কিছুই নাই। অতীতানাগত প্রত্যুৎপন্ন সমস্ত ধর্ম সর্বাকারে ভগবানের জ্ঞান-মুখে আগত। আত্মার্থ, পরার্থ, উভয়ার্থ, ইহলৌকিকার্থ, পারলৌকিকার্থ, গন্তীর, অগন্তীর, গুঢ়, প্রতিচ্ছন্ন সমস্তই তিনি অবগত আছেন। সমস্ত ধর্মে ও সমস্ত সত্ত্বের প্রতি ভগবানের জ্ঞান প্রবর্তিত হয়। ভগবান্ প্রাণীদের আশয়, অহুশয়, চরিত্র, অধিমুক্তি জানেন, প্রজ্ঞাচক্ষে সমস্তই দেখেন। মংশ, কচ্ছপ, তিমি, তিমিঙ্গল প্রভৃতি মংশ মহাসমুদ্রের মধ্যে যেমন পরিবর্তিত হয়, গড়রাদি যে কোন পক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ শারীপুল্ল প্রভৃতি মহাজ্ঞানীগণ ভগবানের জ্ঞান প্রদেশে বিচরণ, পরিবর্তন করিতেন। নিপুণ বালবেধি-রূপ স্বীয় জ্ঞানে পরবাদ বিমর্দনকারী কত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণপণ্ডিতগণ ভগবৎ সমীপে আসিয়া অতি নিগূঢ় প্রতিচ্ছন্ন প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিতেন, ভগবান্ তন্মুহূর্ত্তে তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিতেন। তখন ভগবান্ প্রজ্ঞায় অধিকতর বিরোচিত হইতেন। এইরূপ প্রজ্ঞাচক্ষে ভগবান্ চক্ষুমান।

**দিব্যচক্ষু—**ভগবান্ মাহুসিক চক্ষুর অতীত বিস্তৃত দিব্যচক্ষে হীন, উত্তম, স্ববর্ণ, দুর্দর্শ, স্নগত, দুর্গত সত্ত্বগণকে চ্যুত ও উৎপন্ন হইতে দেখিতেন; তিনি দেখিতেন যে, এই সত্ত্বগণ কায়, মনো, বাচনিক দুর্কর্মে সমন্নাগত, আর্ধ্য-নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টিগত, মিথ্যাদৃষ্টিক কর্ম সমাদান হেতু কায়-ভেদ মরণান্তে অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে পতিত হইতেছে; এই সত্ত্বগণ কায়, মনো, বাচনিক স্বকর্মে সমন্নাগত, আর্ধ্য-অনিন্দুক, সম্যক দর্শন সম্পন্ন, সম্যক-দৃষ্টিক কর্ম সমাদান হেতু কায়-ভেদ মরণান্তে স্নগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হইতেছেন। সত্ত্বগণকে যথা কর্মহুঁদায়ী উৎপন্ন হইতে দেখিতেন বলিয়া ভগবান্ দিব্যচক্ষে চক্ষুমান ছিলেন।

**মাংসচক্ষু—**ভগবানের চক্ষু পঞ্চ বর্ণ বিশিষ্ট ছিল, যথা—নীল, পীত, লোহিত, কৃষ্ণ ও শুভ্র। ভগবানের চক্ষুর রোম সমূহ এবং তাহাদের স্থিত স্থান উন্মার পুষ্পের গ্রায় দর্শনীয় প্রসাদ জনক স্ননীল বর্ণ ছিল। তৎপর কর্ণিকার ফুলের গ্রায় দর্শনীয় প্রসাদ জনক পীত বর্ণ। ভগবানের চক্ষের কোণাঙ্কর ইন্দ্রগোপকের গ্রায় প্রসাদ জনক দর্শন যোগ্য স্নলোহিত বর্ণ, নয়নের মধ্যস্থল স্কৃষ্ণ বর্ণ, স্কৃষ্ণবর্ণের চতুর্স্পার্শ্বকৃতারকা বর্ণ সদৃশ দর্শনীয় ক্রীতজনক অতি শুভ্র বর্ণ ছিল।

পূর্বে সূচরিত কর্ণের প্রভাবে ভগবান্ এই বিশুদ্ধ মাংসচক্ষে রাত্রি কালেও সমস্ততঃ যোজন প্রমাণ স্থান দেখিতে পাইতেন। যখন চতুরাঙ্গ সমাগত অন্ধকার অর্থাৎ অমাবস্তা তিথিতে অঘোর অরণ্যে ভয়ানক ঘেঘাড়ঘরের সময় সূর্য্য অন্তমিত হইলে ( রাত্রি কালে ) ও চতুর্দিকে যোজন পর্য্যন্ত অতি স্পষ্টরূপে দেখিতেন। ভিত্তি, কপাট, গাছ, পর্ব্বত, লতাকুঞ্জের দ্বারা দেখিবার অন্তরায় হইত না। একটা তিলকে চিহ্নিত করিয়া অসংখ্য তিলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তেমন রাজ্যেও সেই তিল উঠাইয়া পইতে পারিতেন। ভগবান্ এইরূপ বিশুদ্ধ মাংসচক্ষেও চক্ষুমান ছিলেন।

**সমস্তচক্ষু**—সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানকেই সমস্তচক্ষু বলে। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানে বিভূষিত, উপেত, সমুপেত, উপগত, সমুপগত, সমাগত ছিলেন।

ন তস্ম অদিতৃষ্টমিধখিকিঞ্চি, অথো অবিঞ্ঞাতং অজানিতবং।

সবং অভিঞ্ঞাসি যদখি নেয্যং, তথাগতো তেন সমস্তচক্ষুতি ॥

তাঁহার অদৃষ্ট অবিজ্ঞাত অজানিত লোকের মধ্যে কিছুই নাই। যাহা জানিবার আছে সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছেন, সেই হেতু তথাগত সমস্তচক্ষু। ভগবান্ এই পঞ্চবিধ চক্ষে চক্ষুমান।

**দুক্ষুস্‌সমস্তকরো**—স্বীয় এবং পরের জন্ম জরাদি দুঃখান্তকারী।

**মহাপদেসে**—বুদ্ধাদি মহং মহং ব্যক্তিদিগকে নির্দেশ করিয়া উক্ত মহাকারণ সমূহ।  
“বুদ্ধাপদেসো, সজ্জাপদেসো, সম্বল্লনথেরাপদেসো, একথেরাপদেসোতি এই চারি মহাপদেস।

**সুত্তে ওসারেতব্বনি**—জ্ঞানের সহিত সূত্রের অনুশীলন করা উচিত।

**বিনয়ে সন্দসূসে তব্বানি**—বিনয় সন্দর্শন করা উচিত। এইস্থলে সূত্র অর্থ ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাক্য। বিনয় অর্থ রাগ দ্বেষাদি উপশমের কারণ। সেই হেতু মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমীকে ভগবান্ বলিয়াছেন;—গৌতমি, তুমি যেই ধর্ম্ম সমূহ জানিবে যে, এই ধর্ম্ম সমূহ কাম রাগ সংবর্দ্ধন করিতেছে, বিরাগ জন্মিতেছেনা, সংযোগসাধন করিতেছে, বিসংযুক্ত করিতেছে না, চারি উপাদান বর্দ্ধিত হইতেছে, হ্রাস হইতেছে না, আসক্তি উৎপাদন করিতেছে, অনাসক্ত করিতেছেনা, অসঙ্কটি ভাব জন্মাইতেছে। সন্তোষ জন্মিতেছে না, আলস্য ভাব জন্মিতেছে, বীৰ্য্য সংবর্দ্ধন হইতেছেনা, ক্লেশসঙ্গি ও গণসঙ্গি সংবর্দ্ধন করিতেছে, বিবিক্ত করিতেছে না, ত্রিবিধাবর্ত্ত সঞ্চিত হইতেছে, অপচয় হইতেছে না, গৌতমি, নিশ্চয় জানিও যে ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা বিনয় নহে, ইহা শাস্ত্রার শাসন নহে। তৎ বিপরীতই ধর্ম্ম, বিনয়ও শাস্ত্রার শাসন জানিবে। অর্থাৎ যেই পরিয়ত্তি ধর্ম্ম শিক্ষায় ধারণে শ্রবণে, জিজ্ঞাসায়, মনোযোগের সহিত প্রতিঃ পালনে রাগাদি ভাব পরি-বর্দ্ধনের কারণ হইয়া বিরাগাদি ভাব সংবর্দ্ধন করে, তাহাই অপায়াদিতে না পড়ে মত করিয়া সম্যকরূপে ধরে বলিয়াই ধর্ম্ম, কলুষ বিনাশের কারণ বলিয়া বিনয়, সম্যক-সমুজ্জের উপদেশ, অনুশাসন বলিয়া শাস্ত্রার শাসন বলিয়া জানিবে।

**ইমন্নিয়ং পন ঠাঢ়ে ইমং পকিণ্ণকং বেদিতব্বং**—সুত্তে চত্তারো মহাপদেসো, খঙ্ককে চত্তারো মহাপদেসো, চত্তারি পঞ্ছা, ব্যাকরণানি, সূত্রং সূত্তাহলোমং, আচরিয়বাদো, অন্তনো

যতি, তিস্রো সঙ্গীতিষো তি” মহাপদেমে এই প্রকীর্ণক ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য ;—নৃত্রে উক্ত চারি মহাপদেস, ঋক্কে উক্ত চারি মহাপদেস, চারি প্রকার প্রশ্ন-ব্যাকরণ, নৃত্র, নৃত্রাহলোম, আচার্য্যবাদ, আশ্রমত, তিনটা সঙ্গীতি। “তথ অযং ধম্মো অযং বিনযোতি ধম্ম বিনিচ্ছবে সম্পত্তে ইমে চত্তারো মহাপদেসো পমাণং। যং এথ সমেতি তদেব গহেতব্বং ইতরং বিরবন্তস্সপি ন গহেতব্বং” “তত্র এই ধর্ম্ম, এই বিনয়” এই রূপ ধর্ম্ম বিনিশ্চয় ( বিনির্ণয় ) স্থলে মহাপরিনিব্বান নৃত্রে উক্ত চারি মহাপদেসই প্রযোজ্য। ধর্ম্ম বিনয়ের সহিত যাহা ঐক্য হয় তাহাই গ্রহণীয়। অন্তথা বোদন করিলেও গ্রহণ করিতে নাই। “ইদং কল্পতি ইদং ন কল্পতীতি কল্পিয়াকল্পিয় বিনিচ্ছবে পত্তে, যং ভিক্ষবে মযা ইদং ন কল্পতীতি অল্পটিক্ষিত্তং, তঞ্জে অকল্পিয়ং অহুলোমেতি কল্পিয়ং পটিবাহতি তং বো ন কল্পতীতি আদিনা নয়েন ঋক্কে বৃত্তা চত্তারো মহাপদেসো পমাণং। তেসং বিনিচ্ছয় কথা সমন্তপাসাদিকায়ং বৃত্তা” “ইহা কল্পিয় ( উপযুক্ত ) ইহা অকল্পিয় ( অমুপযুক্ত ) এইরূপ কল্পিয় অকল্পিয় বিনির্ণয় স্থলে” ভিক্ষুগণ! যাহা আমি অকল্পিয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই তাহা যদি অকল্পিয়ের অমুরূপ হয়, কল্পিয়ের প্রতিবন্ধক হয়, তাহাও তোমাদের কল্পিয় নহে। ইত্যাদি নিয়মে ঋক্কে উক্ত চারি মহাপদেস প্রযোজ্য ( পমাণং )। তাহাদের বিনিশ্চয় ( বিনির্ণয় ) কথা বিনয় অর্থকথা সমন্তপাসাদিকায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তথায় বর্ণিত নিয়মে যাহা কল্পিয়ের অমুরূপ তাহাই গ্রহণীয়, অন্তথা অকল্পিয় বলিয়া জানিতে হইবে। “একংস ব্যাকরণীযো পঞ্হো, বিভজ্জ ব্যাকরণীযো পঞ্হো পটিপুচ্ছা ব্যাকরণীযো পঞ্হো ঠপনীযো পঞ্হোতি ইমানি চত্তারি পঞ্হা ব্যাকরণানি নাম” একার্থক ব্যাকরণীয় প্রশ্ন, বিভাজ্য ব্যাকরণীয় প্রশ্ন, প্রতি জিজ্ঞাসা পূর্বক ব্যাকরণীয় প্রশ্ন ও স্থাপনীয় প্রশ্ন এই চতুর্বিধ প্রশ্ন ব্যাকরণ। “তথ চক্খুং অনিচ্ছন্তি পুট্টো আম অনিচ্ছন্তি একংসেনেব ব্যাকতব্বং। এসনযো সোতাদিস্স। অযং একংস ব্যাকরণীযো পঞ্হো” অত্র চক্ষু অনিত্য কি? জিজ্ঞাসিত হইলে, হাঁ, চক্ষু অনিত্য, ইহা একাথেই ব্যাকরণীয়। এইরূপ শ্রোত্রাদিও। ইহা একার্থক ব্যাকরণীয় প্রশ্ন। “অনিচ্ছং নাম চক্খুন্তি” চক্ষুই কি অনিত্য? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে, তদুত্তরে বলিতে হইবে যে শুধু চক্ষুই অনিত্য নহে, শ্রোত্রও অনিত্য, জ্ঞাণও অনিত্য, জিহ্বাও অনিত্য ইত্যাদি বিভাগ করিয়া উত্তর দিতে হইবে। ইহা বিভাজ্য ব্যাকরণীয় প্রশ্ন। “যথাচ চক্খু তথা সোতং, যথা সোতং তথা চক্খুন্তি” যথা চক্ষু তথা শ্রোত্র, যথা শ্রোত্র তথা চক্ষু বলিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোন অর্থে জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা প্রশ্ন করিতে হইবে। দর্শনার্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিলে তাহা স্বীকার করিবে না। অনিত্যার্থে জিজ্ঞাসা করিতেছি বলিলে হাঁ, বলিয়া স্বীকার করিবে। এইরূপই প্রতিজিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাকরণীয় প্রশ্ন। “তং জীবং তং সরীরন্তি”? ইত্যাদি প্রশ্ন ( অর্থাৎ যেই সমস্ত প্রশ্ন স্বর্গমোক্ষ লাভজনক নহে, জ্ঞানেরও বিকাশ পায় না শুধু বাগাড়ম্বর মাত্র, সেই সমুদয় নিরর্থক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অকর্তব্য বোধে ভগবান্ তাহার উত্তর দেন নাই। সুতরাং সেইরূপ প্রশ্নই স্থাপনীয় ( স্থাপন যোগ্য )। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে এই চারি প্রকার প্রশ্ন-ব্যাকরণ প্রযোজ্য। “সুত্তাদীস্স পন সুত্তং নাম তিস্রো সঙ্গীতিষো আকল্লহানি তীণিপিটকানি। সুত্তাহলোমং নাম অহুলোমকল্পিয়ং। আচরিয়বাদো নাম অট্টকথা। অন্তনো যতি নাম

নয়গংগাহেন অম্ববুক্ষি। অন্তনো পটিভানং” পঞ্চশতিকাদি তিন সঙ্কীতিতে সঙ্কায়িত ( আবৃত্ত ) ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাক্যই সূত্র। ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাক্যের যাহা অম্বরূপ তাহাই সূত্রামূল্যে। ত্রিপিটকের অর্থকথার মতই আচার্য্যবাদ। জ্ঞায় অম্বসারে স্বীয় প্রতিভান, নিজের মত ( অন্তনোমতি )। “তথ সূত্রং অম্বটিবাহিৎ। তং পটিবাহন্তেন বুদ্ধোব পটিবাহিতো হোতি। অম্বলোম কল্পিৎ পন সূন্তেন সমেত্তমেব গহেতব্বং, ন ইতরং। আচরিয়বাদোপি সূন্তেন সমেত্তো য়েব গহেতব্বো ন ইতরো। অন্তনো মতি পন সত্ত্বক্বলা। সাপি সূন্তেন সমেত্তো য়েব গহেতব্বা, ন ইতরা।” সূত্র অনতিক্রমণীয়। সূত্র অতিক্রম করিলে সম্যকসম্বুদ্ধকে অতিক্রম করা হইবে। অতএব কোন প্রকারে সূত্র অবিশ্বাস করিতে নাই। অম্বলোম কল্পিৎ ( ত্রিপিটক বুদ্ধ বাক্যের অম্বরূপ বিষয় ) সূত্রের সঙ্গে ঐক্য হইলে গ্রহণীয়। সূত্রের সঙ্গে ঐক্য না হইলে গ্রহণ যোগ্য নহে। আচার্য্যবাদ ( অর্থ কথার মত ) ও সূত্রের সঙ্গে ঐক্য হইলে গ্রহণীয়, নচেৎ নহে। স্বীয় মত সর্বাপেক্ষা দুর্বল। তাহাও সূত্রের সঙ্গে ঐক্য হইলে গ্রহণীয়, ঐক্য না হইলে নহে। “পঞ্চসতিকা সত্ত্বসতিকা, সহস্সিকাতি ইমা পন তিস্সো সঙ্কীতিযো। সূত্রস্পি তাম্ম আগতমেব পমাণং ইতরং গারয়্হ সূত্রং ন গহেতব্বং। তথ ওসরন্তানিপি হি পদ ব্যজ্ঞনানি ন চেব সূত্রে ওতরন্তি ন চ বিনয়ে সন্নিসসন্তীতি বেদিতব্বানি” পঞ্চশতিকা, সপ্তশতিকা ও সহস্রিকা নামে তিনটি যে বৌদ্ধ মহাসঙ্কীতি হইয়াছিল, সেই তিন সঙ্কীতিতে যাহা সঙ্কায়িত ( আবৃত্ত ) হইয়াছিল তাহাই সূত্র। আর যাহা আবৃত্ত হয় নাই অথচ বর্তমানে দৃষ্ট হইতেছে সেই গুলি অহিতকর নিন্দনীয় সূত্র, তাহা গ্রহণীয় নহে। প্রকৃষ্ট সূত্রের সহিত ঐক্য হইলেও আসল সূত্রের সহিত যদি ঐক্য না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত এবং বিনয়ে দৃষ্ট হইতেছে না।

**পঞ্চশতিকা সঙ্কীতি**—ভগবানের পরিনিব্বানের তিন মাস পরে রাজ গৃহের বেভার পর্ত্ত পার্শ্বস্থ সপ্তপর্ণি গুহার দ্বারে স্থবিস্তৃত ময়দানে রাজা অজাতশত্রু কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আয়ুয়ান মহাকণ্ঠপ প্রমুখ ভগবান্ কর্তৃক “এতদগংগং” স্থান প্রাপ্ত, প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, ষড়্ভাজ্ঞ পঞ্চশত অর্হৎ দ্বারা সাত মাস যাবৎ যে সঙ্কীতি হইয়াছিল তাহাই পঞ্চশতিকা, স্থবিরবাদ বা প্রথম সঙ্কীতি নামে অভিহিত।

**সপ্তশতিকা সঙ্কীতি**—ভগবানের পরিনিব্বানের শতবৎসর পরে বজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ টাকা পয়সা গ্রহণাদি দশ বিধ অর্থবাদ প্রচার করায় যশঃ স্থবিরের উত্তোঙ্গে বৈশালীর বালুকা-রামে রাজা কালাশোকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ষাদশ লক্ষ ভিক্ষুর মধ্য হইতে প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত ত্রিপিটকধর সপ্তশত ভিক্ষু নির্বাচিত হইয়া আটমাস যাবৎ যে সঙ্কীতি হইয়াছিল তাহা সপ্তশতিকা বা দ্বিতীয় সঙ্কীতি নামে অভিহিত। সঙ্কীতির সময়ে রেবতস্থবিরের প্রপ্নে সর্ব-কামী স্থবির যথাধর্ম, যথাবিনয় প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম সঙ্কীতির উত্তোক্তা আয়ুয়ান মহাকণ্ঠপের প্রণালী মতে এই সঙ্কীতির কার্য্য সূক্ষ্ম হইয়াছিল। অর্হৎগণের স্মৃতি বিপুলতার ভিতর দিয়া স্মৃতিপরম্পরা ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাণী ভগবানের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তখনও ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।

**সহস্রিকা সঙ্গীতি**—ভগবানের পরিনিব্বানের ২১৮ বৎসর পরে রাজা অশোক সমস্ত অশ্বীণের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সহোদর তিষ্ঠকুমার ব্যতীত ৯৯ জন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিয়া ছিলেন। তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিন বৎসর সম্রাসী সেবক ছিলেন। তাঁহার পিতা বিন্দুসার মহারাজা ও সম্রাসী সেবক ছিলেন।

অশোক রাজত্ব প্রাপ্তির চতুর্থ বৎসরে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণের ফলে তিনি ধর্ম্মাশোকরূপে পরিণত হন। তখন হইতেই তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বহুল প্রচার করেন। ফলে সম্রাসীগণের লাভ সংকার হ্রাস পায়, তখন তাঁহারা গত্যন্তর না দেখিয়া দলে দলে স্বয়ং ভিক্ষু সাজিয়া গেলেন; কিন্তু নিজদের পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কেহ অগ্নি পূজা, কেহ সূর্য উপসনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নির্মল বুদ্ধ-শাসনে অনাচারের সূত্র-পাত হইল। তদর্শনে সুশীল ভিক্ষুগণ উপোসথাদি বিনয় কর্ম বদ্ধ করিলেন। সম্রাট উপোসথাদি বিনয়-কর্ম করিতে বলিয়া পাঠাইলেন কিন্তু ভিক্ষুগণ সম্মত হইলেন না। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিলেন বলিয়া জ্ঞানৈক অমাত্য কতিপয় ভিক্ষুর জীবন নাশ করিলেন। তখন সম্রাট পরিচালনের ভার ছিল “মহীন্দ” (সম্রাট অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিক্ষু) স্ববিরের উপর। সেই সময় আয়ুদ্যান মোদগলি পুত্র তিষ্ঠ-স্ববির অহোগঙ্গা পর্বতে ছিলেন। অমাত্য ভিক্ষু হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং এই হত্যা ব্যাপারে কাহার পাপ হইল জানিতে চাহিলেন। ভিক্ষুগণ মহারাজের সন্দেহ দূর হয় মত সহস্রের দিতে না পারায় ১৬ জন ভিক্ষু, ১৬ জন অমাত্য এবং সহস্র সহস্র লোক তাঁহার গুরু তিষ্ঠস্ববিরের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। স্ববির স্বন্ধি প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার সন্দেহ দূর করিলেন। ভগবৎ বাক্য আবৃত্তি করিয়া অচিন্তকের পাপ হইবে না বলিয়া নির্দেশ দিলেন। মহারাজ প্রীত হইয়া শাসন শুদ্ধ করিবার মানসে স্বয়ং সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষা করিলেন। তৎপর তিনি অশোকারামে পদ্ধার অন্তরালে বসিয়া এক একজন ভিক্ষুকে ডাকাইয়া “আমাদের সম্যকসম্বুদ্ধ কোন বাদী ছিলেন” জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে কেহ শাখত বাদী, কেহ আত্ম বাদী, কেহ উচ্ছেদ বাদী, ইত্যাদি বুদ্ধ-বাগীর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সম্রাট তাঁহাদিগকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে পারিয়া স্বেত বস্ত্র পরাইয়া বিতাড়িত করিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র হইয়াছিল। সুশীল ভিক্ষুগণ মহারাজ আমাদের সম্যকসম্বুদ্ধ “বিভাজ্য বাদী,” বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারাই প্রকৃত ভিক্ষু। তখন সম্রাট বলিলেন, ভগ্নে, এখন শাসন শুদ্ধ করা হইয়াছে, আপনারা উপোসথাদি বিনয় কর্ম করুন। তখন সাত বৎসর পরেই ভিক্ষুগণ উপোসথাদি করিলেন। সেই সময় ৬০ লক্ষ ভিক্ষু উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই মহাসভায় পরবাদ মর্দন করিয়া তিষ্ঠ স্ববির “কথাবথু ল্লকরণ” গ্রন্থন করেন। তখন প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত, ত্রিবিজ্ঞা সম্পন্ন, ত্রিপিটকধর সহস্র ভিক্ষু নির্বাচিত হইয়া ৯ মাসে ১ম ও ২য় সঙ্গীতির জায় এই সঙ্গীতির কার্য সম্পাদন করিলেন। সহস্র ভিক্ষুর দ্বারা কৃত বলিয়া এই সঙ্গীতি সহস্রিকা বা ৩য় সঙ্গীতি নামে অভিহিত হয়। এই সঙ্গীতি পর্য্যন্ত স্মৃতি-বিপুল প্রাপ্ত অর্হংগণ বিনা লিপিতে স্মৃতি মর্পনেই ত্রিপিটক বুদ্ধ-বাগী রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর শাসন প্রতিষ্ঠাতা অর্হংগণ বুদ্ধ-বাগী বহু অন্তরায়ের সম্মুখীন হইতেতেছে দেখিয়া তাল পক্ষে সমস্ত



ত্রিপিটক বিতৃষ্ণভাবে লিখাইয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে রক্ষা করিয়া যান।

এই তিন মহাসঙ্ঘীতিতে যাহা সন্ধ্যায়িত (আবৃত্ত) হইয়াছে তাহাই স্তুত্ৰ। অল্প সব নকল স্তুত্ৰ। নকল স্তুত্ৰের সহিত ঐক্য হইলেও বুদ্ধ ভাষিত স্তুত্ৰের সহিত ঐক্য না হইলে তাহা গ্রহণীয় নহে। যাহা ঐক্য না হয় তাহা জানিতে হইবে যে স্তুত্ৰের অন্তঃ প্রবিষ্ট ও বিনয়ে দৃষ্ট হইতেছে না।

### ভাগবারং পঞ্চমং (পঞ্চম অধ্যায়)

দিস্বানিপি সঙ্গীতানি অন্তলিক্বে বস্তন্তি তথাগতস্ পূজাষ—তথাগতের পূজার জন্ত অন্তরীক্ষে দিবা-সঙ্ঘীত গীত হইতেছে। বরুণবারণ দেবগণ অতীব দীর্ঘজীবী। তাঁহারা মহাপুরুষ মহন্ত-লোকে উৎপন্ন হইয়া সম্বোধি লাভ করিবেন শুনিয়া তাঁহার প্রতिसঙ্ঘি গ্রহণ দিবসে পূজা করিবার জন্ত পুষ্প-মালা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা মালা রচনা করিতে করিতে মহাপুরুষ মাতৃ-জঠরে প্রতিসঙ্ঘি গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পূজা করিতে মনস্থ করেন। তৎপর মহাপুরুষ ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন শুনিয়া অভিনিষ্করণ দিবসে পূজা করিতে ক্ষিপ্ত হস্তে মালা রচনা করিতে থাকেন। এই মহাপুরুষ ২৯ বৎসর বাবং গৃহে বাস করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন কিন্তু তাঁহাদের মালা রচনা শেষ হইল না। অতঃপর তাঁহারা সম্বোধিলাভ সময়ে পূজা করিতে সঙ্কল্প করেন। বোধিসত্ত্ব ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া সম্বোধিলাভ করিলেন, তখনও তাঁহাদের মালা রচনা শেষ না হওয়ায় ধর্ম-চক্র প্রবর্তন দিবসে পূজা করিতে মনন করেন। তৎপর ভগবান্ সপ্ত-সপ্তাহ বোধি মণ্ডপে অতিবাহিত করিয়া অষ্টম সপ্তাহে ঋষি পতনে আসিয়া ধর্ম-চক্র প্রবর্তন করেন। তচ্ছ্রবণে যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন সময়ে পূজা করিতে মনস্থ করেন। যথা-সময়ে ভগবান্ যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক ত্রয়ত্রিংশ দেবলোকে বর্ষা ঘাপন করিতেছেন শুনিয়া দেব লোক হইতে অবতরণ সময়ে পূজা করিতে সঙ্কল্প করেন। তৎপর দেবলোক হইতে অবতরণ করিয়াছেন শুনিয়া আয়ুসংস্কার বিসর্জন দিবসে পূজা করিতে অতি ক্ষিপ্ত হস্তে মালা রচনা আরম্ভ করেন। ভগবান্ যথা সময়ে আয়ুসংস্কার বিসর্জন করতঃ তিন মাস পরে পরিনিব্বান মঞ্চে শায়িত হইলেন তবুও তাঁহাদের মালা রচনা শেষ হইল না। তখন অগ্ন্যাজ্ঞ দেবগণ বলিলেন, তোমরা কার জন্ত মালা-রচনা করিতেছ? ভগবান্ ত পরিনিব্বান-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, এই শয়ন হইতে আর ত উঠিবেন না, প্রত্যাষ সময়েই পরিনিব্বানে পরিনিবৃত্ত হইবেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “অত্ভই ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্ভই সম্বোধিলাভ করতঃ ধর্ম চক্র প্রবর্তন করিলেন। আজই যমক-ঋদ্ধি প্রদর্শন করতঃ দেবলোক হইতে অবতরণ করিলেন এবং অত্ভই আয়ুসংস্কার ত্যাগ করিয়া পরিনিব্বানে পরিনিবৃত্ত হইতেছেন। দ্বিতীয় দিবসে বাণ্ড পানের সময় পর্য্যন্ত ও রহিলেন না। দশ পারমী সম্পূরণ করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ত ইহা উপযুক্ত নহে” বলিয়া

তাহারা অসমাপ্ত মালা সমূহ লইয়াই ভগবানের পূজার জন্ত আগমন করিলেন, কিন্তু এই চক্রবালের মধ্যে দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণ আসিয়া পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় স্থান না পাইয়া চক্রবালের মুখে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া এবং একে অপরকে জড়াইয়া ত্রিরত্নকে উদ্দেশ্য করতঃ স্বাতন্ত্র্য মহাপূজ্য-লক্ষণ, ষড়বর্ণ বুদ্ধ-রশ্মি, দশ পারমী, সাড়ে পঞ্চশত জাতক, চৌদ্দ প্রকার বুদ্ধ-গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। এক এক দলের কীর্তন শেষ হইলে “মহাঘণঃ মহাঘণঃ” বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই হেতুই বলা হইয়াছে যে তথাগতের পূজার জন্ত অন্তরীক্ষে দিব্য-সঙ্গীত গীত হইতেছে। ভগবান্ পরিনিব্বান মঞ্চে দক্ষিণ পার্শ্ব হইয়া শায়িত ভাবেই পৃথিবী তল হইতে চক্রবালের মুখ রেখা পর্য্যন্ত এবং চক্রবালের মুখ সীমা হইতে উদ্ধে ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সম্মিলিত দেব পরিষদে বুদ্ধ-পূজার মহা উৎসাহ দেখিয়া আয়ুয়ান আনন্দকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন ; আনন্দ, এইভাবে তথাগতকে পুষ্পাদি দ্বারা মহা উৎসাহের সহিত পূজা করিলেও তথাগতের যথোচিত সংকার করা হয় না। যেহেতু তথাগত নীপকর বুদ্ধ-পাদ মূলে অষ্ট ধর্ম সমোদান ( একত্র ) করতঃ যে অভিনীহার ( প্রার্থনা ) করিয়া ছিলেন, তাহা মাল্য, গন্ধ, বাণ ও সঙ্গীতাদির জন্ত নহে, ইহা লাভের জন্ত পারমী সমূহ পূর্ণ করেন নাই। তজ্জ্বতু এবংবিধ পূজায় তথাগত যথোপযুক্ত ভাবে পূজিত নহেন।

ভগবান্ অজ্ঞাত একটি মাত্র পুষ্প হস্তে লইয়া বুদ্ধ-গুণ সমূহ স্মরণ করতঃ কৃত পূজার ফল অসংখ্য অগ্রমাণ বলিয়া এইস্থলে কেন এইরূপ মহাপূজা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন ? পরিষদের অল্পগ্রহ এবং শাসনের চির স্থিতি কামনায়। যদি ভগবান্ প্রত্যাখ্যান না করিতেন তবে ভবিষ্যতে ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণ শীল, সমাধি, বিদর্শন পূর্ণ না করিয়া স্বীয় সেবক অল্পচরগণের সহিত কেবল পূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। আমিষ পূজায় শাসন একদিনও স্থায়ী হইতে পারে না। মহাবিহার সদৃশ সহস্র বিহার, মহাচৈত্য সদৃশ সহস্রচৈত্য ও শাসন ধারণ করিতে সক্ষম নহে। যে করে তাহারই পুণ্য হয় বটে। সম্যক প্রতিপত্তিই তথাগতের উপযুক্ত পূজা। তদ্বারাই শাসন স্থায়ী হয়, তাহাই তাহার কাম্য। তজ্জ্বতু তাহা দেখাইতেই বলিতেছেন ;—“যে কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, উপাসক বা উপাসিকা ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন, অল্পরূপ প্রতিপন্ন ও ধর্ম্মানুচারী হইয়া বিহার করে সে-ই তথাগতকে পরম পূজায় পূজা করে”।

**ধর্ম্মানুধর্ম্মপ্রতিপত্তো**—শ্রোতপত্তি মার্গ আদি নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্মের অল্পধর্ম্ম, পূর্ব-ভাগ প্রতিপদা প্রতিপন্ন ( শীল, আচার, প্রজ্ঞাপ্তি, ধূতান্ন সমাদান গোত্রভূজান পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিতব্য শমথ বিদর্শন সম্যক প্রতিপদা )। তাহাই ( সেই পূর্ব ভাগ প্রতিপদাই ) নববিধ লোকোত্তর ধর্ম্ম লাভের অল্পরূপ বলিয়া সমীচীন বলিয়া কথিত হয়। সেইরূপ প্রতিপন্ন বলিয়া সামীচি প্রতিপন্ন। সেই পূর্ব ভাগ প্রতিপদা সংখ্যা ত অল্পধর্ম্ম পূরণ করে, আচরণ করে বলিয়া অল্পধর্ম্ম-চারী। তজ্জ্বতু যে ভিক্ষু ষড়বিধ অগারবে স্থিত হইয়া প্রজ্ঞাপ্তি ( চারিত্রশীল ) অতিক্রম করে ও অজ্ঞায় ভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সে ধর্ম্মানুধর্ম্ম প্রতিপন্ন নহে। যে ভিক্ষু ভগবান্ কর্তৃক প্রজ্ঞাপ্ত সমস্ত শিক্ষাপদ পালন করেন, প্রাণান্তেও সামান্ত মাত্র ব্যতিক্রম করেন না, তিনিই ধর্ম্মানু-ধর্ম্ম প্রতিপন্ন। উপাসক, উপাসিকার মধ্যে যাহারা পঞ্চ শীল লঙ্ঘন করে, দশ অকুশল কর্ম্মপথে

বিচরণ করে, তাহারা ধন্যদুঃখ প্রতিপন্নহে। তাহারা ত্রিশরণে স্থিত হইয়া পঞ্চ শীলাদি শীল সমূহ পরিপূর্ণকারী হন। মাসে আট বার উপোসথ পালন করেন, দান দেন, ফুল দীপাদি দ্বারা পূজা করেন, মাতা পিতা ও ধার্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণদের সেবা করেন তাহারাই ধন্যদুঃখ প্রতিপন্ন।

**পন্নমাস পূজাঃ**—উত্তম পূজায়। এই নিরামিষ পূজার দ্বারাই আমার শাসন স্থায়ী হইবে। যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাগণ তথাগতকে এই পূজায় পূজা করিবে ততদিন তথাগত শাসন আকাশ মধ্যস্থ পূর্ণ চন্দ্রের ত্রায় প্রদীপ্ত থাকিবে।

**ষেতুযোন আনন্দ, দসসু লোক ধাতুসু দেবতা সন্নিপতিতা তথাগতং দসসনাঃ**—অসংখ্য সত্ত্ব ও অরূপ দেবগণ ব্যতীত দশ সহস্র চক্রবালের দেব ব্রাহ্মগণ তথাগতকে দর্শনের জন্তু সম্মিলিত হইয়াছেন। তাহারা অতি সূক্ষ্ম আত্মভাব ধারণ পূর্বক সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানেও বহু দেবতা অবস্থিত করিতেছেন। তাহারা সারি সারি দাঁড়াইয়াছেন, কেহ কাহারও হস্ত, পদ বা বস্ত্রাদি দ্বারা বিরক্তি জন্মাইতেছেন না ( সর বা আমাকে ঠেলিও না এইরূপ গুণগোলও নাই। )

**আয়ুস্মান উপবাণ**—স্বভাবতঃ স্থূল দেহ, আরও মোটা পাণ্ডুল চীবর পরিহিত হওয়ায় অধিকতর স্থূল হইয়াছিলেন। তিনি ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভগবানকে ব্যঞ্জন করায় কতিপয় দেবতা ভগবানের মুখ দেখিতে পাইতে ছিলেন না। তাই তাহারা বলিতে ছিলেন ;—“আমরা বহু দূর হইতে আসিয়াছি..... এই মহাশক্তিশালী ভিক্ষু ভগবানের সম্মুখে তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় আমরা অন্তিম সময়ে তথাগতের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছিলাম”। দেবগণ সাধারণ ব্যক্তিকে ভেদ করিয়া ( বিনিবিজ্ঞ ) দেখিতে পারেন বটে কিন্তু কীণাশ্রবকে ( অর্হংকে ) ভেদ করিয়া ( বিনিবিজ্ঞ ) দেখিবার তাহাদের সাধ্য নাই। আয়ুস্মান উপবাণ অর্হং, তাতে আবার মহাতেজস্বী বলিয়া তাহার অতি সন্নিকটে আসিবার সাধ্যও নাই। তিনি মহাতেজস্বী কেন হইলেন ? আয়ুস্মান উপবাণ অতীত জন্মে ভগবান্ কস্তপ সম্যকসম্বুদ্ধের অস্থি-ধাতু-স্তূপ রক্ষক দেবতা ছিলেন। ভগবান্ বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তাহার অস্থি-ধাতু একবদ্ধ ( অখণ্ড ) ছিল। দীর্ঘায়ু বুদ্ধগণের অস্থি অখণ্ড ভাবেই থাকেন। তাহাদের একটি অস্থি-স্তূপ নির্মিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বিপস্সী সম্যকসম্বুদ্ধের অস্থি-ধাতু অখণ্ড ভাবেই থাকায় মানবেরা এক হাত দীর্ঘ এক বিগত প্রস্থ, দুই আঙ্গুল পুরু স্বর্ণময় ইটের দ্বারা হরিতাল এবং মনোশিলায় মাটির কার্য ও তিল-তৈল দ্বারা উদক-কার্য সম্পাদন করতঃ যোজন প্রমাণ উচ্চ চৈত্য নির্মাণ করেন। তৎপর ভূমিবাসী দেবগণ মিলিত হইয়া আর এক যোজন উচ্চ করেন। অতঃপর আকাশস্থ দেবগণ আর এক যোজন, উষ্ণবলাহক দেবগণ মিলিয়া আর এক যোজন, অনন্তর অন্তবলাহক দেবগণ আর এক যোজন, চতুম্বারাজিক দেবগণ মিলিয়া আর এক যোজন এবং ত্রয়জিংশ দেবগণ আর এক যোজন উচ্চ করেন, এই রূপে সপ্ত যোজন উচ্চ চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। লোকে মালা হুগন্ধাদি দ্বারা পূজা করিতে আসিলে চৈত্য-রক্ষক দেবতা তাহাদের হস্ত হইতে পূজার সামগ্রী লইয়া তাহাদের সম্মুখে উহার দ্বারা চৈত্য পূজা করিতেন। তখন এই আয়ুস্মান উপবাণ ব্রাহ্মণ মহাশয়

কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পীত বর্ণ বস্ত্র লইয়া ঐ চৈত্রে পূজা করিতে গিয়াছিলেন। রক্ষক দেবতা তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্র লইয়া চৈত্রে পূজা করেন। ব্রাহ্মণ তদর্শনে প্রসন্ন চিত্ত হইয়া ঈদৃশ বৃদ্ধের চৈত্যা-রক্ষক দেবতা হইতে প্রার্থনা করেন। তৎপর তিনি মরণান্তে স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। দেব মনুষ্য লোকে সংসরণ করিতে করিতে ভগবান্ কণ্ডপ সম্যক-সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া যথাসময়ে পরিনির্ঝাপিত হইলেন। তাঁহার অস্থিধাতু ও অখণ্ড ভাবে ছিলেন। সকলে সম্মিলিত হইয়া যোজন প্রমাণ উচ্চ চৈত্যা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই উপবাণ তাঁহার পূর্ব প্রার্থনা অমুযায়ী ভগবান্ কণ্ডপ সম্যকসম্বুদ্ধের চৈত্যা-রক্ষক দেবতা হইয়া যাবজ্জীবন চৈত্যা রক্ষাও পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর আয়ুশেষে স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া দিব্য সম্পত্তি পরি-ভোগ করেন। আমাদের ভগবানের সময় তথা হইতে চ্যুত হইয়া মহাকূলে প্রতিগন্ধি গ্রহণ করতঃ বয়োপ্রাপ্তে গৃহত্যাগ পূর্বক প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হন। তিনি পূর্বে চৈত্যরক্ষক দেবতা ছিলেন বলিয়া মহাতেজস্বী হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে ভেদ করিয়া বা তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া দেবগণ ভগবানের মুখদর্শন করিতে পারিতেছেন না। সেই কারণেই দেবগণ ঐরূপ বলিতেছেন।

**মনোভাবনীশ্বে**—ভাবিতমনা, বর্দ্ধিতমনা, যাহারা রাগরজাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে ( বা দিগের )। **বস্মং বুভা ভিক্ষু**—বর্ষা শেষে ভিক্ষুগণ। ভগবানের সময় ভিক্ষুগণ দুই সময়ে ভগবানের নিকট আগমন করিতেন, বর্ষাবাসের পূর্বে এবং বর্ষা শেষে। বর্ষাবাসের পূর্বে ভগবানের নিকট হইতে কৰ্ম্মস্থান গ্রহণ করিতে, বর্ষাশেষে গৃহীত কৰ্ম্মস্থান ভাবনায় অধিগত বিষয় নিবেদন করিতেই ভিক্ষুগণ ভগবৎ সমীপে আগমন করিতেন। বৃদ্ধের সময়ের ত্রায় লঙ্ঘ্যবীপেও এপার গঙ্গার ভিক্ষুগণ লৌহ প্রাসাদে এবং ওপার গঙ্গার ভিক্ষুগণ তিস্র মহাবিহারে সম্মিলিত হইতেন। এ পার গঙ্গার ভিক্ষুগণ আবর্জনা ক্ষেপণি সন্মার্জনী হস্তে মহাবিহারে আসিয়া চৈত্রে স্থপাকর্ষাদি করতঃ বর্ষাশেষে লৌহ প্রাসাদে সম্মিলিত হইতে স্থির করেন। তৎপর যাহার যেখানে গৃহিণী, তিনি সেখানে বর্ষা যাপন করতঃ বর্ষাশেষে পূর্ব নির্দেশানুযায়ী লৌহ প্রাসাদে সম্মিলিত হইয়া পঞ্চনিকায় এবং অর্থকথার মধ্যে যিনি যাহা আয়ত্ব ( মুখস্থ ) করিয়াছেন তিনি তাহা আবৃত্তি করিতেন। কোন ভুল হইয়া থাকিলে তখনই অন্তর্ভিক্ষু তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। ওপার গঙ্গাবাসী ভিক্ষুগণ ও তিস্র-মহাবিহারে সম্মিলিত হইয়া ঐরূপ করিতেন। আয়ুজ্ঞান আনন্দ ব্রত সম্পন্ন ছিলেন। ভগবৎ দর্শনে ভিক্ষুগণ আসিতে দেখিলে বসিয়া থাকিতেন না। উঠিয়া প্রত্যুদগমন করতঃ পাত্রটীক গ্রহণ করিতেন এবং আসনে বসাইয়া কর্তব্য সম্পাদন পূর্বক শয়নাসন ঠিক করিয়া দিতেন। নূতন ভিক্ষু আসিলেও নিকটে বসাইয়া কর্তব্য সম্পাদন করিয়া দিতেন। ভগবানের পরিনির্ঝানের পর ভিক্ষুগণ আর আসিবেন না মনে করিয়া তিনি বলিতেছেন;—“পূর্বে ভক্তে, ভিক্ষুগণ . . . . . আসিতেন . . . . . ভগবানের পরিনির্ঝানের পর আমাদের মহামুভাব ভিক্ষুগণের দর্শন লাভ ঘটিবে না। ভগবান্ তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া বলিলেন; আনন্দ, মহামুভাব ভিক্ষুদের দর্শন দুর্লভ হইবে না। তথা-

গতের জন্মস্থান লুণ্ঠিনী উজ্জান, সম্বোধি লাভ স্থান বুদ্ধগয়া, ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সারনাথ এবং পরিনিব্বান স্থান কুশীনারা এই চারিটি তীর্থস্থান দর্শনের জন্ত মহারাজাভাব ভিক্ষুগণ নানাদিক হইতে আসিবে। তোমরা এ সকল স্থানে থাকিয়া তাহাদের দর্শন পাইবে। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত তীর্থস্থানে পরিচর্যা করিবে, বোধিতে জল সিঞ্চন করিবে তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা তীর্থ দর্শনের জন্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথে প্রসন্নচিত্তে কাল গত হইবে তাহারাও সুগতি প্রাপ্ত হইবে।

**অদস্‌সনং আনন্দাতি**—মাতৃজাতির অদর্শনই উত্তম প্রতিপত্তি বলিয়া ভগবান নির্দেশ দিতেছেন, যেহেতু যতক্ষণ স্ত্রী জাতিকে না দেখে ততক্ষণ তাঁহাদের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় না, চিন্তা ও সঞ্চল হয় না। দর্শনে আসক্তিও উৎপন্ন হইতে পারে চিন্তাও সঞ্চল হইতে পারে সেই হেতু বলিয়াছেন; আনন্দ, অদর্শনই কর্তব্য। তখন আনন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছেন;—ভস্তু, তাঁহারা (মায়ের জাতিরা) ভিক্ষা দিতে আসিলে, বা পথে যাইবার সময় তাঁহাদের দর্শন ঘটিলে ভিক্ষুদের কি করা কর্তব্য? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন “আলাপ না করাই উচিত”? কারণ আলাপ সালাপ হইলে বিশ্বাস জন্মে, বিশ্বাস জন্মিলে মার অবকাশ পায়, কাম ভাব উৎপন্ন হইলে শীল বিনাশ প্রাপ্তির আশঙ্কা। শীল বিনাশ প্রাপ্তিতে অপায় পূরক হইতে হইবে। তাই অনালাপ কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। তৎকর্ত্তে উক্ত হইয়াছে:—

সল্পপে অসিহ্থেন পিসাচেনাপি সল্পপে,

আসীবিসম্পি আসীদে যেন দট্টঠো ন জীবতি।

নত্থেব একো একেন মাতৃগামেন সল্পপতি ॥

শিরশ্ছেদনে উত্তত অসি হস্ত ব্যক্তির সহিত কথা বলিবে, রক্তমাংস ভক্ষণোত্তত পিশাচের সহিত আলাপ করিবে এবং যে সর্প দংশন করিলে জীবন নাশ হয় তেমন আশীবিষের সম্মুখে দাঁড়াইবে তথাপি একা একাকিনী মাতৃজাতির সহিত দাঁড়াইবে না ও আলাপ করিবে না। কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে মৃত্যু হইলে নারকীয় দুঃখ যন্ত্রণা নাই কিন্তু শীল বিনাশ প্রাপ্তিতে মৃত্যুর পর ঘোরতর নরকে পতন অনিবার্য। আয়ুস্থান আনন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; ভস্তু, মায়ের জাতিরা কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে বা শীল যাজ্ঞা করিলে কিংবা ধর্ম শুনিতে প্রার্থনা করিলে অথবা প্রশ্নাদি করিলে ভিক্ষুগণ যদি প্রত্যুত্তর না দেন, তবে তাঁহারা মনে করিবেন যে, ইহারা বোবা ও বধির, না হয় শুনিয়া উত্তর দিতেছেন না কেন? তখন ভিক্ষুগণকে আলাপ করিতে হইবে। এমতাবস্থায় ভিক্ষুদের কি ভাবে আলাপ করা উচিত? তদুত্তরে ভগবান্ নির্দেশ দিয়াছেন যে;—

**সতি আনন্দ উপট্টাপেতব্বা**—আনন্দ, মাতৃজাতির মধ্যে যে মাতা, ভগ্নী বা মেয়ে সমতুল্যা তাহাকে স্বীয় মাতা ভগ্নী বা মেয়ে বলিয়া চিন্তা উৎপাদন করিবে, অর্থাৎ যদিও আলাপ করিতে হয় তবে আপন মাতা, বোন বা মেয়ে মনে করিয়াই আলাপ করিতে হইবে।

**রোদম্যানো অট্টঠাসি**—আয়ুস্থান আনন্দ যখন শুনিলেন যে, ভগবান্ কর্তৃক সংবেগজনক তীর্থের বিষয়, তীর্থ দর্শনের বা চৈত্য পূজার সার্থকতা এবং মাতৃজাতির প্রতি ব্যবহার বিধি,

স্বীয় দেহ সংকারের ব্যবস্থা এবং স্ত্রীপের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তিনি বুঝিলেন অল্প নিশ্চয়ই ভগবান্ নিক্বানে পরিনির্বাণিত হইবেন। তখন তাঁহার মহাশোক উৎপন্ন হইল, তিনি আর অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন এ সময় শাস্তার নিকট বসিয়া রোদন করা ভাল হইবে না। তাই তিনি উঠিয়া ভিক্ষুদের বৈঠকখানায় গেলেন এবং বৃক্ষ অবলম্বনে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

**মহাসুদসূসনো নাম অহোহসি চক্রবত্তি ধম্মিকো ধম্মরাজা**—মহাসুদর্শন নামে এক ধার্মিক রাজচক্রবর্তী ছিলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তার জানিতে চাইলে দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত মহাসুদর্শন সূত্র দেখুন। সেই সূত্র ভগবান্ পরিনির্বাণ মঞ্চে শায়িতাবস্থায় দেশনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তিনটি কারণে কুশীনারায় আগমন করেন। ১ম মহাসুদর্শন সূত্র দেশনার নিদান উত্থাপনের জন্ত! ২য় পরিত্রাজক সূত্রের সংশয় বিদূরিত করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্তি। ৩য় বুদ্ধা-  
স্থির জন্ত সমাগত রাজাদের মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইবার উপক্রম হইলে জ্ঞোণ ব্রাহ্মণই তাহা উপশম করিতে সমর্থ হইবে। পরিত্রাজক সূত্র অস্তিম সময়ে ভগবানের আশ্রয় লইতে আসিয়া যে ছয়জন শাস্তার নাম করেন, সময় সন্ধীর্ণ বলিয়া সূত্রে তাহাদের বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। অজ্ঞাত গ্রন্থ, বিশেষতঃ শ্রামণ্যফল সূত্রে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায় সংক্ষেপে তাহা এইস্থলে উল্লিখিত হইতেছে:—

**পূরণো কস্সপো**—একজন ভক্তলোকের ঔরসে কোন বিজ্ঞাতিয়া স্ত্রীর গর্ভে তাহার জন্ম হয়। পূর্বে সেই বংশে ২২ জন জন্মিয়াছিল, তাহার জন্মে একশত জন পূর্ণ হওয়ায় সে পূরণ আখ্যা লাভ করে। তাহার ব্যক্তিগত নাম কশ্প। তাহার প্রভু তাহাকে দ্বারবানের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে এই কাজে বিরক্ত হইয়া বনে পলায়ন করে। তথায় দম্ভাগণ বস্ত্রাদি কাড়িয়া লয়। বিবস্ত্র হইয়া সে নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করে। সে গ্রামের অধিবাসী গণকে বলিল, “আমি সমস্ত বিছায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে পূরণ বলে এবং ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে কশ্প বলে। তখন গ্রামবাসীরা তাহাকে বস্ত্রদান করিলে সে বলিল লজ্জা নিবারণের জন্ত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়; পাপ হইতেই লজ্জার উৎপত্তি, আমি সমস্ত পাপ-প্রবৃত্তি নির্মূল করিয়াছি, অতএব আমার বস্ত্রের প্রয়োজন নাই।” তচ্ছ্রবণে লোকে তাহাকে নানা প্রকারে পূজা করিতে লাগিল। কালে তাহার পঞ্চশত প্রধান শিষ্য হইল। ৮০০০০ লোক তাহার মত অনুবর্তন করিয়াছিল। তাহার মত ছিল;—স্বহস্তে করিলে বা আদেশ করিয়া করাইলে, ছেদন করিলে বা করাইলে, দণ্ডদ্বারা পীড়ন করিলে বা করাইলে, চুরি প্রভৃতি দ্বারা শোক উৎপাদন করিলে বা করাইলে, শারীরিক মানসিক কষ্ট দিলে বা দেওয়া হইলে, নিজে কম্পিত হইলে বা অপরকে কম্পিত করাইলে, প্রাণীহত্যা, চুরি করিলে বা করাইলে, সিন্ধ কাটিলে বা কাটাইলে, সর্কস্ব লুণ্ঠন, ঐকৈক গৃহ ঘেরিয়া লুট, পথে লুকাইয়া পথিক হত্যা, পর-স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে কিম্বা মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না। পাপ করিতেছি জানিয়া পাপ করিলেও পাপ হয় না। ধারাল ক্ষুরের চক্র ঘুরাইয়া এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে কাটিয়া মাংস রাশি

একত্র পুঞ্জ বা স্তুপ করিলেও পাপ নাই। গন্ধার দক্ষিণ তীরের জুর, কর্কশ, দারুণ লোক দিগকে হনন, ছেদন, দণ্ড দ্বারা গীড়ন করিলে বা করাইলে কোন পাপ হয় না। গন্ধার উত্তর তীরের ত্রিযন্ত্রে শ্রদ্ধা সম্পন্ন, ত্রিযন্ত্রে প্রসন্ন লোকদিগকে দান দিলে বা দেওয়াইলে, মহাযজ্ঞ করিলে বা করাইলে কোন পুণ্য হয় না। দান, ইন্দ্রিয় দমন, শীল সংযম এবং সত্য বাক্য বলায় ও কোন পুণ্য হইতে পারে না। মোট কথা তাহার মতে পাপ পুণ্য কিছুই নাই। অকুশল করিলেও পাপ হয় না, কুশল করিলেও পুণ্য হয় না।

**মক্খলি গোসালো**—ইহার প্রকৃত নাম মক্খলি (মক্খরি)। গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্ম হওয়ায় তাহার নাম মক্খলি গোশাল হয়। তাহার প্রভুর আদেশ মত সে এক দিন একটি ঘৃত-কুস্ত মন্তকে করিয়া যাইতেছিল। কোন পঙ্কময় স্থানে তাহার পদস্থলন হওয়ায় সমস্ত ঘৃত নষ্ট হইয়া যায়। সে যখন ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় তাহার প্রভু তাহার বস্ত্রধারণ করেন। সে বিবস্ত্র হইয়া বনে প্রবেশ করে। তৎপর সমীপবর্তী গ্রামে গিয়া লোক সকলকে প্রতারিত করে। কালে তাহারও পঞ্চশত প্রধান শিষ্য হইয়াছিল। অশীতি সহস্র লোক তাহার মতের অহঙ্গরণ করিয়াছিল। তাহার মত ছিল :—সত্ত্বগণের সংক্লেষণের বা পাপের কোন হেতু বা প্রত্যয় নাই। অহেতু অপ্রত্যয় বশতঃ প্রাণিগণ সংক্লিষ্ট হয়। সেইরূপ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির ও কোন হেতু বা প্রত্যয় নাই। অহেতু অপ্রত্যয় বশতঃ প্রাণিগণ বিশুদ্ধ হয়। স্বীয় পরাক্রমে কৃতকর্মের ও কোন ফল নাই। পরের উপদেশ পালন করিয়া চলাতেও কোন লাভ নাই। পুরুষাকার নাই, বল, বীৰ্য্য, পুরুষ-শক্তি, পুরুষ-পরাক্রম ও নাই। সর্বসত্ত্ব, সর্বপ্রাণী, সর্বজীব অধীন, অবল, অবীৰ্য্য, নিয়তি, সঙ্গতি ও স্বভাবে তাহারা নানাপ্রকার গতিপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহা হইবার তাহা হয়, যাহা না হইবার তাহা হয় না। ছয় অভিজ্ঞাতিতে থাকিয়া স্থখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। চুরাশী মহাকল্প + কাল ক্ষেপণান্তে অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সকলে দুঃখের অন্ত সাধন করিবে। যেমন স্মৃতারগুলি বৃক্ষাগ্র বা পর্বত শিখর হইতে এক প্রান্তে ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে যতদূর স্মৃতা ততদূর খুলিয়া শেষ হইয়া স্থির হয়, সেইরূপ অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্বোক্ত কল্প কালান্তে দুঃখের অন্ত সাধন করিবে।

**অজিতো কেসকম্বলো**—সেও তাহার প্রভুর ভৎসনা সহ করিতে না পারিয়া সম্মাস অবলম্বন করিয়াছিল। সে কেশ নিম্নিত বস্ত্র দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিত এবং সর্কদা মন্তক মুণ্ডন করিত। তাহার মত ছিল :—দানের, যজ্ঞের, অতিথি সংস্কারের, স্নাকৃত, দ্রুত কর্মের কোন ফল বা বিপাক নাই। ইহলোক, পরলোক, মাতাপিতা ও উপপাতিক সত্ত্ব নাই। লোকে সম্যক প্রতিপন্ন সম্যক মার্গগত এমন ভ্রমণ ব্রাহ্মণ নাই; যাহারা স্বয়ং অভিজ্ঞা বলে

+ কর্ণমুণ্ড, রথকার, ছন্দস্ত, কুণাল, মপাকিনী, সিংহপ্রপাত, অনোতপ্ত এই সপ্ত মহাহ্রদ। এক মহাহ্রদ হইতে ১০০ বৎসর অন্তর কুণাগ্র দ্বারা এক বিন্দু জল ফেলিয়া সে হ্রদ সাতবার জল শুষ্ক করিতে যে সময় লাগিবে সেই হ্রদার্থ কাল এক মর্ষাকর বলা হইয়াছে।

ইহলোক ও পরলোক প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে পারেন। পুরুষ চারি মহাভূত হইতেই উৎপন্ন। যখন মরে মাটির অংশ মাটির সহিত, জল জলের সহিত, তেজ তেজের সহিত, বায়ু বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। ইন্দ্রিয় সমূহ আকাশে গমন করে। মৃত পুরুষকে চার পাইতে করিয়া আশানে লইয়া যায়। সেখানে লোকে তাহার গুণাগুণ বর্ণনা করে। মৃতদেহ ভস্ম হইলে শ্বেতবর্ণ অস্থি সমূহ পড়িয়া থাকে। মূৰ্খ কর্তৃক দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা “অস্তিবাদ” বলে তাহারা তুচ্ছ মিথ্যা বিলাপ করে। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী উভয়েই কায় ভেদ হইলে উচ্ছিন্ন হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর আর জন্মে না। অজিত কেশকবল এইরূপ নাস্তিক-বাদী ছিল। তাহারও অনেক শিষ্য প্রশিষ্য ছিল।

**পকুথো কচ্চাষনো**—এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বংশে কোন বিধবার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। পকুধ বৃক্ষমূলে তাহার জন্ম হওয়ায় পকুধ কচ্চাষণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কোন ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে সে জীবিকা নির্বাহের অল্প উপায় না দেখিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে। তাহার মত ছিল:—পৃথিবীকায়, আপকায়, তেজকায়, বায়ুকায়, সূত্র, দুঃখ ও জীব (আত্মা) এই সাতটি কায় অকৃত, অকারিত, অনির্মিত, অনির্দ্ব্যাপিত, বন্ধা, কূটস্থ, এশিক সদৃশস্থিত। তাহারা কল্পিত হয় না, বিপরিণাম প্রাপ্ত হয় না, পরস্পরের বাধা জন্মায় না, পরস্পরের সূত্র দুঃখের হেতুও নহে। তত্র কেহ হস্তা নাই, হনন করাইবার ও কেহ নাই, শ্রোতাও নাই, বক্তাও নাই, বিজ্ঞাতও নাই, বিজ্ঞাপনকর্তাও নাই। তীক্ষ্ণ অসিদ্ধারা শিরশ্ছেদ করিলেও কেহ কাহারও জীবন হত্যা করিতে পারে না, অপিচ ঐ সাত কায়ের অন্তরে, বিবরে শস্ত্র প্রবেশ করে মাত্র।

**নিগঠো নাতপুত্তো**—নাত নামক কুষকের পুত্র। তিনি বলিতেন, “এমন কোন গ্রন্থ নাই আমি পাঠ করি নাই “এই হেতু তিনি নিগ্রন্থ নাত পুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার মত এই;—শীতল জলও প্রাণী বিশেষ। এই হেতু শীতল জলও ব্যবহার করিতে নাই। তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিরত, সমস্ত পাপ হইতে বিধোত, সমস্ত পাপ বিরতি স্পৃষ্ট অর্থাৎ পাপ বিরতি পালন করেন। এই হেতু তিনি অন্ত প্রাপ্ত চিত্ত, সংযত ও স্প্রতিষ্ঠিত চিত্ত। তাঁহার পঞ্চশত প্রধান শিষ্য ছিল।

**সঙ্কষো বেলট্টপুত্তো**—বেলাস্থি নামি দাসীর গর্ভে তাহার জন্ম হয় বলিয়া বেলট্ট পুত্র। তাহার মন্তকে সঙ্ক (wood apple) ফলের ছায়া মাংসপিণ্ড বিद्यমান থাকায় সে সঙ্ক বেলট্ট পুত্র নামে প্রসিদ্ধি হয়। তাহার ও অনেক শিষ্য ছিল। তাহার বাদ ছিল ব্রহ্মজাল স্ত্রে বর্ণিত অমরা বিক্ষেপ। কিছুতেই ধরা দিত না। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে “এইরূপও আমি বলি না, সেইরূপও আমি বলি না, অল্পথাও আমি বলি না, না বলিয়াও আমি বলি না” এইরূপ উত্তর দিয়া বাক্য বিক্ষেপ বা অমরা বিক্ষেপ করিত। এইরূপ কথিবার কারণ মিথ্যা ধরা পড়িবার ভয়, যেহেতু কিছুই সঠিক জানিত না। মহারাজ অজাতশত্রু তাহার উত্তর শুনিয়া বলিয়াছিলেন, ছয় শাস্ত্রের মধ্যে এ-ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অজ্ঞানী। তাহার ধারণা



ছিল,—ইহকালে যে যেভাবে আছে অর্থাৎ বিপদ, বিপদ, চতুপদ ও বহুপদ প্রাণী তাহারা পরজন্মেও ঠিক সেই অবয়ব প্রাপ্ত হইবে। পরিত্রাজক স্বভদ্র এই ছয়জন শাস্তার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভগবানের অন্তিম সময় বলিয়া (সময় না থাকাতো) তাহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া কেবল তাঁহাকে সত্য ধর্মই দেশনা করেন। তচ্ছবণে তাঁহার প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মিলিত হইয়াছিল। অন্বেষণ করিয়া সারা জীবনে যাহা পাইতে সক্ষম হইলেন নাই ভগবানের উপদেশো-  
য়ায়ী আচরণ করায় তন্মুহুর্তে সেই পরম শাস্তির সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন।

**সুত্রংগা পরপ্লাবদা সমণেহি অত্রংগেতি**—অত্যাচ পরপ্রবাদ ধর্ম (জনশ্রুতি মূলক ধর্ম) সকল দ্বাদশ প্রকারের শ্রমণ+ শূন্য অর্থাৎ পর প্রবাদ ধর্মে দ্বাদশ প্রকারের জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমণ+ নাই, থাকিতেও পারে না। **সম্মা বিহরেম্মাং**—যিনি শ্রোতাপন্ন কিম্বা শ্রোতাপত্তি মার্গ জ্ঞানলাভের জন্ত আরক্ক বিদর্শক, তিনি উপদেশদানাদিতে কিম্বা স্বীয় লক্কোপায়ে অপরকে ও তদবস্থ করিয়া যে বিহরণ করিয়া থাকেন উহাই সম্মা (সম্যক) বিহার। তথা সঙ্কদাগামী, অনাগামী, অর্হং প্রভৃতির বিহার ও সম্মাবিহার। সেইরূপ সম্যক রূপে বিহরণ করিলে। **সং পল্লজিৎ**—যং নিপাত মাত্র, পরজিৎ—প্রভজিত হইয়াছিলাম। **কিং কুসলানুএসী**—কুশল কি অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা জ্ঞান গবেষণা করিতে। “কিং কুসলং” সর্বজ্ঞতা জ্ঞান অধিগ্ৰহণ (অভিগ্ৰহণ)। তং গবেসন্তোতি অথো। **এগাসস ধম্মসস**—আর্যমার্গ ধর্মের। পদেসামুত্তী—“পদিসসতি এতেন অরিয়মগ্গো পচক্কথতো দিসসতীতি পদেসো” আর্য মার্গ প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয় বলিয়া প্রদেশ। প্রদেশে বিদর্শন মার্গ প্রবর্তন করতঃ।

### ভাণবারং ছট্টং (ষষ্ঠ অধ্যায়)

**যো খো আনন্দ মষা ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞংগত্তো সো বো মমচ্চেষেণ সত্থাতি**—আনন্দ, আমি যেই ধর্ম ও বিনয় দেশনা করিয়াছি, প্রজ্ঞাপন করিয়াছি, সেই ধর্ম বিনয়ই আমার পরিনিব্বানের পর তোমাদের শাস্তা অর্থাৎ তোমাদের শাস্তার কার্য সাধন করিবে। আমি যে তোমাদিগকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছি—“ইদং লহকং, ইদং গরুকং, ইদংসতেকিচ্ছং ইদং অতেকিচ্ছং ইদং লোকবজ্জং, ইদং পল্লন্তিবজ্জং, অযং আপত্তি পুণ্ণগলস্ সত্তিকে বুট্টাতি, অযং আপত্তি গণস্ সত্তিকে বুট্টাতি, অযং সজ্জস্ সত্তিকে বুট্টাতি সত্তাপত্তিক্খবসেন ওতিগ্গে বখুশ্মিং সখক্কপরিবারো উভতো বিভক্কো মষা বিনযো নাম দেসিতো” অর্থাৎ ইহা লহক (লঘু)

+ শ্রমণ দ্বাদশ শ্রেণীর আছেন যথা—শ্রোতাপত্তি, সঙ্কদাগামী, অনাগামী ও অর্হং মার্গ জ্ঞান লাভের জন্ত আরক্ক বিদর্শক চারি শ্রেণীর শ্রমণ। শ্রোতাপত্তি আদি মার্গ জ্ঞান লাভ চারি শ্রেণীর শ্রমণ এবং শ্রোতাপত্তি আদি কল জ্ঞান লাভ চারি শ্রেণীর শ্রমণ।

আপত্তি, ( অপরাধ ) ইহা মহাপত্তি, ইহা সচিকিৎস, + ইহা অচিকিৎস, + ইহা লোকবত্ত, + ইহা পল্লবিত্ত, এই আপত্তি একজনের নিকট দেশনীয়, এই আপত্তি গণের নিকট দেশনীয়, এই আপত্তি সজ্জের নিকট দেশনা করিয়া উঠিতে (বিস্তৃত হইতে) হইবে, এইরূপ সপ্ত আপত্তি স্বক্কে অবতীর্ণ বস্তুতে সপঞ্চকপরিবার উভয় বিভক্ত আমা কর্তৃক (তথ্যগত কর্তৃক) বিনয় নামে দেশিত হইয়াছে। আমার পরিনিক্বানের পর সেই বিনয় পিটক তোমাদের শাস্তার কার্য সাধন করিবে।

আমি যে চারি প্রকার স্মৃত্যুপস্থান, চারি প্রকার সম্যক প্রধান (চেষ্টা), স্বাক্ষি লাভের চারি প্রকার উপায়, পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সম্বোধিলাভের সাতটি অঙ্গ, আর্ধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিয়া সেই সেই কারণে এইধর্ম সমূহ বিভাগ করিয়া করিয়া স্মৃত্তন্ত পিটক দেশনা করিয়াছি, আমার পরিনিক্বানের পর তাহা তোমাদের শাস্তার কার্য সাধন করিবে।

আমি যে পঞ্চস্বক্কে, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, চারি আর্ধ্য সত্য, দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, নববিধ হেতু, চতুর্বিধ আহার, সপ্তস্পর্শ, সপ্ত বেদনা, সপ্ত সংজ্ঞা, সপ্ত সঙ্কেতনা, সপ্তচিত্ত, তন্মধ্যে এই পরিমাণ (এতকং) কামাবচর, এই পরিমাণ রূপাবচর, এই পরিমাণ অরূপাবচর, এই পরিমাণ পরিয়াপন্ন, এই পরিমাণ অপরিয়াপন্ন, এই পরিমাণ লৌকিক, এই পরিমাণ লোকোত্তর বলিয়া এই ধর্ম সমূহ বিভাগ করিয়া চতুর্বিংশতি সমস্ত পট্টান (প্র-স্থান অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃত কারণ), অনন্ত নয় মহাপ্র-স্থান প্রতিমণ্ডিত অভিধর্ম পিটক দেশনা করিয়াছি। আমার পরিনিক্বানের পর সেই অভিধর্ম পিটক তোমাদের শাস্তার কার্য সাধন করিবে। অভিসম্বোধির পর হইতে পরিনিক্বান পর্যন্ত ৪৫ পয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী যাহা ভাষণ করিয়াছি, আলাপন করিয়াছি, তাহা (ধর্ম বিনয়) ত্রিপিটক, পঞ্চনিকায়, নবাব্জ, চতুরশীতি সহস্র ধর্মস্বক্কে বলিয়া প্রভেদ গত হয়। এই চতুরশীতি সহস্র ধর্ম স্বক্কে রহিল, আমি একাই নিক্বানে পরিনির্ক্যাপিত হইতেছি। এতদিন আমি একাই তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি ও অহুশাসন করিয়াছি। আমার পরিনিক্বানের পর এই চতুরশীতি সহস্র ধর্মস্বক্কে তোমাদিগকে উপদেশ দিবে ও অহুশাসন করিবে। এইরূপে ভগবান্ বহু কারণ প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন যে আমার পরিনিক্বানের পর তাহা (সেই ধর্ম বিনয়) তোমাদের শাস্তা।

ভগবান্ কুশীনারার শাল বনে খৃঃ পূর্ব ৫৪৪ অব্দে মহাপরিনিক্বান প্রাপ্ত হন। তাঁহার দেহাবশেষের অংশ লইবার জ্ঞাত বিভিন্ন জন পদ হইতে রাজাগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কুশী-নারার মল্লগণ, রাজ গৃহের বাজ্ঞা আজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পকবাসী বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণ, পাবার মল্লগণ ভগবানের শরীরের (অস্থিধাতুর) অংশ নিয়া স্বীয় স্বীয় নগরে স্তুপে নিধান করতঃ পূজা করিয়াছিলেন।

+ যেই সময় আপত্তি প্রাপ্ত হইলে যথোচিত প্রারম্ভিত করিয়া মুক্ত হওয়া যায় তাহা সচিকিৎস। প্রারম্ভিত করিয়াও যাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না তাহা অচিকিৎস। যে সময় আপত্তি সচিক্ত গক্ষে চিত্ত অকুল সেই সময় আপত্তি লোক বস্ত্ত অবশিষ্ট আপত্তি ( অপরাধ ) গুলি পরিত্ত বত্ত।

পিঙ্গলি বনের মৌধ্যগণ স্থাপন হইতে অন্ধার এবং ব্রাহ্মণ দ্বোণ যেই স্বর্গময় তুষ্ট্রা বৃদ্ধাঙ্কি সমূহ বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই তুষ্ট্রি নিয়া চৈত্রে নিধান করতঃ পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর অত্যাগ্র বিষয় স্ত্রের অল্পবাদে দেখুন। তথাগত শেষ জীবনের দেড় বৎসরের মধ্যে যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং স্ত্রের প্রদত্তরূপে যে সকল স্থানের উল্লেখ হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

**রাজগৃহ**—ইহার বর্তমান নাম রাজগীর। প্রাচীনকালে ইহা গিরিব্রজ নামেও খ্যাত ছিল। (পঞ্চ পরিত অর্থাৎ বেভার, পণ্ডব, বেপুল্ল, গিদ্ধাকূট ও ঋষিগিলি এই পঞ্চ পরিত দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে) খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা অজাতশত্রুর পিতা রাজা বিম্বিসার তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ভগবান্ তথাগত তথাকার গৃধকূট পরিত, গৌতম গ্রন্থোদারামে, চোরপ্রপাতে, বেভার পরিত পার্শ্বে সপ্তপর্ণী গুহায়, ঋষিগিলি পরিত পার্শ্বে কাল শিলায়, শীতবনে সর্পশৌণ্ডিক গুহায়, তপোদারামে, বেলুবনে কলন্দক নিবাপে, জীবকের আশ্রবনে, মদ্রকুক্ষি যুগদায়ে অনেক সময় বাস করিয়া ভিক্ষুগণকে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতিও সপ্তপর্ণী গুহার দ্বারস্থ স্থবিত্ত ময়দানে হইয়াছিল। আয়ুয়ান মহাকণ্ঠ্য প্রায় ৬ অংশ বুদ্ধাঙ্কি-রাজা অজাতশত্রু দ্বারা অতি আশ্চর্যরূপে এখানে নিধান করা হইয়া রাখা হইয়াছিলেন। সেই সময়ের স্মৃতি-চিহ্ন দেখিলে বিশ্বাসে পুলকিত হইতে হয়। বর্তমানেও তপোদে (তপ্ত জল কুণ্ডে) প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক স্নান করিতেছে। স্থানটা অতি মনোরম। বর্তমানে ইহা বিহার বজ্জিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের শেষ স্টেশন। বজ্জিয়ারপুর হইতে ৩৩ মাইল এবং পাটনা জংসন হইতে ২৮ মাইল মাত্র ব্যবধান। গয়া স্টেশন হইতে মটর যোগেও তথায় যাওয়া যায়।

**নালন্দা**—ভগবান্ এইস্থানে পাবারিক আশ্রবনে অবস্থান করতঃ শিষ্যদিগের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন। তথাগতের প্রধান শিষ্য শারিপুল্ল এখানকার নালকগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও পরিনিব্বান প্রাপ্ত হন। পুরাকালে বৌদ্ধদের এখানে স্থবিত্ত্যাত বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ফাহিয়ান ও হুয়েন সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ দর্শন যোগ্য। সেকালে ভারতে স্থপতিবিদ্যা যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সদাশয় ভারত গভর্ণমেন্টের প্রত্ন তত্ত্ব বিভাগের সৌজ্ঞেয় মূর্তিকার গর্ভ হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধ্বংসাবশেষ উন্মোলন করা হইতেছে তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। সেকালের শিল্পিগণ কি উপায়ে বিশাল প্রস্তর খণ্ড উন্মোলন করিয়া এই বিরাট হম্যরাজী নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিশ্বাসে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার মধ্যে-ভাগে বড় গাঁও নাম ছিল বটে বর্তমানে পুনঃ ইহার নালন্দা নাম দেওয়া হইয়াছে। বজ্জিয়ারপুর স্টেশন হইতে ইহা মাত্র ২৪ মাইল ব্যবধান। গয়া স্টেশন হইতে মটর যোগেও তথায় যাওয়া চলে।

**পাটলি প্রাম**—এই স্থানে মগধ-রাজ অজাতশত্রুর স্ত্রীধ ও বর্ষকার নামক দুই অমাত্য বজ্জী বা লিচ্চবী রাজ-বংশকে পরাভূত করিতে প্রথম নগর নির্মাণ করেন। ভগবান্ পাটলি-গ্রামের অধিবাসীদের নবনির্মিত আবাসে রাত্রি যাপন করতঃ তথাকার অধিবাসীদিগের নিকট পঞ্চ-

শীল পালনের উপকারিতা ও পঞ্চশীল লজ্যনের অপকারিতা বর্ণনা করেন। তৎপর স্তনীধ ও বর্ষ কারের আবসথে ভোজন করতঃ মহাভিক্ সজ্জের সহিত জলপূর্ণ গজানদী তরী বিনা উত্তীর্ণ হন। ভগবান্ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন যে, পাটলি গ্রাম পাটলি পুত্র নামে খ্যাতি লাভ করিবে। বাণিজ্য ও সভ্যতা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নগর হইবে, কিন্তু জল, অগ্নি ও অন্তর্বিবাদ এই ত্রিবিধ উপদ্রব থাকিবে। কালে তাহা পাটলি পুত্র নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে মগধ-রাজ কালাশোক পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে ইহা বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট রাজ চক্রবর্তী অশোকের মহাসমুদ্রিক্ষালী রাজধানী হইয়াছিল। মহারাজ অশোক রাজ্যের ভিতরে এবং বাহিরে চতুর্দিকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। অত্যাধি তথায় কয়েকটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যুগের বহু মূল্যবান ভগ্নাবশেষ তথায় পাওয়া গিয়াছে, যাহা কলিকাতার যাহু ঘরে সুরক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের বর্তমান নাম পাটনা। বেলুব গ্রাম ও পাটলি গ্রাম বৈশালীর নিকটবর্তী গ্রাম ছিল।

**বৈশালী**—বজ্জী অর্থাৎ লিচ্ছবী রাজাদের অতি সমুদ্রিক্ষালী রাজধানী ছিল। এক সময় তথায় মহামারী, অমহুশ্র ও দুর্ভিক্ষ এই তিন উপদ্রবে সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন সকলে রাজ-সমীপে গিয়া নিবেদন করেন যে, “মহারাজ, নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্বে সপ্ত রাজার রাজত্বে কখনও এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই, আপনার অধাশ্রিত্য এইরূপ ঘটয়াছে মনে হয়”। ধার্মিক রাজা সকলকে মন্ত্রণাসভাগৃহে সমবেত করাইয়া নিজের অধাশ্রিত্য নির্দেশ করিতে বলিলেন। সকলে পূর্কোপর ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, রাজার কোন দোষ নাই। তৎপর কিসে এই সকল উপদ্রবের শাস্তি হইবে চিন্তা করিয়া অনেক উপায় অবলম্বন করা হইল, কিন্তু কিছুতেই উপশম হইল না। সর্বশেষে তাঁহারা সর্বলোক-হিতাহুকম্পী ভগবান্ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। ভগবান্ বৈশালীবাসীদের প্রতি অহুকম্পা বশতঃ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বৈশালীর লিচ্ছবী রাজা অতি সমারোহে পূজা সংকার করিতে করিতে ভগবানকে স্বরাজ্যে লইয়া যান। ভগবানের আগমনে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে, সেই প্রবল জল প্রবাহে পঁচা শবাদি ভাসাইয়া গজায় নিক্ষেপ করে। তৎপর ভগবান্ আয়ুত্মান আনন্দকে বৈশালীর চতুর্দিকে “রতন স্তম্ভ” পাঠ করিতে আদেশ দেন। আয়ুত্মান আনন্দের রত্নস্তুত্র পাঠান্তে বৈশালীর ত্রিবিধ ভয় উপশম হইয়া যায়। তৎপর উদেন, গোতমক, সপ্তধক, বহুপুত্রক, আনন্দ, চাপাল, মহাবন প্রভৃতি স্থানে চৈত্য নির্মিত হয়। তথাকার আনন্দ (সারনন্দ) চৈত্যে বজ্জীদিগকে সপ্ত অপরিহানিয়ং ত্রীবুদ্ধিজনক ধর্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা পরিনিব্বান স্ত্রের প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। বজ্জগণ ভগবান্ বুদ্ধের সেই উপদেশ নিজদের সমগ্র শক্তি দ্বারা পূজা করতঃ উহাকে প্রাণ বান করিয়া তুলিয়া অজ্ঞেয় এবং সর্ব বিষয়ে চরম উন্নতি লাভ করিয়া ছিলেন। পরে কৃষ্ণে মগধ মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকারের কূট জালে জড়িত হইয়া তাহা হারাইয়া তাঁহারা নেপাল, তিব্বত, মকোলিয়া, মাকুরিয়া, আসাম প্রভৃতি স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল দেশে যে সকল অসভ্য লোক বাস করিত তাহারা বজ্জগণের নিকট বস্ত্রতা স্বীকার করে। এইরূপে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ভারতীয় লোক নেপাল, তিব্বত, মকোলিয়া, মাকুরিয়া

প্রভৃতি জনপদে রাজস্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। বৈশালী নগরের আশ্রয় পালী গণিকা ও ভগবানের উপদেশে মুক্তির পথাবলম্বিনী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বিরাট আশ্রয় বাগান দান করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা পাটলিপুত্রের উত্তরে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম বেসাড়া। ইহা হাজিপুরের ২০ মাইল উত্তরে সংস্থিত। **কোটি গ্রাম**—মহাপণাদ রাজার রাজ-প্রাসাদ গুণ্ডায় পতিত হইলে সেই প্রাসাদের উপর মাটি ভরত হইবার পর তদুপরি যে সমিবিষ্ট গ্রাম উহাই কোটি গ্রাম। তৎসম্বন্ধে জানিতে চাইলে মহাপণাদ জাতক দেখুন। তাহা গন্ধার তীরবর্তী গ্রাম। **নাতিকা**—এক তড়াগের দুই পার্শ্বে চুল্লতাত ও জৈষ্ঠতাত ভ্রাতার দুই গ্রাম ছিল। সেই দুই গ্রাম এক জাতির গ্রাম বলিয়া জাতিক (ঞাতিক) স্থানে নাতিক বলা হইয়াছে। **শ্রাবস্তী জেতবন**—ইহার বর্তমান নাম সায়েট মায়েট। বলরামপুর রেলওয়ে স্টেশন হইতে মাত্র ৮ মাইল ব্যবধান। সবথ নামক ঋষির বাস স্থান বলিয়া বা সমস্ত বস্ত্র এই নগরে পাওয়া যাইত (অখি) বলিয়া পানি নাম সাবখী। ধন কুবের শ্রেষ্ঠী স্তম্ভ (পরে অনাথশিষ্টিক নামে খ্যাত) জেত নামক রাজ কুমারের উদ্ভাৱন ৫৪ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া খরিদ করতঃ তথায় সুরম্য বিহার নির্মাণ করিয়া ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। মহাপাসিকা বিশাখা ২৭ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীর পূর্ব পার্শ্বে পূর্বরাম নামে দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ভগবানকে দান করিয়াছিলেন, ভগবান্ জেতবনারামে উনবিংশতি বর্ষ পূর্বরামে ছয় বর্ষ মোট পঞ্চবিংশতি বর্ষ শ্রাবস্তীতে যাপন করিয়াছিলেন। বর্তমানে তথায় আনন্দ বোধি, অর্হংগণের বহু স্তূপ, গন্ধ কুটির চিহ্ন, প্রতিহার্য চৈতর, নগরের প্রাচীর, কোশল রাজার প্রাসাদ প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।

**পাবা**—এই স্থানের ধনকুবের শ্রেষ্ঠী স্বর্ণকার বংশীয় চুল্ল ভগবানের প্রথম দর্শনে শ্রোতাগ্ন হইয়া স্বীয় আশ্রয় কাননে বিহার নির্মাণ করতঃ ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। পরিনিব্বানের পূর্বদিন ভগবান্ ভিক্ষুসম্মত সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলে, আর্ঘ্য-শ্রাবক চুল্ল স্বীয় আলয়ে পিণ্ডগ্রহণের জন্ত ভিক্ষুসম্মতের সহিত ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেন এবং ভগবানের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ ভগবানের নিকট রক্তমাশয় রোগ না হয় মত, রোগ হইলেও অধিক কষ্টকর না হইবার উদ্দেশ্যে “স্করমন্দব” প্রস্তুত করান। দেবগণ জানেন যে অজ্ঞকার আহারই ভগবানের শেষ আহার, আর তিনি পিণ্ডগ্রহণ করিবেন না। তদ্ব্যতীত পুণ্যার্থী হইয়া দেবগণ তাহাতে দিয়া ওজ প্রক্ষেপ করেন। ভগবান্ চুল্লের বাড়ীতে গিয়া কেবল স্করমন্দবই গ্রহণ করিলেন। ভিক্ষুসম্মতকে অগ্ন্যাগ্ন খাওয়া দেওয়াইলেন। তবুও স্করমন্দব খাওয়া মাত্রই ভগবানের নিকট রক্তমাশয় রোগ উৎপন্ন হইল। কিন্তু স্ব্থের বিষয় যে তৎপ্রভাবে রোগ অধিক কষ্ট দায়ক হইতে পারে নাই। তাই তিনি পদত্বজে কুশীনারা যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কুশীনারা যাইবার পথে কালাম গোত্রজ আলাড় ঋষির শিষ্য মল্লরাজ পুত্র পুঙ্ক ভগবানের ধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার বর্তমান নাম পদর বন। ইহা গোরক্ষ পুত্রের চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্বে ও গণ্ডক নদের দ্বাদশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে পাবার রেলওয়ে স্টেশনও হইয়াছে। **ককুশা নদী**—এই নদীতে ভগবান শেষ স্নান করেন ও তাহার জল পান করেন। **হিরণ্যবতী নদী**—ইহার বর্তমান নাম শোন। কাহারও মতে গণ্ডক নদের প্রাচীন

নাম হিরণ্যবতী। সেই নদীর তীর পর্যন্ত শাল বন ছিল। কুশীনারায় উপর দিয়া তাহা প্রবাহিত হইয়াছে। **গঙ্গা নদী**—স্বনাম প্রসিদ্ধা নদী। পাটলি গ্রামে সুনীধ ও বর্ষকার ব্রাহ্মণের আবাসে ভিকু সঙ্ঘসহ ভগবান্ ভোজন করিয়া বহির্গত হইলে, সুনীধ ও বর্ষকার ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে ছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়, “ভগবান্ যেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইবেন তাহার নাম গৌতম-দ্বার এবং যেই স্থান দিয়া গঙ্গানদী পার হইবেন তাহার নাম গৌতম তীর্থ নাম করণ করিবেন।” তখন গঙ্গা বর্তার জলে পরিপূর্ণ ছিল। তীরে বসিয়া কাকেও জল পান করিতে পারিত। ভগবান্ দেখিলেন পরপারে গমনোদ্দেশ্যে লোকে নৌকাদি অশ্বেষণ করিতেছে, তদ্বর্ণনে ভগবান্ ভিকুসঙ্ঘ সহ ঋদ্ধি প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরপারে স্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ সেই স্থানে যে প্রীতি-গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা প্রথম অধ্যায়ের শেষ ভাগে দর্শন করুন।

**তথাগতের জন্ম স্থান লুম্বিনী উত্তান**—ভগবান্ যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন বৌদ্ধ সম্রাট অশোক তথায় একটি স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে ভূমিষ্ট হইয়াছিলেন সেই ভাবে পাষাণে মহামায়া দেবী ও সিদ্ধার্থের এবং মহাব্রহ্মা ও অগ্ন্যাত্ম পরিজনবর্গের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। স্থানীয় লোকেরা “রোমিনী” দেবী নামে উহার পরিচয় দিয়া থাকেন। তথায় কয়েকটি স্তূপ ও বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। তথা হইতে হিমালয়ের মোহন দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয়। উহা নেপাল রাজ্যের ছয় মাইল ভিতরে। বি, এণ্ড, এন্, ডব্লু রেলওয়ের নাওটানওয়া ও নাওগর স্টেশন হইতে যথাক্রমে আট ও অষ্টাদশ মাইল ব্যবধান। নেপাল মহারাজ কর্তৃক তথায় ধর্ম্মশালাও নিশ্চিত হইয়াছে।

**কপিলবস্তু**—সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধনের রাজধানী। শাক্যেরা তথায় রাজত্ব করিতেন। ভগবানের পরিনিব্বানের পর শাক্যগণ কুশীনারায় আসিরা ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশ নিয়া তথায় স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিয়াছিলেন। লুম্বিনী অথবা বি, এণ্ড, এন্, ডব্লু রেলওয়ের সোহরটগর স্টেশন হইতে যাইতে হয়। তাহা নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত।

**তথাগতের সম্ভোখিলাভের স্থান বুদ্ধ গয়া**—ইহা গয়া রেলওয়ে স্টেশন হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সুরনর ব্রহ্মলোকে বুদ্ধত্ব লাভের আর দ্বিতীয় স্থান নাই। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। এই স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ হয় বলিয়া ইহা বুদ্ধগয়া নামে বিখ্যাত! মহাবোধিতরু ও বোধিপালক প্রভৃতি সপ্ত সপ্তাহ ধ্যান স্থান, সুউচ্চ কারুকার্য খচিত অতুল শিল্প সুষমামণ্ডিত বুদ্ধ-গয়া মন্দির দর্শকগণের মন প্রাণ আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে+।

+ কথিত আছে—যখন এই পৃথিবী ধ্বংস হইতে থাকে, পৃথিবীর সমস্ত অংশ ধ্বংস হওয়ার পর সর্বশেষে বোধি পালক-স্থান ধ্বংস হয়। পৃথিবী সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সর্ব প্রথম বোধিপালক-স্থান সৃষ্ট হয়। তৎপর তথায় একটা পদ্ম বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। যদি সেই বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত না হয় তবে সেই বৃক্ষ শূন্য হয়। আর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে বৃক্ষিতে হইবে যে এই বৃক্ষে বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন। বর্তটা পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে সেই বৃক্ষে তত জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ভূত কালে ঐটা পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়াতে পাঁচ জন বুদ্ধ উৎপন্ন হইবেন বলিয়া গুহ্যবাস ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মারা আনন্দিত হইয়াছিলেন। গয়ার বোধি পালক চক্রবালের মধ্য ভাগে অবস্থিত। ইহা বিরজনা (বুদ্ধ) নদীর কীর্ত্তী মহা বালুকা রাশির উপর অবস্থিত। তাহার প্রাচীন নাম উরুবেলা।

**তথাগতের ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান সার নাথ**—ইহা বেনারস রেলওয়ে স্টেশন হইতে মাত্র সাত মাইল ব্যবধান। ইহার প্রাচীন নাম ঋষি পতন মুগদায়। ঋষি (প্রত্যেক বুদ্ধগণ) গন্ধমাদন পর্বত হইতে আকাশ পথে আসিয়া তথায় অবতরণ করিতেন। ঋষিদের পতন স্থান বলিয়া ঋষি পতন। ইত্যার জন্ত অনীত মুগদিগকে তথায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন বলিয়া মুগদায়। দায় অর্থ বন অর্থাৎ মুগবন। প্রত্ন তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয়ের নিমিত্ত সার নাথ সুপ্রসিদ্ধ। মূল গন্ধকুটি বিহার, বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের স্তম্ভ, বহু স্তূপ, বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, চণ্ডীক্রমণ স্থান ও অধুনা গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত বুদ্ধাস্থি স্থাপিত মূল গন্ধকুটি মন্দির বিশেষ ভাবে দর্শন যোগ্য। অশোক স্তূপের পূর্ব পার্শ্বে যে মন্দিরের চিহ্ন বিরাজমান উহাই ধর্মচক্র প্রবর্তন-স্থান। সম্যক সম্বুদ্ধগণের এই স্থানই প্রথম ধর্ম প্রচার স্থান। এই স্থান ও অপরিবর্তনীয়। সার নাথে রেলওয়ে স্টেশন ও আছে।

**কুশীনারা**—এই স্থানে ভগবান্ মহাপরিনিব্বান প্রাপ্ত হন। সুভদ্র নামক পরিত্রাজক ভগবানের ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অর্হং ফল প্রাপ্ত হন। তিনি ভগবানের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য। মহাসুদর্শন রাজার রাজত্বকালে ইহা কুশাবতী নামে মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। ভগবানের পরিনিব্বানের পর মল্ল রাজগণ ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশের স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিয়া ছিলেন। বর্তমানে বিদেশীয় লোকেরা ইহাকে কুশী নগর নামে অভিহিত করেন। স্থানীয় লোকেরা মাতা কুমার নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। পরিনিব্বান প্রতি মুর্তির নিকটে যেই স্তূপ সংস্কার করা হইয়াছে ঐ স্থানেই ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় বহু স্তূপ ও বহু প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিনিব্বান মুর্তিটা মথুরা নিবাসী জর্নৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক স্থাপিত। তাত্র লিপিতে আছে—ব্রাহ্মণ ভগবানকে পূজা করিতে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পান নাই। সেই হেতু বুদ্ধ দর্শনের স্মৃতি স্বরূপ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্রাট অশোক বিরাট স্তূপটি নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। বর্তমান রামভার গ্রামে ভগবানের দাহ স্থান দৃষ্ট হয়। তথায় বহু ভগ্ন চৈত্যাাদি বিদ্যমান আছে। বি, এণ্ড, এন, ডব্লু রেলওয়ের তহশীল দেওয়ারিয়া ও গোরক্ষপুর স্টেশন হইতে যথাক্রমে ১৮ ও ২৫ মাইল দূরে **কুশীনারা** অবস্থিত।

**রামগ্রাম**—এখানকার কোলিয়গণ বুদ্ধাস্থির অষ্টমাংশ নিয়া স্তূপ নির্মাণ ও পূজা করিয়া ছিলেন। ইহা গোরক্ষপুরের পশ্চিমে গর্গরা ও রাপ্তি নদীর মধ্য স্থলে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম রাম নগর। **বেঠদ্বীপ**—তথাকার ব্রাহ্মণ রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা সহ কুশীনারায় আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশ মহা সমারোহে স্বীয় রাজ্যে লইয়া গিয়া স্তূপ রচনা করতঃ পূজা করিয়াছিলেন। **অল্লকল্প**—তথাকার বুলয় ক্ষত্রিয়গণও কুশীনারায় সসৈন্তে আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষের অষ্টমাংশ মহা সমারোহে নিয়া স্তূপ নির্মাণ করতঃ পূজা করিয়াছিলেন।

**পিপ্পলি বন**—এই স্থানের মৌর্যগণ সসৈন্তে কুশীনারায় আসিয়া ভগবানের দেহাবশেষ না পাইয়া ক্ষণান হইতে অজ্ঞারাবশেষ নিয়া স্তূপ নির্মাণ করতঃ পূজা করিয়াছিলেন। ইহা গোরক্ষপুরের পূর্বে রাপ্তি ও গণ্ডকনদের মধ্যে অবস্থিত। **তথাগতের ত্রয়স্বিংশ স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আগমন স্থান সাক্ষাৎ**—ভগবান্ যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন পূর্বক ত্রয়স্বিংশ স্বর্গে গমন করেন। তথায় তিনমাস বর্ষা যাপন করতঃ মহামায়া দেবী প্রমুখ দেব সম্মুখে লক্ষ্য করিয়া

অভিধর্ম দেশনা করেন। তিন মাসান্তে অভিধর্ম দেশনা শেষ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার অভিপ্রায় দেবরাজকে জ্ঞাপন করিলে, তখন দেবরাজ ইন্দের আদেশে বিশ্বকর্মা দেব-পুত্র দৈব-শক্তি প্রভাবে সাক্ষাৎ নগরের পুরদ্বার পর্য্যন্ত তিন খানি সোপান রচনা করেন। তন্মধ্যে মধ্য-সোপান মণি-বর্ণ, ডানদিকের সোপান স্বর্ণ-বর্ণ, বামদিকের সোপান রৌপ্য-বর্ণ ছিল। যখন মণি সোপান দিয়া ভগবান্ অবতরণ করিতে ছিলেন, তখন সম্মুখে পঞ্চশিখ গন্ধর্ব্ব পুত্র বীণা বাদন করিতে ছিলেন ও মহাত্রক্ষা স্বেতচ্ছত্র ধারণ করেন। স্বর্ণ সোপান দিয়া মহাত্রক্ষাগণও রৌপ্য সোপান দিয়া দেবগণ শোভা যাত্রা করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। সম্যক সমুদ্রগণের দেব-লোক হইতে নামিবার আর দ্বিতীয় স্থান নাই। এই স্থানও অপরিবর্তনীয়। **সাতকত**—( নামান্তর অযোধ্যা বা বিশাখা ) ইহা বর্তমান ফৈজাবাদ জেলার অন্তঃপাতী সরযুতীরস্থ সুপ্রসিদ্ধ নগর। মহোপাসিকা বিশাখার পিতা অঙ্গদেশ হইতে আসিয়া এই খানেই বাস করিয়াছিলেন। **কৌশাঙ্গী**—বুদ্ধের সময়ে বৌদ্ধ মহিলা শ্রামাবতীর স্বামী রাজা উদয়নের মহাসমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল। তথাকার শ্রেষ্ঠী, রাজা উদয়নের মন্ত্রী ঘোষিত, বুদ্ধ প্রমুখ সজ্জকে কৌশাঙ্গীর উপকণ্ঠবর্তী এক উত্তানে বিহার নির্মাণ পূর্বক দান করিয়াছিলেন। তথায় সহস্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। তাহা ঘোষিতারাম নামে পরিচিত। উদয়ন ভগবানের জীবদ্দশায় রক্তচন্দনকাষ্ঠ দ্বারা তাঁহার এক মূর্তি গঠন করাইয়াছিলেন। হাইয়নসাং বলেন তিনি ঐ মূর্তি দেখিয়াছিলেন। এলাহাবাদের নিকট বর্তী যমুনাতীরস্থ প্রাচীন নগর। বর্তমানে তাহা কোশম নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে। **চম্পা**—প্রাচীন অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কর্তৃক নির্মিত। আধুনিক ভাগলপুরের নিকটস্থ। অনেক সময় ভগবান্ তথায় অবস্থান করিতেন।

**বারাণসী**—প্রাচীন কানীর রাজধানী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রী মহাগোবিন্দ কর্তৃক নির্মিত। মহাগোবিন্দ স্মৃত্রে মহাত্রক্ষা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে:—প্রাচীনকালে এই পৃথিবীতে দিসম্পতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ গোবিন্দে অভিষিক্ত হইয়া সর্বকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মণ গোবিন্দের জ্যোতিপাল নামে এক মহাজ্ঞানী পুত্র ছিলেন। গোবিন্দের মৃত্যুর পর জ্যোতিপাল গোবিন্দে অভিষিক্ত হইয়া মহাগোবিন্দ বলিয়া খ্যাত হন। মহারাজ দিসম্পতির মৃত্যুর পর যুবরাজ রেণু রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আপন ছয় জন ভ্রাতাকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিতে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দকে আদেশ করেন। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ মহাগোবিন্দ উত্তর দিকে বিজ্ঞত, দক্ষিণে শকট মুখ সদৃশ এই মহাপৃথিবীকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তাই স্মৃত্রে উক্ত হইয়াছে;—

দন্তপুং কালিঙ্গাং অস্ফকানঞ্চ পোতনং,

মহেসংঃ অবন্তীনং সোবিরানঞ্চ রোহুৎঃ।

মিথিলাচ বিদেহানং চম্পা অঙ্গেশ মাপিতা,

বারাণসী চ কাসীনং এতে গোবিন্দ মাপিতাতি।



তখনকার সপ্ত রাজার নাম, যথা —

সত্তত্ত্ব ব্রহ্মদত্তোচ বেসসত্ত্ব ভরতো সহ,

বেরু ধে চ১ ধত্তরট্টা তদাহুং সত্ত ভারধাতিং (মহাগোবিন্দ স্তুতং)

বারাণসীস্থ ঋষিপতন সারনাথে ভগবান্ বুদ্ধগণ প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। ইহা অনাদি কাল হইতেই ধর্মের প্রচার স্থান। বর্তমান যুক্ত প্রদেশের বিভাগ, জেলা ও সহর। বেনারস জেলা গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত। অতি সুন্দর স্থান।

**রাজা**—প্রাচীনকালে কাশী-রাজার প্রধান। রাজ্ঞী একটা মাংস পিও গ্রন্থব করিয়া ছিলেন। মহারাণী অকীর্তি-ভয়ে উহা পাত্রের মধ্যে রাখিয়া গঙ্গার শ্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এক মুনি সেই পাত্র পাইয়া নিজের আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে উহা কিছুদিন থাকিলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটা পরম সুন্দর কুমার ও একটা পরমা সুন্দরী কুমারীতে পরিণত হয়। উহার। মাতৃস্তনের পরিবর্তে মূনির অঙ্গুলি চুষিয়াছিল এবং তাহা হইতেই দুগ্ধ পাইয়াছিল। কুমার ও কুমারীর আকৃতি অবিকল একরূপ ছিল। তাহাদের লীন ছবি বলিয়া তাহারা লিচ্ছবি (“লিচ্ছবী”) নামে পরিচিত হয়। উহার। কিছু বড় হইলে আশ্রম সম্মিহিত জনপদ, বাসী ছেলে মেয়েগণ উহাদের সঙ্গে ক্রিড়ায় শৌর্য্যবীর্ঘ্যে পারিয়া উঠিত না। অগ্নাগ্র ছেলে দিগকে তাহারা গ্রহণ করিত। তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়ী গেলে তাহাদের মাতা পিতা জিজ্ঞাসা করিতেন, কি হইয়াছে? কেন তোমরা কাঁদিতেছ? তখন ছেলের। বলিত নির্মাতা (মা ছাড়া) ছেলের। আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছে। মূনির ভয়ে গ্রাম্য ছেলেদের মাতা পিতা গণ কুমার কুমারীকে কিছু বলিতে অক্ষম হইয়া আপন আপন ছেলেকে বলিয়া দিলেন যে তোমরা তাহাদের সহিত ক্রীড়াদি করিওনা, তাহাদের সাম্রিধ্য বর্জন করিয়া চলিও, এই হেতু তাহাদের নাম হয় বজ্জী। কুমার কুমারী বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নানাবিঘ্নায় পারদর্শী হইলেন। মূনির নির্দেশ মত জনপদ বাসীরা উভয়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়া দেন। ক্রমে ইহাদের ১৬টা পুত্র ও ১৬টা কন্যা জন্মে। কাল সহকারে তাঁহারাও পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাঁহাদের বহু সন্তান সন্ততি হয়। মূনির নির্দেশ ছিল তাঁহাদের মেয়ে অগ্নাকে না দেওয়া, তাঁহাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মেয়ে না আনা। তাঁহারা যে নগরে বাস করিতেন তাহা বিশাল আয়তন ধারণ করে। এই হেতুও তাঁহাদের রাজধানীর নাম বৈশালী হয়। তাঁহারা পুরুষাত্মক্রেমে ভগবান্ বুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত সাত পুরুষ রাজত্ব করিয়াছেন। বজ্জিগণ সম্প্রীত ভাবে শাসন কার্য্য নির্বাহ করিতেন এবং সকলে রজ্জা নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের শাসন প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল, রাজকীয় ক্ষমতা ব্যক্তি বিশেষের হস্তে থাকিত না। বজ্জিগণ অষ্টকূলে বিভক্ত ছিলেন। তীরভূমি, জনকপুর, বৈশালী, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। স্ত্রের ১ম অধ্যায় দেখুন।

**অজাতশত্রু**—মগধ-রাজ বিম্বিসারের পুত্র, কোশল-রাজ প্রসেন জিতের ভাগিনেয়, কিন্তু তাঁহার গৰ্ভধারিণী বিদেহ রাজের কন্যা ছিলেন। মহারাজ বিম্বিসার বৃদ্ধের প্রথম দর্শনে স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন এবং বেলুবনারাম ভগবানকে দান করিয়াছিলেন। এবাদ আছে,—অজাতশত্রু যখন গর্ভে ছিলেন তখন মহিষীর সাধ হইয়াছিল যে রাজার স্বক নিঃসৃত রক্তপান করেন। তিনি এই অস্বাভাবিক অভিলাষ গোপন রাখেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন রাজার সন্নিকটস্থ অতুরোধে মহিষী তাহা ব্যক্ত করেন, রাজাও প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার সাধ পূর্ণ করেন। যখন দৈবজ্ঞেরা এই ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন যে, মহিষীর গৰ্ভজাত সন্তান পিতৃদ্রোহী ও পিতৃহত্যা হইবে তখন মহিষী গর্ভ পাতের জগু চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু রাজার সতর্কতা নিবন্ধন কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বোধ হয় অজাত অবস্থা হইতেই শত্রু বলিয়া তাঁহার নাম অজাতশত্রু রাখা হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। দেব দত্ত ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া যখন ভগবানের বিরোধী হইল, তখন অজাতশত্রু তাহার কুহকে পড়িয়া পিতৃহত্যা সঙ্কল্প করেন। একদিন অসি হস্তে পিতৃ হত্যার জগু গমন করিলে প্রহরীরা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল কিন্তু সহাস্র বদনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন বৎস, তুমি আমার প্রাণ বধের ইচ্ছা করিয়াছ”? অজাতশত্রু বলিলেন “রাজ্যের জগু”। ধর্ম প্রাণ বিম্বিসার তখনই পুত্রকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু নারকী দেব দত্তের কুপরামর্শে পিতাকে বন্দি করিয়া রাখেন। অজাতশত্রুর এক ছেলে হইলে তিনি পুত্র স্নেহের আশ্বাদ পাইয়া এবং মাতার নিকট তাঁহার জন্ম সময়ে পিতার আনন্দের বিষয় শুনিয়া পিতাকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই সংবাদ পাইলেন বিম্বিসারের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে তখন তাঁহার অহুতাপের অবধি রহিল না। যখন নারকী দেবদত্ত শশরীরে অবীচি নরকে পতিত হইল তখন তাঁহার অহুতাপ শত সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি নয়ন মুদিত করিতেই পারিতেন না, তিনি দেখিতেন যেন তৎপুত্র উদয়ভদ্র তাঁহাকে অসি হস্তে বধ করিতে আসিতেছে। তিনি অমাত্যের নির্দেশ মত ক্রমে ছয় জন শাস্তার নিকট গমন করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজ-বৈজ্ঞ জীবকের পরামর্শে বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানের ভাষিত শ্রামণ্য ফল সূত্র শ্রবণে তাঁহার বিভীষিকা বিদূরিত হইল। তিনি হৃদয়ে শান্তি পাইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া রাজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা চলিয়া আসিলে, ভগবান্ ভিক্ষু সত্যকে বলিয়াছিলেন “এই রাজা পিতৃ বধ রূপ মহা পাপে লিপ্ত না হইলে এই আসনের মধ্যেই মার্গফল লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেন”। তবুও স্বার্থের বিষয় যে এক দিন তিনি ইহার প্রভাবে প্রত্যেক সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পরিনির্ভীক হইবেন। তৎপর রাজা অজাতশত্রু বৃদ্ধের জগু বাহা করিয়াছিলেন তাহা স্মৃত্রে উক্ত হইয়াছে।

**আম্বুহ্মান আনন্দ**—সিদ্ধার্থ দেবের পিতৃব্য পুত্র। ইনি ও সিদ্ধার্থ দেব একই দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতুরুদ্ধ, আনন্দ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত এই ছয় জন রাজ-পুত্র এবং নাপিত উপালী এক সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ভগবানের যখন পঞ্চ পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স তখন

আনন্দ তাঁহার উপস্থায়ক নিযুক্ত হন। শারি পুত্র, যোগ্গল্লয়ন প্রভৃতি আরও অনেকে এই পদের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু ভগবান্ আনন্দকেই এই পদ দিয়াছিলেন, যেহেতু আনন্দ শত সহস্র কল্প কাল পূর্ব হইতে এই পদ লাভের জন্ম প্রভূত পুণ্য করতঃ প্রার্থনা করিয়া আসিতে ছিলেন। আয়ুস্মান আনন্দ মহাপরিনিক্কাণ পর্যন্ত ভগবানের সঙ্গে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মভাণ্ডাগারিক ছিলেন। ভগবান্ প্রথম নারী জাতিকে প্রব্রজ্যা দেন নাই। মহারাজ শুক্লোধনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতি শাক্য নারিগণ প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু ভগবান্ তাহাতে সম্মতি না দিয়া বৈশালীতে চলিয়া আসেন। তখন মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতি পঞ্চ শত শাক্য নারী ব্রহ্মচারিণী বেশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হন। অনন্তর আয়ুস্মান আনন্দের সন্নিকট প্রার্থনায় ভগবান্ নারীদিগকে সঙ্ঘে লইবার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্ঘীতিতে আয়ুস্মান আনন্দ সূত্র ও অভিধর্ম সঙ্কায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণের বিষয় সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

**সারিপুত্তো**—সারি পুত্র। সারি বা শারি নামিকা ব্রাহ্মণীর পুত্র বলিয়া শারি পুত্র। ভগবান্ বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক। ইনি ধর্মসেনাপতি নামেও খ্যাত। ইহার গৃহী নাম উপতিয়। যে গ্রামে তাঁহার জন্ম তাহার নামও উপতিয় বা নালক। ইহা নালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। তাঁহার এক জন অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বন্ধু কোলিত গ্রামের মহা কুলের পুত্র বলিয়া কোলিত এবং যোগ্গল্লী ব্রাহ্মণীর পুত্র বলিয়া যোগ্গল্লয়ন নামে খ্যাত। তিনি ভগবান্ বুদ্ধের দ্বিতীয় শ্রাবক হইয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার সময় তাঁহাদের উভয়ের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল। উভয়ের পঞ্চশত পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কুমার সহচর ছিলেন। তাঁহারা রাজগৃহ নগরে নাট্যাভিনয় দেখিতে গিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয়। তৎপর তাঁহারা শিবিকা ও রথাদিসহ পঞ্চশত সহচরকে বাড়ীর দিকে পাঠাইয়া অবশিষ্ট পঞ্চ শত সহচরের সহিত খ্যাত নামা পরিত্রাজক সঙ্ঘ বেলট্ট পুত্রের নিকট সমুপস্থিত হইয়া প্রব্রজিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্ঘের অধিগত বিষয় আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সংসার দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় দেখিতে পাইলেন না। তৎপর তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ম সমস্ত জন্মদীপে পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় পুনঃ রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই সময়ে তথাগত সম্যক-সম্বোধি লাভ করতঃ ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া ক্রমে রাজগৃহে আসিয়া মহারাজ বিম্বিসার প্রদত্ত বেলুবনারামে বাস করিতে ছিলেন। অতঃপর একদিন উপতিয় পরিত্রাজক দেখিতে পাইলেন স্ববির অশ্বজিৎ ভিক্কায বাহির হইয়াছেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়াই উপতিয়ের শ্রদ্ধা জন্মিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত? আপনার শাস্তা কে? কাহার ধর্মে আপনি রুচি করেন? স্ববির কহিলেন, আমি শাক্যবংশীয় মহাপ্রমণের শিষ্য, তিনিই আমার শাস্তা, সেই ভগবানের ধর্মই আমি পালন করি। তখন উপতিয় কহিলেন, আপনার শাস্তা কোন্ বাদী? তিনি কিরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন? তদন্তরে স্ববির বলিলেন, বন্ধো, আমি নূতন অচির প্রব্রজিত, অল্প দিন মাত্র এই ধর্ম বিনয়ে আগমন করিয়াছি, আমাদের শাস্তার সমস্ত ধর্ম মত ব্যক্ত করিবার সাধ্য আমার এখনও জন্মে নাই। তজ্জ্ব বগে উপতিয়

বলিলেন “আমার নাম উপতিষ্ঠ, আপনি অল্প বলুন বা বেশী বলুন অর্থাৎ আমাকে প্রকাশ করুন। অর্থাৎ আমার আবশ্যক, শুধু বহু ব্যঞ্জে কি করিবে? আপনার ভাবিত বিষয় শত নয় (গুণে বা প্রকারে) সহস্র নয় জ্ঞাত হওয়ার ভার আমারই”। তখন অশ্বজিৎ এই ধর্ম পর্ধ্যায় বলিলেন:—

যে ধর্ম্মা হেতুঃপ্ৰভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।

তেসঞ্চ যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমণোতি ॥

যেই ধর্ম্মসমূহ (রূপ, বেদনাদি স্বরূপক) হেতু সমুৎপন্ন, তথাগত বুদ্ধ তাহাদের হেতু নির্দেশ করিয়াছেন এবং উহাদেরই যে নিরোধ, নিরোধের উপায়, তাহাও বলিয়াছেন। অতএব মহাশ্রমণ বুদ্ধ হেতু ও নিরোধ বা নিক্খানবাদী। পরিত্রাজক গাথার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদদ্বয় শুনিয়াই তাঁহার বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল, তিনি শ্রোতাপত্তি ফলজ্ঞান আয়ত্ত করিলেন। অপর পাদদ্বয় শ্রোতাপন্ন কালেই উচ্চারিত হইল। উপতিষ্ঠ বুঝিলেন বিশ্ব চরাচর সকলি নশ্বর, ক্ষণ ভঙ্গুর, যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যাহার আদি তাহার অন্ত অবশুভাবী। তখন স্ববিরকে বলিলেন, “ভস্তু, আর বলিতে হইবে না, ইহাই যথেষ্ট। সেই অশোক পদ আপন! কর্তৃক বিদিত। আমরা এই বিষয় পরিজ্ঞাত না হওয়ায় বহু কোটি কোটি কল্প কাল ভবচক্রে ঘুরিয়াছি। বর্ত্তমানে কোথায় আমাদের শাস্তা বাস করিতেছেন?” স্ববির বলিলেন, “বন্ধো, এই রাজগৃহেরই বেলুবনে তিনি বাস করিতেছেন”। ভস্তু, তাহা হইলে আপনি অগ্রে যান। আমার এক বন্ধু আছেন, আমি তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছি। আমি তাঁহাকে লইয়াই আসিব। তখন স্ববিরকে অভিবাদন ও তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ বিদায় দিয়া আরামাভিমুখে যাইতে লাগিলেন এবং কোলিত পরিত্রাজকের সমীপবর্তী হইয়া স্ববিরের ভাবিত গাথা বলিলেন। তচ্ছ্রবণে কোলিতেরও বিরজ বীতমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল। তিনি শ্রোতাপন্ন হইয়া বলিলেন, “চলুন বন্ধো, শাস্তার নিকট গমন করি”। অতঃপর উপতিষ্ঠ বলিলেন, “আমাদের আচার্য্য সঙ্ঘয় অসারে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইব”। উভয়ে সঙ্ঘয়ের সমীপবর্তী হইলে, তিনি বলিলেন, “কি বৎসগণ, অমৃত দেশক পাইয়াছ?” হাঁ আচার্য্য, পাইয়াছি। জগতে বুদ্ধ উৎপন্ন, ধর্ম্ম উৎপন্ন, সজ্জ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি তুচ্ছ, অসারে বিচরণ করিতেছেন। চলুন শাস্তার সমীপে গমন করি। তচ্ছ্রবণে সঙ্ঘয় বলিলেন, “যাও তোমরা, আমি যাইব না”। কেন আচার্য্য? আমি মহাজনগণের আচার্য্য হইয়া বিচরণ করিতেছি। অন্তেবাসী হইয়া বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আচার্য্য, জগতে যখন বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সজ্জ উৎপন্ন হইয়াছেন; তখন মহাজনগণ সেখানেই যাইবেন, আমরাও তথায় যাইব। আপনি আর কি করিবেন? সঙ্ঘয় বলিলেন,—“বৎস, এই সংসারে পণ্ডিত বেশী না মূর্খ বেশী”? আচার্য্য, মূর্খই বেশী, পণ্ডিত সামান্য কয়েকজন মাত্র। বৎস, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ পণ্ডিত শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইবে, মূর্খগণ আমি মূর্খেরই নিকট আসিবে। আমি যাইব না, তোমরাই যাও। তাঁহার। প্রস্থান করিলে, সঙ্ঘয়ের পরিষদ ডাকিয়া গেল। সঙ্ঘয় শূন্য আরাম দেখিয়া উৎকণ্ঠিত বমন করিলেন।

ভগবান্ চতুর্পরিষদ মধ্যে বসিয়া ধৰ্মোপদেশ করিবার সময় তাঁহাদিগকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়াই ভিক্ষুদিগকে সোধন করিয়া বলিলেন,—“দেখ ভিক্ষুগণ, ঐ যে উপতিষ্ঠ ও কোলিত নামে দুই বন্ধু আসিতেছে, তাহারা ই আমার অগ্র ভদ্র শ্রাবক যুগল হইবে।” তাঁহারাও ভগবৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া প্রণাম করতঃ বলিলেন, “ভগ্বে, আমরা ভগবৎ সমীপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করিতেছি।” তখন ভগবান্ “এস ভিক্ষুগণ, দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্ত সুব্যখ্যাত ধৰ্মে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর” বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেই তন্মুহূর্ত্তে সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবরধারী শত বৎসর বয়স্ক স্ববিরের গ্রায় হইলেন। তৎপর ভগবান্ তাঁহাদের চর্য্যামুযায়ী ধৰ্ম্ম দেখনা আরম্ভ করিলেন। তচ্ছ্রবণে উপতিষ্ঠ ও কোলিত ব্যতীত আর সকলেই অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন। প্রব্রজ্যা দিবস হইতে সপ্তম দিবসে মোগ্গল্লায়ন এবং পঞ্চদশ দিবসে শারিপুত্র অর্হৎ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রাবক পারমী জ্ঞানের চরম প্রাপ্ত হইলেন। আয়ুস্মান শারিপুত্র কি মহাপ্রজ্ঞ নহেন? তিনি কেন মোগ্গল্লায়নেরও পরে অর্হৎ ফল প্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার পরিকল্প মহৎ বলিয়া। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন কোথাও যাইতে সমর্থ গৃহ হইতে বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু রাজাগণের কোথায়ও যাইবার কালে হস্তী বলবাহন জন্ত আড়ম্বর করিতে করিতে বিলম্ব ঘটে ইহাও তদ্রূপ ঐষ্টব্য। সেই দিবসই ভগবান্ বেলুবনে বুদ্ধিমান ছায়ায় শ্রাবক সম্মিলিত করাইয়া শারিপুত্র ও মোগ্গল্লায়নকে অগ্র শ্রাবক বলিয়া ব্রহ্মস্বরে ঘোষণা করতঃ প্রাতিমোক্শ উদ্দেশ করিলেন। ইহাতে ভিক্ষুগণ আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, “অগ্র শ্রাবকের পদ দিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রব্রজিত ও অর্হৎ ফল প্রাপ্ত অঞ্ঞ কোণ্ডঞ্ঞ প্রমুখ পঞ্চ বর্গীয়কে, অথবা তৎপর প্রব্রজিত যশঃ কুলপুত্র প্রমুখ ৫৫ জন বন্ধুকে, কিম্বা ৩০ জন ভদ্রবর্গীয়কে অথবা সহস্র শিষ্য পরিবৃত উরুবেল কণ্ঠপাদি তিন সহোদরকে দেওয়া উচিত ছিল। এতগুলি উপযুক্ত ভিক্ষু বাদ দিয়া ইহাদের পশ্চাতে প্রব্রজিত শারিপুত্রও মোগ্গল্লায়নকে অগ্র শ্রাবকের পদ দেওয়াটা ভগবানের পক্ষে মুখ চাহিয়াই দেওয়া হইল।” ভগবান্ ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয় শুনিয়া বলিলেন:—“ভিক্ষুগণ, আমি মুখ চাহিয়া দিতেছি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কৰ্ম্মামুযায়ী প্রণিধান মতেই লাভ করিয়াছে, অঞ্ঞ কোণ্ডঞ্ঞ যে এক শত্ৰু নয় বার অশ্বদান করিয়াছিল, তাহা অগ্রশ্রাবকত্ব লাভের জন্ত দেয় নাই। অগ্রধৰ্ম্ম সৰ্ব্বাগ্রে লাভের জন্তই দিয়াছিল। যশঃকুলপুত্র প্রভৃতির অর্হৎ প্রাপ্তির প্রণিধানই করিয়াছিল। শারিপুত্র ও মোগ্গল্লায়ন এক অসংখ্যেয়াধিক লক্ষ কল্প পূর্বে অনোমদর্শী সম্যকসম্বুদ্ধের পাদ-মূলে অগ্রশ্রাবকত্ব লাভেরই প্রণিধান করিয়াছিল। অতএব প্রত্যেকে স্বীয় প্রণিধান মতেই প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি মুখ চাইয়া কাহাকেও দিই নাই।” শারিপুত্র যেরূপ স্বকোশলে বিরুদ্ধবাদী-দিগের কূট তর্ক খণ্ডন করিতে পারিতেন আর কেহ সেরূপ পারিতেন না। ভগবানের সংক্ষিপ্ত ভাষিত বিষয় তিনি বিস্তারে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। শারিপুত্রের প্রজ্ঞাবল ও পরিনিব্বান প্রাপ্তি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। **মোগ্গল্লায়ন**—ঋদ্ধি শক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ঋদ্ধি বলে জিহুবন পরিলম্বন করিতেন। ইচ্ছা মত দেব লোকেও নরকে যাইয়া কোন্ কারণে কোন্ দেবতা কিরূপ সুখ ভোগ করিতেছেন, নরকে কে, কি কারণে কিরূপ

+ তাঁহাদের অতীত ব্রহ্মত্ব ধর্ম পদার্থকথায় অগ্রশ্রাবক বধু ঐষ্টব্য।

হুঃখ ভোগ করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন এবং লোকদিগকে ঋদ্ধি প্রভাবে স্বর্গ নরক দেখাইতেন, তাই দলে দলে লোক বৃদ্ধ-মত গ্রহণ করিত। ইহাতে তৈথিকেরা অপদস্থ হইত, সুতরাং তাহাদের লাভ সংকারও কমিয়া গিয়াছিল। তৈথিকেরা ভাবিল “মোগ্গল্লায়নকে নিহত করিলে বৃদ্ধের প্রভাব কমিয়া যাইবে”। তাই তাহারা তাঁহার প্রাণ বধের সঙ্কল্প করিল। তাহারা কতিপয় উপাংশবাতক নিযুক্ত করিয়া মোগ্গল্লায়নকে বধ করিলে প্রচুর পুরস্কারের লাভ দেখাইল। বাতকেরা গিয়া তাঁহার অবস্থিতি গুহা বেঁটন করিল, কিন্তু মোগ্গল্লায়ন ঋদ্ধি বলে পলাইয়া গেলেন। পরদিনও ঐরূপ হইল। কিন্তু তৃতীয়বারে তিনি বৃষিতে পারিলেন যে, “তাঁহার পূর্ব জন্মাজ্জিত পাপ কণ্ঠের ফল ভোগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নিঃশেষ করিয়া নিক্বানে পরিনির্দীপিত হওয়া উচিত”। তদ্ব্যতীত তিনি সেইদিন পলাইয়া গেলেন না। “অতীত এক জন্মে তিনি জ্বর প্ররোচনায় স্বীয় ঋদ্ধ মাতাপিতাকে বন মধ্যে নিয়া সিংহ শাব্দীলাদির মুখে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হইয়াছে, এখন তাঁহার শেষ জন্ম, আর কোথায়ও জন্মিবেন না। স্ত্রৈণতার কৃত মহাপাপের ফলভোগ করিতে তিনি মহা ঋদ্ধিশালী হইয়াও আর ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করিলেন না। তখন বাতকেরা গুহায় প্রবেশ করিয়া তাঁহার অস্থিগুলিও চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং মরিয়াছেন মনে করিয়া চলিয়া গেল। ইচ্ছা মৃত্যু ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মারিবার কাহারও সাধ্য নাই। তখন তিনি পূর্ব অধিষ্ঠান বলে ঋদ্ধি প্রভাবে আকাশ পথে ভগবানের চরণতলে সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, “ভস্তু, আমার পরিনির্দান প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে।” ভগবান্ বলিলেন ;—“মহামোগ্গল্লায়ন, তুমি নিক্বানে পরিনির্দীপিত হইতে পার বটে, কিন্তু তোমার মত কেহই আর ধর্ম্ম শুনাইতে পারিবে না, তুমি একবার ধর্ম্ম ভাষণ কর”। তখন আয়ুমান্ মহামোগ্গল্লায়ন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করতঃ ক্রমশঃ সপ্ততাল প্রমাণ উল্কে উথিত হইয়া বহুবিধ বিভূতি প্রদর্শন পূর্বক মধুর কণ্ঠে ধর্ম্ম দেশনা করিলেন এবং ভগবানের পদে পুনঃ প্রণাম করতঃ নিক্বানে পরিনির্দীপিত হইলেন। শারিপুত্রের পরিনির্দান প্রাপ্তির এক পক্ষ পরে অগ্রহায়ণ অমাবস্তায় তাঁহার পরিনির্দান হইয়াছিল। তৎপর রাজা অজাতশত্রুর চেষ্টায় বাতক ও তৈথিয়গণ ধরা পড়িয়া যে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিয়াছে তাহা ধর্ম্মপদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

**আত্মপালী**—বৈশালী নগরের নানাগুণবতী ও পরমা সুন্দরী বারবিলাসিনী। তাঁহার গর্ভে রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অভয় রাজকুমারের জন্ম হইয়াছিল। অপদান গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, “আত্মপালী আত্মশাস্ত্রে ঔপপাতিকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার নাম আত্মপালী হইয়াছে”। ভগবান্ ফুস সম্যকসম্বুদ্ধের সময় তিনি তাঁহার ভগ্নী ছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখে মহাদান দিয়া রূপসম্পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপর ভগবান্ সিংহী সম্যক-সম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া এক বিমুক্ত-চিত্তা ভিক্ষুকীকে বেস্তা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই বাচনিক পাপের হেতু মরণান্তে ভয়ানক নিরয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে দশ সহস্র জন্ম গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। ভগবান্ কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় তিনি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মরণান্তে ত্রয়ত্রিংশ দেবপুরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তথা হইতে

চ্যুত হইয়া বর্তমানে আত্মশাখান্তরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক জন্মেই তিনি পূর্ব প্রার্থনামুযায়ী পরমা রূপবতী হইয়াছিলেন। এবারও পূর্ব পাপভোগ নিঃশেষ না হওয়ায় গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পূর্বের স্মৃতিত কষ্টের প্রভাবে পরমা রূপবতী ও নানাগুণাবিতা বলিয়া বৈশালী নগরের প্রধান বারাকন্দা হইয়াছিলেন। ভগবানের অশীতি বৎসর বয়সে তিনি আত্মশালীর উপবনে আগমন করিলে, আত্মশালী ধর্ম শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা লাভ করেন। পরবর্তী দিবসে বৃদ্ধ-প্রাযুক্ত ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া তাঁহার আরাম ও সমস্ত ঐশ্বর্য দান করিয়াছিলেন। তৎপর শাসনে প্রব্রজিতা হইয়া অচিরেই বড়াভিক্ষুসম্পন্ন অর্হৎ হইয়াছিলেন। খেরী গাথা ও খেরী অপদানে তাঁহার ভাবিত অনেকগুলি কবিত্বপূর্ণ গাথা আছে।

**অমরকঙ্ক**—শাক্যরাজা শুদ্ধোদনের সহোদর শুক্লোদনের পুত্র। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম মহানাম। অমরকঙ্ক মহাপুণ্যাত্মা, পরম স্নহুকার ছিলেন। স্তবর্ণ থালায় তাঁহার জন্ত আহারীয় উৎপন্ন হইত। নাই (নথি) এই শব্দ তিনি শোনেন নাই। একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে নাই এই শব্দের অর্থ শিখাইতে এক শূন্তপাত্র আবৃত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু পথের মধ্যে দেবতা দিব্য পুণে (পূবে) তাহা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাহা ভোজন করিয়া মাকে আসিয়া বলিলেন;—“মা, আমি কি আপনার প্রিয় নহি? এতদিন আমাকে এমন স্তুভোজ্য নথি পুপ দেন নাই কেন?” তখন তাঁহার মাতা সবিশেষ অবগত হইয়া বুঝিলেন যে, কোন দ্রব্য নাই ইহা তাহার ঋতিগোচর হইবে না? তিনি তিন ঋতুপযোগী ত্রিবিধ প্রাসাদে অলঙ্কৃত নাটকী দ্বিগুণে পরিবৃত্ত হইয়া বাস করিতেন। তথাগত সম্যকসম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শাক্যরাজ্যে আগমন করতঃ যখন স্বীয় পুত্র রাহুল কুমার এবং স্বীয় ভ্রাতা যুবরাজ নন্দকে দীক্ষিত করিয়া মল্লরাজ্যে চলিয়া গেলেন, তখন রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে প্রত্যেক শাক্যের গৃহ হইতে এক একজন করিয়া একসঙ্গে দুই অশীতি সহস্র (১৬০০০০) ক্ষত্রিয় প্রব্রজিত হইলেন। সেই সময়ে মহানাম অমরকঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বয়ং প্রব্রজিত হইতে চাইলে অমরকঙ্ক গৃহবাসে অনিচ্ছুক হইয়া আনন্দ প্রভৃতির সহিত প্রব্রজিত হন এবং অচিরেই ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন অর্হৎ হইয়া দিব্যচক্ষু স্ববিরদিগের মধ্যে অগ্রস্থান প্রাপ্ত হন। সেইহেতুই মল্লরাজগণ ভগবানের দেহ কাঁধে উঠাইতে না পারিয়া এবং ভগবানের চিতায় অগ্নি জ্বলাইতে না পারিয়া তাঁহার নিকট কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আয়ুধান আনন্দও “ভগবান পরিনিব্বৃত্ত হইলেন কি” বলিয়া তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইনি শত সহস্র কল্প পূর্বে ভগবান্ পদ্মমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সময় বৃদ্ধ প্রাযুক্ত শত সহস্র ভিক্ষুকে সপ্তাহকাল সচীবর মহাদান দিয়া দিব্যচক্ষু সম্পন্ন ভিক্ষুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপর ভগবান্ পরিনিব্বান প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সপ্ত যৌজনিক ধাতুচৈতোর চতুর্দিকে বহু সহস্র কীল নির্মিত প্রদীপে দ্ব্যত পূর্ণ করিয়া দীপমেক রূপে জ্বলাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর দিব্য ও মহত্ত্ব সম্পত্তি পরিভোগ করিতে করিতে ভগবান্ কষ্টপ সম্যকসম্বুদ্ধ পরিনিব্বানপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার যোজন প্রমাণ ধাতু চৈতোর চতুর্দিকে কংস নির্মিত দীপাধারে দ্ব্যত পূর্ণ করতঃ সমস্ত রাজি জ্বলাইয়াছিলেন এবং স্বীয় মস্তকে সহস্র গলিতায়ুক্ত বৃহৎকংস প্রদীপ লইয়া সমস্ত রাজি চৈতোর চতুর্দিকে ঘুরিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া আনুশেবে বারাগনীতে এক



দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন, নাম ছিল অন্নভার। সেই জন্মে স্ত্রমন নামক শ্রেষ্ঠীর ঘরে কাজ করিবার সময় উপরিট্ট নামক প্রত্যেকসম্বন্ধ ভিকার আসিলে তিনি স্বীয় আহার সামগ্রী তাঁহার পায়ে দান করিয়াছিলেন, তদ্বর্ণনে অন্নভারের স্ত্রীও স্বীয় আহার সামগ্রীগুলি দিয়াছিলেন। তখন স্ত্রমন শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে অধিষ্ঠিত দেবতা মহাশঙ্কে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। নিরোধ সমাপ্তি হইতে উদ্ধিত প্রত্যেকসম্বন্ধ অথবা শ্রাবককে কিছু দান করিলে তাহার ফল সপ্তাহের মধ্যে লাভ হইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপত্নী তাঁহার এই কাজে সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিসহস্র টাকা দিয়া পুণ্যাংশ গ্রহণ করিলেন। তৎপর শ্রেষ্ঠীর প্রদত্ত স্থানে বাড়ী প্রস্তুত করিতে গিয়া মাটির নীচে নিমিকুণ্ডী প্রাপ্ত হন। রাজাকে গিয়া তাহা জানাইলে, রাজা সমস্ত উঠাইয়া অন্নভারকেই প্রদান করেন এবং তাঁহার “মহাধন শ্রেষ্ঠী” নামকরণ করেন। তিনি সেই সম্পত্তি পরিভোগ করতঃ যাবজ্জীবন কুশল কৰ্ম করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হন। দীর্ঘদিন দেব ঐশ্বর্য পরিভোগ করিয়া আনাদের বুদ্ধ উৎপন্ন কালে শাক্যকূলে জন্মগ্রহণ করেন।

**মহাকণ্ঠ্য**—ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক। গৃহীকালে তাঁহার নাম ছিল পিপ্ফলী মানব। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে চ্যুত হইয়া মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ ব্রাহ্মণ গ্রামে ব্রাহ্মণ মহাশালকূলে কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভদ্রা কপিলানি মত্ৰ রাজ্যে সাংগল নগরে ব্রাহ্মণ মহাশালকূলে কোসিয় গোত্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন রূপবতী ছিলেন যে তাঁহার দেহ-প্রভাষ দ্বাদশ হস্ত পরিমিত গৃহ আলোকিত হইত; প্রদীপের আবশ্যক করিত না। ষাঁহার। ব্রহ্মলোক হইতে মল্লগ্গ লোকে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে সহজে সাংসারিকের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় না। ইহাদের মাতা পিতা ইহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই পালন করিয়াছিলেন। কামভাবে কেহ কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। মাতাপিতার মরণের পর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও গৃহে থাকিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় দেখিয়া, উভয়ে প্রব্রজিত হইয়াছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া গোপনে চলিয়া যাইবার সময় পিপ্ফলী ব্রহ্মচারী চিন্তা করিলেন;—এই ভদ্রা কপিলানি জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুনন্দরী, তিনি যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, ইহা লোকে দেখিয়া মনে করিবে যে “আমরা প্রব্রজ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই।” এইরূপ মনে করিলে লোক পাপগ্রস্ত হইয়া নিরয়গামী হইবে। ইহাতে আমাদেরও অন্তায় হইবে। অতএব ভিন্ন পুথে যাওয়াই উচিত। দ্বিধাপথে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীকে বলিলেন;—“ভদ্রে, তোমার জ্ঞায় স্ত্রীরত্ব আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিলে লোকে নানা কুকাথ্য বলিয়া নিরয়গামী হইতে পারে, ইহাতে আমাদের উভয়েরই অন্তায় হইবে, এই দুই পথের মধ্যে আপনি একটা গ্রহণ করুন, আমি অন্য পথে যাইব।” তচ্ছবণে ব্রহ্মচারিণী বলিলেন;—“হা আর্ধ্য, স্ত্রীজাতি প্রব্রজিতের ভার। আমরা প্রব্রজিত হইয়াও বিচ্ছিন্ন হইতেছি না বলিয়া লোকে নানা কুকাথ্য পোষণ করিতে পারে।” তিনি ইহা বলিয়া ব্রহ্মচারীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করতঃ চতুর্দ্বানে পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতে+প্রণাম করিয়া সমুজ্জল দশ নথ একত্র করতঃ কৃতাজলি সহকারে বলিলেন;—“শত সহস্র

+ ললাট, দুই কনুই, কটদেশ, দুই জাহু ও দুই পা দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম।



কল্প কালের মিত্র সন্তান অণু বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আপনি পুরুষ, স্তত্রাং দক্ষিণ ( দাক্ষিণ্যযুক্ত, উদার ডাইন ), দক্ষিণপথই আপনার অবলম্বনীয়। আমি মাতৃগ্রাম ( মাতৃগুপ্ত ) বামাজ্জাতি, আমার বাম পথেই যাওয়া উচিত” এই বলিয়া ভদ্রা কাপিলানি বাম পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের বিধা ভূতকালে “আমি চক্রবাল স্বমেক পর্কতাদির ভার বহনে সমর্থ্য হইয়াও আপনাদের গুণগ্রাম ধারণে অক্ষম” এই ভাব প্রকাশ করণের জ্বায় এই সঙ্গাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইল, আকাশে অশনিপাতের জ্বায় ভয়ানক শব্দ হইল, চক্রবাল পর্কত উন্নমিত হইল। তখন সম্যকসম্বুদ্ধ বেলুবনের গন্ধ কুটীরে বসিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবী-কম্পন ও গর্জ্জন শব্দ শুনিয়া অবগত হইলেন যে;—পিপ্লুঙ্গী মানব ও ভদ্রা কাপিলানি অপরিমিত ভোগ সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া “আমারই উদ্দেশ্যে” প্রব্রজিত হইয়াছে। তাহাদের বিয়োগ কালে উভয়ের গুণ বলে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। “এখন মৎ কর্তৃক ইহাদের সংগ্রহ করা কর্তব্য” ইহা স্থির করিয়া তখনই ভগবান্ পাত্র চীবর লইয়া গন্ধ কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী তিন গব্যুতি (ক্রোশ) পথ গিয়া রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যস্থিত বহুপুত্র বটবৃক্ষ মূলে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি ছদ্মবেশে না বসিয়া বুদ্ধ বেশেই অশীতি হস্তব্যাপী ষড়বর্ণ রশ্মিসমূহ বিসর্জন পূর্বক বসিলেন। তখন পর্ণ-ছত্র-শকট-চক্র-কুটাগারাদি প্রমাণ বুদ্ধরশ্মি সমূহ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া বিধারিত হইতেছিল। সহস্র চন্দ্র, সহস্র সূর্য্য উদগমন কালের জ্বায় বনাস্তরে একোন্ডাস উৎপন্ন হইল। ষাট্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ শ্রীতে গগনে সমুজ্জল তারকামালার জ্বায়, সলিলে সুপুষ্পিত কমল কুবলয়ের জ্বায় বনাস্তর সমুজ্জলভাবে বিরোচিত হইতে লাগিল। জ্বাগ্রোধ তরুর কাণ্ড স্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, পত্রসমূহ নীলবর্ণ, পক্ষপত্র রক্তবর্ণ কিন্তু সেই সময়ে তরুটি সমুজ্জল সূবর্ণবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী এইভাবে উপবিষ্ট ভগবানকে দেখিয়া “ইনিই আমার শাস্তা হইবেন, ইহারই উদ্দেশ্যে বোধহয় প্রব্রজিত হইয়াছি” ভাবিয়া দৃষ্ট স্থান হইতেই অবনত শিরে গিয়া তিনস্থানে বন্দনা করতঃ বলিলেন;—“ভস্তু ভগবন, আপনিই আমার শাস্তা, আমি আপনারই শ্রাবক”।

অতঃপর ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন:—“কশ্চপ, তোমার গুণের প্রভাবে সঙ্গাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছে,—পৃথিবী তোমার গুণ রাশি ধারণে অসমর্থ্য হইলেও তথাগতের গুণ মহিমা এতই মহৎ যে তোমার কৃত কর্ণের প্রভাবে ( নিপচ্চাকারো ) আমার লোমও নাড়িতে পারে নাই। কশ্চপ, উপবেশন কর, তোমাকে আমার দায়াদ করিব”। তৎপর তাঁহাকে ভগবান্ ত্রিশর গ্ৰহণ দ্বারা উপসম্পাদা প্রদান করিলেন এবং তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক স্ববিরকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। শাস্তার শরীর বিচিত্র ষাট্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণে, মহাকশ্চপের শরীর সপ্ত মহাপুরুষ লক্ষণে প্রতীমণ্ডিত ছিল। নৌকায় পশ্চাৎ বদ্ধ ক্ষুদ্র নৌকার জ্বায় তিনি শাস্তার পিছু পিছু যাইতে লাগিলেন। শাস্তা কিয়দূর গিয়া পথ ত্যাগ করতঃ এক বৃক্ষ-মূলে বসিবার ইচ্ছিত করিলেন। শাস্তা বসিতে ইচ্ছুক জানিয়া মহাকশ্চপ স্বীয় পট সজ্জাটি চীবর চতুর্গুণ (চারি ভাজ) করিয়া বিছাইয়া দিলেন। শাস্তা তছুপরি বসিয়া চীবর থানা হস্তে পরিমার্জন পূর্বক বলিলেন, “কশ্চপ, তোমার এই পট সজ্জাটি চীবর অতি যুদ্ধ” তছুবণে মহাকশ্চপ ভাবিলেন;—“শাস্তা আমার সজ্জাটি বস্ত্র থানা অতি যুদ্ধ বলিতেছেন, অবশ্য পরিধানের ইচ্ছুক

হইবেন” ইহা মনে করিয়া তিনি শান্তাকে প্রণাম করতঃ করজোড়ে নিবেদন করিলেন ;—“ভগবান্, এই সজ্জাটি পরিধান করুন। তখন ভগবান্ বলিলেন ;—“তাচ্ছা হইলে কশ্যপ, তুমি কি পরিধান করিবে” ? মহাকশ্যপ নিবেদন করিলেন ;—“ভগবন্তে, আপনার পিড়নের কাপড় খানা পাইলেই গায়ে দিব”। “কশ্যপ, এই পরিভোগে জীর্ণ পাণ্ডুলুল চীবর ধারণ করিতে সক্ষম হইবে ? আমাকর্তৃক এই পাণ্ডুলুল চীবর গ্রহণ কালে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। বুদ্ধ পরিভোগ জীর্ণ এই চীবর অল্প গুণে ধারণ করিতে পারে না। পটিপত্তি+ধর্ম মহোৎসাহে পরিপূর্ণকারী জাতি পাণ্ডুলুলিক † কর্তৃকই ধারণীয়” এইরূপ বলিয়া চীবর বিনিময় করিলেন। মহাকশ্যপের চীবর ভগবান্, ভগবানের চীবর মহাকশ্যপ পরিধান করিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে অচেতন এই মহাপৃথিবী যেমন বলিতেছেন, “ভগবন্তে, অতি দুষ্কর কার্য্য করিলেন, শ্রাবকের সহিত পরিহিত বস্ত্র কেহ পরিবর্তন করেন নাই, আমি আপনার এই গুণ মহিমা ধারণে অক্ষম” এই উদ্দেশ্যে সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হইল। আয়ুয়ান মহাকশ্যপ ভগবানের পরিহিত বস্ত্র পাইয়া স্মৃতিমন হইলেন না, তখনই তিনি ভগবানের নিকট হইতে ১৩ প্রকার ধূতান ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি সাত দিন মাত্র পৃথগজন ভাবে থাকিয়া অষ্টম দিবসে চতুর্বিধ প্রতীসম্বিদার সহিত অর্হস্ত ফল প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ভগবান্ ভিক্ষুগণকে বলিলেন ;—“ভিক্ষুগণ, কশ্যপ চন্দ্রের ত্রায় লোকের বাড়ীতে সমুপস্থিত হয়, তাহার কায় এবং চিত্ত কুলে অনাসক্ত, নিত্য নূতন নূতন কুলে অপ্রগল্ভের সহিতই ভিক্ষায় সংগ্রহ করিয়া থাকে” ইত্যাদি রূপে তাঁহার বহুতর প্রশংসা করিয়া অপর ভাগে আর্ধ্যগণের মধ্যে সিংহনাদে ঘোষণা করিলেন “এতদগ্গং ভিক্ষবে মম সাবকানাং ভিক্ষুনাং ধূত বাদানাং যদিদং মহাকস্পপোতি” অর্থাৎ “ভিক্ষুগণ, আমার ধূতবাদ ভিক্ষু শ্রাবকদিগের মধ্যে এই মহাকশ্যপই অগ্রতম” বলিয়া তিনি তাঁহাকে অগ্রস্থান প্রদান করিলেন। আয়ুয়ান মহাকশ্যপ মহাশ্রাবকত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্ম বিবৃত করিতে অপদানে ও থেরগাথায় অনেকগুলি ভাব পূর্ণ গাথা ভাষণ করিয়াছেন। তাঁহার ইহজীবনের কার্য্যাবলী স্মৃত্তে ও পূর্ব্ব উল্লেখ হইয়াছে। ভদ্রা কাপিলানি উত্তর দিকে গিয়া তৈর্থিকের নিকট দীক্ষিত হইয়া পাচ বৎসর যাবৎ পরিব্রাজিকা ব্রত পালন করেন। রাজা শুদ্ধোদনের পরিনিব্বান প্রাপ্তির পর মহা প্রজাপতী গৌতমী প্রব্রজিত হইবার জন্ত ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করেন, কিন্তু ভগবান্ নারীজাতিতে সঙ্গ্য স্থান দিতে অসম্মত হইয়া বৈশালীতে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রজাপতী গৌতমী ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি শাক্য কুলের পঞ্চ শত মহিলার সহিত ব্রহ্মচারিণীবশে পদব্রজে বৈশালীতে উপস্থিত হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্চা রমণিগণ, যাহারা কখনও গৃহের বাহির হন নাই, ধর্ম্মের জন্ত তাঁহারা দীর্ঘ ৫১বোজন পথ পদব্রজে গমন করায় তাঁহাদের পা ফাটিয়া গেল কিন্তু তবুও তাঁহারা সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন না। তদর্শনে আয়ুয়ান আনন্দের হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি যুক্তির সহিত ভগবানের নিকট সাহস্রনয় প্রার্থনা করিলেন, তখন ভগবান্ ভিক্ষুগণের জন্ত আটটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া আনন্দকে

+ পটিপত্তি ধর্ম্ম—১৩শ প্রকার ধূতান ব্রত ; ১৪ প্রকার থককব্রত ও ১২ প্রকার মহাব্রত।

জাতি পাণ্ডুলুলিক—যাহারা প্রজ্যা দিবস হইতে দুই পঞ্চ ১৩ প্রকার ধূতান ব্রত পালন করেন, অগ্নান বশান প্রভৃতি হইতে লোকের ত্যজ্য বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্যবহার করেন।

বলিলেন ;—“আনন্দ, মহাপ্রজ্ঞাপতী গৌতমী যদি এই আটটি নিয়ম প্রতি পালন করিতে প্রতি-  
শ্রুতা হন, তবে তখনই তাঁহার উপসম্পদা হইবে”। আয়ুষ্মান আনন্দ মহাপ্রজ্ঞাপতী সন্নিধানে  
আসিয়া যখন ঐ আটটি নিয়ম শুনাইলেন তখনই তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, “ভস্তুে আনন্দ,  
শুচিমান ব্যক্তি যেমন স্নান পূর্বক মহামূল্য বস্ত্র দাম মস্তকে গ্রহণ করে সেইরূপ আমরাও ভগবান্  
কর্তৃক বিধিবদ্ধ এই আটটি নিয়ম ( নারীজাতির পক্ষে যত কঠোর হইক না কেন ) মস্তকে ধারণ  
করিতেছি”। এইরূপ বলা মাঝেই তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর উৎপন্ন হইয়া,  
তাঁহারা শত বৎসর বয়স্কা ভিক্ষুগীর গ্রায় হইয়া গেলেন। কিয়দ্দিন পরে ভদ্রা কাপিলানি ও মহাপ্রজ্ঞাপতী  
গৌতমীর নিকট আসিয়া দীক্ষিতা হন এবং ভগবানের উপদেশে যড়াভিজ্ঞসম্পন্ন অর্হন্ত  
ফল প্রাপ্ত হন। অপদানে এবং ধেরী গাথায় তাঁহার ভাবিত অনেকগুলি গাথা রহিয়াছে।  
লক্ষ কল্প পূর্ব হইতে মহাপ্রাবকত্ব লাভের জন্ত আয়ুষ্মান মহাকণ্ঠপ ভদ্রা কাপিলানির  
সহিত প্রণিধান সহকারে পুণ্য করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ পহুমন্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সময়  
বৈদেহ নামক শ্রেষ্ঠী হইয়া সাত দিন যাবৎ মহা দান করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিপস্বী সম্যক-  
সম্বুদ্ধের সময় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ হইয়া এক শাটক দান করিয়াছিলেন। আর এক জন্মে অরণ্যে  
ভ্রমণ করিতে গিয়া প্রত্যেকসম্বুদ্ধকে গায়ের কাপড় দান করিয়া আসেন। ভগবান্ কণ্ঠপ  
সম্যকসম্বুদ্ধের ধাতু-চৈত্য স্বর্ণময় পদ্ম দ্বারা সাজাইয়া পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর নন্দ নামক  
রাজা হইয়া পঞ্চশত প্রত্যেকসম্বুদ্ধের দীর্ঘ দিন সেবা পূজা করিয়াছিলেন।

**উপালী**—কপিলবস্তুর রাজকুলের ক্ষৌরকার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম  
মস্তানি। গৃহীকালে তাঁহার নাম ছিল পূর্ণ। যখন অল্পবয়স্ক, আনন্দ প্রভৃতি রাজ-পুত্রগণ  
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্ত যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। কপিলবস্ত্র  
হইতে কিয়দূর গিয়া তাঁহারা মূল্যবান বসন ভূষণ প্রভৃতি উন্মোচন পূর্বক প্রিয় সহচর ক্ষৌরকার-  
পুত্রের হস্তে দিয়া বলিলেন, “এই সকল তোমায় দিলাম, তুমি ফিরিয়া যাও” ? কিন্তু তিনি চিন্তা  
করিলেন ;—আমি একাকী কপিলবস্ত্রতে ফিরিয়া গেলে শাক্যেরা আমার জীবনান্ত করিবেন,  
বিশেষতঃ ক্ষৌরকার বংশে আমার জন্ম, এ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আমার উপযুক্ত নহে। রাজ  
পুত্রেরা যখন বিপুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা লইতে যাইতেছেন, তখন আমার পক্ষে  
প্রব্রজিত হওয়া আরও সহজ। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঐ বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি এক বৃক্ষে  
শাখায় ঝুলাইয়া “যাহার আবশ্যক সে-ই ইহা গ্রহণ করুক” বলিয়া রাজ পুত্রদিগের অহুগমন করিলেন।  
ভগবান্ অল্পবয়স্ক প্রভৃতি রাজ পুত্রদিগকে প্রব্রজ্যাদিতে অগ্রসর হইলে তিনিও প্রব্রজ্যা প্রার্থনা  
করেন। তখন রাজ-পুত্রেরা বলিলেন ; “ভস্তুে, অগ্রে তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন, তাহা হইলে আমরা  
ইহাকে প্রণামাদি করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য হইব, তাহাতে আমাদের দুর্জয়মান ত্যাগ হইবে”।  
তাঁহাদের নির্দেশ মত ভগবান্ উপালীকে অগ্রে প্রব্রজ্যা দিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে ( রাজ পুত্র  
দিগকে ) প্রব্রজ্যা দিলেন। “অল্পবয়স্কাদীহি পন সহ গম্ভা পবজিতত্তা খত্তিবানঃ উপসমীপে অন্নীনাঃ  
যুত্তো কায়চিত্তেহি সমম্ভি ভূতোতি উপালী” অল্পবয়স্কাদি রাজপুত্রগণের সহিত গিয়া প্রব্রজিত  
হইয়াছিলেন বলিয়া উপালী, কত্রিয়গণের উপ (সমীপে) অন্নীন (যুক্ত) বলিয়া উপালী, কারমনে

কক্সিয়গণের উপযুক্ত বা কক্সিয়গণের সহিত মিলিত বলিয়া উপালী নাম হয়। তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া কক্ষ-স্থান গ্রহণ পূর্বক অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। তখন ভগবান্ বলিলেন, অরণ্যে বাস করিলে তোমার বিদর্শন ধূরই পূর্ণ হইবে। আমার সঙ্গে থাকিলে বিদর্শন ধূর এবং গ্রহধূর এই উভয়ই পরিপূর্ণ হইবে। তিনি শাস্তার উপদেশে অচিরেই অর্হত্ব ফলপ্রাপ্ত হইলেন এবং বিনয়ে পারদর্শী হইলেন। তিনি ভাক্ককচ্ছ-বখু, অজ্জুক-বখু এবং কুমারকচ্ছপ-বখু স্ববিচার করিয়া প্রত্যেকবারে ভগবানের সাধুবাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে ভগবান্ আর্ধ্যগণ মধ্যে সিংহনাদে ঘোষণা করেন যে “বিনয় ধর শ্রাবকদিগের মধ্যে উপালীই অগ্রতম”। তিনি অগ্র শ্রাবক প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পূর্বচরিত প্রকাশ করিতে বহু যুক্তিপূর্ণ ভাবগ্রাহী গাথা ভাষণ করেন। অপদান গ্রন্থপাঠে জানা যায়:—ইনিও পূর্ববর্তী বুদ্ধদের সময়ে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া এখন হইতে লক্ষ কল্পকাল পূর্বে ভগবান্ পদ্মমুত্তর সম্যকসম্বুদ্ধের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তখন ইনি স্ফূজাত নামে ব্রাহ্মণমহাশাল কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্বেদ ও লক্ষণ শাস্ত্র, ইতিহাস এবং ব্রাহ্মণ-ধর্মে পারদর্শী হইয়াছিলেন। একদা তিনি ভগবানের ধর্ম সভায় গিয়া দেখেন যে, ভগবান্ জনৈক ভিক্ষুকে বিনয় ধর ভিক্ষুদিগের মধ্যে অগ্রতম বলিয়া নির্দেশ দিতেছেন। তখন ইনিও ভবিষ্যতে সেইরূপ ভিক্ষু হওয়ার মানসে বহু শতসহস্র টাকা ব্যয়ে শোভণ নামে সজ্জারাম নির্মাণ করাইয়া চতুঃপ্রত্যয়ের সহিত বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মুখে দান করেন। তৎপ্রভাবে তিনি ত্রিশ কল্প পর্যন্ত দেব-ঐশ্বর্য সম্ভোগ করেন। সহস্রবার দেবরাজ ইন্দ্র হন। সহস্রবার পৃথিবীর মধ্যে চক্রবর্তী রাজা হইয়া বিপুল স্বর্গৈশ্বর্য পরিভোগ করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা যে কতবার হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ববর্তী কল্পে অনন্ত ভেজ, অমিত বশঃ অঙ্গস নামক মহারাজের ইনি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল চন্দন কুমার। তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অলঙ্কৃত হস্তীতে চড়িয়া যাওয়ার সময় দেবল নামক প্রত্যেকসম্বুদ্ধকে দেখিয়া তদ্বিকে হস্তী প্রেরণ করেন। প্রত্যেক সম্বুদ্ধের মহিমা প্রভাবে হস্তী সেদিকে না যাওয়ায় যুবরাজ হস্তীকে প্রহার করেন এবং বুদ্ধের উপর ভয়ানক ক্রুপিত হন। তদ্বস্থিতিতে তাঁহার শরীরে ভয়ানক দাহ উৎপন্ন হইল, সঙ্গারগা মহাপৃথিবী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের গ্রায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি কোথায়ও শান্তি না পাইয়া পিতার নিকট তাহা প্রকাশ করেন। তচ্ছবণে অঙ্গস মহারাজ বলিয়া উঠিলেন:—“পুত্র, তুমি যুনিকে বৈরচিন্তে ঘটন করিতে চাহিয়া ভারি অন্তায় করিয়াছ। ইতিপূর্বে স্ত্রমেখল, কোসয়, সিগ্গব, সত্তক এই চারিজন রাজা ঋষিকে ঘটন করিয়া জনপদের সহিত ধ্বংস হইয়াছেন। ব্রহ্মচারিগণ ক্রুপিত হইলে রাজ্যসহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি আমরা তাঁহা হইতে ক্ষমা প্রাপ্ত না হই, তবে সপ্ত দিবসের মধ্যে আমাদেরও বিনাশ অনিবার্য”। অতঃপর রাজা তিন সহস্র যোজন ব্যাপী সইচর সহ যুবরাজকে লইয়া প্রত্যেকসম্বুদ্ধের পাদমূলে সমুপস্থিত হইলেন ও কৃতজ্ঞপিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন “জলে যেমন অগ্নি তিটে না, পাষণে যেমন বীজ অকুরিত হয় না, অগ্নিতে যেমন ক্রিমিকুল তিটে না সেইরূপ বুদ্ধগণেরও কোপ উৎপন্ন হয় না। তুমি যেমন অচল, সাগর যেমন অপ্রমের, আকাশ যেমন অনন্ত বুদ্ধগণও সেইরূপ। তাঁহারা কখনও আলোল নহেন। বুদ্ধগণ সত্তাই কমাশীল”। তখন প্রত্যেকসম্বুদ্ধ যুবরাজের পরিদাহ বিদূরিত করতঃ আকাশে উখিত

হইয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন । আয়ুমান উপালী স্বয়ং বলিতেছেন ;—

তেন কন্মেনহং বীর হীনস্তং অঙ্কু পাগতো,  
সমভিক্ষম তং জাতিং পাবিসিং অভয়ং পুরং ।

সযজ্ঞং তং বিমানেন্দ্রা সন্তুচিস্তং সমাহিতং,  
তেন কন্মেনহং অঙ্কু জাতোমহি নীচ যোনিষং ॥

... ..

পদে দিষ্টান কাশাবং ছড়্‌তিতং মিল্লহ মক্খিতং,  
সিরসিং অঞ্জলিং কঙ্কা বন্দিতকং ইসিক্কজং ।  
অব্‌ভতীতা চ যে বুদ্ধা বত্তমানা অনাগতা,  
ধজেনানেন স্তুজ্জন্তি, তস্মা এতে নমস্‌সিযা ।

হে মহাবীর, সেই কর্ণের দ্বারা আমাকে হীনকূলে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, আপনার কৃপায় তাহা ত্যাগ করতঃ নিব্বান পুরে প্রবেশ করিয়াছি । তখন স্বয়জ্ঞ হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার হৃদয়ের দাহ বিদূরিত হইয়াছিল, আজ আপনার কৃপায় রাগ-দেব-মোহায়ির সম্ভাপও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে । ঐহাদের শ্রবণ শক্তি আছে তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি ।

সমাহিত শান্তচিত্ত স্বয়জ্ঞকে অবজ্ঞা করিয়া অগ্ন আমাকে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে । স্তূক্ষণ কেহ হেলায় হারাইবেন না । সুসময় বৃথা ক্ষেপণ করিলে পশ্চাৎ অল্পতাপ করিতে হয় । সকলে সদর্পে অল্পপ্রাণিত হইয়া সময়ের সম্ভাবহার করুন । জীবুদ্ধের উৎপত্তিতে সংসার দুঃখ কেহ বমন করেন, কেহ বিরেচন অর্থাৎ বিষ্ঠার দ্বায় ত্যাগ করেন, আবার কেহ হলাহলবৎ তাহা উৎপাদন করেন । মার্গ লাভীদের সংসার ক্লেশ বমিত, ফল লাভীদের বিরেচিত । ফললাভ করিয়া অবহিতদের নিব্বানই ঔষধ । ঐহারা মল্লস্তোভর, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও নিব্বান সম্পত্তি গবেষণা করেন । তাঁহাদের পক্ষে সজ্জই পুণ্যক্ষেত্র । ঐহারা শাসনের প্রতিপক্ষ তাঁহারা হলাহলবৎ সংসার দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকেন । হলাহল পানে যেমন মৃত্যু বা মৃত্যু তুল্য দুঃখ নিশ্চিত, সম্যক সম্বুদ্ধ শাসনের ঐহারা বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহাদের চতুর অপায়ে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ অবশ্যজ্ঞাবী, কোটিকল্পেও মুক্তি ঘটিবে না । বুদ্ধগণ সতত ক্ষমাশীল, অহিংস ও মৈত্রী পরায়ণ । তাঁহারা দেব মানবকে জ্ঞাপ করেন । তেমন বুদ্ধের কেহ প্রতিপক্ষ হইবেন না । লুভ, অলাভ, সম্মান, অবমাননে বুদ্ধগণ বিচলিত নহেন । তাঁহারা পৃথিবী সদৃশ । সেইহেতু তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না । তাঁহারা স্বীয় তনয়ের প্রতি যেমন কৃপালু, স্বীয় জীবন নাশে উত্তত ঘাতকের প্রতিও মহাপাপীর প্রতিও তেমন কৃপালু । তাঁহাদের ক্রোধ এবং কাম ভাব উৎপন্ন হয় না । পুত্র এবং ঘাতক সকলের প্রতিই সমচিন্ত ।

কাশ্য বস্ত্র যদি বিষ্ঠা লিপ্ত হইয়া ত্যজ্যাবস্থায় পথে দৃষ্ট হয়, তবে তখনই কৃতাজলি সহকারে সেই ধ্বংসপ্রাপ্তকে নমস্কার করা উচিত । যেহেতু পরিনিব্বান প্রাপ্ত বুদ্ধও বর্তমান বুদ্ধ এবং ভাবী

বৃক্ষগণ এইধরকার দ্বারাই বিতক্ত বা শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! সেই হেতুই কাব্যে বস্ত্র পূজনীয়।

**কল্প**—যোজন বিস্তার যোজন দীর্ঘ যেত সরিষা রাশি হইতে শত বৎসরান্তে এক একটি সরিষা নিক্ষেপ করিলে যত বৎসরে ঐ সরিষা রাশি নিঃশেষ হইবে তত বৎসরে এক মহাকল্পের চতুর্থাংশ মাত্র। অথবা লোকের পরমায়ু অসংখ্য বৎসর হইতে ক্রমশঃ ক্রীণ হইয়া দশ বৎসর মাত্র হইলে শত্রু, রোগ ও দুর্ভিক্ষ এই তিন উপদ্রবের মধ্যে কোনটি দ্বারা সংবর্ত্ত হইয়া বহু সত্ত্ব বিনষ্ট হইবে। তখন যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা কুশলে মনোনিবেশ করিবে, তখন লোকের আয়ু পুনঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। দশ বৎসর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া এক অসংখ্য + বৎসর উপগমন করতঃ তৎপরে অসঙ্কল্প সমাদান হেতুতে ক্রমশঃ ক্রীণ হইয়া পুনর্বার দশ বৎসরে পরিণত হইতে যত সময় লাগে তাহাকে এক অন্তর কল্প বলে। বিশ অন্তর কল্পে এক অসংখ্য কল্প এবং চারি অসংখ্য কল্পে এক মহাকল্প হয়। মহাপৃথিবী ( কোটিশতসহস্র চক্রবাল ) সৃষ্টির সূত্রপাত হইতে প্রায় হইয়া পুনঃ সৃষ্টির সূত্রপাত পর্য্যন্ত যে অত্যন্ত দীর্ঘ সময় তাহার নাম কল্প বা মহাকল্প। তাহা চারি অংশে বিভক্ত; যথা—বিবর্ত্ত, বিবর্ত্তস্থায়ী, সংবর্ত্ত, সংবর্ত্তস্থায়ী। বিবর্ত্ত হইতে এক অসংখ্য এবং বিবর্ত্তস্থায়ী এক অসংখ্যও সংবর্ত্ত হইতে এক অসংখ্য এবং সংবর্ত্তস্থায়ী এক অসংখ্য এই চারি অসংখ্যে এক মহাকল্প হয়। সূদীর্ঘ সময়ের পর এই মহাপৃথিবী (কোটিশতসহস্র চক্রবাল) অগ্নি, জল ও বায়ু এই তিনের মধ্যে যে কোনটি দ্বারা সংবর্ত্ত হইয়া থাকে। যখন লোক রাগ-বহুল হয় তখন অগ্নি দ্বারা, আর যখন ঘেব-বহুল হয় তখন জল দ্বারা সংবর্ত্ত হয়। কোন কোন আচার্য্য ইহার বিপরীতও বলিয়া থাকেন। যখন লোক মোহ-বহুল হয় তখন বায়ু দ্বারা সংবর্ত্ত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সত্ত সত্তগ্গিনা বারা অট্টমে অট্টমে দক।।

চতুস্টটি যদা পুণা একো বায়ুবরো সিধা ॥

সপ্তবার অগ্নিদ্বারা অষ্টমবারে জলদ্বারা পুনঃ সপ্তবার অগ্নিদ্বারা অষ্টমবারে জলদ্বারা এইরূপে তেবটি কল্প অতীত হইলে পুনঃ জলের দ্বারা কল্প বিনাসের পালা উপস্থিত হয়। কিন্তু বায়ু উহা নিবারণ করিয়া পরিপূর্ণ চৌবটি কল্মায়ুক শুভাকীর্ণ পর্য্যন্ত বিধ্বংস করিয়া থাকে।

অগ্গিনাভসরা হেট্টা আপেন স্তভকিণ্ডতো।

বেহপ্ফলতো বাতেন এবং লোকো বিনস্গতীতি ॥

অগ্নির দ্বারা আভসর ( ৬ষ্ঠ ) ব্রহ্মলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত, জলের দ্বারা শুভাকীর্ণ (২য়) ব্রহ্মলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত এবং বায়ুর দ্বারা ব্রহ্মফল ( ১০য় ) ব্রহ্মলোকের নিম্ন পর্য্যন্ত সংবর্ত্ত হইতে হয়।

**শ্রুততা-দৃষ্টি**

বীমংস ঞ্জিপাদ বর্ণনায় বাবরী ঞ্জির শিত্র আয়ুমান মোঘরাজকে ভগবান্ যে গাখার দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলেন, বাহা প্রবণে আয়ুমান মোঘরাজ অর্হৎ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গাখার এই স্থলে বিস্তৃতার্থ দেওয়া হইতেছে।

সুও-এওতো লোকং অবেক্ষস্ব মোঘরাজা সদা সত্যো ;

অতান্নদৃষ্টিঃ উহচ্চ এবং মচ্চুতরো সিধা ।

এবং লোকং অবেক্ষন্তঃ মচ্চুরাজা ন পস্নতীতি ॥

মোঘরাজ, সর্বদা শূতিমান ভাবে লোককে শূন্তরূপে প্রত্যবেক্ষণ এবং আত্মাহুদৃষ্টি সমুৎপাদন কর, তাহা হইলেই মৃত্যু ভয়ী হইবে। জরা-মৃত্যু-মারকে অতিক্রম করিতে পারিবে। লোককে এইরূপভাবে প্রত্যবেক্ষণ করিলে মৃত্যুরাজ দর্শন পাইবে না। বিস্তৃতার্থ; **লোকো**—লোক। নিরম্ব লোক, পশুলোক, প্রেত, মনুষ্য, দেব, ঈশ্বর, ধাতু, আয়তনলোক, ইহলোক, পরলোক, ব্রহ্মলোক, সন্দেবলোক। জ্ঞানক ভিক্ষু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ভণ্ডে, কিহেতু লোক বলিয়া উক্ত হয়? ভগবান্ বলিয়াছিলেন;—ভিক্ষু, লুপ্ত হয় বলিয়া ( লুজ্জতীতি ) লোক। কি লুপ্ত হয়? চক্ষু লুপ্ত হয়, রূপ লুপ্ত হয়, চক্ষু-বিজ্ঞান লুপ্ত হয়, চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শজ হেতু যে স্বথ, দুঃখ অথবা অদুঃখ অস্বথ বেদনা উৎপন্ন হয় তাহাও লুপ্ত হয়। সেইরূপ শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্রবিজ্ঞান, শ্রোত্র-সংস্পর্শ, শ্রোত্রসংস্পর্শজ বেদনা, জ্ঞান, গন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ, কায়-বিজ্ঞান মন, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান এবং তাহাদের সংস্পর্শ ও সংস্পর্শজ অহুভূতিও লুপ্ত হয় বলিয়াই লোক। **সুও-এওতো—শূন্ততঃ**। **দুই কারণে লোককে শূন্ততঃ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়**; যথা—ইহার প্রবর্ত স্বলক্ষণ অবশ্য (ঈশ্বর লোকের চলিত স্বীয় লক্ষণ অবাধ্য বা বশে বর্ণিত হয় না বলিয়া) এবং সংস্কারসমূহ তুচ্ছ দৃষ্ট হয় বলিয়া। ইহার প্রবর্ত স্বলক্ষণ কিরূপ অবশ্য বলিয়া লোককে শূন্ততঃ প্রত্যক্ষ হয়? রূপবশে বর্ণিত হয় না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান বশে বর্ণিত হয় না অর্থাৎ ইচ্ছায় লাভ হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন;—ভিক্ষুগণ, রূপ অনাত্মা। রূপ যদি আত্মা হইত কখনও তাহা আবাধকর হইত না। আমার ঈদৃশ রূপ হউক, ঈদৃশ রূপ না হউক এইরূপ ইচ্ছা করিলেও লাভ হয় কি? যেহেতু রূপ অনাত্মা সেই হেতুই রূপ আবাধজনক হয়। আমার রূপ এইভাবেই থাকুক, কখনও ইহার ব্যতিক্রম না হউক এইরূপ ইচ্ছা করিলেও লাভ হয় না। সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানও। কিরূপ সংস্কার সমূহ তুচ্ছ দৃষ্ট হয় বলিয়া লোক শূন্ততঃ দৃষ্ট হয়? রূপে সার লাভ হয় না। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানেও সার লাভ হয় না। তাহা নিত্যসার বা স্বথসার বা আত্মসার ও ঐব বা শাস্ত বা অবিপরিণাম ধর্ম হইতে অপগত, অসার, নিঃসার। যেমন নল, এরণ্ড, কদলিকা, উদুম্বর, ফেনপিণ্ড, উদক বৃদবৃদ, মরীচিকা, মায়া, অসার, নিঃসার, অপগতসার সেইরূপ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানও নিত্যসার বা স্বথসার বা আত্মসার হইতে অপগত, অসার, নিঃসার। এইরূপ প্রবর্ত স্বলক্ষণ অবশ্য বলিয়া ও সংস্কার সমূহ তুচ্ছ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া লোককে শূন্তরূপে প্রত্যবেক্ষণ করা হয়। **অপিচ ছয়টি কারণে লোককে শূন্ততঃ প্রত্যবেক্ষণ করা হয়**, যথা—চক্ষু আত্মা বা আত্মনীর বা নিত্যস্ব বা ঐবস্ব বা শাস্ততস্ব বা অবিপরিণামশীলস্ব শূন্ত। চক্ষুবিজ্ঞান...মনোবিজ্ঞান, চক্ষু-সংস্পর্শ...মনোসংস্পর্শ, চক্ষুসংস্পর্শজ বেদনা...মনোসংস্পর্শজ বেদনা, রূপসংজ্ঞা...ধর্মসংজ্ঞা, রূপসংজ্ঞেনা...ধর্মসংজ্ঞেনা, রূপতৃষ্ণা...ধর্মতৃষ্ণা, রূপবিতর্ক...ধর্মবিতর্ক, রূপবিচার...ধর্মবিচার আত্মা বা আত্মনীর বা নিত্যস্ব বা ঐবস্ব বা শাস্ততস্ব বা অবিপরিণামশীলস্ব শূন্ত। এইরূপ ছয় প্রকারে লোককে শূন্ততঃ প্রত্যক্ষ হয়।



অপিচ দশটি কারণে ও লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ হয়, যথা—রূপ রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, অনাস্বাদ্য, অসার, বধক, বিভব, অঘমূলক, সাস্রব, সংখত অর্থাৎ কার্য কারণ সম্বন্ধ সঙ্গাত। সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, চ্যুতি, উৎপত্তি, প্রতিসক্তি, ভব, সংসারাবস্থা ও রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, অনাস্বাদ্য, অসার, বধক, বিভব, অঘমূলক, সাস্রব এবং সংখত। এই দশ কারণে লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষ হয়। অপিচ দ্বাদশ কারণে লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়, যথা—রূপ সত্ত্বও নহে, জীবও নহে, নরও নহে, মানবও নহে, স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে, আত্মাও নহে আত্মনীয়ও নহে, আমিও নহি, আমার ও নহে, কেহ ও নহে, কাহারও নহে। সেইরূপ বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। এই দ্বাদশ কারণেও লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন, ভিক্ষুগণ, এই দেহ তোমাদের নহে, অগরের ও নহে। ভিক্ষুগণ, ইহা পূর্বতন কর্ণের দ্বারা অভিসংখত (কার্য কারণ সম্বন্ধ দ্বারা সঙ্গাত) অভিসংকেতয়িত বিন্দনীয় বলিয়া শ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুগণ, তত্র শ্রুতবান্ আর্ধ্য-শ্রাবক পটিক্সমুদ্ভাদে ( কারণ ফলধর্ম ) সুন্দররূপে ( যোনিসো ) জ্ঞানতঃ মনোনিবেশ করে :—এই কারণটি বিद्यমান থাকিলে এই ফলটি হয়। ইহার উৎপত্তিতে ইহাও উৎপন্ন হয়। এই কারণটি না থাকিলে এই ফল হয় না, ইহার নিরোধে ইহাও নিরোধ হয়, যথা :—অবিজ্ঞার+ কারণে সংস্কার\*, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান\$, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ x, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন† ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ‡ স্পর্শের কারণে বেদনা‡ বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান‡ উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দুঃখিত্তা ও হাহতাশ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সম্পূর্ণ দুঃখ রাশির উদ্ভব হইয়া থাকে। অবিজ্ঞার অশেষ ত্যাগ বা নিরোধেই সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপের নিরোধ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধে জাতির (জন্মের) নিরোধ, জন্মের নিরোধে জরামরণ, শোক বিলাপ দুঃখ দুঃখিত্তা ও হাহতাশের নিরোধ হয়। এই রূপে সম্পূর্ণ দুঃখ রাশির নিরোধ হইয়া থাকে। এই রূপেও লোক শূন্যতঃ প্রত্যক্ষীকৃত হয়। ভগবান্ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ;—“ভিক্ষুগণ, যাহা তোমাদের নহে তাহা ত্যাগ কর (তৎপ্রতি আসক্তি ত্যাগ কর), তাহা ত্যাগ হইলে, তোমাদের দীর্ঘ রাত্রি হিত স্থপাবহ হইবে”। ভিক্ষুগণ, কি তোমাদের নহে ? ভিক্ষুগণ, রূপ; বেদনা, সংজ্ঞা সংস্কার এবং বিজ্ঞান তোমাদের নহে। তোমাদের তৎপ্রতি আসক্তি ত্যাগ হইলে দীর্ঘ রাত্রি হিত স্থপাবহ হইবে।

ভিক্ষুগণ, তোমরা ইহা কিরূপ মনে কর ? এই জেতবনে যে সমুদয় তৃণ, কাঠ, শাখা পলাশ আছে, সে সমুদয় লোকে হরণ করিলে কিম্বা দগ্ধ করিলে, অথবা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ করিলে

+ মোহ, চতুরাধ্য সত্যে অজ্ঞতা। \*লৌকিক কুশলাকুশল কর্ত্ত চেষ্টনা। উহা তিন প্রকার যথা—পুঞ্জ-প্রতিসংস্কারা অপুঞ্জ-প্রতিসংস্কারা আনেন্দ্রপ্রতিসংস্কারা। †পুনঃজন্ম গ্রহণ করী চিত্ত। x বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার স্বভেদের নাম নাম, মাটি, জল, অগ্নি ও বায়ু এবং উহাদের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুর নাম রূপ। ‡চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা কারণ ও মন। ১ চক্ষু কর্ণাদির সহিত রূপ শব্দাদির স্পর্শ। ২ হৃৎ দুঃখাদি অমুভূতি। ৩, তৃষ্ণার চরম পরিণতি, ইহা চারি প্রকার যথা—কাম, দুঃখ, শীলব্রতপরাধ, আত্মবাদ।



তোমাদের এইরূপ মনে হইবে কি? আমাদেরিগকে লোকে হরণ করিতেছে বা দণ্ড করিতেছে অথবা তাহাদের ইচ্ছানুরূপ করিতেছে? না ভক্তে, এইরূপ মনে হইবে না। তাহার হেতু কি? ভক্তে, সেই সমুদয় আত্মা এবং আত্মনীয় নহে বলিয়া। সেইরূপ ভিক্ষুগণ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান তোমাদের নহে। সেই সমুদয়ের প্রতি তোমরা আসক্তি ত্যাগ কর। তাহা হইলে তোমাদের দীর্ঘ রাজ হিত-সুখাবহ হইবে। একদা গমণিকে বলিয়াছেন;—

সুচ্ছন্দসমুদ্যানং সুচ্ছন্দসমুদয়সমুত্ততিং;

পসসন্তস্ যথাভূতং ন ভয়ং হোতি গমণি।

তিনকট্টসমং লোকং যদা পঞ্ঞাষ পসসতি;

ন অঞ্ঞং পথযতে কিঞ্চি অঞ্ঞত্র অগ্গটসঙ্ঘিযাতি;

হে গমণি, এই পঞ্চদ্বন্দ্ব কারণ ফল ধর্ম মাত্র, কেবল সংস্কারের প্রবাহ, ইহা যথাভূত দর্শন-কারীর ভয় হয় না। যখন লোককে প্রজ্ঞাচক্ষে তৃণ কাঠের মত দর্শন করে, তখন অপ্রতিসন্ধি (নিব্বান) ব্যতীত আর কিছুই সে কামনা করে না। এইরূপে লোক শূন্যত: প্রত্যাকীকৃত হয়। একদা আত্মস্থান আনন্দ ভগবানকে এইরূপ বলিয়াছিলেন;— ভক্তে, শূন্যত: লোক শূন্যত: লোক বলা হয়, কি হেতু শূন্যত: লোক বলা হয়? আনন্দ, যে হেতু লোক আত্মা বা আত্মনীয়ে শূন্য, সেই হেতুই শূন্যত: লোক বলা হয়। আনন্দ, আত্মা বা আত্মনীয়ে কি শূন্য? আনন্দ, চক্ষু, রূপ, চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, জ্ঞান, গন্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জিহ্বা, রস, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়, স্পর্শ, কায়-বিজ্ঞান, মন, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান এবং তাহাদের সংস্পর্শ ও সংস্পর্শজ হেতু যে স্থখ বা দুঃখ অথবা অদুঃখ অস্থখ অস্থত্ব উৎপন্ন হয়, আত্মা বা আত্মনীয়ে তাহা শূন্য অর্থাৎ এই সমুদয়ের মধ্যে কোনটি আত্মাও নহে আত্মনীয়ও নহে। আত্ম বা আত্মনীয়ে যে হেতু শূন্য, সেই হেতুই শূন্যত: লোক বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে লোক শূন্যত: প্রত্যবেক্ষণ করা হয়। **ভগবান্ কর্তৃক আরও উক্ত হইয়াছে যে**,—এবমেব ধো ভিক্ষবে ভিক্ষু রূপং সমগ্গে সতি যাবতা রূপস্ গতি। বেদনং সমগ্গেসতি যাবতা বেদনায গতি। সঞ্ঞং সমগ্গে সতি যাবতা সঞ্ঞাষ গতি। সম্মারে সমগ্গে সতি যাবতা সম্মারানং গতি। বিঞ্ঞানং সমগ্গে সতি যাবতা বিঞ্ঞানস্ গতি। যং পিস্ তং হোতি অহন্তি বা মমন্তি বা অস্মীতি বা; তং পি তস্ ন হোতীতি অর্থাৎ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু যাবৎ রূপের গতি, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার সমূহের এবং বিজ্ঞানের গতি তাবৎ সেই সমুদয় সম্যকরূপে অল্পসঙ্কান করিয়া দেখিলে পূর্বে যে ইহার আমিষ বা মমত্ব বা অস্মীষ ছিল সেই ভাব তাহার আর থাকে না। এইরূপেও লোক শূন্যত: প্রত্যবেক্ষণ কর।

**অবেক্খসমুত্ত:**—প্রত্যবেক্ষণ কর, দেখ, তুলনা কর, স্থির কর, বিভাবন কর, বিকৃত কর।

**মোদনাজ্জা:**—ব্রাহ্মণের নাম। সদা—সর্বদা। **সত্তা:**—বৃত্তি মান। চারি কারণে বৃত্তি মান হইয়া অর্থাৎ কায়ে কায়াদ্ধর্শন স্বত্ব্যপহান ভাবনা করতঃ, চিত্তে চিত্তাদ্ধর্শন, বেদনায় বেদনাদ্ধর্শন, ধর্মে ধর্মাদ্ধর্শন স্বত্ব্যপহান ভাবনা করতঃ। **অত্তান্নুদিট্ঠি:**—আত্মানুদীর্ঘিকে। আত্মানুদীর্ঘি বলে বিংশতি প্রকার “সকাম” দৃষ্টি, যথা:—ইহলোকে আর্ধ্য-অদর্শী, আর্ধ্য-ধর্মে অপণ্ডিত,

আর্য-ধর্মে অবিনীত, সংপূর্ণব-অদর্শী, সংপূর্ণব ধর্মে অপণ্ডিত ও অবিনীত অশ্রুতবান পুণ্যজন রূপকে আত্মা বলিয়া দর্শন করে বা আত্মাকে রূপবান কিম্বা আত্মাতে রূপ অথবা রূপে আত্মা বলিয়া দর্শন করে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া দর্শন করে বা আত্মা বিজ্ঞানবস্তু কিম্বা বিজ্ঞানে আত্মা অথবা আত্মাতেই বিজ্ঞান বলিয়া সমুদ্রদর্শন করে। এইরূপ যে দৃষ্টি, দৃষ্টিগত, দৃষ্টিগ্রহণ, দৃষ্টি-কন্ডার, দৃষ্টিখিল (দৃষ্টিবিশুদ্ধিকারিক), দৃষ্টিবিস্পন্দন, দৃষ্টিসংযোজন, গ্রহ, প্রতিষ্ঠা, অভিনিবেশ, কুমার, মিথ্যাপথ, মিথ্যার্থ, তীর্থায়তন, বিপরীত গ্রহণ, অযথার্থকে যথার্থ বলিয়া ধারণা, যাবৎ দ্বাষষ্টি বিধা মিথ্যাদৃষ্টিগত সমূহ। ইহাকেই বলে আত্মাহুদৃষ্টি। **উচ্চাচা**—সমুৎপাটন করিয়া সম্যকরূপে উচ্চার করিয়া, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, ভবিষ্যতেও আর উৎপন্ন না হয় মত করিয়া।

**এবং মচ্চুভল্লা সিন্না**—এইরূপেই যত্নজয়ী হইবে, যত্ন হইতে উত্তীর্ণ হইবে। জয়া মরণ হইতে সমুত্তীর্ণ হইবে। **এবং লোকং অব্যবহৃতং**—এইরূপ ভাবে লোক প্রত্যবেক্ষণ-কারীকে। **মচ্চুভাজান পস্‌সতি**—যত্ন-রাজ, মার-রাজ দেখে না। **ভগবান্ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে** যে,—ভিক্ষুগণ, যেমন অরণ্যস্থ যুগ অরণ্যে বিচরণমান নির্ভয়ে গমন করে, নির্ভয়ে স্থিত হয়, উপবেশন করে ও শয়ন করে। ইহার হেতু কি? ভিক্ষুগণ, যুগ ছুংখের সম্মুখীভূত হয় নাই বলিয়া। হে ভিক্ষুগণ, সেইরূপ ভিক্ষু ও কাম এবং অকুশল ধর্ম সমূহ হইতে বিবিক্ত হইয়া (পঞ্চনীবরণ \* ত্যাগ করিয়া) সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ প্রীতিস্থ ও একাগ্রতা যুক্ত প্রথমধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে ভিক্ষু মারকে অন্ত করিয়াছে, অপরকে বধ করিয়া পাপমতি মার চক্র অদর্শনগত হইয়াছে। পুনঃ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার বজ্জিত আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিন্তের একোদিভাব সহিত অবিতর্ক-অবিচার সমাধিজাত প্রীতিস্থ ও একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয়ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে ..... তৃতীয়ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ..... চতুর্থধ্যান প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। ভিক্ষুগণ, ইহাকেই বলে ভিক্ষু মারকে অন্ত করিয়াছে, অপরকে বধ করিয়া পাপমতি মার চক্র অদর্শন গত হইয়াছে। পুনঃ হে ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু সর্বপ্রকারে রূপসংজ্ঞা সমূহের সমতিক্রম, প্রতিষ (ক্রোধ) সংজ্ঞা সমূহের অন্তাগম এবং নানস্ত সংজ্ঞা সমূহে মনোযোগী না হইয়া অনন্ত আকাশ এইরূপ ভাবনা করিয়া আকাশান্তায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ... পুনঃ ভিক্ষু সর্বপ্রকার আকাশান্তায়তন সমতিক্রম করতঃ অনন্ত বিজ্ঞান এইরূপ ভাবনা করতঃ বিজ্ঞানান্তায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ..... পুনঃ সর্বপ্রকারে বিজ্ঞানান্তায়তন সমতিক্রম করতঃ কিছুই নাই এইরূপ ভাবনা করিয়া আকিঞ্চনায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ..... পুনঃ ভিক্ষু সর্বপ্রকারে আকিঞ্চনায়তন সমতিক্রম করতঃ নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে, ..... পুনঃ ভিক্ষু সর্বপ্রকারে নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সমতিক্রম করতঃ সংজ্ঞা বেদয়িত (বিন্দনীয়) নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া বিহার করে। সংস্কার ব্যয় দেখিয়া তাহার আশ্রবসমূহ পরিনশীল হয়। ভিক্ষুগণ, ইহাকে বলে ভিক্ষু মারকে অন্ত

\* ধ্যানাদি কুশল চিত্ত উৎপত্তির বাধা জন্মায় বলিয়া কামহঙ্ক অর্থাৎ আসক্ত লিপ্তা প্রভৃতির সাধারণ নাম নীবরণ। তাহা হয় একর, দ্বাঃ—কামহঙ্ক, ব্যাপাদ-ক্রোধ, স্থানমিচ্ছ-চিত্ত চৈতন্যের জড়তা ও মানি, উদ্ভত্যকৌতু-চিত্তের সঞ্চলতা ও অজ্ঞশোভা, বিচিকিৎসা-সংসার বা বৈত ভাব এবং অবিজ্ঞা-চতুর্দ্বার্য সত্তো অজ্ঞানতা

করিয়াছে, অপরাধকে বধ করিয়া পাপমতি মার চক্ষুর অদর্শন গত হইয়াছে, লোকে তৃকোত্তীর্ণ । সে নির্ভয়ে গমন করে, নির্ভয়েহিত হয়, উপবেশন করে, শয়ন করে। তাহার হেতু কি ? ভিক্ষু পাপমতির চক্ষুর অন্তরালে গত বলিয়া, মৃত্যুরাজ দেখেন না বলিয়া। **সেই হেতু ভগবান্ বলিয়াছেন**—মোঘরাজ, আত্মাহুদৃষ্টি ত্যাগ করতঃ সর্বদা স্মৃতিমান ভাবে লোককে শূণ্যতঃ প্রত্যবেক্ষণ কর, তাহা হইলেই মৃত্যুরাজী হইবে। এইরূপ ভাবে লোক প্রত্যবেক্ষণকারীকে মৃত্যুরাজ দর্শন পায় না।

**মল্লিকাদেবী**—ইনি কোশল রাজের সেনাপতি বজ্জল মল্লের স্ত্রী। তাঁহার গর্ভে প্রথমে কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায়, সেনাপতি তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি পিত্রালয়ে গিয়া থাক।” তৎপর তিনি মল্লিকাকে কুশীনগরে পাঠাইয়া দিলেন। মল্লিকা যাইবার সময় ভাবিলেন, “ভগবানকে প্রণাম করিয়া যাইব।” তিনি জ্ঞেতবনে প্রবেশ করিয়া তথাগতকে প্রণিপাত পূর্বক একান্তে উপবিষ্টা হইলেন। তখন তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, মল্লিকে, তুমি কোথায় যাইতেছ ?” ভক্তে, আমার স্বামী আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতেছেন।” “কেন ?” আমি বন্ধ্যা ও অপুত্রক বলিয়া। “যদি ইহাই কারণ হয়, তবে তোমার গমনের প্রয়োজন নাই ; তুমি ফির।” ভগবানের এই আদেশে মল্লিকা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্বক পতি-গৃহে ফিরিলেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসিলেন, “পুনঃ আসিলে যে ?” ভগবান্ আমাকে ফিরিতে বলিয়াছেন।” সেনাপতি ভাবিলেন, “অবশ্যই তথাগত কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাইয়াছেন।” অনন্তর মল্লিকাদেবী অচিরে গর্ভধারণ করিলেন ; তাঁহার দোহন জন্মিল ; তিনি স্বামীকে বলিলেন, “আমার দোহন জন্মিয়াছে।” “কি দোহন ?” আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে, বৈশালীর গণরাজগণ তথাকার যে মঙ্গল পুঙ্খরিণীর জলে অভিষেক সম্পাদন করেন, তাহাতে অবতরণ করিয়া স্নান ও জল পান করি।” সেনাপতি “তাহাই হইবে” বলিয়া সহস্রধন্য তুল্য বল এক ধনু গ্রহণ করিলেন, মল্লিকাকে রথে তুলিয়া আবৃত্তী হইতে যাত্রা করতঃ বৈশালীতে যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে লিচ্ছবী রাজাদিগের অর্থ ধর্ম্মাহুশাসক মহালি লিচ্ছবী নামক এক অন্ধ ব্যক্তি নগর-দ্বার সমীপে বাস করিতেন। তিনি বজ্জলের সহিত একই আচার্য্যের নিকট বিজ্ঞানশিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্বারের গোবরাটে যখন বজ্জলের রথ প্রতিহত হইল, তখন সেই শব্দ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন, “এ শব্দ বজ্জল সেনাপতির রথের। আজ লিচ্ছবীদিগের মহা ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল।

মঙ্গল পুঙ্খরিণীর ভিতরে বাহিরে বলবান্ প্রহরী থাকিত ; ঐহার উপরে লৌহজাল বিস্তৃত ছিল, এই হেতু তাহাতে পাখী পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিত না। সেনাপতি রথ হইতে অবতরণ পূর্বক খড়্গাঘাতে রক্ষীদিগকে বিদূরিত করিলেন, লৌহজাল ছিন্ন করিলেন, ভার্য্যাকে ভিতরে নিয়া স্নান ও জল পান করাইলেন, স্বয়ং ও স্নান করিয়া মল্লিকাকে রথে তুলিলেন এবং নগর হইতে নিজমণ পূর্বক রাজপথে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রক্ষকেরা শিরা লিচ্ছবী-দিগকে এই সংবাদ দিল। লিচ্ছবীরাজেরা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চশত ব্যক্তি পঞ্চশত রথে আরোহণ করিয়া বজ্জল মল্লকে ধরিবার জন্য বাহির হইলেন।

## মহাপরিনিব্বান স্মৃতি



(কলিকাতা বাসী—সদস্য-প্রিয় 'স' দাশিক উপাসক শ্রীযুক্ত হরিপদ চৌধুরী, তাঁহার সহদক্ষিণী শ্রদ্ধাবর্তী উপাসিকা শ্রীমতী কুমার-ভাবিনী দেবী ও পুত্র শ্রীমান 'আনন্দ চৌধুরী' চৌধুরী মহাশয় বজ্রায় ভিক্ষুসঙ্ঘের সুপরিচিত বহুদিন যাবৎ তিনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে ধন্য-গ্রন্থাদি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রকেও বুদ্ধ-শাসনে দান করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ এই বেলা ত্রিরত্নের পূজা বন্দনা এখন তাঁহাদের জীবনের প্রধান বৃত্ত।)



তাহারা প্রথমে মহালিকে এই কথা জানাইলেন ; তচ্চবণে মহালি বলিলেন, “তোমরা যাইও না ; বজ্রুল একাই তোমাদিগকে বধ করিবেন ।” তাহারা বলিলেন, আমরা যাইবই যাইব ।” “যদি একান্তই যাও, তবে যেখানে দেখিবে একটা চক্রের নাভি পর্য্যন্ত মুক্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে ফিরিবে, যদি তাহাও না কর, তবে যেখানে গিয়া সম্মুখে বজ্রধ্বনির ত্রায় শব্দ শুনিবে সেইস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে, যদি তাহাও না কর, তবে যখন তোমাদের রথের ধুরে ছিত্র দেখিতে পাইবে, সেখান হইতে ফিরিবে ; ইহার পর আর অগ্রসর হইও না ।” তাহারা মহালির কথামত প্রত্যাবর্তন না করিয়া বজ্রুলের অহুধাবন করিতে লাগিলেন । তাহাদিগকে দেখিয়া মল্লিকা বলিলেন, “স্বামিন্, আমাদের পশ্চাতে অনেকগুলি রথ দেখা যাইতেছে ।” বজ্রুল বলিলেন, “বেশ, যখন সবগুলি একথানা রথের মত দৃষ্ট হইবে তখন জানাইবে ।” অনন্তর যখন শ্রেণীবদ্ধ রথগুলি একথানা রথের ত্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল তখন মল্লিকা বলিলেন, “স্বামিন্, কেবল একথানা রথের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে । তবে তুমি অশ্বরশ্মি ধর ।” ইহা বলিয়া তিনি স্ত্রীর হস্তে রশ্মি দিলেন এবং নিজে রথে দাঁড়াইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন ; অমনি তাহার রথচক্র নাভি পর্য্যন্ত মুক্তিকায় প্রোথিত হইল । লিচ্ছবিরা সেখানে গিয়া উহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । বজ্রুল কিয়দূর অগ্রসর হইয়া ধনুকে টঙ্কার দিলেন ; উহা বজ্রধ্বনির ত্রায় শ্রুত হইল ; কিন্তু লিচ্ছবিরা তচ্চবণেও ফিরিলেন না ; অহুধাবন করিয়াই চলিলেন । অনন্তর বজ্রুল রথে দাঁড়াইয়াই একটা শর নিক্ষেপ করিলেন ; উহা সেই পঞ্চশত রথের অগ্রভাগ বেধ করিল এবং ঐ পঞ্চশত রাজার প্রত্যেকের দেহে যে অংশে কটিবদ্ধ গ্রন্থি ছিল সেই অংশ বেধ করিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করিল । কিন্তু রাজারা যে বিদ্ধ হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; তাহারা “তিষ্ঠ” “তিষ্ঠ” বলিয়া অহুধাবন করিয়াই চলিলেন । তখন বজ্রুল রথ থামাইয়া বলিলেন, “তোমরা মৃত, মৃতের সহিত আমার যুদ্ধ হইতে পারে না” । “কি ! আমাদের মত লোক মৃত ! এ নূতন কথা বটে ?” “বিশ্বাস না হয় তোমাদের মধ্যে যে সর্ক পশ্চাতে আছ, তাহার কটিবদ্ধ খুলিয়া দেখিতে পার ।” পশ্চাৎবর্তী ব্যক্তি তাহাই করিলে, তখনই প্রাণ ত্যাগ করিয়া পড়িয়া গেলেন । তখন বজ্রুল বলিলেন, তোমাদের সকলেরই এই দশা ; এখন স্ব স্ব গৃহে গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা কর। কর্তব্য তাহা কর, দারাপুত্রকে উপদেশ দাও এবং বন্দাদি খোল ।” পঞ্চশত লিচ্ছবী এইভাবেই প্রাণ হারাইলেন । +

অতঃপর বজ্রুল স্ত্রীকে লইয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিলেন । মল্লিকা ক্রমে যোলবার সমস্ত পুত্র প্রসব করিলেন । এই কুমারেরা সকলেই বলবান্ ও সর্কবিজ্ঞা বিশারদ হইলেন । ইহাদের প্রত্যেকের

+ ইংরাজী অনুবাদক এই প্রসঙ্গে অনুরূপ দুইটা আখ্যায়িকা দিয়াছেন । প্রথমটতে দেখা যায়, যাতক এমন কোশলে এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন যে, হত ব্যক্তি তাহা বুঝিতেই পারে নাই । অনন্তর সে যেমন নত গ্রহণ করিল, অমনি হাঁটি দিতে গিয়া তাহার মাথাটা পড়িয়া গেল । দ্বিতীয় আখ্যায়িকায় আছে যে, বিবাদ করিতে করিতে এক ব্যক্তি এমন কোশলে তাহা প্রতিদ্বন্দীকে ভরবারি দিয়া বিখণ্ডিত করিল যে, সে তখনও বলিয়া কলহ করিতে লাগিল । অনন্তর সে যেমন যাইবার জন্য উঠিতে চেষ্টা করিল, অমনি তাহার শরীরের দুই খণ্ড দুই দিকে পড়িয়া গেল । (জাতক, ঈশান চন্দ্র বোথ)

এক সহস্র অশ্বচর ছিল। ইহারা যখন পিতার সহিত রাজভবনে বাইতেন; তখন ইহাদের ঘাড়াই রাজাঙ্গন পূর্ণ হইত। একদা এক মিথ্যা মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া কয়েকজন লোক বন্ধুলকে দেখিলামাত্র দোদন করিতে করিতে জানাইল যে, বিচারকেরা মিথ্যা অভিযোগকারীদের পক্ষপাতী হইয়াছেন। তখন সেনাপতি বিচার গৃহে গিয়া তথ্যাস্থান করিলেন এবং যাহার ধন তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত লোক মহাশঙ্কে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। রাজা ব্যাশার কি জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এত তুষ্ট হইলেন যে, অগ্র সকল অমাত্যকে দূর করিয়া বন্ধুলকেই বিনিশ্চয়ের ক্ষমতা দিলেন। তিনি তদবধি বিনা পক্ষপাতে বিচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভূতপূর্ব বিচারকদিগের উৎকোচ লাভের পথরুদ্ধ হইল; তাঁহাদের আয় কমিয়া গেল। তৎপর তাঁহারা বন্ধুলের বিরুদ্ধে রাজার মন ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন;—বলিতে লাগিলেন, “বন্ধুল নিজেই রাজপদ গ্রহণের অভিসন্ধি করিতেছেন”। ক্রমে রাজাও তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন, কিছুতেই নিজের চিন্তকে সন্দেহ বিমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি অবিলেন, “বন্ধুলকে যদি এখানেই বধ করি, তাহা হইলে লোকে আমার নিন্দা করিবে।” এজ্ঞ তিনি কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া প্রত্যন্ত প্রদেশে উপদ্রব ঘটাইলেন এবং সেনাপতিকে ডাকাইয়া বলিলেন, “শুনিতেছি প্রত্যন্তে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি তোমার পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া সেখানে যাও এবং দস্যুদিগকে ধরিয়া আন”। রাজা বন্ধুলের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণে মহাযোদ্ধা পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, “ইহার এবং ইহার বজ্রিজন পুত্রের মাথা কাটিয়া আনিবে।” বন্ধুল প্রত্যন্তে যাইতেছেন শুনিয়াই রাজার নিযুক্ত দস্যুগণ পলায়ন করিল। বন্ধুল প্রত্যন্তে শান্তি স্থাপন করতঃ রাজধানীতে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজধানীর অদূরে সেই মহাযোদ্ধাগণ হঠাৎ তাঁহার এবং তাঁহার বজ্রি পুত্রের শিরশ্ছেদ করিল।

সেইদিন মল্লিকা বৃদ্ধ প্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের সহিত ভগবান্ তাঁহার আলয়ে আসিয়া স্নসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলেই মল্লিকার নিকট পত্র আসিল যে, তাঁহার স্বামীর ও পুত্রদিগের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। তিনি দুঃসংবাদ পাইয়াও কাহাকে কিছু বলিলেন না; ঈদৃশ মহাশোক দমন করতঃ পত্রখানি কটিদেশে রাখিয়া বৃদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচারিকা পরিবেষণ কালে ঘূতের কলসী দ্বারের গোবরাটে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাহা অপনয়ন করাইয়া অগ্র কলসী আনাইয়া পরিবেষণ করিলেন। খাওয়া শেষে ভগবান্ কথা উত্থাপনের জন্ত বলিলেন;—মল্লিকে, যাহা ভজুর তাহাই ভাঙ্গিয়াছে, তন্নিমিত্ত চিন্তা করিও না। তখন মল্লিকা কটিদেশ হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া বলিলেন, “ভগ্নে, লোকে আমাকে এই পত্রে জানাইয়াছে যে, আজ আমার বজ্রি পুত্রের ও স্বামীর শিরশ্ছেদ হইয়াছে। যখন ইহা শুনিয়া অনর্থক শোকগ্রস্ত হই নাই, তখন ঘূত-কলসীর জন্ত চিন্তা করিব কেন? তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন; মল্লিকে, অনাদি সংসারে বর্তমান জীবগণের ইহা অবশ্যজ্ঞাবী। অতঃপর তাঁহাকে ভগবান্ বলিলেন :—

অনিমিত্তমনঞ্ঞাতং মচ্চানং ইধ জীবিতং।

কসিরঞ্চ পরিত্তঞ্চ তৎকদুঞ্চেহ সংযুতং ॥

মরণশীল মানবগণের জীবন অজ্ঞাত এবং অনিষিত্ত অর্থাৎ কখন কিভাবে জীবনাবসান ঘটিবে তাহার কোন লক্ষণ অববোধ হয় না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, ক্লেশপূর্ণ ও জরা ব্যাধি প্রভৃতিতে দ্বংস সঙ্কুল।

নহি সো উপকমো অখি যেন জাতা ন মিষ্যরে।

জরম্পি পত্না মরণং এবং ধম্মাহি পারিণো ॥

জাতক না মরিয়া পারিবে এমন কোন প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না ; অন্ততঃ জরাক্রান্ত হইয়া হইলেও মরিতে হইবে। প্রাণিগণ ঈদৃশ স্বভাব বিশিষ্ট।

ফলানমিব পক্কানং নিচ্চং পতনতো ভয়ং।

এবং জাতানং মচ্চানং নিচ্চং মরণতো ভয়ং ॥

পাকা ফলসমূহের যেমন অক্ষুণ্ণ পতনের সম্ভাবনা, তেমনই জাত প্রাণীদেরও নিয়ত মরণ ভয় বিদ্যমান।

যথাপি কুন্তকারসস কতা মত্তিক ভাজনা।

সক্বে ভেদন পরিযন্তা এবং মচ্চান জীবিতং ॥

যেমন কুন্তকার নির্মিত যুৎ-ভাজন ভেদন দ্বারা সসীম ; তেমন মানব জীবন ও মৃত্যু দ্বারা সসীম।

দহরা চ মহন্তা চ যে বালা যে চ পণ্ডিতা।

সক্বে মচ্চু বসং যন্তি সক্বে মচ্চু পরায়না ॥

তরুণ কিশা বৃদ্ধ, জ্ঞানী বা মূর্খ সকলেই মৃত্যুর অধীন এবং সকলেই মৃত্যু পরায়ণ।

তেসং মচ্চু পরেতানং গচ্ছন্তং পরলোকতো।

ন পিতা ভাযতে পুত্রং ঐগাতীবা পন ঐগাতকে ॥

মৃত্যুপরেত মানবগণের মরণ সময়ে পিতা পুত্রকে কিংবা জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে জ্ঞান করিতে পারে না।

শেক্খতঞ্ঞেব ঐগাতীনং পস্স লালপতং পুথু।

একমেকোব মচ্চানং গোবজো বিষ নিয্যতি ॥

গোপাল যেমন ব্রজে গো-পাল লইয়া যায়, তেমনি বহুবিধ বিলাপে রত জ্ঞাতিগণের সম্মুখেই এক একজনকে মৃত্যু বরণ করিতেছে।

এবমব্ভাহতো লোকো মচ্চুনা চ জরায় চ।

তস্মাদীহীনা ন সোচন্তি বিদিস্সা লোকপরিযাযং ॥

সংসার মৃত্যু এবং জরায় ব্যাহত, পণ্ডিতগণ এই লোকধর্ম জ্ঞাত হইয়া শোকহীন হন।

যস্স মগ্গং ন জানাসি আগতস্স গতস্স বা।

উভো অস্তে অসং পস্সং নিয়থং পরিদেবসি ॥

জ্ঞাত বা মৃত বাহার গমনাগমন মার্গ দুজ্ঞেয়, এতদুভয়াস্ত না জানিয়া তজ্জ্ঞ পরিদেবন করা নিরর্থক।



পরিদেবমানো চে কিঞ্চিদখং উদকহে ।

সংমূলহো হি সমত্তানং কথিয়া চে নং বিচক্খণো ॥

খেদোক্তিতে যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও ফলোদয় হইত, তবে মুঢ় ব্যক্তিসম জ্ঞানিগণও পরিদেবন করিতেন ।  
( বিচক্ষণ নিজদেরকেও মুঢ়ের সমান করিয়া পরিদেবন করিতেন । )

নহি ক্লেন সোকেন সত্তিং পপ্পোতি চেতসো ।

ভিষ্যস্বল্পজ্জতে দুক্খং সরীরপ্পুপহঞ্ঞতি ।

রোদন কিম্বা শোকে চিন্তে শান্তি আসে না; অধিকন্তু উত্তরোত্তর দুঃখই বাড়ে এবং শরীর জীর্ণ হয় ।

কিসো বিবল্লো ভবতি হিংসমত্তানমত্তনা ।

ন তেন পেতা পালেস্তি নিরখা পরিদেবনা ॥

পরিদেবনে লোক ক্লশ এবং বিবর্ণ হয়, ইহাতে শ্রেতাঙ্গার কোন লাভ হয় না, নিজকে নিজে হিংসা করা হয় মাত্র, পরিদেবন এমনি নিরর্থক ।

সোকমল্পজ্জহং জন্ত ভিষ্যো দুক্খং নিগচ্ছতি ।

অল্পখুনন্তো কালকৃতং সোকস্স বসমম্বগু ॥

মাম্বশ শোক ত্যাগ না করিলে উত্তরোত্তর দুঃখই প্রাপ্ত হয়, নিয়ত কালগতের স্বরণে মন স্বতঃই শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ।

অঞ্ঞপি পস্স গমিনে যথা কস্মপগেনরে ।

মচ্চুনো বসমাগম্ম ফল্লন্তেবিধ পাগিনে ॥

অপর সকলের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, যাহারা কস্মাৎসারে গমন করিতেছে । এই সংসারে মৃত্যুর বশাগত হইয়া প্রাণিগণের মধ্যে নিত্য স্পন্দনই হইয়া থাকে ।

যেন যেন হি মঞ্ঞন্তি ততো তং হোতি অঞ্ঞথা ।

এতাদিসো বিনাভাবো পস্স লোকস্স পরিঘাৎ ॥

লোকে 'যাহা মনে করে তাহার অন্তথা ঘটিয়া থাকে । সংসার ধর্ম্মতা দৃশ্য অভাবমূলক, ইহা দর্শন কর ।

অপিবস্স সতং জীবো ভিষ্যো বা পন মাগবো ।

ঞাতিসজ্জা বিনা হোতি জ্জহাতি ইথ জীবিতং ॥

সংসারে যদি মানব শতবর্ষ কিম্বা ততোধিক জীবিতও থাকে, তথাপি জ্ঞাতিসজ্জা হইতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া যায় ।

তস্মা অরহতো সূত্বা বিনেয্য পরিদেবিতং ।

পেতং কালকৃতং দিষ্টা নেসো লব্ভা ময়া ইতি ॥

তকেতু অর্হৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সূত্রদের দেহ ত্যাগে মনে করিবে "ইহাকে আর পাইব না" এইরূপে পরিদেবন বিনোদন করিবে ।

যথা সরণমাদিতং বারিণা পরিণিবৃত্তো,  
এবং পি ধীরো সপঞ্ঞো পণ্ডিতো কুসলো নরো ।  
খিগ্নমুগ্ধতিতং সোকং বাতো তুলংব ধংসযে,  
পরিদেবং পজ্জগ্গং দোমনসসং অন্তনো ॥

প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন বারিসিঞ্চণে পরিণিবৃত্ত হইয়া, তদ্রূপ প্রজ্জাবান, ধীর, দক্ষ, পণ্ডিত ব্যক্তি নিজের উৎপন্ন শোক, পরিদেবন, কল্পনা, জল্পনা, দৌর্দৈন্য বাত কর্তৃক শিমূল তুলা বিধ্বস্তের দ্বারা শীত্ৰই ধ্বংস করিয়া থাকে ।

অন্তনো স্থখমেসানো অববুহে সল্লমন্তনো ;  
সব্বলুহসল্লো অসিতো সন্তি পপ্পুয়া চেতসো ।  
সব্বসোকং অতিকন্তো অসোকো হোতি নিব্বৃত্তোতি ॥

আত্মস্থখাশ্বেষী স্বীয় শোক সমুৎপাটিত করে । বিদ্ধ শল্যের অবিদ্যমানতায় মানসিক শান্তি লাভ হয় । সর্বশোক অতিক্রান্ত ব্যক্তি অশোক হয় এবং নিরুত্তি লাভ করে । মল্লিকা পুত্রবধুগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, “তোমাদের নিরপরাধ পতিগণ স্ব স্ব পূর্ব জন্মার্জিত কৰ্ম্মফল পাইয়াছে ; অতএব শোক করিও না ; রাজার উপরেও যেন তোমাদের মনে বিদ্বেষ ভাব না জন্মে ।” রাজার চরেরা ইহা শুনিয়া, তাঁহারা যে নিরপরাধ, রাজাকে একথা জানাইল । ইহাতে অল্পতপ্ত হইয়া রাজা মল্লিকার গৃহে আগমন করিলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পুত্রবধুদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মল্লিকাকে বর দিতে চাহিলেন । মল্লিকা বলিলেন, “মহারাজ যখন বর দিতে চাহিলেন তখন উহা গ্রহণই করিলাম ।” অনন্তর রাজা চলিয়া গেলে তিনি প্রেতপিণ্ড দান করিলেন এবং স্নানান্তে রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি বর দিতে চাহিয়াছেন ; আমার অল্প বরে প্রয়োজন নাই ; আমি এবং আমার বত্রিশটা পুত্রবধু স্ব স্ব পিতৃভ্রাতৃগণে যেন যাইতে পারি, এই অল্পমতি দিন ।” রাজা ইহাতে সন্মতি দিলেন । মল্লিকা পুত্রবধুদিগকে স্ব স্ব পিতৃগৃহে প্রেরণ করিয়া নিজে কুশীনগরে নিজের পিতৃভ্রাতৃগণে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । অতঃপর ভগবান্ পরিণিব্বান প্রাপ্ত হইলে তিনি চারি কোটি টাকা মূল্যের সপ্ত রত্নময় মহালতা আভরণ দ্বারা পূজা করতঃ যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা স্বত্বের অনুবাদে উক্ত হইয়াছে ।

নিরপরাধ বন্ধুলের প্রাণ সংহারের পর কোশলরাজ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন ; তাঁহার চিত্তে শান্তি ছিল না ; রাজ্যে স্থখ ছিল না । তিনি বন্ধুলের ভাগিনেয় দীর্ঘ কারায়ণকে সৈন্যপত্য প্রদান করেন । কিন্তু দীর্ঘ কারায়ণ “এই রাজা আমার মাতুলকে বধ করিয়াছেন” ভাবিয়া রাজার প্রমাদ অনুসন্ধানে রত রহিলেন । তখন ভগবান্ শাক্যদিগের “মেদালুপং” নামক নগরে বাস করিতেছিলেন । রাজা সেখানে গিয়া আরামের অনতিদূরে স্বচ্ছাবার স্থাপন করিলেন, অল্পমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া শাস্ত্রাকে বন্দনা করিতে বিহারে গমন করিলেন এবং কারায়ণের হস্তে পঞ্চরাজচিহ্ন + দিয়া একাকী গঙ্গা কূটরে প্রবেশ করিলেন । তৎপর ভগবানের ত্রীপাদপদ্মে মস্তক

স্থাপন পূর্বক চূষন করতঃ উভয় হস্তে ত্রীপাদ যুগল পরিমার্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—“ভস্মে, আমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ”। ভগবানের প্রস্নে কেন তিনি ভগবানকে এত ভক্তি করেন তাহা প্রকাশ করিতে ধর্ম ঐচতস্যমূহ \* ভাষণ করেন।

রাজা গন্ধ কুটীরে প্রবেশ করিলেই কারায়ণ রাজচিহ্নগুলি লইয়া স্বচ্ছাবারে চলিয়া আসিয়া রাজপুত্র বিড়ুড়ভকে রাজা করিলেন এবং প্রসেনজিতের জন্ত কেবল একটা অশ্ব ও একজন পরিচারিকা রাখিয়া শ্রাবস্তীক্কে চলিয়া গেলেন। প্রসেনজিৎ শাস্তার সহিত প্রিয়সংলগ্ন পূর্বক স্বচ্ছাবারে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহার সেনা চলিয়া গিয়াছে। তিনি সেই পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং স্বীয় ভাগিনেয় রাজা অজাতশত্রুর সাহায্যে পুনঃরাজ্য গ্রহণ করিবেন এই উদ্দেশ্যে রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজিকালে রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন নগর দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে ; কাজেই বাহিরে একটা গৃহে শয়ন করিলেন এবং বাতাতপ ক্লান্তি বশতঃ প্রত্যুষ সময়ে মুতুমুখে পতিত হইলেন। রাজি প্রভাত হইলে, “কোশল নরেন্দ্র অনাথ অবস্থায় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন” বলিয়া পরিচারিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। লোকে অজাতশত্রুকে এই সংবাদ দিলে তিনি মহাসমারোহে মাতুলের শরীর কৃত্য সম্পাদন করিলেন। পরিচারিকার প্রমুখ্যৎ রাজা অজাতশত্রু সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিড়ুড়ভকে সমুচিং শিক্ষা দিতে স্বীয় চতুরঙ্গিনী সেনাসম্ভার আদেশ করিলেন। তখন অমাত্যগণ রাজচরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, মহারাজ, আপনার মাতুল জীবিত থাকিলে আপনার যাওয়া উচিত হইত। এখন বিড়ুড়ভের রাজ্য লাভ ব্যাপারে আপনারও সাহায্য করা কর্তব্য” ইত্যাদি রূপে বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন।

সিদ্ধিরস্ত।

“সকল সত্তা ভবন্ত স্থিততত্তা ;

ইদং মে পুঞ্ঞং পঞ্ঞা লাভাষ সংবত্ততু।

নিব্বানম্ পচযো হোতু”তি ॥

সমাপ্ত

## বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অস্তদীপো বিহরতি অভ্যসরণো	... ৫৫, ৫৬	ধূপারহা-চত্তারো	... ১২৩
অকুশল, কুশল, মূল	... ২১৭	দিক্সানি সঙ্গীতানি	১১৬, ২২৬
অতাহু দিট্টি	২৫৮-২৫৯	ধম্মদীপো ধম্মসরণো	... ৫৫
অনাগামী	... ১২৬	ধম্ম বিনয়	২৪, ২৬, ২৩৪-২৩৫
অপরিহানিষ ধম্ম সত্ত্ব (ছভাগা)	৩-১৮, ছ ১৮-২১	ধম্ম স্বক্খাতো ভগবতা ৪১, ২০৩ সন্নিট্টিক ৪১, ২০৩	
অভিঞ্ঞা	... ১২৬	অকালিক, এহিপস্মিক, ওপনৈয়িক, পচ্চত্তং-	
অভিভাষতন-অট্ট	... ৭৪-৭৮	বেদিতক্কো বিঞ্ঞ্ছি	৪১, ২০৪
অরিষ সচ্চ-চত্তারি	৩৬-৩৭, ১২৪-১২৫	ধম্মাহুধম্ম পটিপন্ন	২২৭-২২৮
অরিষ অট্টজিক মগ্গ ৮২, ২১৭ সম্যকদৃষ্টি	২১৭	নীবারণ পঞ্চ	২৫, ২৫৯
সম্যকসক্ক ২১৮ সম্যকবাক্য ২১৮ সম্যককম্মাস্ত ২১৮		পঞ্ঞা ২১, ২৬, ৩৭, ৪৩, ৫২, ১২১-১২৩, ২১৬	
সম্যগাজীব ২১৯ সম্যকব্যায়াম ২১৯ সম্যকস্মৃতি ২১৯		পচ্ছিম বুদ্ধ বচন	... ১৪৪
সম্যকসমাধি	... ২১৯	পরিণিব্বান ১৭৭-১৭৯ মহাপরিণিব্বান ১৭৯-১৮০	
অসম্মূলহো কালং করোতি	... ১২৪	পরিসা-অট্ট	... ৭২-৭৩
আদীনব পঞ্চ, আনিসংস পঞ্চ	২৮, ২৯	পিণ্ডপাত-ধে	... ১১২
আনন্দসংস অব্ভূত ধম্ম-চত্তারো	... ১২৭	পীতি-পঞ্চবিধা	৬০, ১৮৩
আযতন-চত্তারি	... ১৪৫	বল-পঞ্চ	৮৯, ২১৪-২১৬
আসব-চত্তারো ২১-২২, ২৬, ৩৭, ৪৩, ৫২, ১২৩		বোজ্জ-সত্ত	৮৯, ১৮১-১৮৫, ২১৭
আহার-চতুর্বিধ	... ২১৮	সতিসম্বোজ্জ ১৭, ১৮১ ধম্মবিচয়সম্বোজ্জ, বিরিয়-	
ইন্ধিপাদা-চত্তারো	৮৯, ২০৮	সম্বোজ্জ ১৭, ১৮২ পীতিসম্বোজ্জ, পসসক্কিসম্বোজ্জ,	
ইঙ্গিয়-পঞ্চ	৮৯, ২১৪-২১৬	সমাধিসম্বোজ্জ ১৭, ১৮৩ উপেক্খাসম্বোজ্জ ১৭, ১৮৪	
কম্ম-তীনি	১৮-১৯, ১২৬	ভগবা ৪১, ২০২ অরহং ৪১, ১২৭ সম্মাসম্মুহ ৪১, ১২৮	
চক্খুমা	• ... ২২-২৩	বিজ্জাচরণসম্পন্ন ৪১, ১২৮ স্তগত ৪১, ১২৯	
বুদ্ধচক্ক ২২০ ধর্মচক্ক ২২১ দিব্যচক্ক ২২১		লোকবিদ্ ৪১, ১২৯ অহন্তর ৪১, ২০০ পুরিসদম্মসারথি	
মাংসচক্ক ২২১ সমন্তচক্ক	... ২২২	৪১, ২০০ সখাদেব মহাস্থানং ৪১, ২০১ বুদ্ধ ৪১, ২২০	
চক্কবত্তী রঞ্ঞো অব্ভূত ধম্ম-চত্তারো	... ১২৭	তথাগত	৮৭, ২০৬
ঝান-চত্তারি	১৪৫-১৪৬, ২১৬, ২১৯	ভূমিচালস্ অট্ট পচ্চব	৭০-৭২, ২১২
ঠান (দমলনীষ সংবেজনীষ)-চত্তারো	১২০, ২৩০	মাতৃজাতির-সহিত ব্যবহারবিধি	১২১, ২৩০

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ସମ୍ପାଦନା	୧୭୧, ୨୧୧-୨୨୦	ସତ ସମ୍ପାଦନା	... ୫୭-୫୯
ସମ୍ପାଦନା-ଚକ୍ରାବଳୀ	୨୦-୨୧, ୨୨୨-୨୨୫	ସମ୍ପାଦନା-ସମ୍ବନ୍ଧ ୧୭୦ ସମ୍ବନ୍ଧ	... ୧୭୧
ସମ୍ପାଦନା-କ୍ରମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୃହପତି	... ୧୨୨	ସମ୍ପାଦନା ୨୧, ୨୬, ୩୧, ୫୩, ୫୫, ୧୨୧, ୨୧୬, ୨୧୭-୨୨୦	
ସମ୍ପାଦନା	୨୫୨-୨୬୦	ସମ୍ପାଦନା-ଚକ୍ରାବଳୀ	୮୨, ୨୧୫
ସମ୍ପାଦନା-ବିଷୟ	୨୨୨-୨୩୦	ସମ୍ପାଦନା କାଳ କରାଯିବ	... ୧୨୩
ଲୋକ	... ୨୫୬	ସମ୍ପାଦନା ୧୩ ପୃଷ୍ଠାର ପାଦଟୀକା ଉପରେ ।	
ରାଜ୍ୟ-ସମ୍ପାଦନା	... ୧୨୮	ସମ୍ପାଦନା ୧୮୫ ଶାସ୍ତ୍ରପୁରାଣର ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ୫୧-୬୧ ମୂଳ	
ସମ୍ପାଦନା-ଅର୍ଥ	୧୮, ୨୧୩	୨୧, ୨୬, ୩୧, ୫୩, ୫୫, ୧୨୨ ପ୍ରାତିମୋକ୍ଷ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ,	
ସମ୍ପାଦନା-ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ସମ୍ପାଦନା ୨୨୫ ସମ୍ପାଦନା ୨୨୫		ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୧୮୨ ଆଜୀବ ପରିଚ୍ଛେଦୀୟ, ଚତୁର୍ଥ	
ସମ୍ପାଦନା ୫୨ ସମ୍ପାଦନା, ଉତ୍କଳସମ୍ପାଦନା, ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ପାଦନା, ସାମାଜିକ-		ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପାଦନା ୧୨୦ ପଞ୍ଚ, ଅଷ୍ଟ, ଦଶମୀ	୧୨୫
ସମ୍ପାଦନା, ଆହୁତ୍ୟ, ପାହୁତ୍ୟ, ୫୨, ୨୦୫ ଦକ୍ଷିଣେୟ,		ସମ୍ପାଦନା	... ୧୮୦
ଅଞ୍ଚଳିକରଣୀୟ, ଅହୁତ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ-ଅଞ୍ଚଳିକରଣୀୟ ଲୋକସମ୍ପାଦନା		ସମ୍ପାଦନା	୨୫୬-୨୫୮
	୫୨, ୨୦୬	ସମ୍ପାଦନା-ତୀନ, ପଞ୍ଚ, ଦଶ	... ୧୨୫
ସମ୍ପାଦନା-ଚକ୍ରାବଳୀ	୮୨, ୫୩-୫୯	ସମ୍ପାଦନା ଲୋକ କମ୍ପୋଜି	... ୨୧୨

## ଶାସ୍ତ୍ର-ସୂଚୀ

ବିଷୟ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	
ଅଗ୍ନିଗିନାଭିଷେକା ହେଟ୍ଠା	୨୫୫	ଅଗ୍ନିଗିନି ବତ ସମ୍ପାଦନା	୧୫୧
ଅଗ୍ନି-ଅଗ୍ନି ପଦ୍ମ ଗମିନୀ	୨୬୫	ଅଗ୍ନି ବତ୍ ସତ୍ତ୍ୱ ଜୀବେ	୨୬୫
ଅଗ୍ନିବାହଃ ପଦ୍ମଜିତୋ	୨୧୩	ଅଗ୍ନିବାହଃ ଅଗ୍ନିବାହଃ	୧୧୮
ଅଗ୍ନିବାହଃ ଅଗ୍ନିବାହଃ	୨୬୨	ଅଗ୍ନିବାହଃ ସମ୍ପାଦନା	୨୦
ଅଗ୍ନିବାହଃ ମେ ଭକ୍ତେ ଭଗବା	୫୮	ଅଗ୍ନିବାହଃ ଚ ସେ ବୁଦ୍ଧା	୨୫୫
ଅଗ୍ନିବାହଃ ଚକ୍ରମତୋ ସମ୍ପାଦନା	୧୧୫	ଅଗ୍ନିବାହଃ ଅଗ୍ନିବାହଃ	୧୨୮
ଅଗ୍ନିବାହଃ ସମ୍ପାଦନା	୨୬୫	ଅଗ୍ନିବାହଃ ପର ଲୋକେ	୨୦୨
ଅଗ୍ନିବାହଃ ସମ୍ପାଦନା	୧୮୦	ଅଗ୍ନିବାହଃ ଚକ୍ରମତୋ	୧୨୧

## বিষয়

## পৃষ্ঠা

## বিষয়

## পৃষ্ঠা

অঙ্গরীনে চিত্তেন	১৪৭	মন্ত পুং কালিকানং	১৪১
আমন্তবী চন্দকং নাম তিক্খং	১১১	মহরা চ মহন্তা চ বে বালা	২৬৭
আরকত্তা হতত্তাচ	১৩৭	দানং সীলং পরিচাগং	১৩৭
ইতি বুদ্ধো অভিক্খো	২২	দেবিল্ল নাগিল্ল নরিল্ল পুজিতো	১৩১
ইহাসনে শুভ্রতুমে শরীরং	২১৫	ন তস্ অদিট্ট মিথখি কিঞ্চি	২২২
একাহি দাঠা তিদিবেহি পুজিতা	১৭৫	ন হি সো উপকমো অখি	২৬৭
একুন্তিস বযসা সুভদ	১৩৮	ন হি কল্লেন সোকেন	২৬৭
এবমব্ ভাহতো লোকো	২৬৩	নাবা মালুত বেগেন	৪১
এবং অতিক্তন্ত দস্সাবিং	২০২	নাহ অস্সাস পস্সাসো	১৪৭
কিসো বিবল্লো ভবতি	২৬৪	নহাঙ্কা চ পিবিঙ্কা চ চুন্দকেন সখা	১১১
কো নাম এখ সো সত্তো	৪৭	পদমচ্ছুত মচ্ছুত্তমসচ্ছুতমচ্ছুত্তরং	১৭৭
কো মে বন্দতি পাদানি	২০১	পরিদেবয মানোচে	২৬৪
খিল্লমুত্ততিং সোকং	২৬৫	পছে দিস্সান কাসাং	২৫৪
খেত্তু পমা অরহন্তো	২০৬	পরিপক্কো বযো মব্ধং	২০
গম্বান বুদ্ধো নদিষং ককুখং	১১১	পুজা বিসেসং সহ পচ্চবেহি	১২৭
গমনেন ন পত্তকো লোকসস	১২২	পেক্খতএ ঞ্জোব ঞ্জাতীনং	২৬৭
চতুস্সং অরিয সচ্চানং	৩৭	ফলানমিব পচ্চানং	২৬৩
চত্তালীস সমদত্তা	১৭৬	ভগবাতি বচনং সেট্টং	২০২
চুন্দস্স ভত্তং ভুজ্জিতা	১০১	ভগী ভজী ভাগিবিভত্তবা ইতি	২০২
ছিন্নোদানি ভবিস্সামি	৫৭	ভগ্গুয়াগো ভগ্গুদোসো	২০৩
ততো নং অহুকপেত্তি	৩৩	ভুত্তস্স চ স্করমচ্ছবেন	১০১
তথাহি সচ্চানি সমন্ত চক্খুনা	২০৭	মত্তুকোহং পুরে আসিং	২০১
তদাঙ্গি যং ভিৎসনকং	১৪৮	মিথিলা চ বিদেহানং	২৪১
তন্না অরহতো সুখা	২৬৪	মুত্তং চিত্তম্সাদস্স	২০১
তস্সেব তেজ্জেন অং বহুচ্ছরা	১৭৫	যতোচ ধম্মং তথমেব ভাসতি	২০৭
তানি এতানি দিট্টানি	৩৭	যথাপি কুন্তকারস্স	২৬৩
তিগকট্ট সমং লোকং	২৫৮	যথা সরণ মাতিত্তং	২৬৫
ভেন কস্মেনহং বীর হীনত্তং	২৫৪	যত্তং সুত্তবসেনেব	৪৭
ভুলমভুলঞ্চ সম্ভবং	৬২	যন্না রাগাদি সম্ভাতা	১৩৭
ভেসং মচ্ছু পরেতানং	২৬৩	যন্না নখি রহো নাম	১৩৭
বদন্তো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি	১১৩	যন্নিং পদেসে কপ্পেত্তি বাসং	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বসন্ত যগৎ ন জানাসি	২৬৩	সক্বেব নিক্খিপিসসত্তি	--- ১৪৪
বা তথ দেবতা আত্মং	৩৩	সক্বেব ভোত্তো সহিতা সমগ্গা	--- ১৬৭
বে চ তে দীঘমক্কানং	২০২	সব্বুং তং বিমানেন্দ্ৰা	--- ২৫৪
বে তরন্তি অন্নং সরং	৩৫	সল্পপে অসিহেথেন পিসাচেন পি সল্পপে	--- ২৩০
যেন যেন হি মঞ্জেত্তি	২৬৪	সিদ্ধীবল্লং যুগং মট্টং	--- ১১০
বো ইমস্মিৎ ধম্ম বিনয়ে	২০	সীলং সমাধি পঞ্ঞাচ	--- ২২
বো চ বসন্ত সত্ত জন্ত	২৫৫	সুঞ্ঞেত্তো লোকং অবেক্খসুহ	২১০, ২৫৬
বিঞ্ঞানসস নিরোধেন	১৭৮	সুহু ধম্ম সমুদ্বাদং সুহু সম্ভার	--- ২৫৮
সত্ত সত্তগগিনা বারা	২৫৫	সুগন্ত ভোত্তো মম এক বাক্যং	--- ১৬৭
সত্তন্তু ব্রহ্মদত্তোচ	২৪২	সোক মগ্গজহং জন্ত	--- ২৬৪

## ব্যক্তি-নাম সূচী

বিষয়	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অজাতসত্ত ১, ২, ১৬৩, ১৭০	গোতম	২২	মার	৬৪, ২১০-২১১
২৪৩	চক্খুমা	২২, ২৩, ২২০	মার পরিসা	৭৩
অজিত কেসকবল ১৩৬, ২৩২	চাতুমহারাজিক পরিসা	৭৩	বরণ বারণ	২২৬
অহুহু ১৪৫, ১৪৭, ১৫২, ২৪৮	চন্দ	৬০, ২২, ১১১	বিশ্বকর্মা	১৭২
অম্বশালী ৪৩, ৪৭, ২৪৭	চন্দক	১১০	সক	৫২, ১৪৭
অন্নকল্পক	তথাগত	৬৩, ৮৩, ২০৬	সুহাবাসদেব	৩২
অশোক (রাজা)	ভিদিব	১৭৫	দোণ	১৬৭, ১৬৮, ১৭৫
আনন্দ ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ২৪৩	ভুট্ট	৬৮	ধত্তবট্ট (রাজা)	২৪২
আলার কলাম	দেবতা	৩০, ১১২	নন্দা	৩৮
উপবাণ ১১৭, ২২৮	তাবতিংস পরিসা	৭৩	নাগরাজা	১৭৫
ককুধ	দেবানমিস্স	১৪৭	নিকট	
কট্টিসহ	ব্রহ্মা সহস্পতি	১৪৭	নিগণ্ঠনাতপুত	১৩৬, ২৩৩
কালিষ	ব্রহ্ম পরিসা	৭৩	পকুধ কচ্চাবন	১৩৬, ২৩৩
কালিদ রাজা	মহাব্রহ্মা	৫২	পচ্চেক সম্বুদ	১২৩
কোলিষ	চারি মহারাজা (লোকপাল)	৫২	পুহুস	১০৩

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ପୁରୀ କଳ୍ପସ	୧୭୬, ୨୭୧	ମହାମାରୀଦେବୀ	୧୭୨	ମନ୍ତବ ବେଳୁଟୁମୁତ	୧୭୬, ୨୭୨
ବିଷ୍ଣୁସାର (ରାଜା)	୨୭୬, ୨୮୦	ସୋରିସ	୧୭୨	ମନ୍ତବୁ	୨୭୨
ବୋଧିସତ୍ତ	୨୧	ସୋସରାଜ	୨୦୨	ମନ୍ତବୁଟ	୨୭୨
ବେଗୁମୁ	୨୮୨	ସମୋଧରାଦେବୀ	୧୭୨	ମନ୍ତବୁତ	୨୦୨
ବ୍ରହ୍ମାଦତ୍ତ	୨୮୨	ସଟୁପାଳ	୨୦୨	ମାରିମୁତ	୨୭, ୨୮୮
ଭାରଥୀ	୨୮୨	ରେମ୍ (ରାଜା)	୨୮୨	ମାଲହ	୭୮
ମଙ୍ଗ-କୁମାରକା	୧୭୧, ୧୭୨	ଲିଙ୍ଗବୀ	୮୮, ୨୮୨	ହୁଜାତା	୭୮
ମକ୍ତଲି ଗୋସାଳ	୧୭୧, ୨୭୨	ବଞ୍ଜୀ	୧, ୨, ୧, ୨୮୨	ହୁଦତ୍ତ	୭୮
ମଙ୍ଗ-ପାବେସ୍ୟାକା	୧୭୬	ବସୁଙ୍କାର	୧, ୭, ୨, ୭୨, ୭୮	ହୁଦତ୍ତ ମରିକାଞ୍ଜକ	୧୭୭-୧୮୧
ମଲିକାଦେବୀ	୧୫୭	ବାସେଟୁଟା	୧୭୧, ୧୫୦	ହୁଦତ୍ତ ବୁଢ଼ଟମକାଞ୍ଜିତ	୧୫୧
ମହାକଳ୍ପସ	୧୫୬, ୧୭୦, ୨୮୨	ବିମ୍ବଲୀ ମୟାକ୍ଷୟକ	୨୨୮	ହୁଦୋଦନ (ରାଜା)	୧୭୨
ମହାହୁଦମ୍ବନ	୧୨୨	ବେଦେହିମୁତ	୧, ୨, ୧୭, ୧୫୨, ୧୭୦	ହୁନିଧବସୁଙ୍କାର	୭୦, ୭୭
ମହାମୋଗ୍ନଲାନ	୭୧, ୨୮୮	ମକ୍ୟ	୧୭୫, ୧୭୦	ମୋଗ୍ନ	୨୦୨

## ହାନ-ନାମ ହୁଚୀ

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଅଷ୍ଟଗାୟ	୨୦	କପିଳବଥୁ	୧୭୦, ୨୭୨	ଗୋତମ ନେତ୍ରୋଧ	୮୫
ଅଷ୍ଟପାଲିବନ	୮୭, ୮୮	କଳନ୍ଦକନିବାପ	୮୫	ଚମ୍ପା	୧୨୨, ୨୮୧
ଅଷ୍ଟଲଟୁଟିକା	୨୨	କାଳସିଳା	୮୫	ଚେତିସ-ଆନନ୍ଦ	୨୭, ୨୭
ଅଷ୍ଟବନ	୧୧୦	କାମୀ	୨୮୧	ଉଦେନ ୬୨, ଗୋତମକ ୬୨, ଚାପାଳ-	
ଅଳ୍ପକମ୍ପକ	୧୭୫, ୨୮୦	କୁମାବତୀ	୧୭୦, ୨୮୦	୬୨, ବହୁମୁତ ୬୨, ଯୁକ୍ତବନ୍ଧନ	୧୫୭
ଅବନ୍ତୀ	୨୮୧	କୁମିନାରୀ	୧୧୫, ୨୮୦	ମନ୍ତବ ୬୨, ମାରନ୍ଦ	୨, ୮୭
ଅଳ୍ପପାଳନେତ୍ରୋଧ	୮୦	କୁଟାଗାରମାଳା	୭୧, ୮୮	ଚୋରମପାତ	୮୫
ଅମ୍ବକ	୨୮୧	କୋଟିଗାୟ	୭୬, ୨୭୮	ଜୟଗାୟ	୨୭
ଆତୁମା	୧୦୫	କୋସନ୍ଧୀ	୧୨୨, ୨୮୧	ଜୟଦୀପ	୧୭୫
ଆଳକମନ୍ଦା	୧୭୦	ଗଜା	୭୮, ୨୭୨	ଜୀବକହବନ	୮୫
ଇସିମିଲିମ୍ବସ	୮୫	ଗଜାରପୁର	୧୭୫	ତମୋଦାରାୟ	୮୫
ଉପବନ୍ଧନ	୧୧୮	ଗିରୁକୂଟ	୧, ୮, ୧୮୧	ମନ୍ତପୁର	୨୮୧
ଉଦବେଳା	୮୦, ୨୭୨	ଗିରୁକାବସଥ	୭୮	ନାତିକ	୭୭, ୮୭, ୨୭୮
କହ୍ନା	୧୧୦, ୧୧୧, ୨୭୮	ଗୋତମହାର	୭୮	ନେରଞ୍ଜୟା	୮୦



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আলম্ভা	২২, ২৫, ২৩৬	ভোগনগর	২৩	বেভারশঙ্গ	৮৫
পাটলিগাম	২৬, ২৩৬	মহেশ্বর	২৪১	বেলালী	৬২, ২৩৭
পাবা	২৭, ২৩৮	মহাকুজিমিগদা	৮৫	বেলুবন	৮৫
পিল্লিলিয়ন	১৬২, ২৪০	মহাবন	৮৮	সত্তপল্লিগুহা	৮৫
পাবারিকবন	২২	মিথিলা	২৪১	সঙ্গসৌতিকপবতার	৮৫
পোতন	২৪১	বাজগহ	১, ১৬২, ১৭০, ২৩৬	সাকৈত	১২২, ২৪১
বুদ্ধগয়া	১২০, ২৩২	বাজাগারক	২২	সাকাত	২৪০
বারাণসী	১২২, ২৪১	রামগাম	১৬৫, ২৪০	সাবখী	১২২, ২৫৮
বেলুবগাম	৫২	রোহুক	২৪১, লুধিনী ১২০, ২৩২	সায়নাথ	১২১, ২৪০
ভোগগাম	২১	বিদেহ	২৪১	সীতবন	৮৫
ভুসঙ্গাম	১০৫	বেঠদীপ	১৬৫, ২৪০	ইখিগাম	২৩

## বচন-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
	৫৫	ধম্মব	২৪	রামগাম	১৭০
অন্তসরণ	৫৫	ধম্মপরিষা	৪১	বিমুক্তি-অরিষ	২২
অরুপসংগ্ৰহী	৭৫, ৭৭	ধম্মাহুধম্মপটিপন্ন	৬৫	বেদনাহুপসী	৪৪, ৫৬
উপাসক	৬৬, ৬৭	ধম্মাহুপসী	৪৫, ৫৬	সজ্জ	৪২
পুবারেস্ত	১১২	নদিকা	১০২	সজ্জিনো	১৩১
কাষাহুপসী	৪৩, ৫৫	নিত্ত দন	১১৮	সংগ্ৰহ	১৮
কুলপরিবত্ত	১৩২	নিব্বান	১৭৭	সতিসম্বোধাজ্জ	১৭
চিত্তাহুপসী	৪৪, ৫৬	নিরোধ	৭২, ১৪৫	সত	৪৩
ছিন্নপাত	১৩১, ১৪৮	নেরজরা	৮০	সম্পজ্ঞান	৪৩, ৪৬
তথাগতসাবক	১২৩, ১২৪	পঞংগ-অরিষ	১২১	সমগ ব্রাহ্মণ	১৩৬
ধূপ	১১২, ১২৩	ফাস্ত	৫৪	সমাধি-অরিষ	২২
মল্লজ্ঞাপ	২৪	ভগবা	৪১, ১০২	স্তুতং	১৮০
হুক্খ	৩৬, ১২৪	ভিক্খু	৬৫	সাবক	৬৫
হুক্খসমুদয়	৩৬, ১২৪	ভিক্খুনী	৬৫	সাবিকা	৬৫
হুক্খনিরোধ	৩৬, ১২৫	ভূমিচাল	৬২, ৭০	সিক্খাকাম	৫৬
হুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা	৩৬, ১২৫	মগ্গ-অট্টজিক	৮২	সিক্খাপদ	১৪৬
ধম্মদীপ	৫৫	মেত্তা-কম্ম (কাষবচীমনো)	১৮, ১২৬	সীল-অরিষ	২১
				সীল (সজ্জ)	২০, ৪২
				হিরঞ্জ্যবতী	১১৪, ২৩৮

## শব্দ-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৬	সারানীয়ং	সারানীয়ং	১৩	২৬	তচ্ছবণে	তচ্ছবণে
৩	২৩	স্বথসচ্ছন্দে	স্বথসচ্ছন্দে	১৪	৫	অহুযুক্তা,	অহুযুক্তা
৩	২৭	ব্যসন করিব	ব্যসন সম্পাত করিব	১৬	১	দেসিসামি	দেসেসামি
৩	৩১	ব. পিঃ সূত মেতং	ব. সূত মেতং	১৬	৫	ভবিসসান্তি	ভবিসসন্তি
৪	২৬	ঘটে	ঘটে	১৬	৭	পাটিকঙ্কা	পাটিকঙ্কা
৪	৩০	ঘটিয়া	ঘটিয়া	১৭	৬৮।১৪।২৭।৩১	সত্রকচারীগণের	সত্রকচারীগণের
৫	১	পঞ্ঞপেস্জি	পঞ্ঞপেস্জি	১৭	২১	গৃহীগণের	গৃহীগণের
৫	৬	বত্তিসসন্তি	বত্তিসসন্তি	১৭	২৮	গৃহীগণ	গৃহীগণ
৬	১	মঞ্ঞপ্ৰসন্তি	মঞ্ঞপ্ৰসন্তি	২০	৬	তকরস	তকরস
৬	৫।৬	পসঘহ	পসঘহ	২০	৬	দিটিঠবা	দিটিঠবা
৬	৬	বাসেস্তীতে	বাসেস্তীতি	২০	৯	অর্পণ	অর্পণ
৬	৭	পাটিকঙ্কা	পাটিকঙ্কা	২১	১	বিহরিসসন্তি	বিহরিসসন্তি
৬	১৭।১৯	বলাংকার	বলাংকার	২১	৩	সন্দিসসিসসন্তি	সন্দিসসিসসন্তি
৭	২২	আত	আগত	২১	৪।৬	ভিক্খুনং	ভিক্খুনং
৮	১	বিহরয়োস্তি	বিহরয়োস্তি	২২	৮	মহপকলো	মহপকলো
৮	১৯	তচ্ছবনে	তচ্ছবণে	২৩	১৪	বিমুত্তাভগবন্তো	বিমুত্তে ভগবন্তো
৮	২৯	মমলা মোকদ্দমায়	মামলা মকদ্দমায়	২৩	২২	ভন্তে	ভন্তে,
৯	২৩	রোপ্য	রোপ্য	২৩	১৬	পঞ্ঞো	পঞ্ঞো
৯	৩১	সী. ব. বজ্জানং	সী. ব. বজ্জীনং	২৪	৫	অঞ্ঞো	অঞ্ঞো
১১		দেসিসামি	দেসেসামি	২৪	১১	পসসেয্য	পসসেয্য
১২	১	পঞ্ঞাপেসসন্তি	পঞ্ঞাপেসসন্তি	২৪	১৩	সবেব	সব্বে
১২	৫	পুজ্জেসসন্তি	পুজ্জেসসন্তি	২৫	১০	সম্মাসষোধিং	সম্মাসষোধিং
১২	৬	ভিক্খুনং	ভিক্খুনং	২৫	৩১	সী. ই.	সী. ই. অত্র
১২	৯	সাপেক্খো	সাপেক্খা	২৭	১৫	গাঞ্ঞান	গাঞ্ঞান
১২	২৯	উপদেশভাবে	উপদেশভাবে	২৭	২৪	পদপ্রকালান্তে	পদপ্রকালান্তে
১৩	১	পচ্চত্তঞ্ঞে	পচ্চত্তঞ্ঞে	৩১	৫	আনন্দং	আনন্দ
১৩	২৪।২৭	তাহারা	তাহারা				

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অণ্ডক	তত্ব	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অণ্ডক	তত্ব
৩১	৮	এবমেবং	এবমেব	৬৪	২৫	নিকৃষ্ণ	নিকটস্থ
৩২	২	অগ্নিতোব	অগ্নিতোবা	৬৪	২৯	পরিবান	পরিবান
৩২	১০	পনীতং	পনীতং	৬৪	৩০	হইয়াছিলেন যে	হইয়াছিল যে
৩২	১১	নির্টিতং	নির্টিতং	৬৫	১৫।২৯	পরিবান	পরিবান
৩৩	৩	পনীতেন	পনীতেন	৬৬	২৭।২৮	পরিবান	পরিবান
৩৩	৩	ওনীতপতপানিং	ওনীতপতপানিং	৬৭	২৫	পরিবানের	পরিবানের
৩৩	২১	ভোজন	ভোজন			এইরূপ সর্বত্র দ্রষ্টব্য	
৩৪	২	পক্সি	পক্সি	৬৪	২৬	কটুচ্ছ	কটুচ্ছ
৩৪	৩	অনুবন্ধা	অনুবন্ধা	৭৫	৬	সঞ্ঞী	সঞ্ঞী
৩৪	৫	নিকৃষ্ণি	নিকৃষ্ণি	৭৬	২	দুবলানি	দুবলানি
৩৪	২৭	উল্লং	উল্লং	৭৬	১৬	বহিঃ অগ্রমণা	বহিঃ অগ্রমণ
৩৮	২৬	কটিস	কটিসহ	৭৮	১৫	স্বষ্টু মুক্ত	স্বষ্টু মুক্ত
৩৯	১	চে তো	চেতো	৭৮	৩০	অজ্ঞাতং	অজ্ঞাতং
৩৯	৬	সঞ্ঞোজনানং	সঞ্ঞোজনানং	৭৯	৩	বিমোক্ষো	বিমোক্ষো
৩৯	৯	পরিবাবাধী	পরিবাবাধী	৮০	২০	ভস্মে ভগবান্	ভস্মে, ভগবন্,
৩৯	১৮	শীলব্রত পরামাস	শীলব্রত পরামর্শ	৮০	২১	হে স্বগত	হে স্বগত,
৩৯	১৮	অরুপভাবে	অরুপভাবে	৮০	২১	পরিবাবে	পরিবাবে
৩৯	২৭	অবশ্যভাবী	অবশ্যভাবী			পরিবানে, পরিবান	
৩৯	২৯	কটিস	কটিসহ	৮১	২৯	ভিক্ষুণী	ভিক্ষুণী
৪০	২	পরিবাবাধী	পরিবাবাধী	৮২	১৯	ভিক্ষুণী	ভিক্ষুণী
৪০	২৮	জ্ঞানাদিগম	জ্ঞানাদিগম	৮৩	২৯	নিফাদিত	নিফাদিত
৪১	১৬	নিরপ্রাপ্তির	নিরপ্রাপ্তির	৮৩	২৫	চতুর্থাঙ্গিপাদ	চতুর্থাঙ্গিপাদ
৪২	১৪	সমীচীন	সমীচীন			এইরূপ সর্বত্র দ্রষ্টব্য	
৫৫	২৩	আনন্দ সংস্কৃত	আনন্দ, সংস্কৃত	৮৬	২৮।৩১	নিফাদিত	নিফাদিত
৫৫	২৬	আনন্দ সেই	আনন্দ, সেই	৮৮	২৯	তদ্বারা	তদ্বারা
৫৫	২৮	ধর্মবীপ	ধর্মবীপ	৮৯	২২	সত্ত্ববোদ্ধানি	সত্ত্ববোদ্ধানি
৫৮	২৫	নথ	নথ	৮৯	২৩	অষ্টাঙ্গিক	অষ্টাঙ্গিক
৬০	৩১	উদ্বোধনীতি	উদ্বোধনীতি			এইরূপ সর্বত্র দ্রষ্টব্য	
৬১	১১	তচ্ছ বণে	তচ্ছ বণে	৯৬	২	ভিক্ষুবে	ভিক্ষুবে
৬১	২৫	ক্রমণঃ	ক্রমণঃ	৯৮	৩১	অন্তর্ভাস	অন্তর্ভাস
৬৪	২৪	যথোচিত	যথোচিত	১০১	২০	বাববাব	বাববাব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০১	৩০	ক্রমিক	চক্রমিক
১০৪	৫	অসুসৌসিতি	অসুসৌসিতি
১১০	৩২	পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য	
১১৬ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য			
১১১	২১	শাস্তা	শাস্তা
১১৩	৯	প্রাণী ইত্যাদি	প্রাণী হত্যাদি
১১৪	২২	হই	হইত
১১৫	১৫	উপোসতো	উপসথো
১২২	৭	পটিপঙ্কাস্ত	পটিপঙ্কাস্তি
১২২	১৭	আনন্দ অরহত্ব	আনন্দ, অরহত্ব
১২২	৩১	সোবল্লহি	সোবল্লংহি
১২৩	১০	কাবস্	কাবস্
১২৭	২৭	ভিক্কুনী	ভিক্কুণী
১৩০	৩১	হে বাসিষ্টগণ	হে বাশিষ্টগণ
এইরূপ সর্বত্র দ্রষ্টব্য			
১৩১	২	অমহাকঞ্চ	অমহাকঞ্চ
১৩১	১৯	অম্বর্যাস	অম্বর্যাস
১৩৩	৯	গোতমে	গোতমো
১৪২	৪	সো বো	সো বো
১৪৩	৭	নো সখা	নো সখা
১৪৭	২৬	উপসম	উপশম
১৪৩	১০	ভিক্খবে	ভিক্খবে
১৪৮	৬	বাহাপগ্গহহ	বাহাপগ্গহ্
১৪৯	১৫	দেবতাগণ	দেবতা
১৫০	১৬২৩	বাসিষ্টগণ	বাশিষ্টগণ
১৫২	৬	অম্বরুচ্চ	অম্বরুচ্চ
১৫২	২৪২৬	বাসিষ্টগণ	বাশিষ্টগণ
১৫৪	১১	চক্খবত্তিস্	চক্কবত্তিস্
১৫৪	২১	করিয় ?	করিব ?
১৫৬	৩০	শাস্তকে	শাস্তাকে
১৬০	৩১	ন দি সতি	নদিস্ সতি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬২	৩১	উলর	উলার
১৬৫	৩	কপিলবধবা	কাপিলবধবা
১৬৮	৩০	উপসম	উপশম
১৭১	১৭	হইবে না,	হইবেন ।
১৭২	২৮	পরিনির্ঝানে	পরিনিঝানে
১৭৪	২৩	উপসম্পদ	উপসম্পদা
১৭৭	২৮	ধন্বাদি	ধন্বাদি
১৭৯	৩৪	উপসম	উপশম
১৭৯	২৯	অষ্টাদিক	আষ্টাদিক
১৮০	১৪	প্রহৃত	প্রহৃত
১৮০	২২	কত্ত্বক	কর্ত্বক
১৮১	৮	কত্ত্বক	কর্ত্বক
১৮১	১০	ব্রাহ্ম	ব্রহ্ম
১৮৩	১৬	ভাবনপূর্ণতা	ভাবনার পূর্ণতা
১৮৫	৬২	অত্যাধিক	অত্যধিক
১৯৩	১৪	মার্গজ	মার্গাজ
১৯৪	৯	হয়	হন
১৯৪	১৩	পাটলী	পাটলি
২০০	৮	সত্তলোক	সত্তলোক
২০০	১১	লোকস্তগ	লোকান্তগ
২০৬	১৭	স্ত্যানসিদ্ধ	স্ত্যানসিদ্ধ
২০৩	৯	স্বাকথাতো	স্বকথাতো
২০৬	১৮	বুদ্ধত্ত	বুদ্ধ,
২০৬	২৭	রমিত	নমিত
২০৯	৩০	মচ্চু	মচ্ছু
২১৩	৩৩	বেধিজান	বোধিজান
২২১	১৫	শারীপুত্র	শারিপুত্র
২২২	১৬	মহাপ্রদেশ	মহাপ্রদেশ
২২৩	২	মহাপ্রদেশ	মহাপ্রদেশ
২২৯	৯	চ্যুত	চ্যুত
২৩৯	১৮	সুজোধনের	সুজোধনের
২৪৪	৬	সুজোধনের	সুজোধনের



